কোর্-আন

তৃতীয় খণ্ড

শেষ দশ পারা

ত্রিশ সূরা হইতে শেষ একশত চৌদ্দ সূরা পর্য্যন্ত।

অ,ম্ পারা এই খণ্ডের শেষ পারা ।

তফ্‌সীর হক্কানী আদি বিখ্যাত তফ্‌সীর অবলম্বনে
মূল আরবী হইতে বহু ব্যাখ্যাসহ সরল
সবিস্তার বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।

প্রথম সংস্করণ, ১৯২৫ ।

অনুবাদক—
খান্ বাহাদুর মৌলবী তস্‌লীমুদ্দীন আহমদ বি, এল।

মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

প্রকাশক—

মৌলবী মোহম্মদ মোজাম্মেল হক, বি, এ, সাহেবের

সাহায্যে

স্বয়ং অনুবাদক মৌলবী খান বাহাদুর তস্‌লীমুদ্দীন আহমদ

বি, এল, রঙ্গপুর।

২৮.১১
কোরান/ত
খ্রা:৬

All rights reserved

to the translator,

Khan Bahadur Moulvi Taslimuddin Ahmed B. L.

Rangpur.

Library.
Accn. ১০৫৭৪ ... ১২.২.১১

B10574

Printers :—

The Oriental Printers & Publishers, Ltd.

26-9-1A, Harrison Road, Calcutta.

উপহার

আমার

---------------------------------- কে

আল্লাহতালার মঙ্গলময় বাণী

পবিত্র

"কোর্-আন"

নিদর্শন-স্বরূপ

উপহার দিলাম।

.... { ______________

তারিখ.......... } ______________

অনুবাদকের নিবেদন।

দয়াময়ের অসীম কৃপায় এবং সাহায্যে, সমস্ত কোর্-আন শরীফের অনুবাদ এই তৃতীয় খণ্ডে শেষ হইল, তজ্জন্য দয়াময় আর্-রহ্মানকে ধন্যবাদ দিতেছি। বেড়ের মধ্যে ব্যাখ্যা এবং অনুবাদ স্থাপিত করা হইয়াছে, অপর অংশে শব্দে শব্দে অনুবাদ প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপ প্রণালীতে অনুবাদ অনেক পাঠকের মনোনীত হইয়াছে, অনুবাদকের দপ্তরে তাহার অনেক চিঠি মৌজুদ আছে। যাহাতে পাঠ কালে হঠাৎ মনোযোগ ভঙ্গ করিয়া ফুট নোটে মনোযোগ অর্পণ করিতে না হয় তজ্জন্য এই ধরণ অবলম্বন করা হইয়াছে। তফসীর হক্কানী, আজ্জা, মুত্ তফাসীর, তফ্সীর কাদেরী, এবং আধুনিক এবং পুরাতন বহু উর্দ্দু, পার্শী এবং মৌলানা নজীর আহম্মদের অনুবাদ অবলম্বনে মুলের সহিত মিলাইয়া, যে অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা ভাল বোধ হইয়াছে তাহাই অবলম্বন করা হইয়াছে। মৌলানা মোহম্মদ আলীর অনুবাদের আদর্শ অনেক স্থলে দিয়া তাঁহার অনুবাদে অসামঞ্জস্য দোষ আছে তাহা দেখান হইয়াছে। সেল প্রভৃতি ইউরোপীয় অনুবাদক এবং পাদ্রিগণের আপত্তি খণ্ডনের বহু বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনেক অনুবাদ পাঠ করিলে বোধ হয় আ:এত এবং বিষয় সকল যেন অসংলগ্ন, আ:এতের অনুবাদ বেড়ের মধ্যে সবিস্তার করিয়া পরস্পরের সংলগ্নতা স্পষ্ট করা হইয়াছে। কোর্-আনের লিখিত ক্রমের পার্শ্বেই সুরার অবতীর্ণের ক্রম বেড়ের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। মুদ্রাকরের অনবধানতায় কতক স্থলে বেড় ভগ্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা ধরা কঠিন হইবে না।

পূর্ব্বে মুন্সী রেয়াজুদ্দীন এবং মোঃ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব প্রভৃতি যাহাদের সাহায্য পাইয়াছিলাম তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

যেরূপ সূচী সংযোগ করার বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম তাহা প্রায় অনুবাদের সমান এক বৃহৎ গ্রন্থ হইয়াছে, এবং বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে। আমারও স্বাস্থ্যের জন্য আমিও সদয় পাঠকগণের কৃপাভাজন। সূচী প্রকাশ করিতে পারিলাম না জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এই অনুবাদে মূল আরবী কোর্ আন সন্নিবেশিত করা হয় নাই, আরবী অনভিজ্ঞ পাঠকগণের পক্ষে তাহা অনাবশ্যক, কিন্তু প্রত্যেক পৃষ্ঠার মাথায় সূরা, রুকু, এবং আএতের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, এবং অনুবাদেও আএতের সংখ্যা লিখা হইয়াছে, সুতরাং মূলের সহিত অনুবাদ ঐক্য করিয়া দেখা সহজ। সকল মুসলমান বাড়ীতেই কোর্ আন শরীফ আছে।

যাহাতে মূল আরবী আছে, এবং যাহাতে তাহা নাই, এমত কোনও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত এই অনুবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। "এই অনুবাদের একটি বিশেষত্ব এই যে, আরবী তফসীর জলালএনের ন্যায়, মতলবসহ অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে, ইহাতে বুঝিবার পক্ষে সহজ হইয়াছে।" মৌলবী ওজিহ্ উদ্দীন খেলাফত সেক্রেটারী।

ইহাতে মূল আরবী সন্নিবেশিত না করাতে হিন্দু পাঠক ভ্রাতাগণের পক্ষেও কোর্ আনে কি আছে তাহা জানার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। দয়াময় আল্লাহের অনুগ্রহে এই অনুবাদের হিন্দু গ্রাহক মহোদয়গণের সংখ্যা এক পঞ্চমাংশ। নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ (কোর্-আনে) কি আছে,

যাহাতে পাঠকগণ তাহা সহজে জানিতে পারেন, তাহাই এই অনুবাদের উদ্দেশ্য। দয়াময় আল্-রহ্-মানকে ধন্যবাদ যে এই অধম অনুবাদকের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

দয়াময়ের অনুগ্রহ এবং মার্জ্জনা প্রার্থী

অধমাধম—

তস্লীমুদ্দীন আহ্‌ম্মদ।

রঙ্গপুর

রূম—রোমক সাম্রাজ্য।

মক্কাবতীর্ণ ৩০ সংখ্যক সূরা (৮৪)।

এই সূরার মর্ম্ম ঃ—

১ম রূকু—আল্লাহর উপাসনাকারী গ্রীকগণ, অগ্নিপূজক পারস্যবাসীগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইল, আল্লাই ইহা পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি ইহাও নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন যে কয়েক বৎসর পরে গ্রীকগণই পারসীকগণের উপরে জয় লাভ করিবে ; এবং ঐ সময় মুসলমানগণও পৌত্তলিক আরবগণের উপর জয় লাভ করিবে ; (নয় বৎসর পর এই দুই ঘটনাই সত্য হইয়াছিল।) আল্লাহ্ কি তাঁহার উপাসক কি অন্যের উপাসক, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে জয় প্রদান করেন, তাঁহার কার্য্য উদ্দেশ্য শূন্য নহে ; যাহা প্রকাশ্য তাহাই মনুষ্য জানে, যাহা গুপ্ত তাহা জানে না ; স্বর্গ, মর্ত্ত এবং তন্মধ্যস্থ চন্দ্র, সূর্য্যাদি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন জন্য আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রকাশ্য উদ্দেশ্য মনুষ্য বাহির করিতে পারে, গুপ্ত উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্য পরম্পরা তিনিই অবগত ; দৃশ্য জগতের এক উদ্দেশ্য যেন এ স্থানে কর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া অদৃশ্য জগতে পূর্ণ ফল ভোগ করে ; তিনি স্বয়ং ইহা জ্ঞাত করিতেছেন, তথাপি অনেকে বিশ্বাস করে না ; আর এক উদ্দেশ্য পাপে জাতীয় ঐহিক অবনতি, জাতীয় বিনাশ, এবং পুণ্যে জাতীয় উন্নতি হয় তাহা দেখান, এই আরবগণের পূর্ব্বে উন্নতিশীল বহু পাপিষ্ঠ জাতিকে বিনষ্ট করা হইয়াছে, তাহারা পয়গম্বরের সত্য কথা

ভারহীন বিবেচনা করিয়াছিল, স্বয়ং আল্লাই যে সতর্ক করিতেছেন তাহা ধারণাও করিতে পারে নাই।

২য় রূকুঃ—তিনি প্রথমতঃ অসাধারণ উপায়ে সৃষ্টি বিকাশ করেন, যথা এই বিশ্বের প্রকাশ, প্রথম মনুষ্যের আবির্ভাব; তৎপর সাধারণ উপায়ে প্রাণী সকলকে বৃদ্ধি করেন, যথা আদম হইতে হাওয়াকে অসাধারণ উপায়ে প্রকাশ করিয়া মনুষ্য জাতির বিস্তার, আধ্যাত্মিক পৃথিবীর প্রকাশ, মনুষ্যের পুনরুত্থান, অর্জ্জিত কর্ম্মের প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর আকারে প্রকাশ, সমস্তই তাহার ইচ্ছাধীন; দিবা রাত্রিতে পঞ্চবার তিনিই উপাস্য; বৃক্ষবীজকে দৃশ্যতঃ মৃত বোধ হয়, কিন্তু তাহা হইতে আবার বর্দ্ধনশীল, অতএব সজীব বৃক্ষ বাহির করেন, তদ্রূপ প্রপীড়িত, অজ্ঞ, দুর্ব্বল অর্থাৎ মৃত জাতি হইতে, স্বাধীন, নানা গুণে ভূষিত, মান্যগণ্য অর্থাৎ সঞ্জীবিত জাতিকে বহিষ্কৃত করেন; রাত্রিতে নিদ্রিত মৃতবৎ ব্যক্তিগণকে জাগরিত করিয়া, সজীবিত ব্যক্তিগণকে প্রাতে উত্থিত করেন, মরণের পর সমুত্থানও এই সকলের ন্যায় ঘটনা;

৩য় রূকুঃ—তাঁহার এবং কেয়ামত, এবং পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রমাণ বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন যথা :—রেতঃ বিন্দু হইতে মনুষ্যের উৎপত্তিতে, স্বর্গের, মর্ত্তের সৃষ্টিতে; বর্ণের, ভাষার বিভিন্নতাতে; নিদ্রাতে জাগরণেতে, বিদ্যুতে, বৃষ্টিতে, আকাশ এবং পৃথিবীর স্ব স্ব কক্ষে স্থির থাকাতে, বিদ্যমান; তিনি বলিয়াও দিতেছেন যে যখন তিনি আহ্বান্ করিবেন তখন মৃত মনুষ্যগণ তৎকালের পৃথিবী হইতে বাহির হইয়া আসিবে; তিনি সর্ব্ব বিষয়ে শক্তিসম্পন্ন, তুলনা রহিত; উপমা রহিত; তিনি ব্যতীত অন্যে উপাস্য হইতে পারে না;

৪র্থ রূকুঃ—তাঁহার সহিত তুলনায় অন্য উপাস্যগণ স্বাধীনতাহীন

দাস, এবং তিনি ইচ্ছামত কার্য্যকর্ত্তা প্রভু; অন্য উপাস্য সকল কাল্পনিক ইষ্টদাতা এবং অনিষ্টকর্ত্তা, তাহারা ক্ষমতাহীন; তাঁহারই উপাসনায় অবিচলিত থাক; ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম; যখন মনুষ্যগণকে কোনও বিপদ যথা দারিদ্র্য আক্রমণ করে, তখন এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, উদ্ধার প্রাপ্ত হইলে তাহারা ভ্রম বিশ্বাস মত চলিতে থাকে, মরণের পর হইতে ইহার মন্দ ফল প্রকাশ পাইতে থাকে, আবার এইরূপ বিপদে পড়িলে পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হয়; যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি প্রশস্ত জীবিকা প্রদান করেন, এবং যাহার ইচ্ছা তাহার জীবিকা সঙ্কীর্ণ করেন; অতএব তাঁহারই প্রীত্যর্থে নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণকে, অভাবগ্রস্তকে, পরিব্রাজকগণকে সচ্ছলতার সময় দান করা উচিত, যাহারা আল্লাহর প্রীতি কামনা করে তাহাদের জন্য ইহা মঙ্গলজনক; দানে ধন ক্ষয় না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়; এবং সুদে ধন বৃদ্ধি না হইয়া বরং ক্ষয় হয়, কারণ তাহার পারলৌকিক পরিণাম মন্দ; আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনও উপাস্যই পূর্ব্বোক্ত কোনও কার্য্য করিতে পারে না;

৫ম রুকুঃ—আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনাদি পাপ জন্য স্থলে জলে দুর্ভিক্ষ, ঝড় যুদ্ধ ইত্যাদি অমঙ্গল বিস্তীর্ণ হয়, উদ্দেশ্য যে মনুষ্যগণ নিজকে ভাল করুক, ইহার প্রমাণ এই যে পূর্ব্ববর্ত্তী মুশরেক পাপাচারিগণকে ধ্বংস করা হইয়াছে; এমতস্থলে দুর্দ্দিবস আগমনের পূর্ব্বেই অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্ম আল্লাহর উপাসনা এবং তাঁহার আদেশ মত জীবন যাপন আরম্ভ কর, সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে তিনি সাহায্য করিবেন; তাঁহারই উপাসনা কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ইতঃপূর্ব্বেও পয়গম্বর প্রেরণ করিয়া ছিলেন; যাহারা তাহাদিকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল তাহারা তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং যাহারা তাহাদিগকে মান্য করিয়া-

ছিল তাহাদিকে সাহায্য করিয়া ছিলেন, কারণ তাঁহার অঙ্গীকার যে তিনি আস্থাবানদিগকে সাহায্য করা স্বকর্ত্তব্য করিয়াছেন; (হে প্রপীড়িত মুসলমানগণ, তোমরাও এই প্রতিশ্রুত সাহায্য প্রাপ্ত হইবা;) যে কৌশলে তিনি অনুগ্রহ করেন তাহার দৃষ্টান্ত তিনি ইস্‌লামের সুভবিষ্যতের সংবাদবাহী কোর-আনের অবতরণরূপ সুবায়ু প্রবাহিত করিলেন, তখন ক্রমে ক্রমে আত্মসমর্পণকারীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অর্থাৎ মেঘ সকল দেখা দিতে লাগিল. আবার বিচ্ছিন্ন হইল. এক দলকে নির্য্যাতনে হব্‌শে পলাইতে হইল; তখন মদিনায় যে মেঘ সকল ঘনিভূত হইল তাহা সকল সুবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল; অথচ শত্রুর পীড়নে মুসলমানগণ আশাহীন হইয়াছিল, সেই বৃষ্টির সুফল মৃত আরবভূমি জীবিত হইল; মৃত ব্যক্তি গণের পুনর্জ্জীবন লাভও এইরূপ; তথাপি তক্‌দির বা প্রাপ্য স্বভাব মত কেহ বিশ্বাস স্থাপনকারী, কেহ অবিশ্বাসকারী হইতেছে;

৬ষ্ঠ রুকু:—পুনরুত্থানের তুলনায় ইহ জীবন তোমাদের ভ্রূণ অবস্থা, মরণের পর কবর লোকের অবস্থা বাল্যকাল, কেয়ামতে পুনরুত্থান যুবত্ব; অথবা (ভাবতঃ) ইস্‌লামেরও তিন অবস্থা হইবে, উত্থান, (বাল্য) উন্নতি (যুবত্ব) পতন (বার্দ্ধক্য;) অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব মত কেহ আস্থাবান কেহ আস্থাহীন।

রূম—রোমক সাম্রাজ্য।

মক্কাবতীর্ণ ৩০ সূরা (৮৪)

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দানকর্ত্তা

আল্লাহর নামে আরম্ভ। [১।৩০।২১

১। আলেফ, লাম, মীম, (আমি আল্লাহ সুক্ষ্মদর্শী, মহৎ,) গ্রীক (সাম্রাজ্যের ঈসায়ী] গণ, (পারস্য সাম্রাজ্যের অগ্নিপূজকগণ কর্ত্তৃক) পরাজিত হইল;

৩। (আরব দ্বীপের) সন্নিকটস্থ (শাম অর্থাৎ সিরিয়া) দেশে (পরাভূত হইল।) কিন্তু তাহারা তাহাদের পরাজয়ের পর শীঘ্রই জয়লাভ করিবে। ৪। (তিন হইতে নয় সংখ্যক) কয়েক বৎসর মধ্যেই (ইহা ঘটিবে।) (এই ঘটনা সকলের) পূর্ব্ব হইতেই (এই) কার্য্য ঘটাইবার ক্ষমতা আল্লাহর (ছিল,) এবং (ইহার পরেও পরাজিত ঈসায়ীগণকে জয়ী করার ক্ষমতা তাঁহার;) এবং সে দিবস (পৌত্তলিক আরব গণের উপরে জয় লাভ করিয়া) বিশ্বাসস্থাপনকারী (অর্থাৎ মুসলেম) গণ ও উল্লাসিত হইবে। ৫। আল্লাহর সাহায্য জন্য (তাহারা প্রফুল্লিত হইবে;) (তাঁহারই উপাসক বা অপরের উপাসক) যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি সাহায্য করেন, ফলতঃ তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান, (এই পৃথিবীতে যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার প্রতি) অনুগ্রহ কর্ত্তা। ৬। (ঈসায়ী গণ, অগ্নিপূজকগণের, এবং মুসলেমগণ, আরব পৌত্তলিকগণের উপর জয় লাভ করিবে) ইহাই আল্লাহর অঙ্গীকার. আল্লাহ তাঁহার অঙ্গীকারের অন্যথা করেন না; কিন্তু বহুব্যক্তি ইহা বুঝে না।

[এই ভবিষ্যৎবাণী স্বয় সত্য হইয়াছিল। কোর-আনে বহু ভবিষ্যৎ-বাণী করা হইয়াছে, বহুবাণী সত্য হইযাছে, অপর সকল যথা সময় সত্য হইবে। এই পবিত্র গ্রন্থ যে তাঁহাব অবতারিত ইহা তাহার অন্যতর অখণ্ডণীয় প্রমাণ।

হিজরার পূর্ব্বে ৬ষ্ঠ বৎসর আরম্ভে পারস্য সম্রাট খস্রু পরভেজ গ্রীকগণকে জেরুজেলমে পবাজিত করিয়া তাহাদের এসিয়াস্থ সাম্রাজ্য অধিকার করিল। হজবত ঈসার উম্মতের পরাজয়ে মুস্লেমগণ দুঃখিত, এবং আরব পৌত্তলিকগণ উল্লাসিত হইল। তাহাবা বলিতে লাগিল পৌত্তলিক ধর্ম্ম একত্ববাদের উপরে জয় লাভ কবিবে। তখন তৎসম্বন্ধে কোব-আনে উক্ত আএত অবতীর্ণ হইল।

পারস্য সম্রাট গ্রীক সাম্রাজ্যের বাজধানী কনস্টাণ্টিনোপল (রুম) অধিকার কবিয়া ফেলিল, সুতরাং ঈসায়ীশক্তি ধ্বংস হইবে বোধ হইতেছিল। কিন্তু আল্লাহব অভিপ্রায মত হিজরার দ্বিতীয় বৎসবে অর্থাৎ এই ভবিষ্যৎবাণীব ৯ম বৎসবে গ্রীকগণ পারস্য সম্রাটকে পরাজিত করিযা স্বরাজ্য উদ্ধার করিল, এবং পারস্যের বাজধানী অধিকাব কবিযা তথায বিজয় চিহ্ন স্থাপিত করিল।

এই বৎসবেই বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণও পৌত্তলিক আরব সৈন্যের উপরে মহাজয় লাভ করিয়া পৌত্তলিক শক্তি অতি দুর্ব্বল কবিয়া ফেলিল। সুতরাং উভয় ভবিষ্যৎ বাণী যথা সময পূর্ণ হইল।]

৭। এই পার্থিব জীবনে যাহা প্রকাশ্য তাহাই তাহাবা (এই আববগণ) জানে, এবং তাহারা পরকাল সম্বন্ধে (উপদিষ্ট হইয়াও) অসতর্ক

৮। তাহারা মনে অনু ধাবন করিয়া দেখে না কেন, স্বর্গ এবং মর্ত্ত এবং এই উভয়েব মধ্যে যাহা আছে তাহা আল্লাহ উদ্দেশ্য সাধন জন্য ব্যতীত সৃষ্টি করেন নাই? এবং তাহা এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত (বিদ্যমান

থাকিবে।) ফলতঃ [এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর] আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ হইবে তৎসম্বন্ধে বহু ব্যক্তি অবিশ্বাসী।

৯। তাহারা (অর্থাৎ আরবদেশের অবিশ্বাসকারিগণ) দেশ ভ্রমণ করিয়া দেখে না কেন, (অবিশ্বাসকারী) যাহারা তাহাদের পূর্ব্বে গত হইয়াছে তাহাদের (পরিণাম) কেমন হইয়াছে, তাহারা ইহাদিগের হইতে বল· বিক্রমে বহুগুণে অধিক ছিল এবং প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকার জন্য এরং জল প্রবাহিত করণ জন্য পৃথিবী খনন করিত, এবং ইহাদিগের হইতে বহু অধিক বসতি স্থান বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদেরও নিকট তাহাদের রসুলগণ প্রকাশ্য নিদর্শন সহ আগমন করিয়াছিল, তদনন্তর আল্লাহ তাহাদের উপরে কোনও অত্যাচার করেন নাই, কিন্তু তাহারাই নিজের উপর অত্যাচার করিতেছিল; ১০। তদনন্তর মন্দ কর্ম্মকারিগণের পরিণাম মন্দ হইয়াছিল, এই জন্য যে তাহারা আল্লাহর প্রমাণ সকলেতে মিথ্যারোপ করিয়াছিল, এবং তাহা লইয়া উপহাস করিত। ১।১০

১১। অল্লাহ সৃষ্টি প্রথমতঃ [নাস্তিত্ব হইতে অসাধারণ উপায়ে] বিকাশ করেন, [যথা প্রথম মনুষ্য, প্রথম পশু, প্রথম পক্ষী, প্রথম উদ্ভিদ,] তৎপর (তাহা হইতেই তাহা সাধারণ প্রথামত) পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করেন, [যেমন আদম হইতে মনুষ্যবংশ, উদ্ভিদ বীজ হইতে উদ্ভিদাদি ;] তদনন্তর (এইরূপেই) তাঁহারই নিকট তোমরা [কেয়ামতে] পুনঃ আনীত হইবা, ১২। ফলতঃ যে দিবস মুহূর্ত্ত আবির্ভূত হইবে. পাপাচারিগণ আশাহীন হইবে, (কারণ পাপের পরিণাম ভোগ করিতেই হইবে।) ১৩। এবং তাহাদের [কল্পিত] আল্লাহর সহ উপাসনা ভাগকারিগণের কেহ তাহাদের অনুরোধকারী হইবে না, এবং তাহারাও উপাসনা ভাগ· কারিগণকে অগ্রাহ্য করিবে। ১৪। এবং যে দিবস [কেয়ামতের]

মুহূর্ত্ত আবির্ভূত হইবে সে দিবস [সুকর্ম্মকারী এবং কুকর্ম্মকারীর দল] পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে। ১৫। তারপর বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং সুকর্ম্মকারিগণ স্বর্গীয় উদ্যানে বিভূষিত হইবে। ১৬। এবং অবিশ্বাসকারীগণকে এবং প্রমাণ সকলেতে, এবং পরকালের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে যাহারা অসত্যারোপ করিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে শাস্তির মধ্যে (নরকে) উপস্থিত করা হইবে। ১৭। অতএব যখন তোমরা সন্ধ্যার সময়েতে উপনীত হও, এবং যখন তোমরা (রজনী) প্রভাত কর, তখন আল্লাহ্‌রই পবিত্রতার জপ কর। ১৮। ফলতঃ স্বর্গে এবং মর্ত্তে তাঁহারই প্রশংসাবাদ; এবং তৃতীয় প্রহরে এবং যখন তোমরা মধ্যাহ্নে উপনীত হও [তখনও তাঁহারই প্রসংশাবাদ] ১৯। তিনিই জীবনযুক্তকে [অথবা ওহিক্রমে প্রদত্ত জ্ঞানে জ্ঞানী সজীব মনুষ্যগণকে] মৃতবৎ ব্যক্তি বা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ হইতে বহিষ্কৃত করেন। এবং ভূতলকে তাহার মৃতাবস্থার পর [যথা রজনীতে মৃত্যুবৎ নিদ্রার অচেতন অবস্থার পর, বা উহাকে শস্য, ফল, তৃণ, উৎপন্ন করণোপযোগী করিয়া] জীবন দান করেন। ফলতঃ এইরূপে তোমাদিগকেও [কেয়ামতকালে] বহির্গত করা হইবে। ২।৯=১৯

২০। [এবং পুনর্জীবিত করার তাঁহার প্রদত্ত] প্রমাণের মধ্যে ইহাও যে তোমাদিগকে ক্ষিতি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদনন্তর তোমরা মনুষ্যাকারে চলাফিরা করিতেছ। ২১ এবং তাঁহার (প্রদত্ত) প্রমাণ মধ্যে (ইহাও) যে তোমাদেরই (জাতি) হইতে তোমাদের জন্য ভার্য্যাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা তাহাদিগেতে শান্তিলাভ কর, এবং তোমাদের (পরস্পরেতে) ভালবাসা এবং স্নেহ অর্পণ করিয়াছেন। অনুধাবনকারীর জন্য এই সকলেতে

(তাঁহার সম্বন্ধে বহু বিষয়) প্রমাণ রহিয়াছে। (অন্যের এই সকল কার্য্য করা অসাধ্য।) ২২ এবং তাঁহার প্রমাণ মধ্যে ইহাও যে স্বর্গের এবং মর্ত্তের সৃষ্টি, এবং তোমাদের ভাষার এবং বর্ণের বিভিন্নতা, যাহারা জ্ঞানী তাহাদের জন্য ইহাতে নিশ্চয় (বিবিধ) প্রমাণ (প্রকাশ্য এবং সংগুপ্ত) রহিয়াছে। (এই সকল কার্য্য অন্য উপাস্যের সাধ্যাতীত।) ২৩ এবং তাঁহার প্রমাণ মধ্যে, রাত্রিতে, এবং দিবসে তোমাদের নিদ্রা, এবং (জাগরণ, তখন) তোমাদের দ্বারা তাঁহার অনুগ্রহের অনুসন্ধান, (শ্রবণকারীগণের জন্য নিশ্চয় ইহাত (বহুল) প্রমাণ। ২৪ এবং তাঁহার প্রমাণ মধ্যে ইহাও যে, তিনি তোমাদিগকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন, (তাহা দেখিয়া কেহ) আশঙ্কান্বিত হয়, এবং (কেহ) আশান্বিত হয়, এবং তখন আকাশ হইতে বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন, তদনন্তর পৃথিবীকে তাহার মৃতাবস্থার পর তদ্বারা সঞ্জীবিত করেন, যে দল বুদ্ধি চালনা করে তাহাদের জন্য ইহাতে (বিবিধ সাঙ্কেতিক) প্রমাণ রহিয়াছে। ২৫ এবং তাঁহার প্রমাণ মধ্যে ইহাও যে, তাঁহার আদেশক্রমে আকাশ এবং পৃথিবী বিদ্যমান রহিয়াছে, তারপর যখন (কেয়ামতযুগে) তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন তখন তোমরা (তৎকালের) পৃথিবী হইতে বাহির হইয়া আসিবে। ২৬। ফলতঃ যাহা কিছু স্বর্গে এবং মর্ত্তে আছে, তাহা তাঁহার, সকলই তাঁহারই আজ্ঞাবহ। ২৭। এবং তিনিই যিনি (অসাধারণ নিয়ম ক্রমে) সৃষ্টি (যথা মনুষ্যাদি) প্রথম বার বিকাশিত করেন, তদনন্তর (সাধারণ নিয়মমত তাহা পুনঃ) পুনঃ প্রকাশ করেন, এবং তাহা তাঁহার পক্ষে অতি তুচ্ছ। (কিন্তু ইহা সফল করা অন্যের অসাধ্য,) এবং স্বর্গে এবং মর্ত্তে তাঁহারই দৃষ্টান্ত সর্ব্ব মহৎ, তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান, মহা কৌশল প্রকাশক। ৩।৮=২৭।

২৮। (অপ্রকৃত উপাস্য সকল যে প্রকৃতই উপাস্য নহে তাহা) তোমাদের (হৃদয়ঙ্গম করিবার) জন্য, তোমাদেরই মধ্যে তিনি (আরও) দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছেন। (তিনি অর্থাৎ) আমি যে ধন তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছি তাহাতে কি তোমাদের দক্ষিন হস্তাধীন দাসগণের কোনও অংশ আছে যে তজ্জন্য তোমরা প্রভুস্বরূপ এক সমান? তোমরা তোমাদিগকে (অর্থাৎ স্বাধীন সমর্থ ব্যক্তিগণকে) যেমন ভয় কর, তাহাদিগকেও (সেই অধীনস্থ দাসগণকেও) কি তেমন ভয় কর? অনুধাবনকারী গণের জন্য আমি আমার আএত এইরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলাম, (যে যাহা সৃষ্ট তাহা স্রষ্টার সমান নহে)। ২৯। ফলতঃ (ধন পুত্রাদির জন্য অপ্রকৃত উপাস্য অবলম্বন করিয়া) যাহারা নিজের উপর অত্যাচাব করে, তাহারা মূঢ়তা করিয়া তাহাদের অভিলাষের অনুসরণ ব্যতীত করে না। যে ব্যক্তিকে আল্‌লাহ পথভ্রষ্ট করেন, তৎপর তাহাকে কে পথ দেখাইতে পরে? ফলতঃ তাহাদের জন্য কেহ সাহায্যকারী নাই। ৩০। (যে হেতু তিনিই সর্ব্বমহৎ, সকলের স্রষ্টা,) অতএব একাভিমুখী হইয়া তাঁহারই উপাসনার জন্য তোমার বদন মণ্ডল অবিচলিত রাখ, ইহাই আল্‌লাহর (অনুমোদিত) স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহাই যাহার মতে চল। আল্‌লাহ মনুষ্যগণের জন্য স্বভাব সিদ্ধ করিয়াছেন, আল্‌লাহব সৃষ্টিতে পরিবর্ত্তন হয় না; ইহাই সদাস্থায়ী ধর্ম্ম, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি ইহা বুঝে না, (যে হেতু স্বভাবতই তাহারা তদ্রূপ, তাহাই তাহাদের তক্‌দির)। ৩১। তাঁহারই দিকে অভিমুখী হইয়া তাঁহাকেই ভয় কর, এবং তাঁহার উপাসনা স্থির রাখ, এবং মুশ্‌রেকদের (আল্‌লাহর সমশক্তিমানের বিদ্যমান তাতে বিশ্বাসীদের) অন্তর্গত হইও না।।

৩২। যাহারা তাহাদের স্বধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াছে

(যথা ঈসায়ী এবং য়িহুদী,) এবং (পৃথক) দলে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেক দল যাহা তাহাদের নিকট আছে তজ্জন্য হর্ষিত। (কেহ প্রকৃত গ্রন্থ মত আল্লাহকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, কেহ ঈসা, মর্‌ইয়ম, উজ্‌ এরকে মঙ্গলদাতা বিপদুদ্ধার কর্ত্তা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে।) ৩৩। এবং মনুষ্যগণকে যখন কোনও (যথা দারিদ্র্যাদি) বিপদ স্পর্শ করে, তখন (স্বভাবতই) তাহার প্রতিপালকের অভিমুখী হইয়া তাঁহাকেই ডাকে, তদনন্তরে যখন আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহের আস্বাদ প্রদান করি, তখন তাহাদের কতক জন তাহাদের প্রতিপালকের সহ সমক্ষমতাপন্নের বিদ্যমানতা প্রকাশক কার্য্য-কারে, (যে ধন, সন্তান দাতৃ দেবীর, প্রভু ইসার, ঈশ্বরী মর্‌ইয়মের অনুগ্রহে ইহা হইল।) ৩৪। ইহার অর্থ যাহা আমি তাহাকে দিয়াছি, এইরূপ কার্য্য দ্বারা যেন সে (তৎসম্বন্ধে) অনুগ্রহ অঙ্গীকারকারী হয়। অতএব (হে আল্লাহর ক্ষমতা ভাগকারীতে বিশ্বাসীগণ,) তোমরা (কতক দিবস পৃথিবী) ভোগ কর, তদনন্তর শীঘ্রই ইহার পরিণাম জানিতে পারিবে। ৩৫। আমি কি ইহাদের শিরক করণের আদেশযুক্ত কোন পত্র অবতীর্ণ করিয়াছি যে তৎসম্বন্ধে তাহারা তাহার উল্লেখ করিতেছে। ৩৬। এবং যখন আমি কোনও মনুষ্যকে অনুগ্রহের আস্বাদ (প্রাচুর্য্যাদি) প্রদান করি, তখন সে তৎ-প্রযুক্ত হর্ষিত হয়, (তখন আল্লাহকে এবং ঐ বিপদকে ভুলিয়া যায়,) কিন্তু যখন তাহাদের হস্তকৃত পূর্ব্ব কর্ম্ম জন্য তাহাদিগকে বিপদ স্পর্শ করে তাহারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয় (যে আমাদের মত পাপীকে তিনি আর উদ্ধার করিবেন না এখন অন্যের উপাসনা শ্রেয়)। ৩৭ তাহারা অনু-ধাবন করিয়া দেখে না কেন যে (ধনদাতৃ কল্যাণদাতৃ স্বরূপ অন্য কোনও উপাস্য নাই, তিনিই) যাহার ইচ্ছা তাহার ধনাগম প্রশস্ত

করেন, (এবং যাহার ইচ্ছা তাহার আয়) সংকীর্ণ করেন? বিশ্বাস স্থাপন কারীদের জন্য ইহাতে প্রমান রহিয়াছে, (যে দুঃখ, কষ্ট, অভাব, স্বচ্ছলতা, সৌভাগ্য আল্লাহর ইচ্ছাব উপব নির্ভর করে।) ৩৮। (কিন্তু তিনি সৎকর্ম্মের সুবিনিময় প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন,) অতএব নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণকে (যথা পিতা মাতা পুত্র স্ত্রী ভ্রাতা ইত্যাদিকে) তাহাদের যাহা প্রাপ্য তাহা প্রদান কর, এবং অভাব-গ্রস্থগণকে এবং পরিব্রাজক গণকে ও (প্রদান কর।) যাহারা আল্লাহব আনন্দ (অর্থাৎ প্রসন্নতা প্রত্যাশী,) ইহা তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক, এবং ইহাবাই যাহারা মনস্কামনা লাভ করিবে। ৩৯, এবং মনুষ্যগণের ধন বৃদ্ধি করার জন্য তোমরা যে সুদ প্রদান কব তাহা আললাহর নিকট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু তোমাদেব যাহাবা আল্লাহর বদন (প্রসন্ন কবণ) জন্য যাহা জাকাত দেয় তাহাবাই (তাহাদেব ধন) দ্বিগুণ বৃদ্ধি কারক। ৪০ আল্লাহ তোমাদিগকে সৃষ্টি কবিয়াছেন, তারপব তোমাদেব জীবন ধাবণোপায় প্রদান করিয়াছেন, তদনন্তর তোমাদেব প্রাণ হরণ কবিবেন, তদনন্তর (অবশেষে কর্ম্ম ফল ভোগ জন্য) আবাব সঞ্জীবিত করিবেন; (অতএব তাঁহাবই আদেশ পালন কর, এবং তাঁহাবই উপাসনা কর।) জিজ্ঞাসা করি তোমাদের (কল্পিত) আল্লার ক্ষমতা ভাগকারিগণের মধ্যে এমত কি কেহ আছে যে এই সকলেব মধ্যে কোন একটি কার্য্য করিতে পাবে? (অক্ষমতা, অজ্ঞতা সমকক্ষের বিদ্যমানতা প্রভৃতি দোষ হইতে) পবিত্রতা তাঁহাব। তাহারা যাহাদিগকে (তাহাদের কল্পনামত) তাঁহার ক্ষমতা ভাগ-কারী করে, (যথা ঈসা মর-ইয়ম ধনদাতৃ, আয়ুদাতৃ,) তাহা-দিগের হইতে তিনি বহু উন্নত। ৪।১৩=৪০

৪১। মনুষ্য হস্ত যাহা (যে পাপ) করিয়াছে, তজ্জন্য স্থলে (অনাবৃষ্টি, যুদ্ধ, মহামারী,) জলে (ঝড়, বন্যা, যুদ্ধাদি) অমঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে, উদ্দেশ্য তাহাদের কৃত কতক কর্ম্মের আস্বাদ তাহাদিগকে (এই পৃথিবীতে) প্রদান করেন, যেন তাহারা (তাঁহার দিকে) ফিরিয়া আসে। ৪২ (হে পয়গম্বর) তুমি তাহাদিগকে বল (ইহার সত্যতার জন্য) তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর, এবং তোমাদেব পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহাদেব পাপের পরিণাম দর্শন কব, তাহাদেব অধিকাংশই মুশরেক অর্থাৎ আল্লাহব ক্ষমতা ভাগকারীতে বিশ্বাসী ছিল। ৪৩ এমত স্থলে (কেয়ামতের) দিবসের আগমনেব, যাহা আল্লাহ পরিবর্ত্তন করিবেন না, পূর্ব্বেই তুমি অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্মের দিকে তোমাব বদন স্থির কবিয়া রাখ; সে দিবস (সুকর্ম্মকাবী এবং কুকর্ম্মকাবীগণ পবস্পর) পৃথক হইয়া যাইবে। ৪৪ যে ব্যক্তি ধর্ম্মদ্রোহিতা কবে, তাহার ধর্ম্মদ্রোহিতা তাহাব উপব, এবং যাহারা সাধু কর্ম্ম করে তাহারা নিজেব জন্য (জন্নতে) স্থান প্রস্তুত করে; ৪৫ যেন বিশ্বাস স্থাপন কাবী সুকর্ম্মকারীগণকে, আল্লাহ অনুগ্রহক্রমে বিনিময় প্রদান কবেন, নিঃসন্দেহই তিনি অবিশ্বাসকাবিগণকে ভালবাসেন না। ৪৬। এবং (ইহা) ও তাঁহার সম্বন্ধীয় প্রমাণ মধ্যে যে তিনি সুসংবাদ বাহী বায়ু সকলকে প্ররণ করে, উদ্দেশ্য যে তিনি তাঁহার কতক অনুগ্রহের স্বাদ তোমাদিগকে প্রদান করেন; এবং যেন তাঁহাব আদেশক্রমে জল যান (সকল তৎবলে নদ নদীতে) ভাসিয়া চলে, যেন তোমবা (বাণিজ্যে) তাঁহার অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর; এবং (অর্থোপার্জ্জন করিয়া আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিয়া) তাঁহার অনুগ্রহ স্বীকার কারী হও। ৪৭। ফলতঃ (হে রসুল সেই সর্ব্বশক্তিমান পরম দয়ালু এক—

মাত্র আল্লার উপাসনা কর্ত্তব্য উপদেশকরণ জন্য) তোমার পূর্ব্বে রসুলগণকে তাহাদের স্বজাতিগণের নিকট নিশ্চয় প্রেরণ করিয়াছি, তখন তাহারা প্রকাণ্ড প্রমাণ সহ তাহাদের নিকট আসিয়াছিল,তদনন্তর যাহারা (তাহাদিগের শিক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া) অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল, আমি তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলাম, (এবং বিশ্বাস স্থাপনকারীগণকে রক্ষা করিয়াছিলাম) যেহেতু বিশ্বাস স্থাপনকারিগণকে সাহায্য করা আমার উপরে কর্ত্তব্য। (হে প্রপীড়িতমুসলমানগণ তোমরাও তাঁহার সাহায্য লাভ করিবা) ৪৭ (তাঁহার সাহায্যের অর্থাৎ অনুগ্রহের দৃষ্টান্ত):—আল্লাহ বায়ু সকলকে প্রেরণ করেন; তদনন্তর তাহারা মেঘ সকলকে উত্থিত করে, তদনন্তর তিনি তাঁহার ইচ্ছামত মেঘ সকলকে আকাশেতে বিস্তারিত করেন, এবং [তৎপর ও] খণ্ড খণ্ড করিয়া [অদৃশ্য করিয়া] দেন, তখন (যথায় তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা হয় নাই তথায়) তুমি দেখিতে পাও তাহাদের মধ্য হইতে উদক বিনিস্থত হইতে থাকে। এইরূপে তাঁহার দাসগণের মধ্যে যাহার নিকট ইচ্ছা তাহার নিকট জল উপনীত করেন, তখন মনুষ্যগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে, (ইহা অন্য উপাস্যের কার্য্য নহে) ৪৯। অথচ তাহাদের উপরে বৃষ্টির অবতরণ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে তাহারা আশাহীন হইয়াছিল। ৫০। এখন তুমি অল্লাহর অনুগ্রহের কার্য্য ফলের প্রতি দৃষ্টি কর, মৃত (অর্থাৎ উৎপন্ন করার শক্তিহীন) হইয়া যাওয়ার পর পৃথিবীকে কেমন (কৌশলে) তিনি সজীবিত করিলেন, (সুবৃষ্টির পর তাহা ফল শস্যে পূর্ণ হইল,) নিঃসন্দেহই ইনিই মৃত ব্যক্তিগণকে সজীব কর্ত্তা, ফলতঃ তিনি সর্ব্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতা সম্পন্ন, (মরণান্তর পুনঃ জীবন দান এইরূপ ঘটনা।) ৫১। এবং যদি আমি (এমত) উত্তপ্ত বায়ু প্রেরণ করি, যৎপর তাহারা (শ্যামল শস্য পূর্ণ, শ্যামল উদ্যান শোভিত)

পৃথিবীকে (রৌদ্র দগ্ধ) হরিদ্রাবর্ণ প্রাপ্ত দৃষ্টি করে, তখন (পূর্ব্ব অনুগ্রহ বিস্মৃত হইয়া) কুফর অর্থাৎ ধর্ম্মদ্রোহীতা করিতে থাকে। (অনাবৃষ্টি দূর করিবার জন্য জলদাতৃ ফলদাতৃ দেবী পূজা আরম্ভ করে।) ৫২। এমতস্থলে (হে পয়গম্বর তক্‌দির ক্রমে অবিশ্বাসকারী) মৃত ব্যক্তিকে তুমি কথা শুনাইতে পার না, এবং (তকদির ক্রমে) শ্রবণ শক্তি, হীন ব্যক্তিকে, যখন সে আবার মুখ ফিরাইয়া পালাইতে থাকে, তোমার আহ্বান শুনাইতে পারনা। ৫৩। এবং তুমি (তকদির ক্রমে সত্য দর্শনে) অন্ধ ব্যক্তিকে বিপথ হইতে সুপথ দেখাইতে পার না। যাহারা আমার প্রমাণ সকলে বিশ্বাস করে, (যাহারা তকদির বা অপরিবর্ত্তণীয় স্বভাব মতই এমত,) তাহাদিগকে ব্যতীত অন্যকে, তুমি শুনাইতে পার না; তদনন্তর তাহারা আত্ম সমর্পণকারী অর্থাৎ মুসলেম হইয়া যায়। (রূপক্ কোর্-আন অবতরণরূপ সুবায়ু প্রেরিত হইল, তাহা মেঘ সকল উত্থিত করিল, আত্ম সমর্পণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, মদিনাতে স্থপিরত মেঘ সকল সুবৃষ্টি আরম্ভ করিল, এবং মৃত আরবদেশ সজীব হইল।) ৫।১৩=৫৩

৫৪ আল্লাহ্ যিনি তোমাদিগকে (ভ্রূণ রূপ) দুর্ব্বল অবস্থা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদন্তর, দুর্ব্বল (অর্থাৎ শৈশব অবস্থার) পর, তোমাদিগকে সবল (যুবক) করিয়াছেন, এবং তদনন্তর বৃদ্ধ করিয়াছেন, তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন (সুস্থ, রুগ্ন অন্ধ, দীর্ঘজীবি অল্পজীবি) সৃষ্টি করেন, ফলতঃ তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান। (ইহজীবন তোমাদের ভ্রূণ অবস্থা, পরলোক বাল্যকাল, কেয়ামত যুবত্ব।) ৫৫। এবং যে দিবস কেয়ামতের মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান হইবে, (সে দিবস) অন্যায়াচরণকারিগণ শপথ করিবে, (পরলোক এত দীর্ঘ যে তৎ তুলনায়) আমরা (ধরা লোকে) এক মুহূর্ত্ত ব্যতীত

২৮.১১
কোরান্‌
Uttarpara Jaikrishna Public Library.
Accn. No ২০৫৭৪.. Date ১২.১.৭৭

বাস করি নাই, (কিন্তু আমরা মরণের পর জীবনে বিশ্বাসই করিতাম না) ইহারা এইরূপ মিথ্যা বলিত (যে মরার পর আর চেতনা নাই) এবং যাহাদিগকে জ্ঞান এবং বিশ্বাস প্রদানকরা হইয়াছে, তাহারা বলিবে যেমন আল্লাহর পুস্তকে (অর্থাৎ তোমাদের কর্ম্মপত্রে) রহিয়াছে, (তত্ দিন পৃথিবীতে কর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াছ তার পর) কেয়ামত উপস্থিত পর্য্যন্ত (সমাধি অবস্থায় ছিলা,) এখন ইহাই পুনরুত্থানের দিবস, কিন্তুতোমরা জানিতে (ইচ্ছুক ছিলা) না। ৫৬। অতএব পাপিগণের আপত্তি অদ্য কোন উপকারে আসিবে না, এবং তাহাদের অনুতাপ গ্রাহ্য হইবেনা। ৫৮। ফলতঃ মনুষ্যগণের জন্য এই কোর-আনে আমি সর্ব্ব প্রকার উপমা প্রদান করিয়াছি, এবং এমত স্থানেও যদি তাহাদের নিকট আল্লাহর কোন প্রমাণ (যথা কোর্-আন) সহ উপনীত হও তাহা হইলে (তক্দির অর্থাৎ স্বভাবতঃ) অস্বীকারকারীগণ বলিবে, তোমরা মিথ্যাবাদী ব্যতীত নহ। ৫৮। যাহারা জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছুক নহে, তাহাদের হৃদয়ের উপরে আল্লাহ এইরূপেই (তকদিরের বা স্বভাবের) মোহর বসাইয়া দেন। ৬০ অতএব তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া (অপেক্ষা করিতে) থাক, আল্লাহর অঙ্গীকার (ইছলাম প্রধান্য) সত্য, অতএব অবিশ্বাসকারীগণ তোমাকে তুচ্ছ না ভাবুক, (যেহেতু তুমি মহাসত্য শিক্ষা দাতা' এবং মনুষ্য জাতির জন্য আল্লাহর বাণী বাহক পয়গম্বর।) ৬।৭-৬০

লোকমান।

মক্কাবতীর্ণ ৩১ সংখ্যক সূরা (৫৭)।

এই সূরার মর্ম্মঃ—

১ম রুকুঃ—যাহারা নমাজ স্থির রাখে, দান করে, পরকালেতেও বিশ্বাস করে, তাহারা আল্লাহর নির্দ্দেশিত পথে চলিতেছে, তাহাদের পারলৌকিক অবস্থা উত্তম; কিন্তু কেহ কেহ এমত যে মনুষ্যগণকে সুশিক্ষা হইতে বারিত রাখার জন্য গল্পের পুস্তক ক্রয় করিয়া শুনায়, এবং বলে কোর-আন এইরূপ গল্পের পুস্তক, ইহাদের পরিণাম মন্দ; যাহারা কোর-আনে বিশ্বাস করে এবং তাহাতে কথিত সুকর্ম্ম অর্জ্জন করে, তাহাদের পারলৌকিক অবস্থা উত্তম, ইহা স্বয়ং আল্লাহ অঙ্গীকার করিতেছেন; তাঁহারই উপাসনা কর্ত্তব্য, সৃষ্টিতে তাঁহার কৌশল বিদ্যমান, ইহা অন্য উপাস্যগণের সাধ্যাতীত;

২য় রুকুঃ—আমোদজনক গল্প শিক্ষা না দিয়া বরং লোকমানের মত নীতি শিক্ষা দেওয়া সাধুকর্ম্ম; সে তাহার পুত্রকে একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করার, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা না করার, পিতা মাতাকে ভক্তি, স্নেহ, শ্রদ্ধা করার; পরকালে কর্ম্মের ফল ভোগ করার, অনিন্দনীয় কার্য্য করার, অন্যকে সুশিক্ষা দেওয়ার, বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করার, কাহাকেও তুচ্ছ না করার, গর্ব্বিতভাবে না চলার; মধ্য-বিত ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করার, গর্ব্বিত স্বরে কথা না বলার, উপাসনা স্থির রাখার, অন্যকে ভাল কর্ম্ম করার, এবং মন্দ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকার উপদেশ করিয়াছিল;

৩য় রুকু:—তিনিই উপাস্য, তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে তোমাদের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, অন্য উপাস্যের পক্ষে তাহা অসম্ভব; কোর-আনও তোমাদের মঙ্গল জন্য অবতারিত, তাহা মান্য কর; অনেকে ইহা গ্রাহ্য করে না; কিন্তু আল্লাই দৃঢ় অবলম্বন; সমস্ত বৃক্ষ লেখনী এবং সপ্ত সমুদ্র কালি হইলেও তাঁহার সম্বন্ধীয় কথা শেষ হইবে না; মরণান্তর পুনরুত্থিত করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ কার্য্য; তাহা রাত্রির পর দিবসের ন্যায়, যাহা নিত্য দেখিতেছ; রাত্রি এবং দিবসের ন্যায় তাহারও সময় নির্ণিত হইয়া রহিয়াছে; তিনি কি প্রকারে কি কাজ করিবেন, এবং তাঁহার উদ্দেশ্য, লোকে ধারণা করিতে অক্ষম;

৪র্থ রুকু—রক্ষাকর্ত্তা, ধনদাতা, পুত্রদাতা. কল্যাণকর্ত্তা স্বরূপ তিনিই উপাস্য, তাঁহারই কৃপায় জল বাণিজ্যে লাভবান হইয়া তোমাদের সমুদ্রযান এবং নৌকা সকল নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আইসে, যখন সমুদ্রে ভয়ঙ্কর ঝড় আরম্ভ হয় তিনিই রক্ষা করেন, তখন সরল মনে তাঁহাকেই ডাক, তারপর আবার নিশ্চিন্ততার সময় ধনদাতৃ প্রভৃতির আরাধনা আরম্ভ কর; আল্লাহর অঙ্গীকার যে তিনি কর্ম্মফল প্রদান করিবেন সত্য; কখন সে সময় আগত হইবে তিনিই জানেন, সমস্ত গুপ্ত এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা তিনি অবগত; (তিনি যাহাকে তাহা অবগত হওয়ার ক্ষমতা দিয়াছেন তাঁহারাও তাহা অবগত।)

লোকমান।

মক্কাবতীর্ণ ৩১ সংখ্যক সূরা (৫৭)।

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা
আল্লাহর নামে আরম্ভ। [১।৩১।২১

১। আলেফ, লাম, মীম, আমি উপাস্য, আমাতে সমস্ত গুণ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি মঙ্গলময়। (বিবিধ অর্থ।) ২ এই আএত সকল জ্ঞান পূর্ণ গ্রন্থের, ৩। ইহা সুকর্ম্মকারীদের জন্য পথ-প্রদর্শক, এবং অনুগ্রহ, ৪। (অর্থাৎ) যাহারা নমাজ স্থির রাখে, এবং দান করে, এবং পরকালেতেও বিশ্বাস করে, [তাহাদেরই জন্য ইহা পথ-প্রদর্শক এবং অনুগ্রহ] ৫। ইহারাই তাহাদের প্রতিপালকের প্রদর্শিত পথের পথিক, এবং ইহারাই [নরক হইতে] মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ৬। কিন্তু মনুষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য মূঢ়তা প্রযুক্ত আমোদজনক গল্প, (যথা নাটক, নভেল, উপন্যাস) ক্রয় করে, এবং কোর-আনকে উপহাস করে (যে উহাও এইরূপ গল্প,) ইহারাই যাহাদের জন্য ঘৃণ্য শাস্তি। ৭। এবং তাহার নিকট যখন আমার আয়েত পঠিত হয়, তখন সে সগর্ব্বে মুখ ফিরাইয়া লয়, (তাহা বিশ্বাস করে না, তন্মতে কার্য্যও করে না) যেন সে তাহা শুনেই নাই, যেন তাহার কর্ণ দ্বয়ের মধ্যে ভার বস্তু স্থাপিত, অতএব তাহাকে কষ্টকর শাস্তির সুসংবাদ দাও ৮। যাহারা বিশ্বাসস্থাপনকারী এবং সুকর্ম্মকারী তাহাদের জন্য নিশ্চয় মহা দান পূর্ণ উদ্যান, ৯। তাহারা তাহাতে চিরকাল বাস করিবে; আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য, ফলতঃ

তিনি সর্ব্বশক্তিমান, মহা কৌশলজ্ঞ। ১০ (যথা) আকাশকে তিনি স্তম্ভরহিত ভাবে থাকার অবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমরা তাহা দেখিতেছ; তোমাদের সহ যেন স্থানভ্রষ্ট না হয়, তজ্জন্য পৃথিবীর উপরে পর্ব্বতশ্রেণী স্থাপন করিয়াছেন; তাহার উপরে সর্ব্ব প্রকার প্রাণী বিস্তীর্ণ করিয়াছেন; এবং আমিই [আল্লাহ্ তাহাদের আহার্য্য এবং পানীয় যোগাইবার জন্য] আকাশ হইতে বারি অবতীর্ণ করিয়াছি, তদনন্তর (তদ্বারা) সর্ব্ববিধ উপাদেয় উদ্ভিদ উৎপন্ন করিয়াছি। ১১। ইহা আল্লাহর সৃষ্টি, অতঃপর, তিনি ব্যতীত অন্যে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমাকে দেখাইয়া দাও; বরঞ্চ ভ্রমবিশ্বাসকারীগণ, প্রকাশ্যই বিপথের উপর চলিতেছে, (যে তাহারা অন্য উপাস্য অবলম্বন করিতেছে।) ।১১

১। (একজন সুশিক্ষাদাতা পথপ্রদর্শক ব্যক্তির বিষয় শুন,) আমি নিশ্চয়ই লোকমানকে মহাজ্ঞান দান করিয়াছিলাম। (তাহাকে আদেশ করিয়াছিলাম) যে (যাহা আমি দান করিয়াছি তাহার সৎব্যবহার করিয়া) আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ স্বীকারকারী হও, ফলতঃ যে ব্যক্তি (তাঁহার দান সকলের সৎব্যবহার করিয়া) অনুগ্রহ স্বীকারকারী হয়, সে নিজের মঙ্গলের জন্যই অনুগ্রহ স্বীকারকারী হয়, এবং যে অনুগ্রহ অস্বীকারকারী (সে নিজেরই ক্ষতিকারী;) আল্লাহ্ অভাবহীন, (এবং অভাব মোচনকারী স্বরূপ) প্রশংসিত, (তোমরা উক্ত রূপে অনুগ্রহ স্বীকারকারী না হইলেও তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।)

১৩ এবং লোকমান (স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়া অনুগ্রহ স্বীকারকারী হইয়াছিল,) যখন সে তাহার পুত্রকে বলিতেছিল, এবং সতর্ক করিতেছিল, হে বৎস, আল্লাহর সহ উপাসনা, এবং ক্ষমতা ভাগকারীর

বিদ্যমানতা প্রকাশক কার্য্য (শিরক্) করিও না, নিশ্চয় তাহা মহা পাপ। ১৪ এবং ইহা আল্লাহর বাণী যে "পিতামাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি মনুষ্যগণকে উপদেশ করিয়াছি, কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করিয়া তাহার মাতা তাহাকে গর্ভে বহন করিয়াছে এবং দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে স্তন পান করাইয়াছে, আমি আদেশ করিয়াছি যে (যেমন) আমার নিকট, (তদ্রূপ) পিতামাতার নিকট অনুগ্রহ স্বীকারকারী হও, (ইহার ফলভোগ জন্য) আমারই নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে, ১৫ কিন্তু তাহাদের কথামত চলিও না, যদি তাহারা তুমি শিরক কর (জন্য) তোমার সহিত তর্ক বিতর্ক করে, যৎসম্বন্ধে তুমি অভিজ্ঞতা লাভ কর নাই; কিন্তু পৃথিবীতে তাহাদের সহিত প্রশংসনীয় ভাবে বাস কর, এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে অবনত হইয়াছে, তাহার পথের অনুসরণ কর। অবশেষে আমার নিকট তোমাদের পুনরাগমন হইবে, তখন তোমরা যাহা করিতেছিলা তাহা তোমাদিগকে দেখাইব।"

১৬ (লোকমান তাহার পুত্রকে উপদেশ করিতে লাগিল,) হে বৎস, (সু কিম্বা কু যে প্রকার কর্ম্ম হউক না কেন) যদি তাহা সর্শপ কণিকা প্রমাণও ক্ষুদ্র হয়, এবং প্রস্তরের কোনও স্থানে লুক্কায়িতও থাকে, অথবা গগন মণ্ডলের অথবা ভূমণ্ডলের কোনও স্থানে থাকে তাহা হইলেও তাহা আল্লাহ (পাপ পুণ্যের বিচারের দিবস কেয়ামতে) উপস্থিত করিবেন; তাঁহার দৃষ্টি সূক্ষ্ম এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ। ১৭ হে বৎস তুমি তাহার উপাসনা স্থির রাখিও, অনিন্দনীয় কার্য্য করণ সম্বন্ধে উপদেশ করিও, এবং মন্দ কার্য্য পরিত্যাগ জন্য উপদেশ করিও, এবং যে বিপদ তোমার নিকট আসে তাহাতে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিও, ফলতঃ বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করা অতি

মহৎ। ১৮ হে বৎস কোনও মনুষ্যকে দেখিয়া তোমার মুখ ফিরাইয়া লইও না, এবং গর্ব্বিতভাবে ধরাতলে পদক্ষেপ করিও না; ইহা নিঃসন্দেহ যে আল্লাহ উদ্ধত, গর্ব্বিত কোনও ব্যক্তিকে ভালবাসেন না। ১৯ এবং হে বৎস তোমার জীবন যাত্রাতে মধ্যবিত ভাবে চলিও এবং গর্ব্বিত ও উচ্চ স্বরে কথা না বলিয়া কথা বলার সময় তোমার স্বর নম্র করিও, ইহা সত্য যে গর্দ্দভের স্বর (অতি উচ্চ হইলেও তাহা) সকল স্বর হইতে ঘৃণ্য। ২।৮=১৯

২০। (যাহারা অপ্রকৃত উপাস্য অবলম্বনকারী) তাহারা কি দেখিতেছে না যে, যাহা কিছু আকাশেতে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, তাহা সমস্ত আল্লাহ তোমাদের জন্য অধীনস্থ করিয়াছেন, [তারকা মণ্ডল হইতে তৃণকণা পর্য্যন্ত তোমাদের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত।] এবং প্রকাশ্য এবং গুপ্ত তাঁহার অনুগ্রহ সকলকে তোমাদের উপরে বর্ষণ করিয়াছেন? এমত স্থলেও মনুষ্যগণের মধ্যে কতকজন অজ্ঞতা বশতঃ, এবং পথ প্রদর্শিত না হওয়া হেতু, এবং আলোক পুর্ণ গ্রন্থের অভাব প্রযুক্ত, (হে নবী) তোমার সহিত আল্লাহর বিরুদ্ধে বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছে। ২১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, যাহা আল্লাহ অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার বাধ্য হইয়া চল, তাহারা বলে, বরং আমরা আমাদের পিতা, পিতামহদিগকে যাহার উপরে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার অনুগত হইয়া থাকিব। অহো, যদি শয়তান তাহাদিগকে নরকের শাস্তির দিকে আহ্বান করে তাহা হইলেও কি (সেই দিকে যাইবে?) ২২। ফলতঃ যে ব্যক্তি তাহার বদন আল্লাহর দিকে সমর্পণ করিয়া দেয়, এবং সে সুকর্ম্মকারী হয়, তৎপ্রযুক্ত সে দৃঢ় অবলম্বনকে অবলম্বন করে, ফলতঃ কার্য্য সকলের পরিণাম আল্লাহই [জানেন] ২৩। এবং যে ব্যক্তি

অবাধ্যাচরণের কার্য্য [কুফ্র্] করে, অতঃপরও তাহাদের অবাধ্যাচরণ তোমাকে মন পীড়া না দেউক। আমারই দিকে তাহাদের পুনরাগমন, তখন আমি তাহাদেব কৃতকর্ম্ম তাহাদিগকে দেখাইব। যাহা তোমার হৃদয়েতে আছে, নিঃসন্দেহই তাহা পর্য্যন্ত তিনি জানেন। ২৪। [পরকালের তুলনায় ইহকালে] আমি তাহাদিগকে অতি অল্পই লাভবান করিব। তদনন্তর তাহাদিগকে গাঢ় শাস্তির দিকে আকর্ষণ করিব। ২৫। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে এই নভঃমণ্ডল এবং ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন ? (তাহারা যদি সাধারণ বুদ্ধিমত উত্তর দেয় তাহা হইলে) নিশ্চয় বলিবে আল্লাহই সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি বল সমস্ত প্রশংসাবাদই আল্লাহর ; কিন্তু তাহাদের অনেকেই জানে না (যে এমত স্থলে তাঁহাকে ব্যতীত অন্তকে উপাসনা করা মূঢ়তা) ২৬। যাহা কিছু নভঃমণ্ডলে, এবং ভূমণ্ডলে বিদ্যমান, তাহা সমস্ত আল্লাহর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবহীন, (অভাব মোচনকারী স্বরূপ) প্রশংসিত। ২৭। বাস্তবিকই যদি ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বৃক্ষ লেখনী হয়, এবং তৎপর সপ্ত সমুদ্র তাহার কালি যোগায়, তথাপি আল্লাহর সম্বন্ধীয় কথা শেষ হইবে না। ইহাই সত্য তাঁহার সাধ্যাতীত কিছুই নহে, তাঁহার জ্ঞানের অগোচর কিছুই নাই। ২৮। তোমাদিগকে সৃষ্টি করার কার্য্য এবং মরণান্তর তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করার কার্য্য [তাঁহার পক্ষে] একটী প্রাণীকেও তদ্রূপ করার সমান। (তোমরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বল, এবং যাহা গোপন রাখ তাহা তিনি জানেন) নিশ্চই তিনি শ্রোতা সর্ব্বজ্ঞ। ২৯ তুমি কি জাননা যে আল্লাহ রাত্রিকে (যথা সময়) দিবসেতে, এবং দিবসকে (যথা সময়) রাত্রিতে পরিবর্ত্তিত করেন ? এবং সূর্য্য এবং চন্দ্রকে তিনি আজ্ঞাবহ করিয়া রাখিয়াছেন, (তাহারাও যথা সময় যথা স্থলে উদয় হয়,) এবং

তাহারা সকলই এক নির্ণিত সময় পর্য্যন্ত ভ্রাম্যমান থাকিবে? এবং ইহাও যে তোমরা কি কি কার্য্য কর তাহা তিনি জানেন। ৩০ এই সকল ইহা (প্রমাণ) জন্য যে আল্লাহ (অদ্বিতীয) সত্য, (তাঁহার ক্ষমতা ভাগকাবী কেহ নাই,) এবং এই জন্য যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাহাকে মনুষ্যগণ আহ্বান কবে (যে তাহারাও তাঁহার সম ক্ষমতাপন্ন) তাহা অসত্য, এবং এজন্যও যে আল্লাহ (ধারণাতীত) মহৎ (বুদ্ধিব অতীত) মহান। ৩।১১=২৭

৩১। আল্লাহর অনুগ্রহপূর্ণ জলযান সকলকে কি তুমি সমুদ্রে ভাসিয়া চলিতে দেখ নাই? উদ্দেশ্য যে তাঁহার প্রমাণ সকলেব মধ্যে (একটি সাধারণ প্রমাণ) প্রদর্শন করেন। যাহারা ধৈর্য্যশীল অনুগ্রহ স্বীকারকারী তাহাদের জন্য ইহাতে (তিনিই রক্ষাকর্ত্তা, ধনদাতা) নিশ্চয় তাহাব (প্রমাণ বিদ্যমান,) ৩২ এবং যখন মেঘের ন্যায় (ঘোর কৃষ্ণ অসংখ্য) তরঙ্গ সকল তাহাদিগকে ঢাকিয়া লয়, তখন তাহারা পবিত্র ভাবাপন্ন হইযা আল্লাহকেই আহ্বান করে যে কেবল তিনিই উপাসনাব যোগ্য; (ইহাই স্বাভাবিক,) তদন্তর যখন আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া স্থলে আনি, তখন তাহাদের কতক জন মধ্য পথাবলম্বন করে, (যে যাহা অবতারিত গ্রন্থ এবং পয়গম্বর শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই সত্য; কতক জন আল্লাহর সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক উপস্থিত করে;) ফলতঃ আমার প্রমাণ (যে আমি ব্যতীত বিপদুদ্ধারকর্ত্তা নাই) তৎসম্বন্ধে সঙ্কল্প ভগ্নকারী, অনুগ্রহ অস্বীকারকারী ব্যতীত অন্যে বাক্‌ বিতণ্ডা করেনা।

৩৩ হে মনুষ্যগণ, তোমাদেব প্রতিপালককে ভয় কর, এবং সে দিবসকেও ভয় কর যে দিবস পিতা তাহার পুত্রের কিঞ্চিতও সহায় হইবে না, এবং কোনও পুত্র কোনও পিতার কোনও

কাজে আসিবে না, (পাপ ভারাক্রান্ত পিতা, কিম্বা পুত্র কেহ কাহারও সাহায্য করিতে পারিবে না।) নিঃসন্দেহই আল্লাহর অঙ্গীকার (যে তিনি কর্ম্মের বিনিময় প্রদান করিবেন,) সত্য; অতএব হে মনুষ্যগণ) পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত না করুক এবং প্রতারণাকারী (শয়তান বা ভ্রম শিক্ষাদাতাগণও) তোমাদিগকে আল্লাহর সম্বন্ধে প্রতারিত না করুক। ৩৪ নিশ্চয়ই মুহূর্ত্তের সংবাদ যে তাহা কখন ঘটিবে,) আল্লাহর নিকট, তিনিই মেঘ হইতে (যথা সময়) বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন, এবং গর্ভের মধ্যে কি আছে তাহাও জানেন; কল্য সে কি করিবে কোনও প্রাণ অবগত নহে, এবং কোনও প্রাণ ইহা অবগত নহে যে কোন্ দেশে তাহার মরণ হইবে; নিশ্চয় (ভবিষ্যৎ ঘটনা) আল্লাহই জ্ঞাত এবং অবগত। ৪।৪=৩৪

(তিনি যাহাদিগকে তদ্বিষয় ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, যাহারা তাঁহা হইতে প্রাপ্ত শক্তিতেই শক্তিমান এবং তাঁহার দত্ত জ্ঞানেই জ্ঞানবান, তাহারাও তাহা জানে, কিন্তু তিনি ব্যতীত কেহই সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান নহে। দিবা রাত্রির ন্যায় কেয়ামত যথা সময় ঘটিবে তাহা তিনি অবস্থা রূপ বাক্যে নিত্য ঘোষণা করিতেছেন।) ব্যা (১২৪) অধিকাংশ আলেমগণের মতে হজরত লোকমান হজরত দাউদের সমসাময়িক একজন বিজ্ঞ কাফ্রী দাস। তিনি নৈতিক উপদেষ্টা স্বরূপ খ্যাত।

সিজদা—প্রণিপাত।

মক্কাবতীর্ণ ৩২সংখ্যক সূরা [৭৫।]

এই সূবার মর্ম্ম :—

১ম রুকু :—সৃষ্টির পালনকর্ত্তার নিকট হইতে কোর্-আন অবতীর্ণ হইতেছে, উদ্দেশ্য ইস্মাইলের সন্তান আরবদিগকে পথ দেখাইয়া দেওয়া, তিনি হিতৈষী, তথাপি কতকজন উপদেশগ্রাহী হইতেছে না। , স্বর্গ হইতে মর্ত্ত পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই তিনিই চালাইতেছেন, সমস্তই এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর তাঁহার দিগে ফিরিয়া যাইবে, তিনি প্রত্যেককে যথাযোগ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, মৃত্তিকা হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন, আহার্য্য পদার্থের সার হইতে রেতঃ উৎপন্ন, তাহা হইতে মনুষ্য শরীর, তাহা গর্ভে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পর আত্মাগণের এক আত্মাকে তিনি উহাতে ফুৎকার করিয়া দিয়াছেন, (শরীর পৃথক তাহা জড় পদার্থে নির্ম্মিত, আত্মা পৃথক, তাহা আত্মা জগৎ হইতে অবতীর্ণ,) এমতস্থলেও মরণের পর, এই শরীর ধ্বংশ হওয়ার পর, ঐ আত্মার যথোপযুক্ত শরীরে যথালোকে আবির্ভাবে অনেকে বিশ্বাস করে না ;

২য় রুকু :—পুনরুত্থিত হওয়ার পর পাপাচারিগণ সুকর্ম্মার্জ্জন জন্য ফিরিয়া আসার নিবেদন করিবে, এই জন্য যে যাহা তাহারা অস্বীকার করিত তাহা স্বচক্ষে দেখিবে যে তাহা সমস্তই সত্য : পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ মত আমি জিন্ এবং মনুষ্য দ্বারা নরক পূর্ণ করিব, আমার অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে ; যে ব্যক্তিগণ কোর্-আনে বিশ্বাসী তাহাদের লক্ষণ,

তাহারা কোর্-আন শুনিয়া সিজদা করে, তাঁহার নাম জপ করে, তাঁহার গুণানুবাদ করে, মধ্য রাত্রিতে নিদ্রা সুখ ত্যাগ করিয়া তহজ্জুদ নামাজে দাঁড়ায়, এবং আশার এবং ভয়ের সহিত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, এবং দান করে, ইহারা জন্নত লাভ করিবে, তাহাতে নয়ন স্নিগ্ধকর যাহা আছে কোনও প্রাণই তাহা অবগত নহে, আজ্ঞা অমান্যকারীগণের জন্য জহীম, তাহাদিগকে পৃথিবীতেও শাস্তি দেওয়া হইবে, সম্ভবতঃ কতকজন এই উপায়ে সত্য পথাবলম্বী হইবে ;

৩য় রুকু :—মূসাকে আমি তওরাত দিয়াছি, তাহার সহিত হে পয়গম্বর তোমার দেখা হইবে, ঐ তওরাতে তোমার উল্লেখ আছে, কিন্তু যিহুদিগণ তোমার সম্বন্ধে তওরাতের অন্যথাচরণ করিতেছে, এই আরবগণও তোমাকে এবং কোর্-আনকে অস্বীকার করিতেছে, পয়-গম্বরকে অস্বীকারকারীগণের পরিণাম তাহারা তাহাদের বাণিজ্যপথে দর্শন করে, তথাপি উপদেশগ্রাহী হয় না কেন ? আমি জলবর্ষী মেঘ শুষ্ক প্রদেশের দিকে প্রেরণ করিয়া শস্য ক্ষেত্র উৎপন্ন করি, তদ্রূপ সঞ্জীবনী বারীবাহী পয়গম্বরকে আরব দেশে প্রেরণ করিয়াছি, যেন মৃত আরবজাতি জীবিত হয়, ইস্লামের জয় সম্বন্ধীয় কোর্-আনের ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই সত্য হইবে।

সিজদা—প্রণিপাত।

মক্কাবতীর্ণ ৩২ সংখ্যক সূরা [৭৫]

অসীম অনুগ্রহ কারী সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১। আলেফ, লাম, মিম (বিবিধ অর্থ)। সৃষ্টির পালনকর্ত্তার নিকট হইতে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হওন সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ৩। (এমত স্থলেও) ইহারা কি বলিতেছে (মোহাম্মদ) তাহা রচনা করিয়াছে? বরং তাহা সত্য পূর্ণ গ্রন্থ, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে (অবতীর্ণ হইতেছে,) উদ্দেশ্য যাহাদের নিকট (ইস্মাইলের পর) তোমার পূর্ব্বে কোন সতর্ককারী আগমন করে নাই তাহাদিগকে সতর্ক কর, সম্ভবতঃ (এই পৌত্তলিক আরবগণ) পথ প্রাপ্ত হইতে পারে। ৪। তিনিই আল্লাহ যিনি স্বর্গ মর্ত্ত এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহা (তাঁহার) ছয় দিবসে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদনন্তর (সর্ব্বব্যাপী) তাঁহার মহা সিংহাসনের উপরে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনও বন্ধু নাই, এবং (যাহাকে তিনি তদ্বিষয় ক্ষমতা দেন নাই, তোমাদের জন্য এমত) অনুরোধকারী কেহ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এমতস্থলেও তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না। ৫। স্বর্গ হইতে মর্ত্ত পর্য্যন্ত কার্য্য তিনি পরিচালনা করিতেছেন। তদনন্তর তোমরা যেমন গণনা কর তদ্রূপ (বহু) সহস্র বৎসরের এক দিবসেতে (ইহা সমস্ত) তাঁহার দিকে ফিরিয়া যাইবে। ৬। ইনিই আল্লাহ, যাহা গুপ্ত এবং প্রকাশ্য তাহা তিনি জানেন, তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাসমপন্ন এবং মহা

দয়াবান। তিনিই যিনি প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টি সুন্দর (যথোপযুক্ত) করিয়াছেন; এবং মনুষ্যকে প্রথমতঃ মৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়াছেন;। ৭। তদনন্তর (এক প্রকার) ঘৃণ্য জলীয় (পদার্থের) সার হইতে তাহার বংশ উৎপন্ন করিয়াছেন; ৮। তদনন্তর তাহাকে যথোপযুক্ত করিয়াছেন, এবং তদনন্তর তাঁহার আত্মাগণের এক আত্মা ফুৎকার করিয়া দিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে শ্রবণ, দর্শন, মন প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা অতি অল্পই (এই সকলের সৎব্যবহার করিয়া) অনুগ্রহ স্বীকারকারী হও। ৯। এবং (তথাপি কতকজন) বলে যে যখন আমরা মৃত্তিকাতে মিশ্রিত হইয়া যাইব, তখন কি আবার নূতন সৃষ্টিতে (আবির্ভূত) হইব? ১০ এবং ইহারা (কর্ম্মফল গ্রহণ জন্য) আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অস্বীকার করে। ১১ (হে নবী,) তুমি বলিয়া দাও, মৃত্যুর ফেরেস্তা, যাহাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত রাখা হইয়াছে, তোমাদিগকে লইয়া যাইবে, তদনন্তর তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের দিকে পুনরানীত করা হইবে।

১২ এবং (হে মনুষ্য,) যদি তুমি দেখিতে পাও, দেখিবা, তখন পাপাচারিগণ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট মস্তকাবনত করিয়া রহিয়াছে, (এবং বলিতেছে,) হে আমাদের প্রতিপালক আমরা (এখন) দর্শন এবং শ্রবণ করিলাম, (তোমার পয়গম্বরের কথা সত্য, আমরা মরিয়া মিশিয়া যাই নাই, কিন্তু কর্ম্মফল গ্রহণ জন্য তোমার সম্মুখে আনীত হইয়াছি।) এখন আমাদিগকে পুনঃ (ভূলোকে) ফিরাইয়া দাও, আমরা সুকর্ম্ম অর্জ্জন করি, সত্যই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। ১৩ এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সৎপথ প্রদান করিতাম, কিন্তু আমি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে জিন এবং মনুষ্যগণকে একত্রিত করিয়া জহন্নম পূর্ণ

করিব তাহা সত্য হইল। ১৪ এমতস্থলে এই দিবসকে যে তোমরা বিস্মৃত হইয়াছিলা, তজ্জন্য তাহার আস্বাদ গ্রহণ কর, তজ্জন্য আমিও তোমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছি, অতএব যাহা তোমরা করিতেছিলা তজ্জন্য চিরস্থায়ী যন্ত্রণার আস্বাদ গ্রহণ কর। ১৫ নিশ্চয়ই তাহারাই আমার আএতে বিশ্বাস স্থাপনকারী যাহারা, যখন তদ্দ্বারা উপদিষ্ট হয় তখন সিজদাতে নিপতিত হয়, এবং তাহাদের প্রতিপালকের গুণানুবাদ সহ পবিত্রতার জপ করে, এবং তাহারা কখনও গর্ব্বিত ভাবাপন্ন হয় না, (কিন্তু বিনম্র হৃদয়ে আএত সকলেতে বিশ্বাস স্থাপন করে।) ১৬ এবং (তহজ্জুদ নমাজ সম্পন্ন জন্য সুখ) শয্যা হইতে পার্শ্বোত্থিত করে, এবং ভয়াতুর এবং আশ্বাম্বিতভাবে তাহাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে, এবং তাহাদিগকে যদ্দ্বারা লাভবান করিয়াছি তাহা হইতে দান করে। ১৭ কোনও প্রাণ অবগত নহে যে তাহাদের কর্ম্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন সিগ্ধকর কেমন বস্তু তাহাদের জন্য গুপ্ত রহিয়াছে। ১৮। অহো, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপনকারী, সে কি সেই ব্যক্তির ন্যায় হইবে যে অবাধ্যচারী? তাহারা এক সমান হইতে পারে না।

১৯। ফলতঃ যাহারা বিশ্বাসস্থাপনকারী হইয়াছে, এবং সুকর্ম্মও করিয়াছে, তাহাদের অবস্থানের জন্য স্বর্গীয় উদ্যান, তাহাদের কর্ম্মের জন্য তাহা তাহাদের নিমন্ত্রণ স্থান। ২০। এবং যাহারা আজ্ঞাঅমান্যকারী, তজ্জন্য অগ্নিই তাহাদের অবস্থানের স্থান। যখনই তাহারা তাহা হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিবে, তখনই তাহাদিগকে তথায় ফিরাইয়া দেওয়া হইবে, এবং বলা হইবে, তোমরা যে নরক অস্বীকার করিতা, তজ্জন্য তাহার আস্বাদ গ্রহণ কর। ২১। এবং তাহাদিগকে (পরকালের) মহা শাস্তি ব্যতীত (ইহকালে তৎতুলনায়) লঘু শাস্তির আস্বাদ প্রদান

করিব, সম্ভবতঃ তাহাদের কতকজন ফিরিয়া আসিতে পারে। (ভিন্ন ভিন্ন অর্থ।) ২২ ফলতঃ যে ব্যক্তিকে তাহার প্রতিপালকের আএত দ্বারা উপদিষ্ট করা হয়, তদনন্তর তাহা হইতে সে মুখ ফিরাইয়া লয়, সে ব্যক্তি হইতে আর অধিক পাপাচারী কে হইতে পারে ? ২।১১।২২।

২৩ এবং (হে নবী ইতঃপূর্ব্বে,) আমি মুসাকেও (সম্পূর্ণ) গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম, তদ্রূপ সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ করিও না ; এবং ঐ গ্রন্থ (তোমার সম্বন্ধে) ইস্রাইল সন্তানগণের পথপ্রদর্শক করিয়াছিলাম, (যে ভবিষ্যতে তুমি আবির্ভূত হইবা এবং কোর্-আন প্রাপ্ত হইবা।) ২৪ এবং তাহাদের মধ্য হইতে আমি (কতকজনকে) তাহাদের নেতা অর্থাৎ ইমাম করিয়াছিলাম। যখন তাহারা (তওবাতে) ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিত, এবং তাহার আএত সকলেতে বিশ্বাস করিত, তখন সেই ইমামগণ আমারই আদেশ মত তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিত। ২৫ তাহারা যৎসম্বন্ধে (তওরাতের) অন্যথাচরণ করিতেছে, কেয়ামতের দিবস তৎসম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক তাহাদের মধ্যে সুবিচারাদেশ প্রকাশ করিবেন। ২৬ (হে পয়গম্বর এই আজ্ঞা অমান্যকারী আরব পৌত্তলিমগণের) পূর্ব্বে আমি বহু যুগের ব্যক্তিগণকে আমার সংবাদবাহক অর্থাৎ পয়গম্বরগণের উপদেশে বিরুদ্ধাচরণ জন্য ধ্বংস করিয়াছি, তাহাদের বাসস্থান দিযা তাহারা যাতায়াত করে, তাহা তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করে না কেন ? নিশ্চয় উহাতে আমার (কার্য্য-প্রণালীর) প্রমাণ বিদ্যমান। আশ্চর্য্যের বিষয় যে (তথাপি তাহারা কোর্-আন) শ্রবণ অর্থাৎ মান্য করিতেছে না। ২৭ তাহারা (অনুধাবন করিয়া) দেখে না কেন যে, আমি শুষ্ক ভূমির দিকে জল প্রতাড়িত করি, তদনন্তর তদ্দ্বারা ক্ষেত্র বহিষ্কৃত করি, তাহা তাহাদের পশু সকল এবং তাহারা আহার করে। অহো

তাহারা দেখে না কেন (যে মৃত মনুষ্যকে পুনঃ সঞ্জীবিত করা কি তাঁহার কৌশল বহির্ভূত? আরবের পয়গম্বর জলবাহী মেঘ স্বরূপ, কোর্-আন জীবন দায়িনী জল স্বরূপ, আরবজাতি মৃত প্রদেশ স্বরূপ, মৃত আরব বা পৃথিবীস্থ অন্যান্য মৃত জাতিগণকে আধ্যাত্ম জীবন দান জন্য কোর্-আন এবং পয়গম্বর প্রেরিত হইয়াছেন।) ২৮ এবং তাহারা বলিতেছে (ইস্লামের জয়ের আএত পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইতেছে,) তোমরা যদি সত্যবাদী তাহা হইলে সেই জয়লাভ কখন হইবে? ২৯ (হে পয়গম্বর তুমি) জ্ঞাত কর যাহারা অবিশ্বাসকারী, সেই জয় লাভের দিবস তাহাদিগকে লাভবান করিবে না, এবং তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। ৩০ অতএব তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লও, এবং (সেই জয়ের) প্রতিক্ষা করিয়া থাক, ইহারাও নিশ্চয়ই (ইহাদের পরাজয়ের) প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। (এই ভবিষ্যদ্বাণী মদিনাতে পলায়নের পর পুনঃ পুনঃ সফল হইয়াছিল।) ৩।৮।৩০

আহজাব—সৈন্যদল।

মদীনাবতীর্ণ ৩৩ সংখ্যক সূরা [৯০।]

এই সূরার মর্ম্ম ঃ

১ম রুকু ঃ—হে নবী, (পৌত্তলিক আরবগণ এবং কপট মুসলমানগণ একত্ববাদ এবং বহু ঈশ্বরবাদ মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের পরামর্শ দিতেছে, তাহা মানিও না, ওহি সম্পূর্ণরূপে মান্য কর ; যেমন এক জনার দুই খানি হৃদয় নাই, এক জনার দুই জন জনক নাই, এক জনার দুই জন জননী নাই, তদ্রূপ এক উপাস্য ব্যতীত দুই উপাস্য নাই ; তদ্রূপ এক ব্যক্তির দুই জন জনক, দুই জন জননী, দুইখানি হৃদয় নাই, পয়গম্বর মুসলমানগণের প্রাণাধিক প্রিয়, তাঁহার ভার্য্যাগণ মাতৃবৎ, এবং রাক্তিক সম্বন্ধ ক্রমে উত্তরাধিকার ; নূহর, ইব্রাহিমের, মূসার, ঈসার এবং তোমার (মোহাম্মদের) এবং অন্যান্য পয়গম্বরদিগের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছে যে প্রত্যাদেশ (ওহি) তাহারা অবিকল মনুষ্যদিগকে জ্ঞাত করিবে, এ জন্য যাহারা পয়গম্বরের কথা অবিশ্বাস করে তাহারাই শাস্তি প্রাপ্ত হয় ;

২য় রুকু ঃ—আহজাবের যুদ্ধে পৌত্তলিক আরব, আরব দেশবাসী য়িহুদী এবং ঈসায়ী, দ্বাদশ সহস্র সৈন্য মুসলমানদিগকে মদিনার বাহিরে অবরোধ করিল, কিন্তু এক মাস পরে সকলেই এক রাত্রিতে পলাইয়া গেল, (পূর্ব্ববর্ত্তী সিজদা সূরাতে মুসলমানদের জয়লাভের যে ভবিষ্যৎ-বাণী ছিল, তাহা সত্য হইয়াছিল ইহা তাহার একটীর দৃষ্টান্ত।)

৩য় রুকু:—শত্রু সৈন্যগণকে আসিতে দেখিয়া, আল্লাহর অঙ্গীকারে. এবং পয়গম্বরের কথাতে, যে মুসলমানগণ জয়ী হইবে, মুসলমনেদের বিশ্বাস বৃদ্ধি হইল; ক্রুদ্ধ শত্রু সৈন্য পলায়নের পর সন্ধি ভগ্নকারী বণিকরিজদিগকে মুসলমানেরা অবরোধ করিল, তাহাদিগকে বধ এবং তাহাদের অধিকৃত স্থান অধিকার করিল; এবং আরব দেশে এবং অন্য দেশে ইস্লাম অধিকার বিস্তৃত হইবে, তৎসম্বন্ধে আল্লাহর আশাপ্রদ বাক্য লাভ করিল; (ইহা সত্য হইয়াছিল ইতিহাসই সাক্ষী);

৪র্থ রুকু:—নবীর ভার্য্যাগণ আল্লাহর এবং রসুলেব বাধ্য হইয়া চলিলে, এবং সুকর্ম্মকারিণী হইলে, দ্বিগুণ পুবস্কার প্রাপ্ত হইবে, অন্যথায় দ্বিগুণ শাস্তি, তাঁহারা সাধারণ স্ত্রীলোক নয় জন্য তাঁহাদের ব্যবহারও সাধারণ হওয়া উচিত নয়, তাঁহাদের গৃহে কোর্-আনের এবং জ্ঞানের যে চর্চ্চা হয় তাহা যেন তাঁহারা মনে রাখেন;

৫ম রুকু:—বিশ্বাসস্থাপনকারী, আজ্ঞাবহ, রোজাপালনকারী, দৈন্য প্রকাশকারী, ইন্দ্রিয় সংযতকারী, আল্লাহকে বহুল স্মরণকারী, মুসলমান পুরুষ এবং স্ত্রীলোকগণের পারলৌকিক অবস্থা মহৎ; যখন আল্লাহ এবং রসুল কোন মুসলমান পুরুষ বা স্ত্রী সম্বন্ধে কোনও বিষয় স্থির করিয়া দেন তখন তাহা মান্য করা তাহাদের কর্ত্তব্য হইয়া যায়; পালক পুত্রের তালাক দত্তা স্ত্রীকে পালক পিতার বিবাহ করিতে বাধা নাই; রসুল শেষ পয়গম্বর;

৬ষ্ঠ রুকু:—আল্লাহ এবং ফেরেস্তাগণ বিশ্বাসীগণের মঙ্গল প্রার্থনা করে, তিনি তাহাদের প্রতি অতি সদয়; তাঁহাকে বহুল স্মরণ কর, তাঁহার উপর নির্ভর কর; বিবাহিতা স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্ব্বে তালাক দিলে ঈদ্দত নাই; যদিও এখন অন্যের জন্য স্ত্রীর সংখ্যা সীমাবিশিষ্ট নহে, কিন্তু হে পয়গম্বর তোমার স্ত্রীর সংখ্যা, যাহারা জীবিত সেই নয়

জন স্ত্রী হইল, তোমাব দক্ষিণ হস্ত যাহার অধিকারী তদ্ব্যতীত তাহাদের স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবানা ; পয়গম্বর পত্নীগণকে সংসারের প্রতি অযথা আশক্তি প্রদর্শন করিতে, এবং মুর্খতার সময়ের ন্যায় বেশ ভূষা কবিতে নিষেধ ;

৭ম রূকু :—ভোজন জন্য নিমন্ত্রিত না হইযা অন্য সময় নবীর গৃহে প্রবেশ করিও না ; এমত সময় ভোজন করিতে আসিও যেন তাহা প্রস্তুত জন্য অপেক্ষা করিতে না হয়, ভোজনের পর চলিযা যাইও, গল্প কবিবার জন্য বসিয়া থাকিও না ; পর্দ্দার অপর পার হইতে পয়গম্বর পত্নীদিগের নিকট আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রার্থনা করিও ; তাঁহার বিধবাগণকে কখনও বিবাহ করিও না ; আল্লাহ্ এবং ফেরেশ্তাগণ নবীব মঙ্গল কামনা কবেন, তোমবাও তাঁহায় উপরে সালাম (মঙ্গল) অবতীর্ণের প্রার্থনা কর ; যাহাবা মুসলমান নরনারীর মিথ্যা দুর্নাম কবে তাহারা প্রকাশ্য পাপ বহন করে ;

৮ম রূকু :—হে নবী, তোমার স্ত্রী, কন্যা এবং মুসলমান নারিগণ যেন প্রশস্ত চাদর দিয়া শরীব ঢাকিয়া দেয়, তাহা হইলে দুষ্ট প্রকৃতির লোকগণ তাহাদিগকে সামান্যা জ্ঞান করিতে সাহসী হইবে না ; কপট মুসলমান, মন্দ চরিত্র ব্যক্তি, মিথ্যা সংবাদ রটনাকারী ব্যক্তিগণের উপরে তোমাকে প্রাবল্য প্রদান কবিযা তাহাদিগকে নগর হইতে দূরীভূত, এবং অন্যত্রও দমন কবিব, ইহাই তাঁহার চির প্রচলিত নিয়ম ; কেয়ামত কখন ঘটিবে তাহা তিনিই জানেন, যখনই ঘটুক না কেন পাপাচাবিগণ পাপের দণ্ড তখনই প্রাপ্ত হইবে, তাহারা তাহাদের নেতাগণেব নিন্দা করিবে ;

৯ম রূকু :—হে মুসলমানগণ, যাহারা মুসাকে সন্দেহ করিয়াছিল, তোমরা তাহাদের মত হইও না, আল্লাহ্ তাহাকে সন্দেহমুক্ত

করিয়াছিলেন; তোমরা কর্ত্তব্য অবহেলা করিও না, স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য এবং পর্ব্বত সকলের সম্মুখে আমি মনুষ্যগণের মধ্যে গচ্ছিত ধন "কর্ত্তব্য" উপস্থিত করিয়া বলিয়াছিলাম যে তাহা যথাবিধি পালন করিবে না; সে তাহার কুফল ভোগ করিবে, তাহারা স্ব স্ব অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া এই ভার লইতে অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু মনুষ্য সাহস করিয়া কর্ত্তব্য বহনের ভার লইয়াছিল, এমত স্থলে যে তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পালন করে না, সে নিজের উপর অত্যাচারকারী, মূঢ়; উদ্দেশ্য যে কর্ত্তব্য অবহেলাকারীকে দণ্ডিত এবং পালনকারীকে পুরস্কৃত করি;

আহজাব—সৈন্যদল।

মদীনাবতীর্ণ ৩৩ সংখ্যক সূরা (৯০)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা

আল্লাহর নামে আরম্ভ। [১।৩৩।২১

১। হে নবী, আল্লাহকেই ভয় কর, এবং ধর্ম্মদ্রোহী এবং কপট মুসলমানগণের কথা (যে উভয় কূল রক্ষা করিয়া চল) মান্য করিও না, নিঃসন্দেহই আল্লাহ সর্ব্বজ্ঞ এবং বিহিত আদেশকর্ত্তা। ২ এবং (এমতস্থলে,) তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার দিকে যাহা ওহি হইতেছে, তাহা মান্য করিয়া চল, তোমরা যাহা কর নিশ্চয় আল্লাহ তাহা অবগত হন। ৩ এবং আল্লাহরই উপর নির্ভর কর, ফলতঃ, কার্য্য সম্পাদক স্বরূপ আল্লাহই যথেষ্ট। ৪ আল্লাহ কোন ব্যক্তির বক্ষস্থলে দুইটি হৃৎপিণ্ড সংস্থাপন করেন নাই, এবং (তদ্রূপ) তোমাদের যে স্ত্রীগণকে তোমরা (মা বলিয়া) জেহারক্রমে ত্যাগ কর তোমাদের সেই স্ত্রীগণকে তিনি তোমাদের মাতা করেন নাই; (যেমন এক বক্ষস্থলে দুইখানি হৃৎপিণ্ড হইতে পারে না, তদ্রূপ এক ব্যক্তির দুইজন গর্ভধারিণী হইতে পারে না, স্ত্রীকে মা বলিলে সে গর্ভধারিণী মাতা হয় না;) এবং তদ্রূপ তোমাদের পালক পুত্রকে তোমাদের (ঔরষ জাত) পুত্র করেন নাই, (যেমন এক জনার দুইটি হৃৎপিণ্ড অসম্ভব, তদ্রূপ এক জনার দুই জন জনকও অস্বাভাবিক। *তদ্রূপ এক জন উপাস্য ব্যতীত দুইজন উপাস্য নাই।) এইরূপ (কথা) তোমাদের মুখের কথা মাত্র, (যে

একই জনার দুই জননী বা দুই জনক আছে,) ফলতঃ যাহা প্রকৃত তাহাই আল্লাহ্ বলিতেছেন এবং তিনিই পথ দেখাইতেছেন। ৫ তাহাদিগকে. (অর্থাৎ পালক পুত্রগণকে,) তাহাদের জনকের নামঃ দ্বারা আহ্বান কর, ইহাই আল্লাহর নিকট উত্তম ; আব যদি তোমরা তাহাদেব জনককে না জান তাহা হইলে তাহারা তোমাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতা, (তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক,) এবং তাহাবা তোমাদের বন্ধু, (তাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া ডাক ;) এবং যদি ইহাতে তোমরা ভুল কর, (ভুল ক্রমে পালক পুত্রকে পালনকারীব পুত্র ভাব,) তাহা হইলে তাহাতে তোমাদের দোষ হয় না ; কিন্তু তোমাদের হৃদয যদি চেষ্টা করিযা তদ্রূপ করে, (তাহা দোষজনক।) ফলতঃ আল্লাহ্ পাপ মার্জ্জনাকারী, দযাময। ৬ মুসলমানগণের নিকট তাহাদের নবী মোহাম্মদ তাহাদেব প্রাণ হইতেও অধিক, এবং তাঁহার সহধর্ম্মিনীগণ তাহাদের মাতৃবৎ। এবং আল্লাহ্র গ্রন্থমত, অন্য মুসলমান এবং মহাজ্জেরীনগণ হইতে, নিকট সম্পর্কীয় একজন (মুসলমান,) আর এক জন (মুসলমানের,) উত্তরাধিকারের অধিক যোগ্য, কিন্তু যদি তুমি তোমার কোন বন্ধু সম্বন্ধে (হেবা বা ওসীয়ত ক্রমে) কোনও প্রশংসনীয় কার্য্য কর. (তাহা মান্য ;) ইহাও ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে। (উত্তরাধিকার ব্যক্তিক এবং বৈবাহিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে।)

৭ (হে নবী ইহা তৎকালের কথা,) যখন আমি নবীদিগের নিকট হইতে, (পৃথিবীতে মনুষ্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে,) তাহাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম, (যে তাহারা আমার বাণী অবিকল প্রচার করিবে,) এবং তোমার নিকটও (তাহা গ্রহণ করিয়াছিলাম.) এবং নূহের এবং ইব্রাহিমের এবং মূসার, এবং মর্‌ইয়ম পুত্র ঈসার নিকট হইতেও

(অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম।) ফলতঃ আমি নবীগণের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম। ৮ উদ্দেশ্য যে তিনি সত্যবাদী-গণের (অর্থাৎ পয়গম্বরগণের) নিকট তাহাদের সত্যতার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন। (এমতস্থলে যাহারা এই অঙ্গীকারবদ্ধ সত্যবাদী-গণের অর্থাৎ পয়গম্বরগণের উপদেশ অসত্য বলিয়া অগ্রাহ্য করে, সেই) অগ্রাহ্যকারিগণের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১।৮

৯ হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, (প্রতিশ্রুত জয়লাভ সম্বন্ধে) আল্-লাহর অনুগ্রহের বিষয় স্মরণ কর, যখন তোমাদের নিকট (আহ-জাবের যুদ্ধে পৌত্তলিক এবং য়িহুদী সম্মিলিত দ্বাদশ সহস্র) সৈন্যদল উপস্থিত হইয়াছিল ; (তাহারা তোমাদের পথ ঘাট বন্ধ করিয়া এক মাস পর্য্যন্ত তোমাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া থাকিল।) তদনন্তর (এক দিবস) আমি তাহাদের উপরে (মহা বেগবান কষ্টপ্রদ শীতল) বাত্যা প্রেরণ করিলাম, এবং এমত সৈন্য (প্রেরণ করিলাম) যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাইতেছিলে না। ফলতঃ তোমরা (পরিখা খনন করিয়া, খাদ্যাভাবে উদরে প্রস্তর বন্ধন করিয়া, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়া যাহা যাহা) করিতেছিলা, আল্লাহ তাহা দেখিতেছিলেন। ১০ যখন (ঐ সমবেত সৈন্য দলে দলে,) তোমাদের ঊর্দ্ধ (প্রদেশ) এবং অধঃ (প্রদেশ,) হইতে তোমাদের নিকট আসিয়াছিল, এবং যখন তোমাদের চক্ষু বিহ্বল হইয়াছিল, এবং হৃদয় কণ্ঠাগত হইয়াছিল, এবং তোমরা আল্লাহর সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার জল্পনা কল্পনা করিতে-ছিলে। ১১ এই স্থলে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণের পরীক্ষা করা হইয়াছিল, এবং তাহাদিগকে মহা অস্থিরতার দ্বারা বিচলিত করা হইয়াছিল, ১২ এবং যখন রোগাক্রান্ত হৃদয় মুনাফেকগণ বলিতেছিল, আল্লাহ এবং রসুল আমাদের নিকট (জয়ী হওয়ার) প্রতারণাকারী (মিথ্যা) অঙ্গী-

কার ব্যতীত করেন নাই। ১৩ এবং যখন তাহাদের একদল বলিতে লাগিল, হে এসরব্ (মদিনা) বাসিগণ, (এ স্থান) তোমাদের জন্য (অবস্থানের স্থান) নহে, অতএব তোমরা ফিরিয়া যাও। এবং তাহাদের একদল নবীর নিকট (গৃহ প্রত্যাগমনের) অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল, (হে পয়গম্বর) আমাদের গৃহ সকল মদিনা নগরে অরক্ষিত রহিয়াছে, ফলতঃ সে সকল অরক্ষিত ছিল না, তাহারা পলায়ন ব্যতীত অন্য ইচ্ছা করিতেছিল না। ১৪ ফলতঃ (যদি নগরাভ্যন্তরে অবস্থান কালেই) তাহার চতুর্দ্দিক হইতে (এই সমবেত সৈন্য) তাহাদের উপরে আসিয়া পড়িত, এবং তখন তাহাদিগকে অনর্থ সংঘটন করিতে বলিত, তাহারা তদনুযায়ী কার্য্য করিত, এবং ঐ নগর মধ্যে অল্পক্ষণ ব্যতীত বিলম্ব করিত না, (এই মুনাফেকগণ প্রকৃত মুসলমানদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিত)। ১৫ এবং ইতিপূর্ব্বে (ওহুদের যুদ্ধে ইহারাই) আল্লাহর সহিত অঙ্গীকার করিয়াছিল যে তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না; ফলতঃ আল্লাহর (সহিত) অঙ্গীকার সম্বন্ধে (অঙ্গীকারকারী) জিজ্ঞাসিত হয়। ১৬ (যাহারা নগরে ফিরিয়া যাইবার প্রার্থী, হে নবী তাহাদিগকে) বল, যদি তোমরা মরণের, অথবা আহত হইবার (ভয়ে) পলায়ন কর, তাহা হইলে, তোমাদের পলায়ন তোমাদিগকে লাভবান করিবে না, এইরূপ করিয়া তোমরা অতি অল্প (দিন) মাত্র (সংসার) ভোগ করিবা, (কারণ নিয়তিমত মরণের বা আহত হওনের ঘটনা অবশ্যই ঘটিবে।) ১৭ (হে নবী তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, যদি আল্লাহ তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সে কে যে তোমাদিগকে আল্লাহর বিরুদ্ধে সাহায্য করিবে? অথবা যদি তিনি তোমাদের মঙ্গল ইচ্ছা করেন (তাহা হইলে কে তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম?)

ফলতঃ তাহারা তাহাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কে বন্ধু বা সহায় প্রাপ্ত হইবে না। ১৮ তোমাদের মধ্যে যাহারা বারণকারী, এবং তাহাদের ভ্রাতাগণকে বলে, তোমরা আমাদের সহিত আস, তাহা-দিগকে আল্লাহ্ ভাল করিয়া জানেন; ফলতঃ ইহারা অতি অল্পক্ষণ যুদ্ধে উপস্থিত থাকে। ১৯ ইহাবা তোমাদের সহিত কার্পণ্য করে, তদন্তর যখন (কোনও বিপদের) ভয় সন্নিকটস্থ হয়, তখন তুমি দেখিতে পাও তাহারা তোমার দিকে দেখিতে থাকে, তাহাদের চক্ষু ঘূর্ণিত হইতে থাকে, যেন মৃত্যুর ভয়ে অচেতন হইতেছে। তদনন্তর যখন ভয় দূর হইয়া যায়, (তখন যুদ্ধ লব্ধ দ্রব্যের ভাগের জন্য) তোমাদিগকে তীক্ষ্ণ জিহ্বা দ্বারা আক্রমণ করে। ইহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয় নাই, তজ্জন্য আল্লাহ তাহাদের সৎকার্য্য ও পণ্ড করিয়া দিয়াছেন; ফলতঃ ইহা করা আল্লাহের পক্ষে সহজ। ২০ (যদিও অবরোধকারী শত্রুগণ চলিয়া গিয়াছে তথাপি) ইহারা মনে করিতেছে (শত্রু) সৈন্য চলিয়া যায় নাই, এবং যদি (শত্রু) সৈন্য ফিরিয়া আসে তাহা হইলে তাহারা (পলায়ন করিয়া) বুদ্দু আরবদের মধ্যে মরু প্রদেশে বাস করিতে ইচ্ছুক, এবং তোমাদের (পরাজয়) সংবাদ সম্বন্ধে (সংবাদ দাতাগণকে) জিজ্ঞাসা করিবে। এবং যদি তোমাদের মধ্যেই থাকিয়া যায় তাহা হইলে অল্প সময় ব্যতীত যুদ্ধ করিবে না। ২।১২=২০

ব্যা ১২৫। (মদিনা হইতে প্রতাড়িত বনীনজীর, বনীকরীজা প্রভৃতি য়িহুদীগণ, এবং কোরএশ, গতফান, এবং ফারারার পৌত্তলিকগণ সমবেত হইয়া দ্বাদশ সহস্র শত্রু পঞ্চম হিজরাব্দে মদিনা আক্রমণ করিল। তিন সহস্র মুসলমান মদিনার অরক্ষিত দিকে পরিখা খনন করিয়া নিজকে গড়বন্দী করিল। আহজাব অর্থ সৈন্য দল, এই জন্য এই যুদ্ধের নাম আহ-জাবের যুদ্ধ, ফলতঃ এই যুদ্ধে মুসলমানগণের প্রতিকূলে আররবাসী

সকল জাতি যোগ দিয়াছিল। এই সৈন্য মদিনার পূর্ব্ব উচ্চ প্রদেশ এবং পশ্চিম নিম্ন প্রদেশ হইতে মুসলমানগণকে ঘেরিয়া লইয়াছিল। একমাস পর্য্যন্ত শীত, বাত্যা, অনাহার, অল্পাহার সহ্য করিয়া এই ক্ষুদ্র ইস্‌লাম সৈন্য যুদ্ধার্থে দাঁড়াইয়া থাকিল। শত্রুগণ পরিখার অপর পার হইতে তীর শীলা মধ্যে মধ্যে বর্ষণ করিত, এবং সময় সময় দুই একজন বীরঅশ্ব লাফাইয়া পরিখা পার হইয়া দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নিহত হইত। শত্রু শিবিরে য়িহুদী এবং পৌত্তলিকগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহের সঞ্চার হইল। এ সময় শীতকাল, এবং পথ ঘাট বন্ধ থাকায় ইস্‌লাম শিবিরে মহা অন্নকষ্ট, অনেকে উদরের উপরে প্রস্তর বাধিয়া রাখিয়াছিলেন। এক দিন হঠাৎ পূর্ব্বদিক হইতে প্রবল শীত বাত্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল, সমস্ত অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেল। শত্রু শিবির ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, অশ্ব সকল ছুটিযা পলাইল, অসহনীয় শীতে যোদ্ধাগণ কাতর হইল। অবশেষে রজনী প্রভাত হইতে না হইতে দ্বাদশ সহস্র অবরোধকারী শত্রু, দ্বাদশ সহস্র বুদবুদের ন্যায় মিশিয়া গেল। পরদিবস মুসলমান সৈন্য সন্ধিভগ্নকারী মদিনার সন্নিকটস্থ বনিকরিজ য়িহুদিগণের দুর্গ সকল অবরোধ করিল। তিন সপ্তাহের পর ইহাদের নগর অধিকৃত হইল। ক্রমে ক্রমে য়িহুদি জাতি মুসলমানগণের অধীন হইল, এবং হজরত উমরের খেলাফত কালে ইহাদিগকে সিরিয়া প্রদেশে নির্ব্বাসিত করা হইল, তখন মুসলমান ব্যতীত আরব উপদ্বীপে আর কোন ও জাতি থাকিল না। ইস্‌লামের জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইতে লাগিল।)

২১। যাহারা আল্‌লাহর (প্রসন্নতার) এবং পরকালের (মঙ্গলের) আশা করে, এবং আল্‌লাহকে বহুল পরিমাণ স্মরণ করে, তাহাদের জন্য আল্‌লাহর রসুলেতে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। ২২ যখন মুসলমানগণ (সমবেত) সৈন্য দর্শন করিল, তখন বলিয়া উঠিল, ইহাই তাহা যাহা

আল্লাহ এবং তাঁহার রসুল আমাদের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।, (যে তোমরা নানা প্রকারে পরিক্ষিত হইবা, কিন্তু আল্লাহ ধৈর্য্যশীল-গণের সহিত অবস্থান করেন,) এবং আল্লাহ এবং তাহার রসুল সত্য বলিয়াছিলেন, এবং (এই মহা বিপদ) তাহাদের বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণ বৃদ্ধি ব্যতীত করে নাই। ১৩ এই বিশ্বাসস্থাপনকারী গণের মধ্যে এমত ব্যক্তিগণ ছিল যাহারা আল্লার সহিত যে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা সত্য করিয়া দেখাইয়াছিল, তজ্জন্য তাহাদের কতক জন তাহাদের সংকল্প (যে শহিদ হইবে, যুদ্ধে জন্নত লাভ করিবে) তাহা পূর্ণ করিয়াছিল, এবং তাহাদের কতক জন তজ্জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে, এবং (স্ব সঙ্কল্প) কোনও প্রকারে পরিবর্ত্তন করে নাই; ২৭ উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ সত্যবাদীগণকে তাহাদের সত্য রক্ষার জন্য বিনিময় প্রদান করেন, অথবা (তাহাদের সবল অনুতাপ জন্য) তাহাদের প্রতি অনুকুল হন; নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মার্জ্জনা-কারী দয়ময়। ২৫ এবং ক্রুদ্ধ এবং অবিশ্বাসকারী (সৈন্য) দলকে আললাহ ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা কোনও সুফল লাভ করিতে পারিল না; এবং যুদ্ধেতে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হইলেন, ফলতঃ আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রান্ত। ২৬ এবং গ্রন্থ বিশ্বাসী (অর্থাৎ য়িহুদিগণের) যাহারা তাহাদিগকে (আরব পৌত্তলিকগণকে) সাহায্য করিয়াছিল, (অর্থাৎ বনীকরীজ,) তাহাদিগকে আল্লাহ তাহাদের দুর্গ হইতে নিম্নে আনয়ন করিলেন, এবং তোমাদের ভয় তাহাদের হৃদযেতে সঞ্চার করিয়া দিলেন, তোমরা তাহাদের কতক জনকে বধ করিলা, এবং কতেককে বন্দী করিলা। ২৭ এবং তাহাদের ভূমি এবং গৃহ এবং ধন তোমাদিগকে উত্তরাধিকার স্বরূপ প্রদান করিলেন। এবং তাহাদের সে দেশ সকলও তোমাদিগকে (প্রদান করিলেন,)

যাহাতে তোমরা এখনও পদার্পণ কর নাই, ফলতঃ আল্লাহ সর্ব্ব বিষয়ের উপরে ক্ষমতাবান। (এই ভবিষ্যৎবাণী খলিফা এবং পরবর্ত্তী স্থলতান-গণের সময় সফল হইল।) ৩।৭—২৭

২৮ হে নবী, তোমার সহধর্ম্মিণীগণকে বল, যদি তোমরা পার্থিব জীবন এবং তাহার সৌন্দর্য্যের অভিলাষ কর, তাহা হইলে অগ্রসর হও, আমি তোমাদিগকে কথঞ্চিৎ লাভবান করিব, এবং স্থব্যবহারের সহিত তোমাদিগকে বিদায় করিয়া দিব। ২৯ এবং যদি তোমরা আল্লার এবং তাঁহার রস্থলের (প্রসন্নতার) এবং পরকালের গৃহের অভিলাষী হও, তাহা হইলে, তোমাদের মধ্যে যাহারা প্রশংসনীয় কার্য্যকারিনী, তাহাদের জন্য আল্লাহ মহা পারিশ্রমিক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। ৩০ হে নবীর ভার্য্যাগণ, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ প্রকাশ্যতঃ মন্দকর্ম্ম (যথা পয়গম্বরের অবাধ্যতা, সংসারের প্রতি আশক্তি, কর্ত্তব্য অবহেলা) করে, তাহার জন্য আল্লাহ দ্বিগুণ শাস্তি বৃদ্ধি করিবেন, ফলতঃ ইহা করা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।

দ্বাবিংশতি পারা। ৩১।৪।২২

৩১ এবং (হে পয়গম্বর পত্নীগণ,) তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্-লার এবং রস্থলের বাধ্য হইয়া থাকিবে, এবং স্থকর্ম্মও করিবে, তাহা-দিগকে আমি তাহাদের পারিশ্রমিক দুই বার (অর্থাৎ দ্বিগুণ) প্রদান করিব, এবং তাহাদের জন্য আমি সম্মান প্রকাশক জীবিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ৩২ হে নবীর ভার্য্যাগণ, তোমরা (অপর ব্যক্তি-গণের) স্ত্রীর ন্যায় (সাধারণ স্ত্রী) নহ, যদি তোমরা ধর্ম্মভীরু তাহা হইলে (যদি কেহ অযোগ্য ঘনিষ্টতা প্রকাশ করে তাহা হইলে তোমাদের) কথাতে তোমরা কোমলতা প্রকাশকারিণী হইও না, তাহা হইলে যাহার

হৃদয়ে রোগ আছে তাহারা লোভ পরবশ হইতে পারে; এবং এমত কথা বলিও যাহা অনিন্দনীয় (যেমন মাতা পুত্রের সহিত বলিয়া থাকে।) ৩৩। এবং তোমাদের গৃহেতে উপবিষ্ট থাকিও, (আমোদ প্রমোদ করণ এবং বেশভূষা পরিদর্শন করণ জন্য গৃহের বাহির হইও না;) এবং পূর্ব্ব অজ্ঞতা সময়ের (প্রচলিত ধরণের) মত বেশ ভূষা করিও না এবং নমাজ স্থির রাখিও, খয়রাত করিও, এবং আল্লাহর এবং রসুলের বাধ্য হইয়া চলিও। (হে পয়গম্বর) গৃহ বাসিনিগণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের (মন) হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে পবিত্রাতে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ৩৪। এবং তোমাদের গৃহেতে আল্লাহর আএত সকলের, এবং তাঁহার (দত্ত) জ্ঞানের (অর্থাৎ পয়গম্বর উপদেশের) যাহা পঠিত হয়, তাহা স্মরণ রাখিও; নিঃসন্দেহই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ। (বহু শত হাদিস মাতাগণের কণ্ঠস্থ ছিল, তাঁহারা সাহাবী এবং মোহদ্দেসা মধ্যে গণ্য। ৪।৭।৫৪

৩৫। নিশ্চয়ই, মুসলমান পুরুষ, এবং মুসলমান নারী, বিশ্বাসস্থাপনকারী এবং বিশ্বাসস্থাপনকারিনী, আজ্ঞাপালনকারী, এবং আজ্ঞা পালনকারিনী, এবং সত্যবাদী এবং সত্যবাদিনী, এবং রোজা প্রতিপালনকারী এবং রোজা প্রতিপালনকারিনী, এবং দৈন্য প্রকাশকারী এবং দৈন্য প্রকাশকারিনী, এবং ইন্দ্রিয় সংযতকারী এবং ইন্দ্রিয় সংযতকারিনী, এবং যে পুরুষগণ এবং নারীগণ আল্লাহকে বহুল পরিমাণ স্মরণ করে, ইহাদের সকলের জন্য আল্লাহ ক্ষমা এবং মহা পারিশ্রমিক প্রস্তুত রাখিয়াছেন।

৩৬। এবং কোনও বিশ্বাসকারী পুরুষের, এবং বিশ্বাসকারিনী নারীর, এমত যোগ্যতা নাই যে, যখন আল্লাহ এবং রসুল তাহাদের জন্য কোনও বিষয় অবধারিত করিয়া দেন, তখন তাহাদের কোনও

বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের নিজের কোনও স্বাধীনতা থাকে। ফলতঃ যে আল্লাহ্র এবং তাহার রসুলের অবাধ্যতা করে, সে নিশ্চয় স্পষ্টই বিপথগামী হয়।

(এই আএত অবতীর্ণ হওয়ার পর কুমারী জয়নব, দাসত্বমুক্ত হজরত জয়দকে পতিত্বে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তিনি হজরত পয়গম্বরের পিতার ভগিনী-কন্যা, রূপে, গুণে বংশে কোন কোর্-এশ হইতে ন্যূন ছিলেন না। হজরত জয়েদকে অল্প বয়সেই অপহরণ করিয়া দস্যুগণ হজরত পয়গম্বরের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল, তিনি তাঁহাকে দাসত্ব মুক্ত করিয়া পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত জয়েদের পিতা তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কোনও ক্রমে তাহাতে সম্মত হইলেন না। হজরত পয়গম্বর কুমারী জয়নবের নিকট জয়েদের সহিত বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তিনি ভুল করিয়া বুঝিলেন স্বয়ং পয়গম্বর তাঁহাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনি সম্মতি প্রকাশ করিলেন, কিন্তু যখন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তখন অসম্মত হইলেন। তারপর যখন এই আএত অবতীর্ণ হইল, তখন কুমারী জয়নব অসঙ্কোচে সম্মতি প্রদান করিলেন। উভয়ে উদ্বাহিত হইলেন, কিন্তু ইহা সুখের বিবাহ হইল না। হজরত জয়েদ ভাবিতেন পয়গম্বর সাহেবের পিতার ভগিনী কন্যা তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করেন না, এবং হজরত জয়নবও মনে করিতেন হজরত জয়েদ তাহার সমতুল্য নহেন। অবশেষে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা নিম্নের আএত হইতে প্রকাশিত।)

যখন তুমি সেই ব্যক্তিকে (পুনঃ পুনঃ) বলিতেছিলা, (অর্থাৎ) যাহাকে আল্লাহ্ অনুগৃহিত করিয়াছিলেন এবং তুমিও অনুগৃহিত করিয়াছিলা (যে হে জয়েদ) তোমার স্ত্রীকে তোমার পত্নীত্বে রাখ, এবং অল্লাহকে

ভয় কর; এবং (হে পয়গম্বর) তুমি তোমার মনে তাহাই গোপন করিতেছিলা আল্‌লাহ্ যাহার প্রকাশকারক, (যে তাহাকে তোমাকেই পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে হইবে,) এবং মনুষ্যগণকে ভয় করিতেছিলা, ফলতঃ তুমি আল্‌লাহ্‌কেই ভয় কর, অল্‌লাহ্ তাহারই সমধিক যোগ্য। তদনন্তর (তালাক দিয়া) যখন জয়েদ তাহার সম্বন্ধে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিল, (তখন) আমি তাহাকে তোমার সহিত উদ্বাহিত করিলাম; উদ্দেশ্য যে যখন কেহ তাহার (তালাকের) অভিপ্রায় তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে পূর্ণ করে, তখন কোনও বিশ্বাস স্থাপনকারীর জন্য তাহার পৌষ্যের ভার্য্যাকে গ্রহণ সম্বন্ধে যেন বাধা না হয়। ফলতঃ আল্‌লাহর আদেশ সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, (নিয়তি মত এই ঘটনা সম্পন্ন হইল।) ৩৮ আল্‌লাহ্ নবীর জন্য যাহা কর্ত্তব্য করিয়াছেন (যে আল্‌লাহর আজ্ঞা পালন করিতে হইবে,) তৎসম্বন্ধে নবীর উপরে কোনও বাধা নাই। ইতঃপূর্ব্বে যাহারা গত হইয়া গিয়াছে তাহাদেরও সম্বন্ধে আল্‌লাহর এই-রূপ নিয়ম ছিল। ফলতঃ আল্‌লাহর আদেশ (পূর্ব্বেই) নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। ৩৯ ইহারা (রসুলগণ,) আল্‌লাহর বার্ত্তা উপস্থিত করিয়া দেন, এবং তাঁহাকেই ভয় করেন, এবং তাঁহাকে ব্যতীত অন্যকে ভয় করেন না; ফলতঃ বিচারেরর জন্য আল্‌লাহই প্রচুর। ৪০ (তাঁহার জাত সন্তান ব্যতীত) মোহাম্মদ, তোমাদের কোনও ব্যক্তির পিতা নহেন, কিন্তু তিনি আল্‌লাহর রসুল, এবং সংবাদবাহকগণের শেষ। ফলতঃ আল্‌লাহ্ সর্ব্বজ্ঞ। ৫।৬=৪০

৪১ হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, আল্‌লাহকে বহুল পরিমাণ স্মরণ করিয়া স্মরণ কর; ৪২ এবং প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে তাঁহার পবিত্রতার জপ কর; ৪৩ তিনিই যিনি তোমাদের উপরে কল্যাণ প্রেরণ করেন, এবং তাঁহার ফেরেস্তাগণও (তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করে;)

যেন তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকের দিকে বহিস্কৃত করিয়া আনেন; ফলতঃ তিনি বিশ্বাসকারিগণের প্রতি অতি সদয়। ৪৪ যে দিবস তাঁহার সহিত বিশ্বাসস্থাপনকারিগণের সাক্ষাত হইবে, সে দিবস তাহাদের আনন্দ অভিবাদন (বাক্য) হইবে সালাম (সুমঙ্গল, সুমঙ্গল,) ফলতঃ তিনি তাহাদের জন্য সম্মান প্রকাশক পারিশ্রমিক প্রস্তুত রাখিয়াছেন। ৪৫ হে নবী, আমি তোমাকে সাক্ষী, এবং সুসংবাদ দাতা এবং সতর্ককারী, ৪৬ এবং তাঁহারই আদেশ মতে তাঁহার দিকে আহ্বানকারী; এবং উজ্জ্বল প্রদীপ স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি। ৪৭ এবং মুসলমানগণকে সুসংবাদ দাও যে তাহাদের উপরে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ, ৪৮ এবং কাফের এবং মুনাফেকগণের কথা মত চলিও না, এবং তাহাদের পীড়ন অগ্রাহ্য কর, এবং আল্লাহর উপর নির্ভর কর, ফলতঃ সাহায্যকারীস্বরূপ আল্লাহই যথেষ্ট।

৪৯ হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, যখন তোমরা কোনও মুসলমান স্ত্রীকে বিবাহ কর, তদনন্তর তাহাকে স্পর্শ করার পূর্ব্বে তালাক দাও তাহা হইলে তোমাদের উপরে তাহার ইদ্দত কাল যাহা তোমার (প্রতিপালন জন্য) গণনা কর, তাহা নাই; এমত স্থলে তাহাদিগকে কথঞ্চিৎ লাভবান করিয়া সুব্যবহারের সহিত পরিত্যাগ কর। ৫০ হে নবী, (তোমার বর্ত্তমান ভার্য্যাগণের সম্বন্ধে আদেশ হইতেছে যে) তুমি যে ভার্য্যাগণকে তাহাদের মোহর প্রদান করিয়াছ, আমি তাহাদিগকে তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি, এবং যাহা তোমার দক্ষিণ হস্তের আধিপত্যাধীন, যাহা আল্লাহ তোমাকে দান করিয়াছেন, এবং তোমার পিতৃব্য কন্যাগণ, এবং তোমার ফুপুর কন্যাগণ এবং তোমার মাতুল কন্যাগণ, এবং তোমার মাতার ভগিনীর কন্যাগণ যাহারা তোমার সহিত দেশত্যাগী হইয়াছে, এবং সেই মুসলমান

নারী যে নিজকে সমর্পণ করিয়াছে, এবং নবীও ইচ্ছা করেন যে তাহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন (ইহারা সকলই তোমার জন্য বৈধ।) আমি তাহাদের (অর্থাৎ মুসলমানগণের) স্ত্রীদের, এবং যাহা তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অধীন অর্থাৎ বান্দীগণের সম্বন্ধে যাহা বিধান করিয়াছি তাহা আমি জানি (যে তাহারা এখন যত ইচ্ছা তত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে এবং বান্দীও রাখিতে পারে,) এই জন্য তোমার সম্বন্ধে (এই বিধান.) যেন (তোমার বর্ত্তমানে নয় জন ভার্য্যা রাখিতে) কোনও প্রতিবন্ধক না হয়। ফলতঃ আল্লাহ্ পাপমার্জ্জনকারী, মহা দয়ালু। ৫১ তোমার ইচ্ছা মত কাহাকেও পৃথক করিতে পার, এবং নিজের নিকট রাখিতে পার, এবং যাহাকে পৃথক করিয়াছিলা, যদি তুমি ইচ্ছা কর তাহা হইলে তাহাকে নিজের নিকট আনিতে কোনও বাধা নাই ; ইহাই সমধিক উৎকৃষ্ট যে তাহাদের চক্ষু শীতল হয়, এবং তাহারা যেন মন কষ্ট প্রাপ্ত না হয়। এবং তাহাদের প্রত্যেককে যাহা তুমি দান করিবা তাহা প্রাপ্ত হইয়া যেন সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু তোমাদের হৃদয়েতে যাহা আছে তাহা আল্লাহ্ জানেন, ফলতঃ আল্লাহ্ সর্ব্বজ্ঞ, এবং সহিষ্ণু। ৫২ যাহা তোমার দক্ষিণ হস্ত অধিকার করিয়াছে, তদ্ব্যতীত ইহার পর অন্য কোনও স্ত্রীগণ তোমার জন্য বৈধ নহে ; এবং যদিও কাহারও সৌন্দর্য্য তোমাকে প্রীত করে, তথাপি তুমি তাহাদের কাহাকেও পরিবর্ত্তন করিতে পারিবা না। ফলতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর প্রহরী স্বরূপ বিদ্যমান। ৬।১২—৫২

(অন্য মুসলমানগণের স্ত্রীসংখ্যা চারিজন তাহা এপর্য্যন্ত আদেশ হয় নাই, সুতরাং তাহারা এপর্য্যন্ত যত ইচ্ছা তত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত কিন্তু হজরতের স্ত্রীসংখ্যা নয় জন নির্ণিত হইল, এবং অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও নিষেধ হইল।)

৫৩ হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, যখন তোমরা ভোজন করিবার জন্য আহুত হও, তদ্ব্যতীত অন্য সময় পয়গম্বরের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিও না, (এবং এমন সময় উপস্থিত হইও) যেন তাহা প্রস্তুত হওয়ার জন্য তোমাদিগকে অপেক্ষা করিতে না হয়। কিন্তু যখন তোমরা আহুত হও তখন, (নির্দিষ্ট সময়েতে নিমন্ত্রিতগণের সহিত) সংমিলিত হইও; তদনন্তর যখন তোমরা ভোজন সমাপন কর তখন (আপন আপন স্থানে) বিস্তীর্ণ হইয়া যাইও, এবং গল্প করিবার জন্য উপবিষ্ট থাকিও না; নিশ্চয় ইহা নবীকে কষ্ট প্রদান করে, (তোমাদিগকে যাওয়ার জন্য বলিতে) তিনি তোমাদের নিকট লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু যথার্থ বাক্য বলিতে আল্লাহ লজ্জা বোধ করেন না। এবং (হে মুসলমানগণ,) যখন তোমরা তাহাদের (অর্থাৎ পয়গম্বর পত্নিগণের) নিকট কোনও দ্রব্য প্রার্থনা কর, তখন পর্দ্দার অপর দিক হইতে তাহাদের নিকট তাহা প্রার্থনা করিও, ইহা তোমাদের এবং তাহাদের মনের জন্য পবিত্রতা রক্ষক। এবং আল্লাহর রসুলকে (যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করিয়া) তোমরা মন কষ্ট দাও, তাহা তোমাদের উচিত নহে। এবং তাহার (মরণের) পর তাহার ভার্য্যাগণকে কখনও বিবাহ করিও না, নিশ্চয় ইহা আল্লাহর নিকট অতি গুরুতর। ৫৪ যদি তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর, বা তাহা গোপন কর, তাহা হইলেও আল্লাহ সমস্ত অবগত হন। ৫৫ এবং তাহাদের পিতার এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের, এবং ভগিনী পুত্রের এবং তাহাদের স্ত্রীলোকদের, এবং যাহারা তাহাদের হস্তের অধীন (গোলাম বাঁদীদের) সম্বন্ধে, তাহাদের উপরে (পর্দ্দার অপর পার সম্বন্ধীয় আদেশ রক্ষা না করিলে) কোনও দোষ নাই। এবং (হে পয়গম্বর ভার্য্যাগণ, পর্দ্দার নিয়ম ভঙ্গ সম্বন্ধে) আল্লাহকে ভয় করিও; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের উপরে সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান।

৫৬ নিঃসন্দেহই আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফেরেস্তাগণ, নবীর উপরে মঙ্গল (সালাত) প্রেরণ করেন, এবং (তাঁহার জন্য) মঙ্গল প্রার্থনা করেন. হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, তোমরাও তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা কর, এবং মঙ্গলাভিলাষী হইয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা কর। ৫৭ যাহারা আল্লাহ এবং রসুলকে অসন্তুষ্ট করে, তাহাদিগকে আল্লাহ নিশ্চয় পৃথিবীতে এবং পরকালে তাঁহার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত রাখেন; এবং তাহাদের জন্য তিনি ঘৃণ্য শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন। ৫৮ এবং যাহারা মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারীদিগকে, তাহারা যাহা করে নাই তজ্জন্য কষ্ট প্রদান করে, তাহারা মিথ্যা বাত্যা এবং প্রকাশ্য পাপ বহন করে। ৭।৬=৫৮

৫৯ হে নবী, তোমার সহধর্ম্মিনীগণকে, তোমার কন্যাগণকে, এবং মুসলমান নারীগণকে আদেশ কর যে, তাহাদের প্রশস্ত চাদর তাহাদের উপর ঢাকিয়া দেউক; ইহাতে সমধিক সম্ভাবনা যে, তাহাদিগকে (সকলে সুচরিত্রা বলিয়া) চিনিয়া লইবে; তৎপ্রযুক্ত তাহারা প্রপীড়িত হইবে না। ফলতঃ (ইতঃপূর্ব্বে যে তাহারা বেশ ভূষা করিয়া দেখাইবার অভিপ্রায়ে চাদরে আবৃত না হইয়া বাহির হইত আল্লাহ তাহা মার্জ্জনা করিয়া দিবেন,) আল্লাহ্ পাপ মার্জ্জনাকারী, দয়াময়।

৬০ (হে পয়গম্বর,) কপটাচারীগণ এবং যাহাদের হৃদয় (শিরক্) ব্যাধিগ্রস্ত, এবং যাহারা নগর মধ্যে মিথ্যা কুৎসা সংবাদ বিস্তৃত করে, যদি তাহারা (এই স্বভাব) পরিহার না করে, নিশ্চয় আমি তোমাকে তাহাদের উপর নিযুক্ত করিয়া দিব, তদনন্তর অল্প কতক জন ব্যতীত তাহারা তোমার প্রতিবাসী স্বরূপ মদিনাতে বাস করিবে না। ৬১ তাহারা লাঞ্ছিত হইবে, যে স্থানে থাকুক না কেন ধৃত হইবে, হত হইয়া হত হইবে।' ৬২ যাহারা পূর্ব্বে গত হইয়া গিয়াছে,

তাহাদেরও মধ্যে আল্লাহর এই নিয়ম (প্রচলিত যে, পয়গম্বর কর্ত্তৃক দুষ্কৃতগণ বিনষ্ট হয়।) ফলতঃ তুমি আল্লাহর প্রচালিত নিয়মের ব্যতিক্রম পাইবানা।

৬৩ (হে নবী) কেয়ামত সম্বন্ধে মনুষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিতেছে; নিশ্চয়ই তাহার বিবরণ আল্লাহ অবগত, ফলতঃ তুমি জান না, সম্ভবতঃ মুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ৬৪ নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসকারীগণকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছেন। ৬৫ তাহাতে তাহারা চিরদিন, চিরকাল বাস করিবে; তাহারা কোনও বন্ধু এবং সহায় পাইবে না। ৬৬ ইহা সে দিবস, যখন নরকাগ্নির উপরে তাহাদের মুখ বর্ষণ করা হইবে; তাহারা বলিবে, যদি এমত হইত যে আমরা আল্লাহ এবং রসুলকে মান্য করিয়া চলিতাম, (তাহা হইলে মঙ্গল হইত,) এবং বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রধান ব্যক্তিগণের কথা মান্য করিয়া চলিতাম, এবং আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণের (মতানুযায়ী চলিতাম;) তৎপ্রযুক্ত তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল। ৬৮ হে আমাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে শাস্তির দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান কর, এবং তাহাদিগকে মহা অভিসম্পাতে অভিসপ্ত কর। ৮।১০—৬৮

৬৯ হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ তোমরা সেই ব্যক্তিদের ন্যায় হইও না, যাহারা (অসচ্চরিত্রতার দুর্ণাম দিয়া) মুসাকে কষ্ট প্রদান করিয়াছিল; তদনন্তর আল্লাহ মুসাকে যাহা তাহারা বলিতেছিল তাহা হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। ফলতঃ আল্লাহর নিকট মুসা সন্মানিত। ৭০ হে বিশ্বাসকারিগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং যে কথা সত্য তাহাই বল, ৭১ তিনি তোমাদের কর্ম্ম নির্দ্দোষ করিয়া দিবেন,

এবং পাপ মার্জ্জনা করিয়া দিবেন। ফলতঃ যে আল্লাহর এবং রসুলের কথা মান্য করে, তৎপ্রযুক্ত সে মহা মনস্কামনা লাভ করে।

৭২ নিশ্চয়ই আমি গচ্ছিত ধন (আমানত) কে, স্বর্গ, মর্ত্ত, এবং পর্ব্বতের সম্মুখীন করিয়াছিলাম, তাহারা ঐ ধন বহন করিতে (অবস্থা রূপ বাক্য দ্বারা) অস্বীকৃত হইয়াছিল, এবং (তাহা বহন করিতে) ভীত হইয়াছিল, কিন্তু মনুষ্য (তদুপযুক্ত প্রযুক্ত কর্ত্তব্য পালনের) ভার গ্রহণ করিয়াছিল। (কর্ত্তব্যের ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া যাহারা স্বকর্ত্তব্য পালন করে না সেই) মনুষ্যগণ (নিজের উপরে) অত্যাচারকারী এবং মূঢ়। (বিবিধ অর্থ।) ৭৩ (কর্ত্তব্য ভার মনুষ্যগণকে অর্পণ করার) উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ কপট মুসলমান পুরুষ এবং কপট মুসলমান নারীগণকে, এবং বহু ঈশ্বরপূজক পুরুষ এবং বহু ঈশ্বরপূজাকারিণী নারীগণকে, (এক মাত্র আল্লাই উপাস্য এবং পয়গম্বর মান্য এই কর্ত্তব্য অবহেলা করণ জন্য,) শাস্তি প্রদান করেন, এবং যেন বিশ্বাসস্থাপনকারী পুরুষ, এবং বিশ্বাসস্থাপনকারিণী নারীগণের উপরে আল্লাহ প্রসন্ন হন, ফলতঃ আল্লাহ (কর্ত্তব্য অবহেলা জন্য অনুতপ্ত ব্যক্তির) পাপ মার্জ্জনাকারী, (তাহাদের প্রতি) অতি সদয়। ৯।৫=৭৩

সবাদেশ।

মক্কাবতীর্ণ ৩৪ সংখ্যক সূরা (৫৮।)

এই সূরার মর্ম্ম :—

১ম রুকু :—তিনি গুপ্ত, প্রকাশ্য, সমস্ত অবগত; তিনিই বলিতেছেন কেয়ামত নিশ্চয় নিশ্চয় ঘটিবে; সমস্ত বস্তু এবং ঘটনা অদৃশ্য জগৎ রূপ গ্রন্থে অর্থাৎ লওহমহকূপে বিদ্যমান;

২য় রুকু :—পয়গম্বর দাউদ এবং সোলয়মানের সময় সুকর্ম্ম করিয়া ইস্‌রাইল সন্তানগণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং অপকর্ম্ম জন্য সুজলা সুফলা সবাদেশ বাসীগণের শ্রী ধ্বংস হইয়াছিল,

৩য় রুকু :—ফেরেশ্‌তা, দেবী, বা ঈসা, কাহারও সৃষ্টিতে কোন অংশ নাই, তাহারা কোন প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারে না; তাঁহাব আদেশ ব্যতীত অনুরোধও করিতে পারে না; তোমাকে সকলের পয়গম্বর করিয়াছি, কিন্তু অনেকে কেয়ামতে বিশ্বাস করিতেছে না, তুমি বলিয়া দাও, তাহার ঘটিবার এক নিমেষ পূর্ব্বেও তাহা আসিবে না, এবং এক নিমেষ বিলম্বও করিবে না;

৪র্থ রুকু :—কেয়ামতে মক্কার ধর্ম্মদ্রোহিগণ তাহাদের নেতাগণের সহিত ঝগড়া করিবে যে, তাহারা নানা প্রকারে তাহাদিগকে সত্য পথ ভ্রষ্ট করিয়াছিল, তাহাদেব বর্ম্মই তাহাদের জন্য গল বন্ধন ইত্যাদি কষ্টদায়ক আকাবে প্রকাশিত হইবে, তাহাবা পবিত্র আত্ম-সমর্পিত মুসলেমগণকে ঘৃণা করিতেছে, এবং ধনদাতৃ দেবীগণের প্রশংসা করিতেছে, কিন্তু কি আল্‌লাহ পরায়ণ, কি পুত্তলিকা উপাসক,

যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনিই ধনবান করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনিই ধনহীন করেন; দরিদ্র আত্মসমর্পিতগণের পারলৌকিক অবস্থা মহৎ; তাহারা যাহা দান করে আল্লাহ তাহার প্রতিদান করেন; আরব পৌত্তলিকগণ তোমাকে ঐন্দ্রজালিক বলিতেছে, কোর্-আনকে গল্প বলিতেছে, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণও এইরূপ করিত, পরিণাম মন্দ হইয়াছিল;

৫ম রূকু:—মক্কার ধর্ম্মদ্রোহিগণ যদি চিন্তা করিয়া দেখে বুঝিতে পারিবে পয়গম্বর বাতুল নহেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে সতর্ককারী; আল্লাহ কেয়ামত প্রভৃতি গুপ্ত বিষয় অবগত, কিন্তু অবিশ্বাসকারিগণ গুপ্ত বিষয় সম্বন্ধে অনুমান মাত্র করিতেছে। মরার পর হইতেই তাহারা জানিতে পারিবে যৎসম্বন্ধে পয়গম্বর সতর্ক ছিলেন, তাহা সত্য।

সবা—সবাদেশ।

মক্কাবতীর্ণ ৩৪ সংখ্যক সূরা (৫৮।)

অসীম অনুগ্রহ কারী সীমাতীত দানকর্ত্তা

আল্‌লাহর নামে আরম্ভ। [১।৩৪।২২

১। যাহা কিছু স্বর্গে এবং মর্ত্তে আছে, তাহা যাঁহার, সমস্ত প্রশংসাবাদই তাঁহার, এবং (ইহলোকে যেমন সমস্ত গুণানুবাদই তাঁহার তদ্রূপ) পরকালেও সমস্ত গুণানুবাদই তাঁহার, এবং তিনি মহাজ্ঞানী, সর্ব্বজ্ঞ। (যাহারই প্রশংসাবাদ হউক না কেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে তাঁহাবই গুণানুবাদ, কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহারই কর্ম্মের আবরণ মাত্র ; পরলোকে এই আবরণ থাকিবে না।। (মৌজু-অল-কোর্‌-আন।) ২ যাহা ধরাতলে প্রবিষ্ট হয়, যাহা তাহা হইতে বহিষ্কৃত হয় ; এবং যাহা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, এবং যাহা তাহাতে আরোহণ করে, তাহা সমস্ত তিনি জানেন, এবং তিনি মহা দয়ালু পাপ মার্জ্জনাকারী। (মৃত্তিকাভ্যন্তরবাসী জীব, সর্প, কীট, পতঙ্গাদি, এবং প্রোথিত যাহা কিছু তাহা সমস্ত, তাহাতে প্রবিষ্ট হয় ; এবং উদ্ভিদ প্রভৃতি তাহা হইতে বহিষ্কৃত হয়। জল, মানবাত্মা, ফেরেশ্‌তা ইত্যাদি স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, এবং কর্ম্ম, মৃত ব্যক্তির আত্মা ইত্যাদি তাহাতে আরোহণ করে। ঐ) ৩ এবং (তথাপি) অবিশ্বাসকারিগণ বলিতেছে, সেই মুহূর্ত্ত নিশ্চয় আমাদের নিকট আসিবে না ; (হে পয়গম্বর) তুমি (আমার এই কথা) বলিয়া দাও, "নিশ্চয় তোমাদের কথা সত্য নয়, আমার প্রতিপালকের শপথ নিশ্চয় ইহা তোমাদের নিকট

আগমন করিবে, যাহা গুপ্ত তিনি তাহা অবগত, স্বর্গের এবং মর্ত্তের মধ্যে ক্ষুদ্র কণিকা প্রমাণও কিছু নাই, এবং তাহা হইতে ক্ষুদ্রতর এবং বৃহত্তর কিছু নাই, যাহা প্রকাশকারী গ্রন্থে (অদৃশ্য জগৎ লওহ মহফুজে) নাই। (এক অদৃশ্য মহা জগত, এই জগতে যাহা বিদ্যমান তাহা প্রকাশ করিতেছে, এবং এই জগতে যাহা ঘটিতেছে তাহা আবার তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এই জগতকে লওহমহফুজ বলে। কোর্-আনে ইহাকে প্রকাশ্য গ্রন্থ, প্রকাশকারী গ্রন্থ, বর্ণনাকারী গ্রন্থ বলা হইয়াছে। যাহাদের আত্মাচক্ষু উন্মুক্ত তাঁহারা ইহা দর্শন করিয়া থাকেন। সফল স্বপ্ন দর্শনকালে সাধারণ ব্যক্তিও এই জগতের বহু ঘটনা দর্শন করে।) ৪ (সেই কেয়ামতের) উদ্দেশ্য যে যাহারা বিশ্বাসস্থাপনকারী, সাধুকর্ম্মকারী, তাহাদিগকে তিনি বিনিময় প্রদান করেন, ইহারাই যাহাদের জন্য পাপের ক্ষমা, এবং সম্মান প্রকাশক জীবিকা। ৫ এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলকে হেয় করিবার জন্য ধাবিত হয়, ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য কষ্টকর শাস্তি। ৬ ফলতঃ যাহাদিগকে আল্লাহ্ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহারা দেখিতে পায় যে, যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার উপরে অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহা সত্য, এবং তাহা সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান, সর্ব্ব প্রশংসিত (আল্লাহর) পথের দিকে পথ প্রদর্শন করিতেছে।" ৭ তথাপি অবিশ্বাসকারিগণ বলিতেছে, আমরা কি তোমাদিগকে সেই ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিব, যে তোমাদিগকে সংবাদ দিতেছে, (যে মরণান্তর,) যখন তোমরা (শরীরের মূল উপাদান সকলেতে) বিভক্ত হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া (লুপ্ত) হইয়া যাইবে, নিশ্চয় তখন তোমরা নব সৃষ্টিতে (উপস্থিত) হইবা। ৮ এই ব্যক্তি আল্লাহর উপরে মিথ্যা বলার দোষ আরোপ করিতেছে, (যে এই

দৃশ্য জগৎ লুপ্ত এবং অদৃশ্য জগৎ প্রকাশিত হইবে,) অথবা তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে ; (সত্য কথা এই যে সে মিথ্যুকও নহে, মতিভ্রষ্টও নহে,) বরং কেয়ামতে (অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্তের বিলোপে) অবিশ্বাসকারিগণ মহা যন্ত্রণা মধ্যে (অবস্থান করিবে,) এবং তাহারা বহুদূর অগ্রসর ভ্রম মধ্যে রহিয়াছে (যে তখন কর্ম্মভোগ করিতে হইবে না।) ৯ স্বর্গ এবং মর্ত্ত যাহা তাহাদের সম্মুখে (অর্থাৎ স্বর্গ,) এবং (যাহা অর্থাৎ পৃথিবী) পশ্চাতে রহিয়াছে, তাহার দিকে তাহারা দৃষ্টিপাত করে না কেন ? (পৃথিবীতে কি বহু স্থল এবং বহু জল বিপুপ্ত হইতেছে না ? এধং বৃহৎ উল্কা খণ্ডসকল পতিত হইয়া কি একটা ভগ্ন পৃথিবীর বিষয় বলিয়া দেয় না ? ইহা কি অসম্ভব যে*) যদি আমি ইচ্ছা করি তাহা হইলে তাহাদিগকে সহ মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিতে পারি, অথবা আকাশের এক খণ্ড তাহাদের উপর খসাইয়া আনিতে পারি। নিশ্চয়ই যে দাস অবনত, তাহার জন্য ইহাতে প্রমাণ বিদ্যমান।* ১।৯

১০। (পয়গম্বরগণের প্রতি তাঁহার অসীম অনুগ্রহ, এবং যাহারা তাহাদের উপদেশ মত চলে তাহাদিগকে উন্নতি প্রদান করেন, এবং যাহারা তৎবিরুদ্ধে কার্য্য করে তাহারা হতশ্রী হয় তাহারই দৃষ্টান্ত ;)—আমি দাউদকে আমার অনুগ্রহক্রমে শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিয়াছিলাম, (এবং আদেশ করিয়াছিলাম,) হে পর্ব্বত সকল, এবং হে পাখী সকল, (যখন দাউদ আমার গুণ গান করে, তখন তোমরা) তাহার সহিত (স্ব স্বর মিলাইয়া) আবৃত্তি করিতে থাক। (অথবা দাউদের ঈশ-প্রেম সঙ্গীতে যে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিগণেরও হৃদয় বিগলিত হইয়াছে, এবং যাহারা

---

* অনেক সময় সুবৃহৎ উল্কা খণ্ড পতিত হইয়া বৃহৎ জাহাজ সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া দিয়াছে। (অনুবাদক)।

স্বভাবতঃই তাঁহার গুণগানে রত, হে এমত বিহঙ্গমগণ তোমরা উভয় দল পয়গম্বর দাউদের সহিত বিশ্বপতির মহিমা গান করিতে থাক।) এবং তাহার জন্য আমি লৌহ কোমল করিয়া দিয়াছিলাম, ১১ অর্থাৎ (ওহি ক্রমে তাহার মনে এইরূপ ভাব অর্পণ করিয়াছিলাম যে) তুমি লৌহ বর্ম্ম প্রস্তুত কর, এবং তাহার কড়া সকলকে পরিমিত পরিমাণ কর; (দ্রব লৌহ ছাঁচে ঢালিয়া কড়া তৈয়ার করিয়া, এবং অন্য যাহা যাহা করা বুদ্ধিতে উদয় হয় তাহা করিয়া যুদ্ধে শরীর রক্ষার্থে এই লৌহ বসন প্রস্তুত করিয়া লও।) এবং (হে ইস্রাইল বংশীয়গণ,) তোমরা সাধুকর্ম্ম করিতে থাক, (যেমন এখন করিতেছ,) তোমরা যাহা করিতেছ নিঃসন্দেহই আমি তাহা দেখিতেছি। ১২ এবং বায়ুকে (দাউদের পুত্র) সোলয়মানের (অধীনস্থ করিয়া দিয়াছিলাম,) উহার প্রাতঃকালের গতি এক মাসের (পথ পরিমাণ,) এবং সন্ধ্যাকালের গতি এক মাস (পথ পরিমাণ) ছিল; (এই বায়বীয় বল আয়ত্ত করার বুদ্ধি তাহার মনে সঞ্চার করিয়া দিয়া বায়ুকে তাহার অধীন করিয়াছিলাম।) এবং আমি তাহার জন্য দ্রবীভূত তাম্রের নদী প্রবাহিত করিয়াছিলাম, (খনি হইতে তাম্র বাহির করিয়া তাহা দ্রবীভূত করিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করার বুদ্ধি এবং সুযোগ প্রদান করিয়াছিলাম।) এবং জিনগণের কতকজন আল্লাহর আদেশ ক্রমে তাহার সন্মুখে কার্য্য করিত। (জিন মনুষ্যগণের ন্যায় বুদ্ধি এবং মনোভাব প্রাপ্ত অদৃশ্য প্রাণী, কিন্তু মনুষ্যগণ হইতে বহু বিষয় তাহাদের ক্ষমতা অধিক। তাহাদেব শরীরের উপাদান অগ্নি, অর্থাৎ তেজ, সুতরাং তাহারা অদৃশ্য এবং বহু শক্তি সম্পন্ন। কোর্-আন যখন ইহার বিদ্যমানতা শিক্ষা দিতেছে তখন আমরাও সবিশ্বাস জিন জাতির বিদ্যমানতা স্বীকার করি। মনুষ্যগণ বিদ্যা বিশেষের বলে ইহাদিগকে বশীভূত করিয়া অনেক

অসাধারণ কার্য্য সম্পন্ন করে। হজরত সোলয়মান এইরূপ বিদ্যার বলে তাহাদিগকে অধীনস্থ রাখিয়াছিলেন বিশ্বাস যোগ্য।) এবং আদেশ করিয়াছিলাম তাহাদের যে ব্যক্তি আমার আদেশের অবাধ্য হইবে, তাহাকে আমি অগ্নি প্রদাহের শাস্তি প্রদান করিব। ১৩ অট্টালিকা (যথা দুর্গ মসজিদাদি) যাহা সোলয়মান ইচ্ছা করিত, তাহারা তাহা তাহার জন্য নির্ম্মাণ করিত। এবং (মনুষ্যগণের মনে ধর্ম্ম ভাব সঞ্চার করিবার নিমিত্ত পয়গম্বরগণের উপাসনা কালের) মূর্ত্তি, এবং সরোবর পরিমাণ পাত্র, অচল (অর্থাৎ সহ যে স্থানান্তরিত করা দুষ্কর এমত) পাক করিবার পাত্র (তাহার আদেশ মত প্রস্তুত করিত;) এবং আমি আদেশ করিয়াছিলাম, হে দাউদের বংশধরগণ (এই উন্নতির জন্য) তোমরা (সৎজীবন অতিবাহিত করণরূপ) অনুগ্রহ-স্বীকার প্রকাশক কার্য্য করিতে থাক। কিন্তু আমার দাসগণের মধ্যে অল্প ব্যক্তি (সাধু কাজ করিয়া) অনুগ্রহ স্বীকারকারী হয়; ১৪ তদনন্তর যখন আমি সোলয়মানের মরণের সময় সম্পূর্ণ করিলাম, তখন তাহার মরণ সম্বন্ধে মৃত্তিকার কীট ব্যতীত কোনও ঘটনাই তাহা তাহাদিগকে অবগত করে নাই। (হঃ সোলয়মানের মৃত শরীররকে তাঁহার যষ্টির উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিনগণ তাঁহাকে জীবিত মনে করিতেছিল।) ঐ কীট সকল তাহার যষ্টি খাইয়া ফেলিয়াছিল; তৎপর যখন (মৃত শরীর) পড়িয়া গেল, তখন জিনগণ জানিতে পারিল যে, তাহারা যদি ভবিষ্যৎ জানিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে (তাহার মরণের পর এক বৎসর পর্য্যন্ত দাসত্বের) ঘৃণ্য যন্ত্রণাতে বাস করিতে হইত না। (আধুনিক কতকজনের মতে এই জিনগণ মহাকায় আমনকা জাতি।)

১৫। (পয়গম্বরগণের উপদেশের বিপরীত কর্ম্মকারীগণের দৃষ্টান্ত)

নিঃসন্দেহই, সবাবাসিগণের জন্য তাহাদের অবস্থানের স্থানই, (আল্লাহর কার্য্য প্রণালীর) প্রমাণ, তাহাদের দেশে পরস্পর সংলগ্ন বিবিধ (ফলের এত উদ্যান ছিল যে বাণিজ্য পথের উভয় পার্শ্বে) দুইটি উদ্যান, (একটী) দক্ষিণ দিকে ; (একটি) বাম দিকে (বোধ হইত। আমি অবস্থারূপ বাক্য দ্বারা) বলিয়াছিলাম, তোমাদের প্রতিপালকের (প্রদত্ত) জীবিকা ভোগ কর, এবং তাঁহার নিকট অনুগ্রহ স্বীকার প্রকাশক কার্য্য কর। তোমাদের দেশ, (অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অনুর্ব্বরতা, অস্বাস্থ্যকর প্রভৃতি) দোষ শূন্য, এবং (স্বয়ং) রক্ষাকর্ত্তা (পুণ্য কার্য্যের জন্য) পাপ মার্জ্জনাকারী। ১৬ তদনন্তর তাহারা (ভাল কার্য্য হইতে) মুখ ফিরাইয়া লইল, তখন আমি (তাহাদের নির্ম্মিত প্লাবন অবরোধকারী বাঁধ ভগ্ন করিয়া) তাহাদের উপরে প্রবল প্লাবন প্রেরণ করিলাম. এবং (বাঁধের উভয় পার্শ্বস্থ) উদ্যানদ্বয়কে অম্ল আস্বাদযুক্ত (ফলের,) এবং ঝাউ বৃক্ষের, এবং কতক বদরীর (অরণ্য) দ্বয়েতে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম। ১৭। তাহারা যে অবাধ্যচারী (কাফেরের কার্য্যকারী) হইয়াছিল, তজ্জন্য এই বিনিময় প্রদান করিয়াছিলাম। ফলতঃ (যাহারা মন্দ কর্ম্মকারী প্রযুক্ত) অনুগ্রহ অস্বীকারকারী, তাহাদিগকে ব্যতীত অন্যকে কি আমি শাস্তি বিনিময় দেই ? ১৮। এবং আমি ইহাদের, এবং যে দেশকে আমি প্রাচুর্য্য প্রদান করিয়াছি তাহার, (অর্থাৎ এমনস্থ এই সবা নগরের এবং শাম দেশের) মধ্যে প্রকাশ্যতঃ (শ্রীসম্পন্ন) বসতি স্থান সকল স্থাপন করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের মধ্যে পথিকগণের অবস্থানের গৃহসকল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলাম। (অবস্থা রূপ বাক্যে বলিয়া দিতেছিলাম।) তাহাদের মধ্যে নিশ্চিন্তে (বাণিজ্যার্থে) যাতায়াত করিতে থাক। ১৯। (বহু নগর পরস্পর নিকটবর্ত্তী, এবং গমনাগমনের সুবিধা

বশতঃ, শ্রমজীবি এবং ক্ষুদ্রবণিকগণে দিন দিন উন্নতি দর্শন করিয়া, ধনী বণিকগণ,) তদনন্তর বলিতে লাগিল, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের গম্যস্থান সকলের মধ্যে দূরতা স্থাপন কর, (পরস্পর নিকটবর্ত্তী নগর সকল বসতি হীন করিয়া দাও, তাহা হইলে সর্ব্ব সাধারণ ব্যক্তিগণ যাতায়াত করিতে পারিবে না,) এবং (স্বার্থপর ধনী ব্যক্তিগণ ধন লালশায়, এবং ধনের বলে অন্যান্য দূষণীয় কার্য্য করিয়া) তাহাদের নিজের উপরে অত্যাচার করিতে লাগিল, তদনন্তর আমি তাহাদিগকে গল্প মাত্রেতে পরিণত করিলাম, সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলাম। (এই কারণে সবা নগর উৎসন্ন, এবং দেশবাসিগণ পলাতক হইল।) ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল, অনুগ্রহ স্বীকারকারিগণের জন্য (যাহারা প্রাচুর্য্যের অবস্থায় সৎপথে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকে না, এবং ধন লালশায়, এবং ধন বলে অপকর্ম্ম করে তাহার পরিণাম কিরূপ হয় তাহার) প্রমাণ বিদ্যমান। ২০। এবং ইব্‌লিস তাহাদের সম্বন্ধে যাহা অনুমান করিয়াছিল (যে তাহারা আল্‌লাহ্‌র অনুগ্রহ বিস্মৃত হইয়া তাহারই পশ্চাৎ চলিবে।) তাহা তাহাদের সম্বন্ধে সত্য করিয়াছিল, তদনুযায়ী বিশ্বাস স্থাপনকারিগণের দল ব্যতীত অন্যে তাহার মতে চলিয়াছিল। ২১। ফলতঃ তাহাদের উপরে শয়তানের কোনও ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এজন্য (ক্ষমতা প্রাপ্ত) হইয়াছিল যে আমি যেন জ্ঞাত করি যে কোন ব্যক্তি (কর্ম্মফল সম্বন্ধে) পরকালে বিশ্বাস করে, এবং কোন ব্যক্তি বা (তৎ সম্বন্ধে) সন্দেহ-যুক্ত ; ফলতঃ তোমার প্রতিপালক সকল বিষয়ের উপরে প্রহরী স্বরূপ রহিয়াছেন।

২২। (হে নবী উপ উপাস্য পূজক আরবগণকে) বল, আল্‌লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে তোমরা (আল্‌লাহ্‌র ক্ষমতা ভাগকারী) বিবেচনা কর

তাহাদিগকে আহ্বান কর, (তাহারা কোনও সাহার্য্য করিতে পারিবে না;) স্বর্গে এবং মর্ত্তে তাহাদের সর্ষপ কণিকা প্রমাণও ক্ষমতা নাই, ঐ উভয়েতে তাহাদের কেহই তাঁহার অংশী নহে, এবং তাহাদের কেহই তাহাতে তাঁহার সাহায্যকারী নহে। ২৩। এবং তাহাদের কাহারও অনুরোধ তাঁহার নিকট ফলদায়ক হইবে না, কিন্তু তিনি যাহাকে তজ্জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন (সেই ফেরেশ্‌তা বা আত্মার অনুরোধ ফলদায়ক হইবে।) (তাঁহার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা, ভয় ও ভক্তি এ পর্য্যন্ত যে কোনও আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর) যখন তাহাদের হৃদয় হইতে ভয় দূর হয়, তখন (নিম্নপদস্থ ফেরেশ্‌তাগণ, উর্দ্ধপদস্থ ফেরেশ্‌তাগণকে) বলে, তোমাদের রক্ষাকর্ত্তা কি আদেশ করিলেন? (তখন উচ্চপদস্থ ফেরেশ্‌তাগণ) বলে যাহা উচিৎ (তাহাই আদেশ করিলেন;) ফলতঃ তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান, মহৎ। ২৪। (এই আরবগণ সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য উপ উপাস্য সকলের পূজা করিতেছে, হে, রসুল তুমি তাহাদিগকে) জিজ্ঞাসা কর, (উর্দ্ধস্থ) আকাশ, এবং (অধঃস্থ) পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে উপজীবিকা প্রদান করেন? বলিয়া দাও, আল্লাহই (জীবিকাদাতা); (এমত স্থলে) আমরা অথবা তোমরা কে প্রকৃত পথের উপরে, কিম্বা কে প্রকাশ্য ভ্রম মধ্যে রহিয়াছে ২৫। তুমি তাহাদিগকে জ্ঞাত কর, আমি যে অন্যায় করি, তোমরা তজ্জন্য জিজ্ঞাসিত হইবা না, এবং তোমরা যাহা করিতেছ, তজ্জন্য আমি জিজ্ঞাসিত হইব না। ২৬। তুমি বলিয়া দাও, আমাদের প্রতিপালক আমাদের মধ্যে (সকলকেই) সমবেত করিবেন, তদনন্তর আমাদের মধ্যে ন্যায্য মীমাংসা করিবেন, ফলতঃ তিনি অতি ন্যায়বান মীমাংসাকারী, মহাজ্ঞানী। ২৭। (তাহাদিগকে) বল, যাহাদিগকে তোমরা তাঁহার ক্ষমতাভাগকারী স্বরূপ তাঁহার সহিত সংযুক্ত কর,

তাহাদিগকে আমাকে দেখাইয়া দাও; কস্মিনকালেও (তাহারা তাহা-দিগকে দেখাইতে পারিবে) না; বরং আল্লাহ্ সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান্ (সুতরাং বহু আল্লাহ্‌র বিদ্যমানতা অসম্ভব,) (এবং তিনি) মহাজ্ঞানী (তাঁহা হইতে জ্ঞানী কেহ নাই, সুতরাং তিনি এক এবং অদ্বিতীয়)।

২৮ এবং [হে নবী,] আমি তোমাকে সকল মনুষ্যগণের জন্য [পয়গম্বর করিয়া] পাঠাইয়াছি, [সকলের জন্যই তোমাকে] সুসংবাদ-দাতা এবং সতর্ককারী [করিয়াছি,] কিন্তু অধিকাংশই ইহা বুঝে না। ২৯ তাহারা বলিতেছে, যদি তোমরা সত্যবাদী তাহা হইলে সেই প্রতিশ্রুতি [কেয়ামত] কখন? ৩০ তুমি বলিয়া দেও, যে দিবস তাহা ঘটিবার অঙ্গীকার করা হইয়াছে, [তাহা যে কোন দিবস হউক না কেন, যখন তাহা আসিবে, তখন] তাহার পর তোমরা এক মুহূর্ত্ত ও বিলম্ব করিবা না, এবং এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ও অগ্রগামী হইবা না। ৩।৯=৩০

৩১ এবং [মক্কার] ধর্ম্মদ্রোহিগণ বলিতেছে, আমরা কখনই এই কোর-আনে বিশ্বাস স্থাপন করি না, এবং তাহাতেও বিশ্বাস স্থাপন করি না, যাহা ইহার পূর্ব্বে [অবতারিত হইয়াছে।] ফলতঃ [হে রসুল,] যদি তুমি (এখন) দেখিতে পাইতা, [তাহা হইলে দেখিতা যে] এই অন্যায় আচরণকারিগণকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট দণ্ডায়মান করা হইবে, তখন তাহাদের কতক জন, অন্য কতক জনের কথার বিরুদ্ধে [কথা] বলিবে; যাহাদিগকে দুর্ব্বল বিবেচনা করা হইত, তাহারা গুরুত্ব প্রকাশকারিগণকে বলিবে, যদি তোমরা না থাকিতা, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতাম। ৩২ যাহারা গুরুত্ব প্রকাশ করিত। তাহারা দুর্ব্বল ব্যক্তিগণকে বলিবে, তোমাদের নিকট পথ প্রদর্শক আসার পর আমরা কি তোমাদিগকে [সত্য] পথ হইতে বারণ করিয়া রাখিয়াছিলাম? এবং তোমরাই

[স্বেচ্ছায়] অন্যায়াচরণকারী হইয়াছিল। ৩৩ এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ, প্রবল ব্যক্তিগণকে (প্রত্যুত্তরে) বলিবে, বরং তোমরা দিবা রাত্রি প্রবঞ্চনা করিতেছিলা, যখন তোমরা আমাদিগকে [কথায় এবং ভাবে] আদেশ করিতেছিলা যে, আমরা আল্লাহর অবাধ্য হই, এবং তাঁহার সহিত ক্ষমতাভাগকারী সংযোগ করি, [তোমরা ছলে বলে, নানা প্রকারে আমাদিগকে শিবক করিতে অনুরাগী করিয়াছিলা।) এবং যখন ইহারা যন্ত্রণা দর্শন করিবে, তখন মনোকষ্ট প্রকাশ করিতে থাকিবে। এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতা করিত আমি তাহাদের গলাতে [তাহাদের কর্ম্মের] গলবন্ধন অর্পণ করিব; তাহারা যাহা করিতেছিল, তাহারই জন্য তাহাদিগকে এইরূপ বিনিময় প্রদান করা হইবে। ৩৪ আমি কোনও নগরেই সতর্ককারী প্রেরণ করি নাই, যাহাদিগকে তাহার প্রধান ব্যক্তিগণ ইহা বলে নাই যে তোমরা যাহা (যে উপদেশ) সহ প্রেরিত হইয়াছ, আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিলাম। ৩৫ এবং [ইহারা বলিতেছে হে মক্কার মুসলমানগণ,] আমরা ধনে এবং সন্তানে তোমাদের হইতে অনেক অধিক এবং [পরকালে ইহকালেও] শাস্তি-গ্রস্ত হইব না। ৩৬ [হে নবী] তুমি বল, আমার প্রতিপালক যাহার ইচ্ছা তাহার ধনাগম বৃদ্ধি করিয়া দেন, এবং (যাহার ইচ্ছা তাহার অর্থাগম) সংকীর্ণ করিয়া দেন। কিন্তু অনেকে ইহা বুঝে না (যে সর্ব্ব প্রকার সম্পদ আল্লাহর ইচ্ছাধীন।) ৪।৬=৩৬

৩৭ এবং তোমাদের ধন এবং সন্তান তাহা নহে যাহা তোমাদিগকে আমার নিকটবর্ত্তী করে, কিন্তু বিশ্বাসস্থাপনকারী সুকর্ম্মকারীগণের জন্য তাহারা যাহা করিত তজ্জন্য দ্বিগুণ বিনিময়; এবং তাহারা জন্নতের উন্নত স্থানে নির্ভীক বাস করিবে। এবং যাহারা আমার প্রমাণ সকলকে অকর্ম্মণ্য করিবার জন্য ধাবিত হয়, তাহাদিগকেই শাস্তিতে

উপনীত করা হইবে। ৩৯ তুমি [আবার] বল, তাঁহার দাসগণের যাহার ইচ্ছা তাহার ধনাগম আমার প্রতিপালক প্রশস্ত করেন, এবং [যাহার ইচ্ছা] তাহার সংকীর্ণ করেন। এবং [এমত স্থলেও] কোন বস্তুর যাহা কিছু তোমরা (হে মুসলমানগণ) দান কর, তখন তিনি তাহার পশ্চাৎ আগমনকারী [প্রতিদান] প্রদান করেন। ফলতঃ তিনি ধনদাতাগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ৪০ এবং যে দিবস তাহাদিগকে [অর্থাৎ ফেরেশ্‌তা উপাসনাকারীগণকে, এবং ফেরেশ্‌তাগণকে] তিনি একত্রিত করিবেন, তখন ফেরেশ্‌তাগণকে বলিবেন, ইহারাই কি তোমাদের উপাসনা করিত? ৪১ তাহারা বলিবে, সর্ব্বপ্রকার পবিত্রতা তোমার তুমিই আমাদের বন্ধু [প্রিয়,] তাহারা [কখনই] নহে, বরং তাহারা [ফেরেশ্‌তা ভ্রমে] জিনগণের উপাসনা করিত, এবং তাহাদের অনেকে তাহাদিগেতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল [যে তাহারা ধনদাতা, স্বাস্থ্যদাতা, পুত্রদাতা, ইত্যাদি।] ৪২ আজি তোমাদের এক দলের অন্য দলের উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নাই, এবং যাহারা [এই রূপ] পাপ করিয়াছিল তাহাদিগকে আমি বলিব, যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিতা, সেই নরকের অগ্নির আস্বাদ গ্রহণ কর। ৪৩ এবং যখন এই [মক্কাবাসিগণ, পৌত্তলিকগণের] নিকট স্পষ্টার্থযুক্ত আমার আএত সকল অর্থাৎ কোর-আন পঠিত হয় তখন বলে, এই ব্যক্তি মনুষ্যব্যতীত নহে, তোমাদের পিতা, পিতামহগণ যাহার পূজা করিত, তাহা হইতে সে তোমাদিগকে নিবারণ করার ইচ্ছা করিতেছে, এবং তাহারা ইহাও বলিতেছে ইহা রচিত (মিথ্যা) ব্যতীত নহে, এবং অবিশ্বাসকারিগণের নিকট যখন সত্য (অর্থাৎ কোর্-আন) উপস্থিত হইল, তখন বলিতে লাগিল ইহা যাদু ব্যতীত নহে। ৪৪। ফলতঃ (ইতঃপূর্ব্বে,) তাহাদিগকে আমি কোনও পাঠ্যগ্রন্থ প্রদান

করি নাই, এবং তোমার পূর্ব্বে (ইস্‌মাইলের পর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত) তাহাদের নিকট কোনও সতর্ককারী প্রেরণ করি নাই। ৪৫। ফলতঃ তাহাদেরও পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহারাও (পয়গম্বরগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, এবং তাহাদিগকে আমি যাহা প্রদান করিয়াছিলাম (এই আরব পৌত্তলিকগণ) তাহার এক দশমাংশও উপনীত হয় নাই ; এমতস্থলেও তাহারা আমার রসুলগণের উপর মিথ্যারোপ করিয়াছিল ; তদনন্তর আমার অসন্তোষ কেমন (ভয়ঙ্কর) হইয়াছিল। ৫।৯ = ৪৫

৪৬। (হে পয়গম্বর) তুমি ইহাদিগকে বল, আমি তোমাদিগকে কেবল একটি কথা উপদেশ করিতেছি, তাহা এই যে, তোমরা আল্‌লাহতে আত্ম সমর্পণ করিয়া দুই দুই জন করিয়া অথবা এক এক জন করিয়া দণ্ডায়মান হও, তদনন্তর চিন্তা করিতে থাক, (তাহা হইলে হৃদ্‌বোধ হইবে যে) তোমাদের সঙ্গী (মোহাম্মদেতে) কোনও প্রকার মতিচ্ছন্নতা নাই, (কিন্তু তিনি পয়গম্বর স্বরূপ) তোমাদের জন্য ভবিষ্যতের মহাযন্ত্রণার সতর্ককারী ব্যতীত নহেন। ৪৭। (তুমি তাহাদিগকে) বল, আমি যে পারিশ্রমিক চাহিতেছি (তাহা এই যে) তাহা তোমাদেরই হউক, আমার পারিশ্রমিক আল্‌লাহর উপরে ব্যতীত অন্যের উপর নহে, ফলতঃ তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপরে সঙ্গী স্বরূপ রহিয়াছেন। ৪৮। তুমি বল আমার প্রতিপালক সত্য দ্বারা অসত্যকে বিনষ্ট করেন, তিনি অজ্ঞাত বিষয় সকল (যথা কেয়ামত, জন্নত, জহীম) বিশেষ করিয়া জানেন। ৪৯ তুমি বলিয়া দাও, সত্য সমাগত হইয়াছে ; এবং অসত্য (অথবা আল্‌লাহ ব্যতীত অপর উপাস্যগণ,) আদৌ কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না, এবং পুনঃ তাহা সৃষ্টি করিতে পারে না। ৫০। তুমি তাহাদিগকে জ্ঞাত কর, যদি আমি কোনও ভ্রম করি, তাহা আমার নিজের কারণ; এবং যদি আমি প্রকৃত পথে চলি,

(তাহা হইলে) আমার প্রতিপালক আমার দিকে যাহা ওহি করিয়াছেন, তৎকরণেই তাহাতে চলি, নিশ্চয়ই তিনি শ্রোতা এবং সন্নিকটস্থ। ৫১। (হে পয়গম্বর) যদি তুমি দেখিতে সক্ষম হও, (দেখিতে পারিবা,) যখন তাহারা (যুদ্ধে) ভয়বিহ্বল হইবে, তখন তাহারা পলায়ন করিতে পারিবে না, এবং অদূরবর্ত্তী স্থানে ধৃত হইবে। (বদর সম্বন্ধে ভবিষ্যত বাণী)। ৫২। (এবং মরণকালে) বলিবে, আমরা তাহাতে (অর্থাৎ পরকালে) বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, কিন্তু (অবিশ্বাসের) এই দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বিশ্বাসাবলম্বন কি কার্য্যে আসিবে? ৫৩। ফলতঃ ইতঃপূর্ব্বে তাহা (অর্থাৎ মরণান্তর জীবন) তাহারা অগ্রাহ্য করিয়াছিল, এবং (অবিশ্বাসের বহু) দূরবর্ত্তী স্থান হইতে গুপ্ত বিষয় সম্বন্ধে অনুমান মাত্র করিতেছিল, (যে পরকাল, জন্নত, জহীম, কর্ম্মফল সত্য হইতে পারে না।) ৫৪। এবং তাহাদের মধ্যে এবং তাহারা যাহা ইচ্ছা করিবে (যে যদি পুনঃ পৃথিবীতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, আত্মসমর্পণকারী হইবে,) তাহার মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করা হইবে (কর্ম্মার্জ্জন জন্য পুনঃ পৃথিবীতে জন্ম হইবে না।) ইহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল, তাহাদেরও সহিত এইরূপ করা হইয়াছে; নিশ্চয়ই তাহারাও সন্দেহেতে বিচলিত ছিল। (যে পরকাল নাই, কিন্তু মরণের পরই তাহা সত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোনও ব্যক্তি মরার পর হইতেই তাহার কেয়ামত অর্থাৎ কর্ম্ম ভোগ আরম্ভ হয়।) ৬।৯ = ৫৪

কাতের—সৃষ্টিকর্ত্তা।

মক্কাবতীর্ণ ৩৫ সূরা (৪৩।)

এই সূরার মর্ম্ম ঃ—

১ম রুকু ঃ—বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ যেমন কতক ফেরেশ্তাগণকে অন্য কতকজন ফেরেশ্তা হইতে অধিক শক্তি দিয়াছেন, তদ্রূপ কতক জন মনুষ্যকে অন্য কতক জনার উপরে নানা প্রকারে শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিয়াছেন, তদ্রূপ তিনি পয়গম্বরকে অমানুষিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি পয়গম্বর শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন ; ইহা তাঁহার অনুগ্রহ ; তাঁহার অনুগ্রহে অনুগৃহীত করার, বা তাহা হইতে বঞ্চিত করার, ক্ষমতা অন্য কাহারও নাই ; আকাশ হইতে আলোক, উত্তাপ, বায়ু, জল প্রদান করার শক্তি কোনও উপাস্যেরই নাই, তথাপি আরব পৌত্তলিকগণ ইহা বুঝে না ; যে পয়গম্বর এই ধ্রুব সত্য শিক্ষা দিতেছেন তাঁহাকে এই আরবগণ মিথ্যা শিক্ষা দাতা বলিতেছে ; যাহারা তাঁহার প্রচারিত সত্য সকলে অবিশ্বাস করে, তাহাদের পরিণাম মন্দ, যাহারা তাহাতে বিশ্বাস করে তাহাদের পরিণাম মঙ্গল পূর্ণ।

২য় রুকু ঃ—কিন্তু পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ মত কেহ বিশ্বাসকারী, কেহ অবিশ্বাসকারী হয় ; পুনরুত্থান, বৃষ্টিপাতে শুষ্ক ক্ষেত্রে শস্য জন্মার ন্যায় ; তৎকালের মঙ্গল তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্যের উপাসনাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; সুকথা অর্থাৎ তাঁহার নিকট প্রার্থনা, তাঁহার দিকে আরোহণ করে, এবং সুকর্ম্ম তাহা উন্নত করে ; মনুষ্য জাতিকে সৃষ্টি

রা, তাহাদিগকে স্ত্রী পুরুষ করা, সমুদ্র জল লবণাক্ত এবং মিষ্ট করা, তদ্দ্বারা অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধন করা, চন্দ্র সূর্য্যাদির গতি অপরিবর্ত্তনীয়, রাখা ইত্যাদি কার্য্য অন্য উপাস্যগণের সাধ্যাতীত; কোনও প্রার্থনা পূর্ণ করণ সম্বন্ধে অন্য উপাস্যগণের এক সূত্র পরিমাণও ক্ষমতা নাই;

৩য় রুকু:—তোমাদের অভাব তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে তিনিই পূর্ণ করিতেছেন, এমতস্থলে তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া যাহারা অন্য উপাস্যের উপাসনা করে, তাহাদের পাপ ভার তাহারা বহন করিবে, অন্য কেহ তাহা তাহাদের জন্য বহন করিবে না; যাহারা বিশ্বাসকারী হইতেছে না, তাহারা যেন কবরস্থ ব্যক্তি, উপদেশ শুনিতে অক্ষম; সমস্ত জাতিগণকে পথ দেখাইবার জন্য রসুল পাঠান হইয়াছিল, তাহাদিগকে অগ্রাহ্যকারিগণের ঐহিক পরিণামও মন্দ হইয়াছিল;

৪র্থ রকু:—বিশ্বপতির সৃষ্টির সর্ব্বত্র বৈচিত্র্য বিদ্যমান, যথা ফল সকলের আকারেতে, বর্ণেতে, আস্বাদেতে; পর্ব্বত সকলের প্রস্তরের শ্বেত, রক্ত, লোহিত, কৃষ্ণ বিবিধ বর্ণেতে, এবং তদ্রূপ বিভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যগণেতেও সৃষ্টির বৈচিত্র্য বিদ্যমান;

৫ম রুকু:—সর্ব্বস্রষ্টা স্বর্গে এবং মর্ত্তে ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা জানেন, কোনও জাতির ধন-সম্পদ, এবং দেশের উত্তরাধিকার কে প্রাপ্ত হইবে, তাহা তিনি নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, এই অনুগ্রহের যাহারা অপব্যবহার করিয়া অকৃতজ্ঞ হয়, তাহারা তাহার ফল ভোগ করে; আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ ইহা করে না, যদি অন্য আল্লাহর বিদ্যমানতা সত্য, তাহার সৃষ্ট কিছু কেহ কি দেখাইয়া দিতে পারে? তিনিই সৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; আরবদেশীয়গণ দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিল. তাহাদের নিকট কোনও রসুল আসিলে তাহারা সকল জাতি হইতে

তাঁহার অধিক ভক্ত হইবে, কিন্তু যখন রসুল আসিলেন, তাঁহাকে বধ করার ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত করিল, আল্লাহর চিরন্তন প্রচলিত নিয়ম মত ইহারা ধ্বংস হইবে; তৎজন্য তিনি যে সময় নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা করিতেছেন।

কাতের—সৃষ্টিকর্ত্তা।

মক্কাবতীর্ণ ৩৫ সংখ্যক সূরা (৪৩)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা
আল্লাহর নামে আরম্ভ। [১।৩৫।২২

১। সমস্ত প্রশংসাবাদ আল্লাহর, যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর বিকাশক, এবং যিনি ফেরেশ্‌তাগণকে তাঁহার বার্ত্তাবাহক করিয়াছেন, যাহারা এক, কিম্বা দুই, কিম্বা তিন, কিম্বা চারি পক্ষ যুক্ত; (তদ্রূপ,) তাঁহার দৃষ্টিমধ্যে (যথা মনুষ্যগণের একজনার হইতে অন্যজনার ধন জন, বল, বুদ্ধি, ধর্ম্মভাব, নানা প্রকার শক্তি প্রভৃতি) যাহা ইচ্ছা তাহা তিনি বৃদ্ধি করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব্ব বিষয়ের উপরে ক্ষমতাসম্পন্ন। ২ তাঁহার যে অনুগ্রহ তিনি কোনও মনুষ্যের জন্য অবারিত করিয়া দেন, তদনন্তর তাহা বন্ধ করিয়া দেয়, এমত কেহ নাই, এবং (তাঁহার যে অনুগ্রহ তিনি) বন্ধ করিয়া দেন, তখন তাহার পর, তাহাদের জন্য তাহা প্রেরণ করে, এমত কেহ নাই; ফলতঃ

তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাসম্পন্ন, এবং মহাজ্ঞানী। ৩ হে মনুষ্য জাতি আল্‌লাহ তোমাদের উপরে যে অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহা স্মরণ কর; আল্‌লাহ ব্যতীত সৃষ্টিকর্ত্তা কি আছে যে, তোমাদিগকে আকাশ হইতে (জল, বায়ু, আলোক, উত্তাপ প্রদান করিয়া) এবং পৃথিবী হইতে (ফল, শস্য উৎপন্ন করিয়া) জীবন ধারণোপায় প্রদান করিতে পারে; তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, এমতস্থলেও (হে বহু ঈশ্বর পূজক আরবগণ) তোমরা কোথা হইতে পলায়ন করিতেছ? ৪ ফলতঃ (হে পয়গম্বর,) যদি ইহারা তোমার উপরে অসত্য (বলার দোষ) আরোপ করে, (তাহা হইলেও তুমি সত্য প্রচারে নিরস্ত হইও না,) যেহেতু তোমার পূর্ব্বের রসুলগণের উপরেও মিথ্যা আরোপিত হইয়াছিল। ফলতঃ সমস্ত কার্য্যসকলকে আল্‌লাহর দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, (যেন কার্য্যকর্ত্তা তাহার ফল ভোগ করে।) ৫ হে মনুষ্যগণ, নিশ্চয়ই আল্‌লাহর অঙ্গীকার (যে তিনি কর্ম্মের বিনিময় প্রদান করিবেন) সত্য; এমতস্থলে পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত না করুক, এবং প্রবঞ্চক (শয়তান ভ্রম পূর্ণ তর্কাদি দ্বারা) তোমাদিগকে প্রতারিত না করুক। ৬ নিশ্চয়ই মন্দ বুদ্ধি দাতা শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তাহাকে তোমরাও শত্রু অবধারিত কর; নিশ্চয় সে তাহার দলকে আহ্বান করিতেছে, যেন তাহারা অগ্নির অধিবাসীগণের অন্তর্গত হয়। ৭ যাহারা কুফ্‌র অর্থাৎ ধর্ম্মদ্রোহিতা করে, তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি, এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে, ভাল কর্ম্মও করে, তাহাদের জন্য (পূর্ব্বকৃত পাপের) ক্ষমা এবং মহা পারিশ্রমিক। ১।৭

৮। এমতস্থলে জিজ্ঞাসা করি, যাহার মন্দ কর্ম্ম (শয়তান তাহার জন্য) সুন্দর করিয়াছে, তজ্জন্য সে তাহা উত্তম (কর্ম্মস্বরূপ) দৃষ্টি করিতেছে, (সে কি সেই ব্যক্তির ন্যায় যে ভালকর্ম্ম করে?)

ফলতঃ নিশ্চয়ই যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আল্লাহ (পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ মত) পথভ্রষ্ট করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন; এমতস্থলে (হে পয়গম্বর) তাহাদের জন্য দুঃখে তোমাদের প্রাণ বাহির হইয়া না যাউক। তাহারা যাহা করিতেছে, নিঃসন্দেহই তোমার প্রতিপালক তাহা অবগত।

৯। এবং আল্লাহ (সেই কৌশলজ্ঞ পুরুষ) যিনি বায়ু সকলকে প্রেরণ করেন, তখন তাহারা মেঘ সকলকে উত্থিত করে, তখন আমি আল্লাহ তাহা মৃত প্রদেশের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাই, তদনন্তর মরণ (বৎ অবস্থার) পর, তদ্বারা আমি (মৃত) ভূভাগকে সজীব করি। পুনরুত্থানও এইরূপ (কৌশলের কাজ।) ১০ যে ব্যক্তি (ঐহিক এবং পারলৌকিক) সম্মান লাভের ইচ্ছুক, (সে আল্লাহকে অবলম্বন করুক,) যেহেতু সমস্ত সম্মান আল্লাহর (অন্যের উপাসনাতে তাহা প্রাপ্য নহে।) পবিত্র কথা (যথা তাঁহাকে স্মরণ করণ, কোর্-আন পাঠ করণ, দোওয়া, দরুদ, নমাজ, সুকথা, প্রার্থনা ইত্যাদি) তাঁহারই দিকে আরোহণ করে, এবং উত্তম কর্ম্ম তাহাকে উন্নত করে। এবং যাহারা মন্দ কর্ম্ম করণের কৌশল করে, (যথা পয়গম্বরকে বধ করার ষড়যন্ত্র করে,) তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি এবং তাহাদের ষড়যন্ত্র বিফল হয়। ১১ এবং সেই (কৌশলজ্ঞ স্বরূপই) তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদনন্তর (সেই মৃত্তিকার সার) রেতঃ হইতে জন্মাইয়াছেন, তদনন্তর (কাহাকেও পুরুষ কাহাকেও স্ত্রী করিয়া তোমাদিগকে পরস্পরের) সঙ্গী করিয়াছেন। এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোনও নারী (গর্ভ) বহন করে না, এবং সন্তান প্রসব করে না; এবং দীর্ঘজীবন দান করিয়া কাহাকেও দীর্ঘজীবী করা হয় না; এবং কাহারও আয়ু হ্রাস করা হয় না,

কিন্তু তাহা (অদৃশ্য লওহ্ মহ্‌ফুজ রূপ) গ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে। নিশ্চয় ইহা আল্লাহর নিকট অতি সহজ, (ইহা অন্য উপাস্যের সাধ্যাতীত।) ১২ এবং (ইহাও তাঁহার মহা কৌশলের নিদর্শন যে আল্লাহতে আত্মসমর্পণ, এবং আল্লাহদ্রোহিতা, ইস্‌লাম এবং এবং কুফ্‌র রূপ) দুই সমুদ্র এক সমান নহে, যথা এই একটি (ইস্‌লাম) মিষ্ট, সত্য, সুপেয়; এবং এই অপরটি (আল্লাহদ্রোহিতা কুফ্‌র,) লবণাক্ত, কটু; প্রত্যেকটি হইতে তোমরা সত্য মাংস ভক্ষণ কর, (সাংসারিক লাভ প্রাপ্ত হও,) এবং (মুক্তা, মুঙ্গা প্রভৃতি) ভূষণ বাহির কর, এবং তাহা ধারণ কর। এবং তুমি দেখিতে পাও তরণীসকল তাহা বিদীর্ণ করিয়া চলিতেছে, যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর, এবং (জল বাণিজ্যে ধনশালী হইয়া) অনুগ্রহ স্বীকার কর। ১৩ এবং তিনি (উত্তরায়ণে) রাত্রির (কতক অংশকে) দিবসে পরিবর্ত্তিত করেন, এবং (দক্ষিণায়ণে আবার) দিবসের (কতক অংশকে) রাত্রিতে পরিবর্ত্তিত করেন। এবং তিনি সূর্য্য এবং চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করিয়া রাখিয়াছেন; তাহাদের প্রত্যেকে (তাহাদের কক্ষে) এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। ইনিই (এই স্বরূপই) আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্ত্তা। আধিপত্য তাঁহার, (তিনি বিশ্বাধিপ;) ফলতঃ তাঁহাকে ব্যতীত অন্য যাহাদিগকে (তোমরা কোনও বিষয়) ডাক, (তাহা প্রদান করার) খর্জ্জুর ফলের খোষার পরিমাণও, তাহাদের ক্ষমতা নাই। ১৪ যদি তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান করিতে থাক, তোমাদের আহ্বান শুনিতে তাহারা সক্ষম হয় না, এবং যদি শুনিতে পায় (তথাপি) তোমাদের জন্য (তোমাদের প্রার্থনা) পূর্ণ করিতে পারে না। এবং তাহাদিগকে যে তোমরা তাঁহার ক্ষমতাভাগকারী করিয়াছে, কেয়ামতের দিবস তাহারা তাহা অস্বীকার

করিবে এবং তাহারা সর্ব্বজ্ঞ (আল্লাহর) ন্যায় তোমাদিগকে কিছুই জ্ঞাত করিতে পারে না। ২।৭=১৪

১৫। হে মনুষ্যগণ, তোমরা আল্লাহর নিকট সর্ব্বদা অভাব গ্রস্ত, (অভাব মোচনের জন্য সতত তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছ;) এবং আল্লাহ অভাবহীন, (অভাব মোচনকারী স্বরূপ) প্রশংসিত। ১৬ যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তোমাদিগকে দূরীভূত করিয়া দিতে পারেন, এবং (তোমাদের স্থলে তোমাদিগেব হইতে উত্তম) নব মনুষ্য দল আবির্ভূত করিতে পারেন। ১৭ ফলতঃ ইহা আল্লাহর পক্ষে দুষ্কর নহে। ১৮ এবং (পাপ জীবনাতিবাহিতকারী জানিয়া রাখুক যে,) কোন (পাপ) ভারবাহী, অন্য (কোনও পাপ ভারাক্রান্ত ব্যক্তির পাপ) ভার বহন করিবে না, এবং যদি কোন ভারবাহী, (কাহাকেও) তাহার ভারের দিকে আহ্বান করে, সে তাহা হইতে কিঞ্চিতও বহন কবিবে না, এবং যদিও (সেই আহূত স্নেহবান,) পিতা বা স্নেহভাজন পুত্র প্রভৃতির, নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্ত হয়, (তথাপি পাপ নিজে লইবে না।) এ বিষয় সন্দেহ নাই যে, তুমি কেবল তাহাদিগকেই সতর্ক করিতে পার, যাহারা (কর্ম্মফল ভোগ, নরক প্রভৃতি) গুপ্ত বিষয় সম্বন্ধে (স্ব প্রকৃতি মত) তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, এবং নমাজ স্থির রাখে, (পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট দীনভাবে মস্তক অবনত করিয়া দেয়;) এবং যে ব্যক্তি নিজকে পবিত্র কবে, যে ব্যক্তি নিজের (মঙ্গলের) জন্য (নিজকে) পবিত্র করে; ফলতঃ আল্লাহরই দিকে সকলের প্রত্যাগমন হইবে। ১৯ ফলতঃ দর্শনক্ষম. এবং দর্শনাক্ষম এক সমান নহে; এবং অন্ধকার এবং আলোক সমতুল্য নহে; ছায়া এবং রৌদ্রও সমান নহে, ২২ এবং (ইসলাম হেতু) সজীব এবং (ইসলামহীন) নির্জীব

ব্যক্তি ও এক সমান নহে। নিঃসন্দেহই, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আল্‌লাহ শ্রবণক্ষম করেন। এবং (ইসলাম অগ্রাহ্যকারীর অবস্থা কবরস্থ ব্যক্তির ন্যায়,) তুমি (সেই) কবরস্থ ব্যক্তিগণকে শ্রবণক্ষম করিতে পার না। ২৩ তুমি সতর্ককারী ব্যতীত নহে। ২৪ নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্যসহ, সুসংবাদদাতা, এবং সতর্ককারী স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি ব্যতীত নহে, ফলতঃ এমত কোন জাতি হয় নাই, যাহাদের মধ্যে সতর্ককারী হয় নাই। ২৫ যদি (ও) (এই ব্যক্তি গণ) তোমার প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে, (তথাপি তুমি স্বকার্য্যে স্থির থাক,) যেহেতু ইহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল, তাহারাও (তাহাদের সতর্ককারীর উপরে) অসত্যারোপ করিয়াছিল। রসুলগণ তাহাদের নিকট প্রমাণ সহ, এবং ক্ষুদ্র গ্রন্থ সহ, এবং আলোক পূর্ণ মহা গ্রন্থ সহ আগমন করিয়াছিল। ২৬ তদনন্তর যাহারা, অস্বীকারকারী হইয়াছিল, আমি তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলাম, তখন আমার শাস্তি কেমন (কঠিন) হইয়াছিল। ৩।১২=২৬

২৭। (হে ভাবুক) তুমি কি (এতদ্বিষয় অনুধাবন করিয়া) দেখ নাই যে আল্‌লাহ আকাশ হইতে বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন, তদনন্তর তদ্দ্বারা ফল সকলকে বহির্গত করেন, যাহার বর্ণ বিভিন্ন প্রকার, এবং তদ্রূপ পর্ব্বত সকলেরও বিবিধ বর্ণ; শ্বেত, লোহিত, তাহা (আবার গাঢ়, হাল্‌কা প্রভৃতি) বিবিধ বর্ণের, এবং (বিবিধ প্রকার কৃষ্ণ বর্ণ হইতে) ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ। ২৮ মনুষ্যগণের এবং প্রাণীগণের এবং চতুষ্পদ সকলের বিবিধ বর্ণ; এতদ্রূপই (দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগতে, সর্ব্বত্র বৈচিত্র রহিয়াছে, তদ্রূপ মনুষ্যগণও কেহ পুণ্যবান, কেহ পাপাচারী।) ইহাতে সন্দেহ নাই যে তাঁহার দাসগণের মধ্যে (চিন্তাশীল) জ্ঞানী ব্যক্তিই আল্‌লাহকে অধিক ভয় করে (যে তাঁহার নিয়মের অন্যথা হয় না।) নিশ্চয়ই আল্‌লাহ

সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান, (অথচ অনুতপ্ত সুকর্ম্মকারীর) পাপ মার্জ্জনা-কারী। ২৯ যাহারা আল্লাহর গ্রন্থ পাঠ করে, এবং নমাজ স্থির রাখে, আমি যদ্দ্বারা তাহাদিগকে লাভবান করিয়াছি, তাহার কিছু গুপ্তভাবে এবং প্রকাশ্য ভাবে দান করে, তাহারা এমত বাণিজ্যের আশা করে, যাহা কখনও বিনষ্ট হয় না, (যাহাতে কখনও ক্ষতি হয় না;) এই জন্য যে আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ণ পারিশ্রমিক প্রদান করিবেন, এবং স্ব অনুগ্রহে তাহাদিগকে আরও অতিরিক্ত প্রদান করিবেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকর্ত্তা এবং গুণগ্রাহী। ৩১ ফলতঃ যাহা আমি তোমার অভিমুখে ওহি প্রেরণ করিয়াছি, তাহা অতি সত্য, তাহার পূর্ব্বে যাহা (অবতারিত হইয়াছে,) তাহা তাহাকে সত্য প্রমাণ করিতেছে; নিঃসন্দেহই আল্লাহ তাঁহার দাসগণের সম্বন্ধে অবগত, এবং (তাহারা যাহা করিতেছে তিনি তাহার) দর্শক। ৩২ তদনন্তর আমি আমার দাসগণের মধ্যে যাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছি, তাহাদিগকে গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করিলাম। এমতস্থলে তাহাদের কতকজন তাহাদের আত্মার উপরে অত্যাচারকারী, (যেহেতু তাহারা কোর্-আনে বিশ্বাস সত্বেও তাহা পাঠ করে না,) এবং তাহাদের কতকজন মধ্যপথাবলম্বী (কখনও কখনও তাহা পাঠ করে,) এবং আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাহাদের কতকজন মঙ্গলকর কার্য্যে (কোর-আন্ পাঠে) অগ্রগামী; ইহা (এই স্বভাব) মহানুগ্রহ। ৩৩ তাহারা সকলই চিরস্থায়ী উদ্যানে প্রবেশ করিবে, এবং তথায় তাহাদিগকে মুক্তাখচিত সুবর্ণ কঙ্কণ দ্বারা ভূষিত করা হইবে, এবং তথায় তাহাদের পরিচ্ছদ রেশমী বসন হইবে। ৩৪ এবং তাহারা বলিবে, সমস্ত গুণানুবাদ আল্লাহর, যিনি আমাদের উপর হইতে মন দুঃখ দূর করিয়া দিলেন, নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক পাপমার্জ্জনাকারী, গুণগ্রাহী,

৩৫ যিনি তাঁহার অনুগ্রহ প্রযুক্তই আমাদিগকে (পারলৌকিক) গৃহে (জন্নতে) উপনীত করিয়াছেন, এস্থানে আমাদিগকে কষ্ট স্পর্শ করে না, এবং শ্রান্তিও স্পর্শ করে না। ৩৬ এবং যাহারা অবাধ্যতা করিয়াছে, তাহাদের জন্য জহন্নমের অগ্নি, তথায় মরণের কাল কখনই পূর্ণ করা হইবে না যে তাহারা মরিয়া যাউক, এবং তাহার যন্ত্রণা তাহাদের উপর হ্রাস করা হইবে না; এইরূপে আমি সমস্ত ধর্ম্মদ্রোহীগণকে তাহাদের কর্ম্মের ফল প্রদান করি। ৩৭ এবং তাহারা তথায় চীৎকার করিতে থাকিবে, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে (নরক হইতে) বহির্গত কর, (যেন পৃথিবীতে গিয়া,) যাহা করিয়াছিলাম, তাহা হইতে পৃথক কর্ম্ম করি। (তাহাদিগকে বলা হইবে) আমি কি তোমাদিগকে (তৎপরিমাণ) আয়ু প্রদান করি নাই যে, যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, সে উপদেশগ্রাহী হউকই, এবং তোমাদের নিকট সতর্ককারী (অর্থাৎ বয়সের পরিপক্কতাও) আসিয়াছিল ? অতএব (আপন কর্ম্মের) আস্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু পাপাচারিগণের কেহ সহায় নাই। ৪।১১=৩৭

৩৮। নিঃসন্দেহই আল্ল'হ স্বর্গের এবং মর্ত্তের গুপ্ত বিবরণ অবগত; যাহা তোমাদের হৃদয়ে আছে, নিশ্চয়ই তাহা তিনি জানেন, ৩৯ তিনিই যিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে (তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ধন সম্পদ বিদ্যা বুদ্ধি এবং রাজত্বের) উত্তরাধিকারী করিয়াছেন, এমত স্থলে যে ব্যক্তি (অযোগ্য কার্য্য করিয়া এই অনুগ্রহের) অস্বীকারকারী হয়, তজ্জন্য তাহার কৃতঘ্নতা তাহার উপর। ফলতঃ (অনুগ্রহ) অস্বীকারকারিগণের অস্বীকার (অবাধ্যতা) তাহাদের প্রতিপালকের নিকট (তাঁহার) অসন্তোষ ব্যতীত কিছুই বৃদ্ধি করে না। ৪০ এবং (অনুগ্রহ) অস্বীকারকারীদের জন্য তাহাদের অস্বীকার ক্ষতি ব্যতীত কিছুই বৃদ্ধি

করে না। (হে পয়গম্বর) তুমি তাহাদিগকে বল, আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান কর, তোমাদের সেই ক্ষমতা ভাগকারিগণের বিষয় কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? তাহারা পৃথিবীর কি সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমাকে দেখাইয়া দাও? স্বর্গের সৃষ্টিতে কি তাহাদের অংশী আছে? আমি কি তাহাদিগকে এমত গ্রন্থ প্রদান করিয়াছি যে, তজ্জন্য তাহারা কোনও প্রমাণের উপর চলিতেছে? বরং এই অন্যায়াচারিগণের এক দল অন্য দলের নিকট (কর্ম্মফল এবং পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে) যে অঙ্গীকার করে (যে তাহা কাল্পনিক,) তাহা প্রতারণা ব্যতীত নহে। ৪১ নিঃসন্দেহই, আল্লাহ্ স্বর্গ এবং মর্ত্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যেন তাহারা উভয়ে (কক্ষ ভ্রষ্ট হইয়া) স্বস্থান হইতে বিচলিত না হয়; এবং যদি উভয়ে স্বস্থান হইতে বিচলিত হয় তাহা হইলে, তৎপর তাহাদিগকে ধরিয়া রাখে এমত কেহ নাই। (এমত স্থলেও এই আরবদের কোনও দল তাঁহার বিদ্যমানতাই স্বীকার করে না, কোনও দল শিরক্ করে, কোনও দল পরকালই স্বীকার করে না, তথাপি তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে শাস্তিগ্রস্ত এবং তাঁহার সাধারণ অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করেন না, যেহেতু তিনি) সহিষ্ণু, এবং পাপ মার্জ্জনাকারী, (কারণ কতকজন তাহাদের প্রাপ্ত স্বভাবমত সত্য পথে ফিরিয়া আসিতে পারে।)

৪২। (আরবদেশীয় পৌত্তলিকগণ,) আল্লাহর নাম লইয়া তাহাদের যে শপথ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, সেই শপথ করিয়াছিল যে, যদি তাহাদের নিকট কোনও সতর্ককারী আগমন করে, তাহা হইলে তাহারা প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে অধিক সৎপথগামী হইবে, তদনন্তর যখন তাহাদের নিকট সতর্ককারী রসুল মোহাম্মদ (দঃ) উপনীত হইল, তখন তাহাদের জন্য তাহা পলায়ন ব্যতীত বৃদ্ধি করিল না। ৪৩

তাহারা পৃথিবীতে (ঐশবাণী অগ্রাহ্যকরণরূপ) গর্ব্ব প্রকাশ করিল এবং মন্দ কর্ম্মের (অর্থাৎ পয়গম্বরকে বধ করার ষড়যন্ত্র করিল); ফলতঃ মন্দ কর্ম্মের ষড়যন্ত্র তাহার কর্ত্তা ব্যতীত অন্যকে ঘেরিয়া লয় না। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণের (সহিত আল্লাহর প্রচলিত নিয়ম মত যাহা করা হইয়াছিল সেই) প্রচলিত নিয়মের কি ইহারা অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে? ফলতঃ তোমরা আল্লাহর প্রচলিত নিয়মের অন্যথা প্রাপ্ত হইবা না। ৪৪ (ইহারা আদ সমূদ প্রভৃতির) দেশে ভ্রমণ করে না কেন? তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তাহাদের পূর্ব্বের ধর্ম্মদ্রোহিগণের পরিণাম কেমন হইয়াছে? অথচ তাহারা ইহাদের অপেক্ষা বলে অনেক অধিক ছিল। ফলতঃ স্বর্গে এবং মর্ত্তে এমত কিছুই নাই যাহা আল্লাহকে (তাঁহার চির প্রচলিত নিয়মমত কার্য্য করিতে) অশক্ত করিতে পারে। নিঃসন্দেহই তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বোপরি ক্ষমতাপন্ন। ৪৫ ফলতঃ আল্লাহ যদি মনুষ্যগণকে তাহাদের কর্ম্ম জন্য তৎক্ষণাৎ ধৃত করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীর পৃষ্ঠে গমনকারী এক প্রাণীকেও পরিত্যাগ করিতেন না; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে এক নির্ণীত সময় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন, তদনন্তর যখন তাহাদের সময় আগত হয়, (তখন উপযুক্ত ফল প্রদান করেন;) যেহেতু নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার দাসগণকে দেখিয়া রহিয়াছেন। ৫।৮ = ৪৫,

ইয়া, সীন,—পূর্ণত্বপ্রাপ্ত মনুষ্য।

মক্কাবতীর্ণ ৩৬ সংখ্যক সূরা (৪১।)

এই সূরার মর্ম্ম :—

১ম রুকু :—পয়গম্বর মনুষ্য বটেন, কিন্তু তাঁহাতে গুপ্ত এবং প্রকাশ্য সমস্ত শক্তি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ; তাঁহার উপরে আল্লাহর নিকট হইতে কোর্-আন অবতারিত হইতেছে ; কিন্তু অবিশ্বাসকারিগণ অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব অর্থাৎ তকদির মত বিশ্বাসকারী হইতেছে না ; যাহাবা তাহাদের অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব বা তক্দির মত বিশ্বাসস্থাপন-কারী, তাহারাই পয়গম্বরের উপদেশগ্রাহী হয় ; মরণের পর তিনি মনুষ্যগণকে জীবিত করিবেন, তাহাদের কর্ম্ম, এবং মরণের পর তাহাদের কর্ম্মের ভাল মন্দ ফল ধ্বংস হয় না, সর্ব্ব শক্তিমানের কৌশলে তাহা লওহমহফুজে বিদ্যমান থাকে ;

২য় রুকু :—তক্দির বা প্রাপ্ত স্বভাব মতই লোকে বিশ্বাসস্থাপন-কারী হয়, এবং রসুলের বাক্যে বিশ্বাস না করিলে অবিশ্বাসকারিগণ শাস্তি প্রাপ্ত হয়, এবং প্রাপ্তস্বভাব মতই আস্থাবান প্রাণ দেয় তথাপি ধর্ম্ম ত্যাগ করে না তাহার দৃষ্টান্ত :—আন্তা কিয়াতে দুইজন রসুল প্রেরিত হইল, নগরবাসিগণ তাহাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিল, কেবল মাত্র একজন প্রাপ্ত স্বভাব বা তক্দির মত বিশ্বাসাবলম্বন করিল, তৃতীয় রসুল প্রেরিত হইল, তথাপি কেহই বিশ্বাসাবলম্বন এবং বৃহস্পতি প্রভৃতির পূজা ত্যাগ করিল না ; বিশ্বাস স্থাপনকারী মহবুব তাহাদিগকে

উপদেশ করিতে লাগিল, তাহারা তাহাকে মারিয়া ফেলিল; ফেরেশ্তাগণ তাহাকে জন্নতে লইয়া গেল, সে বলিতে লাগিল যদি আন্তাকীয়াবাসিগণ ইহা স্বচক্ষে দেখিত ভাল হইত; তারপর ভূমিকম্প আন্তাকিয়াবাসীগণের ঔদ্ধত্য জল-নিমজ্জিত অঙ্গারের ন্যায় নিবিয়া গেল; (হে আরবগণ তোমাদেরও এইরূপ দশা হইতে পারে।)

৩য় রুকু :—তাঁহার সম্বন্ধীয় প্রমাণ মধ্যে শস্য এবং ফল সকলের যথা সময় পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি; উদ্ভিদের এবং মনুষ্য জাতির স্ত্রী পুরুষ বৈচিত্র্য; দিবসের এবং রাত্রির আগমন, সূর্য্যের, চন্দ্রের এবং নভঃশ্চর সকলের অনন্তকাল হইতে স্ব স্ব কক্ষে ভ্রমণ; (ইহাই ইহাদের তক্দির বা স্বভাব,) এবং গর্ভিনীরূপ নৌকায় গর্ভস্থ শিশুর বহন, ইহা সমস্ত যথা সময় কেয়ামত আবির্ভাবেরও সাঙ্কেতিক প্রমাণ; তথাপি তক্দির বা অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব জন্য অনেকে সর্ব্বস্রষ্টার বিদ্যমানতাতে, পুনরুত্থানে, বিশ্বাসী হয় না, এবং অপ্রকৃত উপাস্যের উপাসনা ত্যাগ করে না;

৪র্থ রুকু :—কিন্তু যখন আস্রাফীল দ্বিতীয়বার সুরে ফুৎকার প্রদান করিবে, তখন হায় আমাদিগকে কে জাগরিত করিল বলিতে বলিতে তৎকালের প্রকাশিত পৃথিবীর কবর লোক হইতে কেয়ামতে অবিশ্বাসকারিগণ বাহির হইয়া আসিবে, ফেরেশ্তাগণ বলিবে ইহাই কেয়ামত, ইহাই কর্ম্মফল ভোগের কাল; বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ আল্লাহর দর্শন লাভাদি আনন্দপ্রদ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে, স্বয়ং দয়াময় তাহাদিগকে সালাম বাক্য দ্বারা অভিবাদন করিয়া বলিবেন, কুণ্ঠাহীন অবস্থায় অবস্থান কর;

৫ম রুকু :—বৃদ্ধকালে ধর্ম্মোপার্জ্জন কষ্টকর; পয়গম্বর কবি নহেন; যে সকল চতুষ্পদকে অপ্রকৃত উপাস্যের উপাসকগণ তাহাদের উপাস্য-

দিগের সম্মুখে বলি দেয়, তাহা তাহারা সৃষ্টি করিতে অক্ষম স্বীকার্য্য কথা; ফেরেশ্‌তাগণ বরং তাঁহার আজ্ঞাবহ সৈন্যদলভুক্ত, যদিও মনুষ্যকে শুক্র হইতে উৎপন্ন করিয়াছি, যাহা সে সহজে বুঝিতে পারে, তথাপি সে ভ্রূণ, শৈশব, বাল্য অতিক্রম করিয়া যৌবনে পুনরুত্থান কর্ম্মফল সম্বন্ধে আমার সহিত তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করিল, তাহাকে বলিয়া দাও যিনি তোমাকে প্রথমবার চেতনা এবং শরীর প্রদান করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে আবির্ভূত করিয়াছেন, তিনিই আবার চেতনা এবং শরীর প্রদান করিয়া তোমাকে আর এক লোকে উপনীত করিবেন, তিনি আদেশ করেন "হও" তখনই হইয়া যায়; সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব তাঁহার; মরণের পর তাঁহারই নিকট পুনঃ ফিরিয়া আসিতে হইবে।

ইয়া, সীন,—পূর্ণত্বপ্রাপ্ত মনুষ্য।

মক্কাবতীর্ণ ৩৬ সংখ্যক সূরা (৪১।)

১। ইয়া, সীন (ইয়া-ইন্‌সান্ অর্থাৎ মনুষ্য, সীন-সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত, যাহাতে সমস্ত শক্তি এবং গুণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ঐশ্বরিক শক্তির ন্যায় হইয়াছে। ইহা হজরত পয়গম্বরের সংজ্ঞা।) হে সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত [মনুষ্য মোহাম্মদ (দঃ)] ২ মহাজ্ঞানপূর্ণ কোর্‌-আনের শপথ; ৩ নিশ্চয় তুমি প্রেরিত দলভুক্ত, ৪ অবক্র পথের উপর চলিতেছ। ৫ এই কোর্‌-আন সর্ব্বোপরি ক্ষমতাসম্পন্ন, মহা

দয়াময় অবতীর্ণ করিতেছেন। ৬ উদ্দেশ্য যে, (আরব জাতির পূর্ব্ব পুরুষ পয়গম্বর ইসমাইলের পর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত,) যাহারা উপদিষ্ট হয় নাই, তজ্জন্য অসতর্ক, তাহাদিগকে তুমি সতর্ক কর। ৭ নিশ্চয়ই আমার এই কথা, (যে নিয়তিমত কতকজন জহীমবাসী হইবে,) অনেকের সম্বন্ধে সত্য হইয়াছে, তজ্জন্য তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না। ৮ নিঃসন্দেহই আমি তাহাদের কণ্ঠদেশের উপরে, (তাহাদের অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাবরূপ নিয়তির) গলবন্ধন সংস্থাপন করিয়াছি, তৎপ্রযুক্ত তাহা তাহাদের চিবুক পর্য্যন্ত (আটকিয়া রহিয়াছে,) তারপর তাহারা (বিশ্বাস করণ জন্য) মস্তক অবনত করিতে পারিতেছে না, ৯ এবং (এতদ্ব্যতীত) আমি তাহাদের সম্মুখে (তাহাদের স্বভাবরূপ নিয়তির) অবরোধ এবং তাহাদের পশ্চাতে (তদ্রূপ) অবরোধ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছি, (তজ্জন্য তাহারা সুকর্ম্মে অগ্রসর এবং মন্দ কর্ম্ম হইতে পশ্চাৎগামী হইতে পারিতেছেন না।) এতৎ ব্যতীত আমি তাহাদিগকে, (আপাদ মস্তক তাহাদের স্বভাবরূপ নিয়তির স্থূল আবরণ দ্বারা,) ঢাকিয়া দিয়াছি, সুতরাং তাহারা দেখিতেও পাইতেছে না! ১০ এবং তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর, বা সতর্ক না কর, তাহাদের জন্য এক সমান; তাহারা বিশ্বাস অবলম্বন করিবে না। তুমি কেবল তাহাকেই সতর্ক করিতে পার যে, (স্বভাব, অর্থাৎ স্বনিয়তিমত,) উপদেশের অনুসরণ করে, এবং (বাহ্যিক চক্ষু হইতে) গুপ্ত দয়াময়কে ভয় করে; অতএব তাহাকে তাহার পাপের মার্জ্জনার, এবং সম্মানজ্ঞাপক পারিশ্রমিকের সুসংবাদ দান কর। ১২ নিশ্চয়ই আমি মৃত (ব্যক্তিগণকে মরণের পর) জীবিত করিব, এবং তাহারা যাহা (তৎ) পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে তাহা এবং তাহাদের কর্ম্মের যে ফল (ভাল মন্দ কার্য্য করিবার শক্তি

পৃথিবীতে, অবশিষ্ট থাকে তাহাও লিখি) এবং সমস্ত বিষয়কে আমি (লওহ মহফুজ অদৃশ্য) গ্রন্থে গণিত করিয়া রাখিয়াছি, (তাহাদের কর্ম্ম এবং বিশ্বাস কিছুই ধ্বংস হয় নাই।) ১।১২

১৩ এবং (হে রসুল.) এই (অবিশ্বাসকারী আরবগণের) নিকট (আন্তাকিয়া) নগরবাসিগণের দৃষ্টান্ত প্রদান কর, যখন তথায় সংবাদবাহকগণ আসিয়াছিল, ১৪ (তাহা এই যে,) যখন আমি (প্রথমতঃ) তাহাদের নিকট দুইজন (রসুল) প্রেরণ করিয়াছিলাম, তখন (নগরবাসীগণ,) তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল (যে আল্লাহ, পরকাল, রসুল, জন্নত, জহীম, সম্বন্ধে তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা অসত্য।) তখন আমি তাহাদিগকে তৃতীয় (একজন রসুল) দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলাম, তখন ঐ রসুলগণ বলিল, সত্যই আমরা তোমাদের নিকট (রসুল স্বরূপ) প্রেরিত হইয়াছি। ১৫ তাহারা বলিতে লাগিল, তোমরা আমাদেরই মত মনুষ্য ব্যতীত নহ, এবং দয়াময় কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই, তোমরা মিথ্যা ব্যতীত বলিতেছ না। ১৬ তাহারা বলিতে লাগিল, আমাদের প্রতিপালক জানেন, সত্যই আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি; ১৭ এবং তাঁহার কথা প্রকাশ্যতঃ তোমাদের নিকট উপস্থিত করিয়া দেওয়া ব্যতীত আমাদের উপর দায়িত্ব নাই। ১৮ তাহারা বলিতে লাগিল, আমরা তোমাদিগকে নিঃসন্দেহই কুলক্ষণ বিবেচনা করিতেছি। (যখন হইতে তোমরা আমাদের উপাস্য বৃহস্পাত প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া আল্লাহর উপাসনা করিতে বলিতেছ, তখন হইতে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বহু আপদে আমরা জড়িত হইয়াছি।) যদি তোমরা ক্ষান্ত না হও, আমরা প্রস্তর বর্ষণ করিয়া তোমাদের প্রাণ বধ করিব, এবং তদ্ব্যতীত ও আমাদের দ্বারা তোমাদিগকে (নানা প্রকার)

কষ্টপ্রদ শাস্তি স্পর্শ করিবে। ১৯ তাহারা বলিল, তোমাদের (কথিত) কুলক্ষণ তোমাদেরই সহিত বাস করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় তোমাদিগকে সতর্ক করাতে (তোমরা আমাদের প্রাণবধ করিতে চাহিতেছ,) বরং তোমরাই সীমাতিক্রমকারীর দল। ২০ নগরের দূরবর্ত্তী প্রান্ত হইতে এক জন ধাবিত হইয়া আসিল, এবং বলিতে লাগিল, হে আমার স্বজাতীয়গণ এই প্রেরিতগণের উপদেশ মান্য কর, ২১ যাহারা তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক যাচ্ঞা করে না, বরং তাহারাই পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। (ইহার সম্মুখে রসুলগণ কুষ্ঠগ্রস্তকে রোগমুক্ত, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, এবং মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিয়াছিলেন। ইনি নিয়তিমত পথপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।)

ত্রয়োবিংশতি পারা।

২২। ফলতঃ (হে আমার স্বজাতীয়গণ), আমার (এমত কি যোগ্যতা যে) যিনি আমাকে প্রকাশিত করিয়াছেন তাঁহার উপাসনা না করি? ফলতঃ তোমরা (তোমাদের কুবিশ্বাসের, অবিশ্বাসের, কর্ম্ম ভোগের জন্য) তাঁহারই নিকট পুনরানীত হইবা। ২৩ আমি কি তাঁহাকে ব্যতীত অন্যকে, (যথা বৃহস্পতি প্রভৃতিকে,) উপাস্য অবলম্বন করিব? যদি মহা দয়ালু (রহমান আমাকে) কষ্টগ্রস্ত করেন, তাহা হইলে তাহাদের (বৃহস্পতি প্রভৃতির) অনুরোধ, তৎসম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ ও লাভজনক হইবে না, এবং (তাহারা আমাকে) মুক্ত করিতে পারিবে না। ২৪ (যদি আমি অন্য উপাস্য অবলম্বন করি,) নিঃসন্দেহই প্রকাশ্যতঃ ভ্রম মধ্যে পতিত হইব। ২৫ (হবিব নামক এই ব্যক্তি আনতাকিয়াতে প্রেরিত রসুলত্রয়কে বলিতে লাগিল, নগরবাসীগণ প্রস্তর ঘর্ষণ করিয়া আমার প্রাণ বধ করিতেছে, আপনারা সাক্ষী

থাকুন, আমি প্রাণ দিয়াও আমার বিশ্বাসেতে অবিচলিত থাকিলাম ;) আমি আপনাদের প্রতিপালক (একমাত্র আল্লাহতে) বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এখন (হে আমার স্বজাতীয়গণ তোমরাও ইহা) শ্রবণ কর। ২৬ (যখন আন্তাকিয়া বাসিগণের শিলা বর্ষণাঘাতে হবিব প্রাণ ত্যাগ করিল, ফেরেশ্তাগণ কর্ত্তৃক) বলা হইল, (হে আল্লাহতে বিশ্বাসী মহাভাগ, আমাদের সঙ্গে আইস,) তুমি জন্নতে প্রবেশ কর, (তখন জন্নত প্রাপ্ত মহোল্লাসিত হবিব) বলিতে লাগিল, আমি সাগ্রহে ইচ্ছা করিতেছি, যদি আমার স্বজাতীয়গণ, (ইহা চাক্ষস) জানিতে পারিত, ২৭ যে জন্য আমার প্রতিপালক আমার পাপ মার্জ্জনা করিয়াছেন, এবং আমাকে সম্মানিত (আত্মা) গণের দলস্থ করিয়াছেন, (তাহা হইলে তাহাদের ভ্রম দেখিতে পাইত।] ২৮ এবং (এই অবাধ্যাচরণের শাস্তি জন্য) তাহার স্বজাতীয়গণের উপরে, তাহার পর, স্বর্গ হইতে সৈন্য অবতীর্ণ করি নাই, এবং (তদ্রূপ করার) আবশ্যকতাও ছিল না ; ২৯ কিন্তু (ভূমিকম্পের) একমাত্র মহা শব্দ ব্যতীত হয় নাই, এবং তৎপর তৎক্ষণাৎ তাহারা (জলমগ্ন অঙ্গারের ন্যায়) নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছিল। ৩০ আমার দাসগণের জন্য আক্ষেপ, ইহাদের নিকট কখনও এমত কোনও রসুল আসে নাই, যাহাদিগকে ইহারা উপহাস করে নাই। ৩১ (এই আরব দেশীয় পৌত্তলিকগণ,) দেখে না কেন, যে কত যুগের কত (অবাধ্যাচারীর দলকে) ইহাদের পূর্ব্বে আমি বিনষ্ট করিয়াছি ? নিশ্চয়ই তাহারা ইহাদের দিকে কখনও ফিরিয়া আসিবে না, ৩২ এবং এমত কেহই নাই যাহাদের সকলকেই আমার নিকট উপনীত করা হইবে না। ২।২০—৩২

৩৩। এবং (তৃণ, লতা, শস্যহীন) মৃত পৃথিবী (আমার সম্বন্ধে) ও তাহাদের জন্য প্রমাণ। আমি উহাঁকে সঞ্জীবিত করি, তখন উহা হইতে

শস্য বাহির করি, তদনন্তর উহা তাহারা ভক্ষণ করে। ৩৪ এবং উহাতে খর্জ্জুরের এবং আঙ্গুরের উদ্যান উৎপন্ন করি, এবং তন্মধ্যে জল প্রণালী সকল প্রবাহিত করি। ৩৫ উদ্দেশ্যে যে, তাহারা তাহার ফল ভক্ষণ করুক। ফলতঃ ইহা তাহাদের হস্তদ্বয় প্রস্তুত করে না, এমত স্থলেও তাহারা অনুগ্রহ স্বীকারকারী হয় না কেন? (যে একমাত্র আমিই উপাস্য।) ৩৬ যিনি পৃথিবীস্থ উদ্ভিদের, এবং মনুষ্য জাতির, এবং যাহা তাহারা অনবগত এমত সকলের যুগল (স্ত্রী, পুরুষ) সৃষ্টি করিয়াছেন, (অক্ষমতা, সমকক্ষতাপন্নের বিদ্যমানতাদি দোষ হইতে মুক্ত থাকার) পবিত্রতাবাদ তাঁহার। ৩৭ এবং (আমিই উপাস্য, পুনরুত্থান সত্য, তৎসম্বন্ধে) মানব জাতির জন্য (একটি) প্রমাণ রাত্রি; আমি তাহা হইতে দিবস নিক্রান্ত করি, তখন তাহারা (অন্যত্র) তখনই অন্ধকারে আবৃত হইয়া যায়। ৩৮ এবং (আর একটি প্রমাণ,) সূর্য্য, তাহার জন্য যে অবস্থানের স্থান নির্ণয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে (অর্থাৎ তাহার কক্ষে) ভাসিয়া চলিয়াছে, ইহাই (যে তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ভ্রমণ করিতে থাকিবে, তাহার সম্বন্ধে) সর্ব্বোপরি শক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ (আল্লাহর) বিধান (অর্থাৎ তক্‌দির।) ৩৯ এবং (অন্য প্রমাণ) চন্দ্র, তাহার জন্য আমি অবস্থানের স্থান, (প্রত্যেক দিবস এক এক রাশির বার ডিগ্রী,) নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছি, (এইরূপে কলা সকল পূর্ণ করিয়া পূর্ণিমার পর আবার হ্রাস হইতে হইতে অমাবস্যায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া) শুষ্ক খর্জ্জুর পত্রের ন্যায় (সূক্ষ্ম, উজ্জ্বল, বক্র) হইয়া পুনঃ (পশ্চিম আকাশে) ফিরিয়া আসে; (ইহাই তাহার তক্‌দির।) ৪০। (যদিও সূর্য্য চন্দ্রাপেক্ষা বহুগুণ বেগে আকাশ মণ্ডলে ধাবিত হইতেছে, তথাপি) সূর্য্যের ক্ষমতা নাই যে (যথা সময়ের পূর্ব্বে) চন্দ্রের সহিত (সমসূত্রে) সংমিলিত হয়, (এবং তখন অমাবস্যাতে চন্দ্র অদৃশ্য হইয়া যায়;)

এবং (রাত্রিরও এমত ক্ষমতা নাই যে) রাত্রি দিবসকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রে চলিয়া যায়। এবং (এই চন্দ্র সূর্য্য ব্যতীত অপর গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্য নক্ষত্র) সমস্ত জ্যোতিষ্ক সকল (তাহাদের) কক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছে। ৪১ এবং মনুষ্যগণের　　　　ার এবং পুনরুত্থানের সম্বন্ধে ইহা) প্রমাণ যে আমি তাহাদের বংশধরগণকে (গর্ভরূপ) পরিপূর্ণ যানে বহন করি, ৪২ এবং সেই যানের অনুরূপ যাহা, (এমত জলযান সকল বা গর্ভিনীগণকে) তাহাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। ৪৩ এবং যদি আমি ইচ্ছা করি তাহা হইলে তাহাদিগকে (অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান বা নৌকারোহিগণকে) জলমগ্ন করিয়া দিতে পারি, সে সময় তাহাদের আহ্বানের শ্রোতা প্রাপ্ত হইবে না, এবং কেহ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ৪৪ কিন্তু (যদি কেহ রক্ষা করে) আমার অনুগ্রহ প্রযুক্তই (করিবে) এবং (তাহাদের আয়ুর) নির্দিত সময় পর্য্যন্ত ভোগ করিবার জন্যই (রক্ষা করিবে।) ৪৫ যখন ইহাদিগকে বলা যায়, যাহা তোমাদের পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, এবং যাহা তোমাদের (মরণের) পরে ঘটিবে, তাহা ভয়ঙ্কর, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে, ৪৬ কিন্তু আল্লাহর প্রমাণ মধ্যে কোনও প্রমাণ ইহাদের নিকট আগত হয় না, যাহা হইতে ইহারা (তাহাদের অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাবরূপ তকদীর মত) মুখ ফিরাইয়া লয় না। ৪৭ এবং যখন ইহাদিগকে বলা হয়, যদ্দ্বারা আল্লাহ তোমাদিগকে সংস্থাপন্ন করিয়াছেন তাহা হইতে কিছু ব্যয় কর, (তখন) যাহারা অবিশ্বাসকারী, তাহারা বিশ্বাসকারীগণকে বলে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অন্ন প্রদান করিবেন, (এমতস্থলেও কি আমরা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে অন্নদান করিব ?) তোমরা প্রকাশ্য ভ্রমের মধ্যে আছ ব্যতীত নহে। ৪৮ এবং (ইহাও) বলিতেছে,

যদি তোমরা সত্যবাদী, (কর্ম্মফল, ভোগেব কাল কেযামতেব) অঙ্গীকার কখন (পূর্ণ হইবে ?) ৪৯ (বিশ্বাস স্থাপন জন্য) ইহাবা এই ঘটনাব অপেক্ষা কবিতেছে যে, এতৎবিষয তর্ক বিতর্ক কবিতে থাকা কালেই হঠাৎ (কেয়ামতের) মহা শব্দ তাহাদিগকে আক্রমণ করুক। ৫০ (কিন্তু) তখন, (এমত সঙ্কট সময হইবে যে,) তাহাবা তাহাদেব ওসিয়ত (পর্যান্ত) করিতে পাবিবে না, এব' তাহাদেব পবিবাববর্গেব নিকটও যাইতে সমর্থ হইবে না। ৩।১৮—৫০

৫১ ফলতঃ (বিশ্বধ্বংস এবং বিলুপ্ত হওযাব অগণিত বৎসব পর আসবাফীলেব) সুব (যন্ত্র মধ্যে দ্বিতীযবাব আকাব ধাবণ কবাব) ফুৎক'ব প্রদান কবা হইবে, তখন তাহাবা (অর্থাৎ অবিশ্বাসকাবিগণ) তাহাদেব, (তৎকালেব প্রকাশিত পৃথিবীব) সমাধি হইতে তাহাদেব প্রতিপালকেব দিকে ধাবিত হইবে, ৫২ তাহাবা বলিতে থাকিবে, হায় দুর্ভাগ্য, কে আমাদিগকে আমাদেব নিদ্রাব স্থান হইতে জাগবিত কবিল ? (তখন ফেবেশ্তাগণ বলিবে, হে কেযামতে অবিশ্বাসকাবীগণ,) মহা দযাবান বহমান যাহাব অঙ্গীকাব কবিযাছিলেন ইহাই তা ; এবং (তোমবা স্বচক্ষে দেখ,) পযগম্ববগণ সত্য বলিযাছিলেন। ৫৩ (হে মনুষ্যগণ এই পুনরুত্থান জন্য আসবাফীলেব আকাব প্রদানকাবী যন্ত্রেব) একবাব মাত্র ফূৎকাব ব্যতীত হইবে না, তখন তোমাদের সকলকেই আমাব সম্মুখে উপস্থিত কবা হইবে। ৫৪ সে দিবস (সে কালে), কোনও প্রাণীব প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র অন্যায়াচবণ করা হইবে না ; (কাহাকেও অন্যায় কবিয়া দণ্ডিত, বা পুবস্কার হইতে বঞ্চিত, কবা হইবে না ;) এবং তোমবা যাহা কবিতেছিলা, তাহারই বিনিময মাত্র তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে। ৫৫ নিশ্চয় সে দিবস জন্নতবাসিগণ আনন্দপ্রদ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে, ৫৬ (যথা) তাহারা এবং তাহাদেব (পুণ্যাত্মা) সঙ্গিনিগণ

সিংহাসনের উপরে ছায়াতে উপবিষ্ট থাকিবে; ৫৭ তথায় তাহাদের জন্য (স্বর্গীয়) ফল, এবং অভিলষিত যাহা তাহা উপস্থিত হইবে। ৫৮ এবং (তাহাদের উন্নত অবস্থার সম্বন্ধে ইহাই বলা যথেষ্ট যে দয়াময় প্রতিপালক (স্বয়ং দর্শন দিয়া, প্রসন্ন বদনে) সালাম বাক্যে (সুমঙ্গল, সুমঙ্গল) অভিবাদন করিবেন।

৫৯। এবং (আমি নারকিগণকে বলিব,) হে অন্যায়াচরণকারিগণ, তোমরা অদ্য (সুকর্ম্মকারিগণ হইতে) পৃথক হইয়া যাও। ৬০ হে আদম সন্তানগণ, আমি কি তোমাদের নিকট এই অঙ্গীকার করি নাই যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা করিও না, নিঃসন্দেহই সে তোমার প্রকাশ্য শত্রু। ৬১ এবং এই উপদেশ করিয়াছিলাম যে, আমারই উপাসনা কর, ইহাই অবক্র পথ; ৬২ এবং সে তোমাদের এক বৃহৎ দলকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, এমতস্থলে কেন তোমরা (চিন্তা করিয়া) দেখিতেছ না? ৬৩ (তাহাদিগকে বলা হইবে,) ইহাই জহন্নম, যৎসম্বন্ধে তোমাদের নিকট প্রতিশ্রুত হওয়া গিয়াছিল। ৬৪ তোমরা যে অবাধ্যতা করিতেছিলা তজ্জন্য অদ্য তাহাতে প্রবেশ কর। ৬৫ অদ্য আমি তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিব, কিন্তু তাহারা যাহা করিতেছিল, তৎসম্বন্ধে তাহাদের হস্তদ্বয় আমার সহিত কথা বলিবে, এবং তাহাদের পদদ্বয় সাক্ষ্য প্রদান করিবে! ৬৬ ফলতঃ (হে পয়গম্বর,) যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তাহা হইলে, তাহাদের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দিতাম, তখন যদি তাহারা পথপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য ধাবিত হইত, তাহা হইলে কোথা হইতে পথপ্রাপ্ত হইত? (কিন্তু আমি তাহা করি নাই. আমি যেমন তাহাদের বাহ্যিক চক্ষু অক্ষত রাখিয়াছিলাম, তদ্রূপ তাহাদের হৃদয়ের চক্ষুও, অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের অভিলাষ এবং

কুপ্রবৃত্তি বা স্বভাব তাহা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। (তঃ হঃ)
৬৭ এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের (অবস্থানের) স্থানে (জড় পদার্থে) পরিবর্ত্তিত করিতে পারিতাম তখন তাহারা অগ্রসর হইতে পারিত না, পশ্চাৎপদও হইতে পারিত না। (কিন্তু আমি তাহাদিগকে তদ্রূপ করি নাই। তাহাদিগকে বিবিধ প্রকার শক্তি দান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া অপব্যবহার করিতেছিল।) (তঃ হঃ) ৪।১৮—৬৭

৬৮। এবং (হে অবিশ্বাসকারীর দল, তোমরা বলিতেছ, যদি আমাদিগকে দীর্ঘায়ু প্রদান করা হইত, তাহা হইলে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নিজকে সংশোধন করিয়া লইতাম। তোমাদের কর্ত্তব্যে তোমরা ত্রুটি করিয়াছ, যেহেতু) আমি যাহাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করি, তাহাকে আমি (বৃদ্ধকালে) তাহার পূর্ব্ব সৃষ্টিতে (অর্থাৎ বাল্যকালে) ফিরাইয়া দেই, এমতস্থলে তোমরা বুঝিতেছ না কেন? (যে পয়গম্বরের শিক্ষা তৎক্ষণাৎ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, কারণ বৃদ্ধত্ব অক্ষমতার সময়,) ৬৯ এবং (তোমরা বলিতেছ, এ সকল একজন সুকবির আপাততঃ সুযুক্তিপূর্ণ রচনা, কিন্তু) আমি তাহাকে কবিতা শিক্ষা দিতেছি না; ফলতঃ (কাব্য প্রকাশ করা) তাহার যোগ্য কার্য্য নহে। (যাহা তাহার মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে,) তাহা মহোপদেশ, অর্থাৎ মহালোক পূর্ণ কোর্‌-আন ব্যতীত নহে। ৭০ উদ্দেশ্য যে, যাহারা জীবিত, (মৃতহৃদয় নহে,) তাহাদিগকে রসুল সতর্ক করুক। এবং অবিশ্বাসকারিগণের সম্বন্ধে বাক্য সত্য হউক, (যে তাহাদের দ্বারা আমি নরক পূর্ণ করিব।) ৭১ (অপ্রকৃত উপাস্যাবলম্বিগণ, ভাবিয়া) দেখে না কেন যে যাহা তাহাদের হস্ত সৃষ্টি করে নাই, আমিই সেই চতু-

পদ সকলকে সৃষ্টি করিয়াছি ? (অন্যের সৃষ্টি করার ক্ষমতা নাই ইহা স্বতঃসিদ্ধ ;) তৎপ্রযুক্তই তাহারা তাহাদের অধিকারী হইয়াছে ; ৭২ এবং আমি তাহাদিগকে তাহাদের অধীন করিয়া দিয়াছি, তজ্জন্যই তাহারা তাহাদের কতক পশুর উপরে আরোহণ করে, এবং কতককে ভক্ষণ করে ; এবং তাহাতে তাহাদের জন্য (বিবিধ প্রকার) লভ্য এবং পানীয়ও রহিয়াছে ; ৭৪ এবং (এমত স্থলেও তাহারা) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য অবলম্বন করিয়াছে, (তৎকারণ এই জন্তু সকলকে তাহাদের সম্মুখে বলি প্রদান করিতেছে,) উদ্দেশ্য যেন তাহাদিগকে এই উপাস্য (ফেরেশতা জিন, আত্মাগণ, ধন, জন, আয়ু, উন্নতি, প্রাচুর্য্য প্রভৃতি প্রদান করিয়া) সাহায্য করে। ৭৫ তাহাদিগকে সাহায্য করিবার তাহাদের শক্তি নাই, পরন্তু তাহারা এমত যে, তাঁহার (আদেশ বহন) জন্য তাহারা সমুপস্থিত (আজ্ঞাবহ) সৈন্যদল। ৭৬ এমত স্থলে (বহু উপাস্য সপক্ষে) তাহাদের কথা তোমাকে দুঃখিত না করুক ; তাহারা যাহা গোপন করিতেছে, এবং যাহা প্রকাশ করিতেছে নিশ্চয় তাহা আমি জানি। মনুষ্য (বিবেচনা করিয়া) দেখে না কেন যে আমিই তাহাকে রেতঃ বিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, (উহাতে আকার চেতনা. বুদ্ধি ইত্যাদি কিছুই ছিল না) ; তাবপর সে (আকার, চেতনা, বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, শৈশব কাল অতিক্রম করিয়া, যৌবনে) হঠাৎ প্রকাশ্যতঃ তর্ক করিতে লাগিল, (যে পুনরুত্থান গল্প মাত্র, এবং পরকাল অনুমান মাত্র, ইত্যাদি।) ৭৭ এবং আমার সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিতে লাগিল, (যেন আমি সর্ব্বশক্তিমান নহি,) তাহার সৃষ্টির (বিষয়) ভুলিয়া গেল, এবং (পরকালের বিষয়) বলিতে লাগিল, যখন অস্থি সকল বিগলিত হইয়া যাইবে, তখন সে সকলকে কে জীবিত করিবে ? ৭৯ (হে পয়গম্বর, এই ব্যক্তিকে) বলিয়া দাও; তিনিই সঞ্জীবিত করিবেন যিনি তোমাকে

প্রথমবার (অস্তিত্ববিহীন অবস্থা হইতে মনুষ্যাকার প্রদান করিয়া) দণ্ডায়মান করিয়াছেন। ফলতঃ তিনি সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টি কার্য্য অবগত। ৮০ তিনিই যিনি হরিৎ বৃক্ষ (শাখা) হইতে তোমাদের জন্য অগ্নি উৎপন্ন করেন, তৎপ্রযুক্ত তোমরা (হরিৎ শাখা ঘর্ষণ করিয়া) তাহা হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, (যেমন হরিৎ শাখাতে অগ্নি সংগুপ্ত, তদ্রূপ ইহ জীবনেতেই মৃত্যুর পর চেতনা নিহিত। ইহাই ইহার স্বধর্ম। আত্মা এখন যেমন সচেতন, মৃত্যুর পরও তাহা তদ্রূপ সচেতন থাকিবে।) ৮১ যিনি স্বশক্তিক্রমে স্বর্গ এবং মর্ত্ত সৃষ্টি করিযাছেন, তিনি কি তাহাদেরই অনুরূপ (তৎকালোপযোগী মনুষ্য) সৃষ্টি করিতে অক্ষম? বরং তিনি মহা সৃষ্টিকর্ত্তা, মহাজ্ঞানী। ৮২ যখন তিনি কিছু ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার এই আদেশ ব্যতীত হয় না, যে তাহাকে বলেন, "হও" তখনই তাহা হইয়া যায়। ৮৩ এমতস্থলে (সর্ব্বপ্রকার অক্ষমতা হইতে বিমুক্ত প্রযুক্ত) পবিত্রতা বাদ তাঁহার, সমস্ত বিষয়ের আধিপত্য তাঁহার করতলস্থ, এবং (হে মনুষ্যগণ,) তোমরা তাঁহারই নিকট আনীত হইবা। ৫।১৬=৮৩

(হজরত পয়গম্বর বলিয়াছেন এই সূরা কোর্-আনের হৃদয়। ইহা একবার পাঠ করিলে সমস্ত কোর্-আন দশবার পাঠ করার সমান পুণ্য লাভ হয়। তফসীর হক্কানা লেথক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহা পাঠ করিলে বিপদ দূর এবং মনস্কামনা পূর্ণ হয়।)

সাফ্-ফাত,—শ্রেণীবদ্ধ।

মক্কাবতীর্ণ ৩৭ সূরা (৫৬।)

এই সূরার মর্ম্ম ঃ—

১ম রুকু ঃ—বিশ্বের কার্য্য পরিচালনার্থে নিয়োজিত, শয়তানগণকে তাড়নার্থে নিযুক্ত, আল্লাহর নাম জপে রত ফেরেশ্তা শ্রেণীর শপথ, এক মাত্র আল্লাই উপাস্য; তিনিই বিশ্বের পালনকর্ত্তা; উর্দ্ধ শ্রেণীর ফেরেশ্তাগণের প্রতি যে আদেশ হয়, শয়তানগণ তাহা শুনিতে অক্ষম; যাঁহার পক্ষে বিশ্ব সৃষ্টি করা কঠিন কার্য্য নহে, সমস্তের ধ্বংসের পর পুনঃ এক অধ্যাত্ম সৃষ্টি প্রকাশ করা, তাহাতে পূর্ব্ব মনুষ্যগণকে কর্ম্ম-ফলানুযায়ী বিবিধ শ্রেণীতে প্রকাশ করাও কঠিন নহে; অস্তিত্বহীন অবস্থা হইতে, তিনি মনুষ্যাত্মা এবং মনুষ্য শরীর যে কৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন সেইরূপ কৌশলে তাহাকে সশরীর সআত্মা পুনঃ উত্থিত করিবেন;

২য় রুকুঃ—ফেরেশতাগণ এই কার্য্যে নিয়োজিত থাকিবে; পাপীগণ পাপ ভোগ, এবং পুণ্যাত্মাগণ পুণ্য ভোগ করিবে, পুনরুত্থিত আত্মাগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইবে; একজন পুণ্যাত্মা তাহার সঙ্গীকে বলিবে, তাহার একজন সঙ্গী ছিল যে পুনরুত্থানে বিশ্বাসই করিত না, তাহার পুণ্যাত্মা সঙ্গী তাহাকে ঐ ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিবে, সে দেখিতে পাইবে ঐ ব্যক্তি মধ্যনরকে অবস্থান করিতেছে; পুণ্যবতী স্ত্রীলোক-গণকে দিব্য শরীর প্রদান করা হইবে;

৩য় রুকুঃ—পয়গম্বরগণ তাঁহার অনুগৃহীত, যথা নূহ; তাহার উপদিষ্ট ধর্ম্মদ্রোহিগণকে জলমগ্ন করা হইয়াছে এবং তাঁহারই বংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে; সাধুব্যক্তিগণ তাঁহাকে সভক্তি স্মরণ করে; তদ্রূপ ইব্রাহিম, অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত, দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হওয়ার পর তাহাকে পয়গম্বরগণের পিতা করিয়াছি এবং চির স্মরণীয় করিয়াছি; তাহার পুত্রকে কুরবানী করার আদেশ করিয়া পিতাপুত্রকে পরীক্ষাধীন করিয়াছিলাম।

৪র্থ রুকুঃ—তদ্রূপ মুসা এবং হারুণকে প্রাবল্য প্রদান করিয়াছিলাম, এবং তাহারাও চিরস্মরণীয়; এবং আল্‌ইয়াস ও চিরস্মরণীয়, এবং লুতের উপদিষ্ট পাপিষ্ঠগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

৫ম রুকু :—এবং ইউনস্‌কে মৎস্যোদর হইতে রক্ষা করিয়া বাবলে লক্ষাধিক লোকের উপদেষ্টা করিয়া ছিলাম; ফেরেশ্‌তাগণ আল্‌লাহর কন্যা উপহাস্যের কথা, আল্‌লাহ কি কন্যা ব্যতীত জন্মাইতে পারে নাই? জীন্‌গণকেও তাহারা আল্‌লাহর স্বগণ করিয়া দিয়াছে; মনুষ্যগণের কর্ম্মানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হইবে; আরবগণের নিকট যখন তাহাদের প্রার্থনা মত পয়গম্বর আসিল, তাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করিল, তাহারা অমঙ্গল শীঘ্র অবতীর্ণ করিতে বলিতেছে, যে প্রাতঃকালে অমঙ্গল (অর্থাৎ পরাজয়) তাহাদের প্রাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবে সে দিবস তাহাদের জন্য অতি অশুভ।

সাফ্ফাত-শ্রেণী

মক্কাবতীর্ণ ৩৭সূরা (৫৬) ১।৩৭।২৩

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা
আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১। (গাজীসৈন্যগণের) শ্রেণীবদ্ধ শ্রেণী সকলের শপথ, ২ তদনন্তর যাহারা তাড়না পূর্ব্বক (শত্রুব্যূহভেদ জন্য) তাড়না করে, ৩ তদনন্তর (তৎকালে) মহোপদেশ (কোর্‌-আনের আএত) আবৃত্তি করিতে থাকে, তাহাদের শপথ; অথবা (ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মণ্ডলীর) শ্রেণীবদ্ধ (ভাবে উপবিষ্ট) শ্রেণীর, তদনন্তর (যে ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ সংজীবন অতিবাহিত করণ জন্য তাড়না করে সেই) তাড়না-কারক, তাড়নাকারিগণের, এবং তদনন্তর (যে আলেমগণ সুস্বরে) মহোপদেশ (কোর্‌-আন) পাঠ করিতে থাকে তাহাদের শপথ; অথবা (বিশ্বপতির আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করণ জন্য ফেরেস্তাগণের) শ্রেণীবদ্ধ শ্রেণীর, তদনন্তর (মনে কুভাব অর্পণকারী শয়তানগণকে) তাড়নাকারক তাড়নাকারী (ফেরেস্তাগণের;) তদনন্তর, যাহারা তাঁহাকে স্মরণ জন্য তাঁহার নাম জপ করিতে থাকে, তাহাদের শপথ; ৪ নিঃসন্দেহই তোমাদের উপাস্য নিশ্চয় এক আল্লাহ্‌। ৫ তিনিই স্বর্গ এবং মর্ত্ত, এবং যাহা এই উভয়ের মধ্যে আছে, তাহার রক্ষাকর্ত্তা। এবং তিনি (সূর্য্যাদি নভশ্চরগণের) উদয়-স্থান সকলের রক্ষাকর্ত্তা। ৬ ইহাতে সন্দেহ নাই যে, পৃথিবীর স্বর্গকে আমি নক্ষত্রাবলী অলঙ্কারে

অলঙ্কৃত করিয়াছি, ৭ এবং দুষ্ট প্রকৃতি প্রত্যেক শয়তান হইতে রক্ষিত করিয়াছি; তাহারা ঊর্দ্ধ শ্রেণীর ফেরেস্তাগণের দিকে (প্রেরিত আদেশ) শুনিতে সক্ষম নহে; ৯ এবং তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য প্রত্যেক দিক হইতে (জলন্ত অঙ্গার) নিক্ষিপ্ত হয়; ৯ এবং ইহাদের জন্য চিরস্থায়ী যন্ত্রণা। ১০ কিন্তু যাহারা (কোন সংবাদ) অপহরণ করিয়া পলায়ন করে, উজ্জ্বল অগ্নি-শিখা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। ১১ এমত স্থলে (অবিশ্বাসকারীগণকে) জিজ্ঞাসা কর (তাহাদিগকে কেয়ামতে) স্বজন করা কঠিন, অথবা (চন্দ্র সূর্য্যাদি) যাহা আমি স্বজন করিয়াছি (তাহা স্বজন করা কঠিন?) নিঃসন্দেহই আমি এই (অবিশ্বাসকারীগণকে) কর্দ্দমাকার মৃত্তিকা হইতে গঠিত করিয়াছি। ১২ (তাহাদের কথা, সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই শুনিয়া) বরং তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ, এবং (সৃষ্টিকর্ত্তা আল্‌লাহই উপাস্য শুনিয়া) তাহারা উপহাস করিতেছে, (যে শত শত উপাস্য আমাদেব অভাব পূরণ করিতে অক্ষম, এমত স্থলে একজন উপাস্য সমস্ত অভাব পূর্ণ করিতে সক্ষম বড হাস্যের কথা।)

১৩ এবং যখন তাহাদিগকে [এতৎসম্বন্ধে] উপদেশ প্রদান করা হয়, তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না। ১৪ এবং যখন তাহারা কোনও প্রমাণ, (অলৌকিক কার্য্য,) দর্শন করে, তখন উপহাস করে, ১৫ এবং বলে নিশ্চয় ইহা প্রকাশ্য মায়া ব্যতীত নহে। ১৬ অহো, যখন আমরা মরিয়া যাইব, এবং মৃত্তিকা, এবং অস্থি হইয়া যাইব, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তখন নিশ্চয় আমাদিগকে দণ্ডায়মান করা হইবে। ১৭ আমাদিগকে এবং আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণকেও [সমুত্থিত করা হইবে?] ১৮ [হে পয়গম্বর] তুমি বল, নিশ্চয়ই [তদ্রূপ করা হইবে,] এবং তখন তোমরা [এই গর্ব্বিত ভাব ত্যাগ করিয়া] হীনতা প্রকাশ

করিবে। ১৯ ফলতঃ তাহা দৃঢ়তার সহিত একবার মাত্র আদেশ ব্যতীত নহে, তখন তাহারা দেখিবে [যে সত্য সত্যই তাহারা সমুত্থিত হইয়াছে !] ২০ তাহারা বলিবে, আমাদের দুর্ভাগ্য, ইহাই প্রতিফল দানের দিবস ; ২১ [ফেরেস্তাগণ বলিবে,] ইহা বিচারের দিবস যৎ সম্বন্ধে তোমরা অসত্য হওয়ার দোষারোপ করিতেছিলা (১।২১) ২২ [হে ফেরেস্তাগণ,] যাহারা পাপ করিতেছিল তাহাদিগকে, এবং তাহাদের সঙ্গিগণকে (নঃ আঃ) এবং ২৩ আল্লাহ্ ব্যতীত ২২ যাহাদিগকে তাহারা উপাসনা করিত, (তাহাদিগকে) সমবেত কর, ২৩ তদনন্তর তাহাদিগকে নরকের পথ প্রদর্শন কর ; ২৪ এবং [যথায় তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে তথায়] তাহাদিগকে দণ্ডায়মান কর, নিশ্চয় তাহাদিগকে [তাহাদের কর্ম্ম এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে] জিজ্ঞাসা করা হইবে। ২৫ [ঐ স্থানে তাহাদের উভয় দলকে বলা হইবে,] তোমাদের কি হইয়াছে, তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করিতেছ না ? ২৬ বরং সে দিবস তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়া দিবে, ২৭ এবং তাহাদের কতক জন অন্য কতক জনের দিকে অগ্রসর হইবে, যেন পরস্পর প্রশ্ন এবং উত্তর করিতে পারে। ২৮ [এক দল] বলিবে, নিঃসন্দেহই তোমরা আমাদের উপর স্বপ্রাবল্য প্রকাশ করিতে ; ২৯ [অন্য দল] বলিবে, বরং তোমরাই বিশ্বাস করিতা না। ৩০ ফলতঃ তোমাদের উপরে আমাদের কোনই ক্ষমতা ছিল না, বরং তোমরাই অবাধ্যাচারীর দল (হইয়া) ছিলা। ৩১ তজ্জন্য [অর্থাৎ আমরা যে নেতাগণ যে পয়গম্বরের বিরুদ্ধে আমাদের মত তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতাম তৎ কারণ,) আমাদের প্রতিপালকের অঙ্গীকার [যে আমি পাপাচারিগণ দ্বারা নরক পূর্ণ করিব] সত্য হইল, নিঃসন্দেহই এখন আমরা নরকের স্বাদগ্রহণ করিব। ৩২ নিশ্চয়ই আমরা পথভ্রষ্ট হইয়া-

ছিলাম, তজ্জন্ত তোমাদিগকেও পথভ্রষ্ট করিয়াছিলাম, [কিন্তু তোমাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করা হয় নাই।] ৩৩ অতঃপর অদ্য তাহারা (উভয় দল) শাস্তিতে সঙ্গী হইবে, নিশ্চয়ই আমি পাপীগণের সহিত এইরূপ (ব্যবহার) করিয়া থাকি। ৩৪ নিঃসন্দেহই, (ইহারা এমন ছিল যে) যখন ইহাদিগকে লা-এলাহ্-ইল্লালাহ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, বলা হইত (তখন) ইহারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিত, ৩৫ এবং বলিত একজন বিকৃতমস্তিষ্ক কবির কথা মত কি আমরা (কেহ ধনদাতা, কেহ স্বাস্থ্যদাতা, কেহ পুত্রদাতা প্রভৃতি) আমাদের উপাস্যগণকে পরিত্যাগ করিব? বরং (পয়গম্বর) সত্য সহ আগমন করিয়াছেন, এবং (পূর্ব্ব-বর্ত্তী) পয়গম্বরগণকে সত্য করিতেছেন। ৩৭ (হে আরব দেশীয় পৌত্তলিকগণ,) নিশ্চয়ই তোমরা মহা শাস্তির আস্বাদ প্রাপ্ত হইবা, এবং তোমরা যাহা করিতেছ তাহারই বিনিময় প্রাপ্ত হইবা। ৩৯ কিন্তু আল্হাহর পবিত্র দাসগণ (শাস্তি প্রাপ্ত হইবে) না। ৪০ ইহারাই যাহাদের জন্য অধারিত জীবিকা রহিয়াছ, ৪১ (তাহা) স্বর্গীয় ফলপুঞ্জ, এবং তাহারা সম্মানীত হইবে। ৪২ তাহারা মহাদান পূর্ণ উদ্যানে, ৪৩ সিংহাসনের উপরে পরস্পর সম্মুখীন উপবিষ্ট থাকিবে। ৪৪ নির্ম্মল, ৪৫ শুভ্র, ৪৪ পানীয়ের পাত্র তাহাদের নিকট পুনঃ পুনঃ আনীত হইবে, ৪৫ পানকারিগণকে তাহা সুস্বাদ বোধ হইবে, ৪৬ তাহাতে মাদকতা নাই, এবং তাহার জন্য তাহাদের বুদ্ধি ভ্রংশ হইবে না। ৪৭ এবং তাহাদের নিকট নিম্নাভিমুখে দৃষ্টিকারিণী, সুলোচনা, (পার্থিব পত্নিগণ উপবিষ্টা থাকিবে।) ৪৮ (তাহাদের বর্ণ এমত উজ্জ্বল) যেন (উষ্ট্র পক্ষীর) ডিম্ব বস্ত্রাবৃত করা হইয়াছে; ৪৯ তখন তাহাদের কতকজন অন্য কতক জনার নিকট অগ্রসর হইবে, পরস্পর প্রশ্নোত্তর করিবে। ৫০ একজন বক্তা বলিবে, আমার

একজন সঙ্গী ছিল, ৫১ সে বলিত, তুমিও কি (মরণান্তর জীবন) সত্য বিবেচনাকারিগণের অন্তর্গত? ৫২ অহো, যখন আমরা মরিয়া যাইব, এবং মৃত্তিকা এবং অস্থিতে পরিণত হইব, তখন কি কর্ম্মের ফল প্রদত্ত হইবে? ৫৩ সে বলিবে, তুমি কি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছুক? ৫৪ তদনন্তর সে তাহাকে দেখিবে, তখন তাহাকে নরকের মধ্য স্থলে দেখিতে পাইবে। ৫৫ সে বলিয়া উঠিবে, আল্লাহর শপথ, তুমি যে প্রায় আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলা! ৫৬ ফলতঃ যদি আমার প্রতি-পালকের অনুগ্রহ না হইত, তাহা হইলে যাহাদিগকে নরকে উপস্থিত করা হইয়াছে, আমি নিশ্চয় তাহাদের অন্তর্গত হইতাম। ৫৭ (ইহা) কি (সত্য) নহে, আমরা আর মরিব না? ৫৮ প্রথম মরণ ব্যতীত (আমাদের আর মরণ নাই) এবং আমরা শাস্তিগ্রস্তও হইব না? ৫৯ নিশ্চয় ইহা মহা মনস্কামনা লাভ। ৬০ উচিত যে এইরূপ (অবস্থার জন্য) কর্ম্মকর্ত্তাগণ কর্ম্মার্জ্জন করুক। ৬১ জিজ্ঞাসা করি ইহাই উত্তম নিমন্ত্রণ, অথবা জ,কুম বৃক্ষ (ভক্ষণ?) ৬২ আমি তাহা পাপাচারীর জন্য পরীক্ষাস্থল করিয়াছি, ৬৩ নিশ্চয় তাহা এমত বৃক্ষ যে নরকের মূল দেশ হইতে উৎপন্ন হয়, ৬৪ তাহার ফলের স্তবক যেন শয়তান (অর্থাৎ সর্প) সকলের মস্তক সমূহ, (মোঃ কোঃ) ৬৫ তখন নিশ্চয় তাহারা তাহাই ভক্ষণ করিবে, তখন তদ্দ্বারা উদর পূর্ণ করিবে। ৬৬ তদনন্তর তাহার উপরে উষ্ণ জল পান করিবে, ৬৭ তদনন্তর পুনঃ তাহাদিগকে নরকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ৬৮ তাহারা নিশ্চয় তাহাদের পিতাগণকে নরকগামী প্রাপ্ত হইয়াছিল, ৬৯ তদনন্তর তাহারাও তাহাদের পদচিহ্নের উপর দিয়া ধাবিত হইতেছিল। ৭০ এবং তাহাদেরও পূর্ব্বে বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণ পথভ্রষ্ট হইয়াছিল, ৭১ এবং নিশ্চয়ই আমি তাহাদেরও মধ্যে রসুল

প্রেরণ করিয়াছিলাম, ৭২ (অগাদিগকে তাহারা অগ্রাহ্য করিয়াছিল,)
তৎপ্রযুক্ত তাহাদের পরিণাম কেমন হইয়াছিল তাহা তুমি দেখ। ৭৩
কিন্তু (তাহাদের মধ্যে পবিত্র জীবন অতিবাহিতকারী) আল্লাহ্র পবিত্র
দাসগণ ব্যতীত অপরের পরিণাম শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। ২।৫২ = ৭৪

৭৫ ফলতঃ (পয়গম্বরগণ তাঁহাব অনুগৃহীত যথা,) নূহ্ আমাকে আহ্বান
করিয়াছিল, তদনন্তর আমাকে সর্ব্বোত্তম প্রার্থনা গ্রাহ্যকারী প্রাপ্ত
হইয়াছিল। ৭৬ এবং তাহাকে আমি মহা বিপদ হইতে উদ্ধার
করিয়াছিলাম, এবং তাহাব পরিবাববর্গকেও, (উদ্ধাব করিয়াছিলাম।)
৭৭ এবং তাহার বংশধবগণকে (কেয়ামত পর্য্যন্ত) অবশিষ্ট থাকিবে
(এমত করিয়াছি।) ৭৮ এবং পববর্ত্তী ব্যক্তিগণের মধ্যে তাহার
উপবে (এইরূপ মঙ্গল প্রার্থনা) সৃষ্টিতে প্রচলিত রাখিয়াছি, (যে) ৭৯
পৃথিবীতে (বহু ব্যক্তি প্রার্থনা করিতেছে) নূহের উপবে মঙ্গল অবতীর্ণ
হউক। ৮০ নিশ্চয় আমি সুবর্ম্মকারীগণকে এইরূপ বিনিময় প্রদান
করি। ৮১ নিশ্চয়ই নূহ্ ভক্তিমান দাসগণেব অন্তর্গত। ৮২ তখন
অন্য ব্যক্তিকে জলমগ্ন করিয়া দিয়াছিলাম। ৮৩ এবং নিশ্চয়ই ইব্রাহীমও
তাঁহাবই আজ্ঞাবহ দলভুক্ত। ৮৪ (ইহা সে সময়ের কথা) যখন
সে তাহাব প্রতিপালকেব নিকট বিশুদ্ধ মনে আগমন করিল, ৮৫ যখন
সে তাহার পিতাকে এবং স্বজাতীয়গণকে বলিল তোমরা কাহার
উপাসনা করিতেছ? ৮৬ আশ্চর্য্য যে আল্লাহ্ ব্যতীত কল্পিত উপাস্য
সকলেব অভিলাষী হইয়াছ; ৮৭ এমত স্থলে সৃষ্টির প্রতিপালক
সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা? ৮৮ তখন (ইবরাহীম তাহাদের
উপাস্য) নক্ষত্রগণের দিকে একবাব দৃষ্টিপাত করিল, ৮৯ তখন বলিল
নিশ্চয় আমি পীড়িত হইব, (কষ্টগ্রস্ত হইব।) ৯০ তখন (তাহার
স্বজাতীয়গণ) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া অন্যাভিমুখী হইল। ৯১ তখন

গুপ্তভাবে তাহাদের উপাস্য সকলের দিকে (মন্দিরে) প্রবেশ করিল, তখন বলিতে লাগিল, (এই ভোগ সকল) খাইতেছ না কেন? ৯২ তোমাদের কি হইয়াছে যে, কথা বলিতেছ না? ৯৩ তখন তাহাদিগকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল ৯৪ (ভগ্ন-মূর্ত্তি সকল দেখিয়া) তখন তাহারা তাহার দিকে অগ্রসর হইল। ৯৫ (প্রত্যুত্তরে ইব্‌রাহীম) বলিল, আশ্চর্য্যের বিষয় যে যাহা তোমরা প্রস্তর কাটিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছ তাহাদেরই উপাসনা কর, ৯৬ অথচ আল্‌লাহই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যে সকলকে (অর্থাৎ যাহার মূর্ত্তি সকলকে) তোমরা গঠিত কর, তাহাদিগকেও (সৃষ্টি করিয়াছেন।) ৯৭ তাহারা বলিতে লাগিল, তাহার জন্য এক (অগ্নি) কুণ্ড নির্ম্মাণ কর, তখন তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ কর। ৯৮ তাহারা তাহাকে (দগ্ধকরণ জন্য এই) কৌশল অবলম্বন করিল, তখন আমি তাহাদিগকেই হীনতাগ্রস্ত করিলাম, (অগ্নি দাহিকাশক্তিহীন হইল।) ৯৯ এবং (ইব্‌রাহীম) বলিল সত্য সত্যই আমি আমার প্রতিপালকের অভিমুখে চলিলাম, তিনিই আমাকে পথ-প্রদর্শন করিবেন। ১০০ (যাত্রাকালে সে প্রার্থনা করিল) হে আমার প্রতিপালক, আমাকে শুদ্ধাচারিগণের দলভুক্ত (সন্তান সন্ততি) প্রদান কর। ১০১ তদনন্তর (যথা সময়) আমি তাহাকে একটি ধৈর্য্যশীল কুমারের সংবাদ প্রদান করিয়াছিলাম। ১০২ তদনন্তর যখন (ঐ বালকটি ইতস্ততঃ) ধাবিত হইয়া, তাহার সহিত (ক্রীড়া করার বয়সে) উপনীত হইল, (তখন ইব্‌রাহীম এক দিবস ঐ কোমল বয়সের বালকটিকে) বলিল, হে বৎস আমি আমার স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন তোমাকে (আল্‌লাহর আদেশে কুরবাণী জন্য) জব্‌হ্‌ করিতেছি, অতএব তুমিও কি কর্ত্তব্য দেখিতেছ? (বালক ইস্‌মাইল) বলিল, হে আমার জনক, যাহা আপনি দেখিয়াছেন,

তাহা করুন, যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় নিশ্চয় আমাকে ধৈর্য্যশীল প্রাপ্ত হইবেন। ১০৩ তদনন্তর যখন (তাহারা উভয়ে নিজকে) সমর্পণ করিয়া দিল, তখন (ইব্‌রাহীম) তাহাকে (বালক ইসমাইলকে) তাহার মস্তকের উপরে নিপতিত করিল; ১০৪ তখন আমি তাহাকে আহ্বান করিলাম যে, হে ইব্‌রাহীম (ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও,) ১০৫ তুমি স্বপ্ন সত্য করিলা, আমি সুকর্ম্মকারিগণকে এইরূপে বিনিময় প্রদান করিয়া থাকি, (যে তাহাদের উদ্দেশ্যকেই তাহাদের কর্ম্ম বলিয়া গণ্য করি,) ১০৬ নিশ্চয় ইহা তাহাই যাহা মহা পরীক্ষা। ১০৭ এবং মহাজ'ব্‌হ্ অর্থাৎ ঈদের কুরবাণী তাহার পরিবর্ত্তে প্রদান করিয়াছিলাম। (নঃ আঃ) ১০৮ এবং পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণের মধ্যে তাহার উপরে (এই মঙ্গল প্রার্থনা) প্রচলিত রাখিয়াছি ১০৯ (যথা) ইব্‌রাহীমের উপরে সালাম, আল্লাহর অনুগ্রহ অবতীর্ণ হউক। ১১০ আমি এইরূপে সুকর্ম্মকারিগণকে বিনিময় প্রদান করি। ১১১ নিঃসন্দেহই ইব্‌রাহীম ভক্তিমানগণের অন্তর্গত। ১১২ এবং আমি তাহাকে ইস্‌হাকেরও সুসংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলাম, সে আমার নবী, এবং সাধু পুরুষগণের অন্তর্গত। ১১৩ এবং আমি তাহাকে এবং ইস্‌হাককে কল্যাণ প্রদান করিয়াছিলাম: এবং (হে পয়গম্বর,) ইহাদের (অর্থাৎ ইব্‌রাহীম, ইস্‌মাইল, ইস্‌হাকের) সন্তানগণ মধ্যে (এখন অনেকে) সুকর্ম্মকারী, এবং (অনেকে) প্রকাশ্যতঃ তাহাদের নিজের উপরে অত্যাচারকারী। (৩।২৯ = ১১৩)

১১৪ এবং (তদ্রূপ) আমি মূসা এবং হারুণের উপরে অনুগ্রহ করিয়াছিলাম, ১১৫ এবং তাহাদের উভয়কে এবং তাহাদের স্বজাতীয়গণকে মহাদুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, ১১৬ এবং তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলাম, তখন সেই দুই

জন্যই প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল। ১১৭ এবং তাহাদের উভয়কে আমি বিস্তৃতরূপে বর্ণনাকারী গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম, ১১৮ এবং তাহাদের উভয়কে অবক্র পথের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলাম, ১১৯ এবং পরবর্ত্তীগণের মধ্যে তাহাদের উভয়ের জন্য আমি (মঙ্গল প্রার্থনা) প্রচলিত রাখিয়াছি, ১২০ (যথা) মূসা এবং হারুণের উপরে মঙ্গল অবতীর্ণ হউক। নিশ্চয়ই আমি এইরূপে সুকর্ম্মকারিগণকে বিনিময় প্রদান করিয়া থাকি। ১২১ নিশ্চয়ই তাহারা আমার ভক্তিমান দাসগণের অন্তর্গত। ১২২ এবং নিশ্চয়ই আল্ইয়াস প্রেরিতগণের অন্তর্ভুক্ত, ১২৩ (ইহা তখনকার কথা) যখন তাহার স্বজাতীয়গণকে সে বলিতেছিল, তোমরা কেন, (মুর্ত্তিপূজা) ভয় করিতেছ না ? ১২৪ আশ্চর্য্যের বিষয়, তোমরা বা'ল [1] (সূর্য্য) দেবকে আহ্বান করিতেছ, অথচ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্ত্তাকে ত্যাগ করিতেছ। ১২৫ আল্লাহ্ই তোমাদের রক্ষাকর্ত্তা, এবং তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী তোমাদের পিতাগণেরও প্রতিপালক। ১২৬ তখন তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিল, তজ্জন্য নিশ্চয় তাহাদিগকে (নরকে) উপস্থিত করা হইবে, ১২৭ কিন্তু আল্লাহর দাসগণকে ব্যতীত (তদ্রূপ করা হইবে) ১২৮ তাহার উপরে পরবর্ত্তীগণের মধ্যে আমি প্রচলিত রাখিয়াছি যে ১২৯ ইল্ইয়াসীনের (অর্থাৎ আল্ ইয়াসের উপর) অনুগ্রহ অবতীর্ণ হউক। ১৩০ এইরূপে সুকর্ম্মকারিগণকে নিশ্চয় আমি বিনিময় প্রদান করি। ১৩১ নিশ্চয়ই সে আমার ভক্তিমান দাসগণের অন্তর্গত। (ইনি জ্যোতির্ম্ময় যানে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, এবং এখনও জীবিত আছেন।) ১৩৩ এবং লূতও নিশ্চয়ই রসুলগণের অন্তর্গত, ১৩৩ (ইহা সে সময়ের বিবরণ) যখন আমি তাহাকে ১৩৪ কিন্তু পশ্চাৎ অবস্থানকারিনী তাহার বৃদ্ধা স্ত্রীকে ব্যতীত তাহার গৃহবাসী সকলকেই উদ্ধার করিয়াছিলাম,

১৩৫ তদনন্তর অপর ব্যক্তিগণকে প্রস্তর বর্ষণ করিয়া ধ্বংস করিয়াছিলাম। ১৩৬ (হে আরব দেশবাসিগণ,) যখন তোমরা (শামদেশে) যাতায়াত কর, তোমরা ঐ সকল (ধ্বংস প্রাপ্ত নগরের) উপর দিয়া (কখনও) প্রাতঃকালে, (কখনও) রাত্রিতে (যাতায়াত কর,) আশ্চর্য্যের বিষয় যে (পাপের পরিণাম দেখিয়াও) তোমরা কেন সতর্ক হইতেছ না। ৪।২৫ = ১৩৮ (১৩৯)

এবং ইউনস নিশ্চয়ই রসুলের অন্তর্গত. ১৪০ (ইহা তৎকালের কথা) যখন (সে নিনিভি হইতে যাত্রী) পূর্ণ অর্ণব পোতের দিকে (ইয়াফাতে) পলায়ন করিল, (যেন তরসীস নগরে আশ্রয় গ্রহণ করে।) ১৪১ তদনন্তর তাহারা (পোতারোহিগণ,) গুর্ত্তি নিক্ষেপ করিল, তখন সে মগ্নব্যক্তিগণের অন্তর্গত হইল। ১৪২ তখন তাহাকে এক মৎস্য গলাধঃ করিল, তখন সে নিজকে তিরস্কার করিতেছিল, ১৪৩ তদনন্তর সে যদি পবিত্রতা বাদকারিগণের অন্তর্গত না হইত, ১৪৪ তাহা হইলে পুনরুত্থানের দিবস পর্য্যন্ত মৎস্য গর্ভেই থাকিত, (লওহ মহফুজে তাহাকে মৎস্য গর্ভে দৃষ্ট হইত।) ১৪৫ তৎপর আমি তাহাকে (মৎস্যগর্ভ হইতে) প্রান্তরেতে নিক্ষেপ করিলাম, এবং (তখন) সে পীড়িতাবস্থায় ছিল। ১৪৬ এবং তাহার উপর (বৃহৎ পত্রযুক্ত) লতা জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন করিলাম; ১৪৭ এবং তাহাকে (পুনঃ নিনিভি নগরে) এক লক্ষ বা ততোধিক ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিলাম। ১৪৮ তখন (নগরবাসিগণ) তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, তখন তাহাদিগকে এক নির্নীত সময় পর্য্যন্ত আমি ভোগবান করিয়াছিলাম। ১৪৯ এমতস্থলে, (যাহারা ফেরেশ্‌তাগণের উপাসনা করে যে তাহারা তাঁহার কন্যা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে তাহাদের প্রতিপালকের জন্য কি কন্যা? এবং তাহাদের জন্য কি পুত্র? ১৫০-

জিজ্ঞাসা করি আমি কি ফেরেশ্‌তাগণকে নারী জাতীয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি, এবং তাহারা (তখন) দৃষ্টি করিতেছিল? ১৫১ সাবধান, সাবধান, ইহারা ইহাদের কল্পনা মত বলিতেছে ১৫২ আল্‌লাহ্ তাহাদিগকে (ফেরেশ্‌তা নারী গর্ভে) জন্ম প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ তাহারা নিশ্চয় অসত্যবাদী। ১৫৩ আল্‌লাহ্ কি পুত্রগণকে ত্যাগ করিয়া কন্যাগণকেই নির্ব্বাচন করিয়াছেন? ১৫৫ তোমাদের কি হইয়াছে? তোমরা কেমন স্থির করিতেছ? ১৫৪ অহো, এমতস্থলে তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ না কেন? ১৫৫ অথবা তোমাদের নিকট কি প্রকাশ্য প্রমাণ রহিয়াছে? ১৫৬ যদি তোমরা সত্যবাদী, তাহা হইলে তোমাদের গ্রন্থ উপস্থিত কর। ১৫৭ এবং ইহারা তাঁহার এবং জিন্‌গণের মধ্যে স্বগণসম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছে, অথচ জিন্‌গণ জানে যে তাহাদিগকেও (কর্ম্মফল ভোগ জন্য নরকে) উপনীত করা হইবে। ১৫৮ তাহারা যদ্রূপ বর্ণনা করে, আল্‌লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র। ১৫৯ যাহারা আল্‌লাহর পবিত্র দাস, তাহারা ব্যতীত অন্যে নরকগামী হইবে, ১৬০ নিশ্চয় তোমরা এবং যাহাদিগকে তোমরা উপাসনা কর তাহারা ১৬১ কাহাকেও তাঁহার নিকট হইতে প্রতারণা করিয়া ফিরাইতে পারিবা না। ১৬২ কিন্তু সেই ব্যক্তিকে যে জহন্নমে প্রবেশ করিবে কেবল তাহাকেই (আল্‌লাহর দিক হইতে ফিরাইয়া দিতে পারিবে,) ১৬৪ ফলতঃ আমাদের মধ্যে এমত কেহই নাই যাহার জন্য অবস্থানের স্থান নির্নীত নাই, ১৬৫ এবং আমাদের সকলেরই জন্য নিঃসন্দেহই (আপন আপন) শ্রেণী রহিয়াছে, ১৬৬ এবং আমরা সকলই (আপন আপন অবস্থারূপ বাক্য দ্বারা) তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণায় নিযুক্ত রহিয়াছি। ১৬৭ এবং (এই পৌত্তলিকগণ ইতঃপূর্ব্বে) নিশ্চয় বলিতেছিল, ১৬৮ যদি পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণের (ন্যায়) কোনও গ্রন্থ

আমাদের নিকট থাকিত, ১৬৯ তাহা হইলে আমরা আল্লাহর পবিত্র দাসগণের অন্তর্গত হইতাম। ১৭০ (কিন্তু যখন ঐরূপ এক গ্রন্থ উপনীত হইল) তখন তাহা অগ্রাহ্য করিল, তজ্জন্য শীঘ্রই তাহারা (ইহার পরিণাম) জানিতে পারিবে। ১৭১ এবং আমার দাস রসুলগণ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বেই আমার আদেশ হইয়াছে, ১৭২ (যে) ইহারাই তাহারা যাহারা নিঃসন্দেহই আমার সাহায্য প্রাপ্ত হইবে, ১৭৩ এবং নিঃসন্দেহই যাহারা আমার সৈন্য তাহারাই, (সেই ইস্লাম সৈন্যই,) প্রাবল্য লাভ করিবে! ১৭৪ অতএব. (হে পয়গম্বর, সেই) নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত তাহাদের দিক হইতে তোমার মুখ ফিরাইয়া লও। ১৭৫ এবং তাহাদিগকে দেখিতে থাক, অতঃপর তাহারাও (তাহাদের পরিণাম) শীঘ্রই দেখিতে পাইবে। ১৭৬ আশ্চর্য্যের বিষয়, এমত স্থলেও কি তাহারা আমার দণ্ডের শীঘ্র আগমন জন্য ইচ্ছুক? ১৭৭ অতঃপর যখন তাহা তাহাদের প্রাঙ্গনে উপনীত হইবে, তখন এই সতর্কীকৃত ব্যক্তিগণের প্রাতঃকাল অতি অমঙ্গলজনক হইবে। ১৭৮ ফলতঃ (হে রসুল,) এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত তুমি তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লও, ১৭৯ এবং দেখিতে থাক, অতঃপর তাহারাও শীঘ্রই দেখিতে পাইবে। ১৮০ তাহারা যেমন বর্ণনা করে, তাহা হইতে মহাশ্রদ্ধাস্পদ্ তোমার প্রতিপালক পবিত্র। ১৮১ এবং পয়গম্বরগণের উপরে (তাঁহার) অনুগ্রহ অবতীর্ণ হউক, ১৮২ এবং সমস্ত প্রশংসাবাদই সৃষ্টির প্রতি-পালক আল্লাহর।

(১৭৭ আয়তের ভবিষ্যৎ বাণী মক্কা প্রবেশের দিন সত্য হইয়াছিল, এবং পয়গম্বরের জীবমানেই সমস্ত আরবদেশে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছিল।)

সাদ-সত্য।

(মক্কাবতীর্ণ—৩৮ সূরা)

এই সূরার মর্ম্ম :—

১ম রুকু :—মক্কার কাফেরগণ গর্ব্ব এবং অহঙ্কার বশতঃ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্য বিশ্বাসস্থাপনকারী হইতেছে না; পয়গম্বর শিক্ষা দিতেছে এক আল্লাহই, মঙ্গলামঙ্গল কর্ত্তা, ধনদাতা, স্বাস্থ্যদাতা, ভিন্ন ভিন্ন আল্লাহ্ তাহা করেন না; অবিশ্বাসকারীগণ বলিতেছে যে, ইহা আশ্চর্য্য যে এক আল্লাহ ইহা সমস্ত করেন; ইহা যে আল্লাহর বাণী, কোর্-আনে প্রকাশিত হইতেছে, তাহারা তাহাই বিশ্বাস করে না; এই অহঙ্কারী দর্পিত ব্যক্তিগণের মনে রাখা, উচিত যে, ইহাদের হইতেই প্রবল জাতিগণকে অবিশ্বাসের এবং ঐশ্বরিক বাণী অগ্রাহ্যের জন্য ধ্বংস করা হইয়াছে;

২য় রুকু :—হে পয়গম্বর এই অবিশ্বাসকারীগণের ব্যবহারে তুমি ধৈর্য্যচ্যুত হইও না, কালক্রমে তুমি দাউদের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং দেশের রাজ্যপতি হইবা; যে শত্রুগণ তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে সে ক্ষমা করিয়াছিল, তুমি ইহাদিগকে ক্ষমা করিও;

৩য় রুকু :—স্বর্গ মর্ত্ত উদ্দেশ্যশূন্য নহে, মর্ত্তে অর্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ জন্য পরকাল বা স্বর্গ লোক; ধর্ম্মভীরু এবং পাপাচারিগণ এক সমান নহে, তাহাদের জন্য সুতরাং কর্ম্মের পূর্ণ ফলভোগের স্থান আবশ্যক;

দাউদকে পরম ধার্ম্মিক প্রতাপশালী পুত্র সোলএমানকে দিয়াছিলাম, সে ধর্ম্মরাজ্য রক্ষার্থে যুদ্ধোপকরণ, যথা নির্ব্বাচিত যুদ্ধাশ্বের সমাদর করিত, তাহাকে অনেক ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে হইয়াছিল; তাহাকে বায়ু এবং জিন-গণের উপরে আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলাম;

৪র্থ রুকু:—হে নবী, আল্লাহর উপরে নির্ভরকারী এবং ধৈর্য্য শীলের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আইউবকে স্মরণ কর, এবং ইব্রাহীম এবং ইসহাক, ইয়াকুব. ইস্মাইল, ইলিয়াস, এবং জুল্-কিফ্লকে স্মরণ কর, (তুমিও তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক); পাপ বর্জ্জনকারীগণের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বর্গ-লোক আছে, (ইন্দ্রিয়াতীত স্বর্গও তাহারা লাভ করিবে ;) নরকে নেতাগণ এবং তাহাদের অনুসরণকারীগণ পরস্পরের উপর দোষারোপ এবং তর্কবিতর্ক করিবে সত্য ;

৫ম রুকু:—পয়গম্বর, তুমি প্রচার কর এক মাত্র আল্লাহই উপাস্য ; কেয়ামত সত্য ; ফেরেশ্তা তোমার মনে ওহি অর্পণ করিতেছে ; যাহারা কোর্-আন অগ্রাহ্যকারী, তাহারা শয়তানের ন্যায় গর্ব্বিত, তাহারা মস্তকাবনত করিতে অসম্মত ; আল্লাহর অঙ্গীকার যে জিন এবং মনুষ্য দ্বারা নরক পূর্ণ করিবেন সত্য ; কোর্-আন্ সত্য, তাহা মরণান্তর হইতেই জানিতে পারিবে।

সাদ—সত্য।

মক্কাবতীর্ণ ৩৮ সংখ্যক সূরা (৩৮।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা

আল্‌লাহর নামে আরম্ভ। [১।৩৮।২৩

১। সাদ, (পয়গম্বর সত্য বলিতেছেন,) মহোপদেশপূর্ণ কোর্‌-আনের শপথ, ২ অথচ অবিশ্বাসকারিগণ আত্ম গরীমা এবং প্রতিদ্বন্দীতার মধ্যে রহিয়াছে। ৩ (পয়গম্বরগণের গর্ব্বিত প্রতিদ্বন্দী) বহু যুগের ব্যক্তিগণকে এই (আরবদের) পূর্ব্বে আমি বিনষ্ট করিয়াছি; তখন তাহারা আমাকে আহ্বান করিয়াছিল, কিন্তু তখন উদ্ধারের সময় ছিল না। ৪ এবং ইহারা আশ্চর্য্যতা প্রকাশ করিতেছে যে, ইহাদেরই মধ্য হইতেই ইহাদের নিকট একজন সতর্ককারী আসিয়াছে। এবং এই অবিশ্বাসকারিগণ বলিল, এই ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক, অসত্যবাদী; ৫ আশ্চর্য্যের বিষয় যে সে (সমস্ত) উপাস্যগণকে একমাত্র উপাস্য করিয়া দিয়াছে! সত্য সত্যই ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়! ৬ এবং তাহাদের প্রধান ব্যক্তিগণ চলিয়া গেল, (এবং সাধারণ ব্যক্তিগণকে বলিল,) তোমরাও চলিয়া যাও, এবং তোমাদের উপাস্যগণকে ধৈর্য্যের সহিত অবলম্বন করিয়া থাক, নিঃসন্দেহই এই বিষয় (যে একমাত্র আল্‌লাহ উপাস্য) সে অভীষ্ট (সাধ ; জন্য শিক্ষা দিতেছে।) ৭ আমরা (আমাদের) পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ধর্ম্ম পদ্ধতিতে এইরূপ শুনি নাই, ইহা কল্পনা ব্যতীত নহে। ৮ আশ্চর্য্যের বিষয়

যে, আমাদের মধ্যে তাহারই উপর (আল্লাহর বাণী) অবতারিত হইতেছে! বরং (হে নবী) আমার সতর্ক বাণী সম্বন্ধেতেই তাহারা সন্দিগ্ধ, বরং তাহারা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদ করে নাই। ৯ সর্ব্বোপরি ক্ষমতাসম্পন্ন মহা বদান্য তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের ভাণ্ডার কি তাহাদেরই নিকট আছে (যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আল্লাহ রসুল স্বরূপ অনুগৃহিত করিতে পারেন না?) ১০ অথবা স্বর্গের এবং মর্ত্তের এবং ইহাদের উভয়ের মধ্যে যাহা আছে, তাহার আধিপত্য কি তাহাদের? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তাহারা উপায় সকল অবলম্বন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করুক। ১১ ইহারা (এই অবিশ্বাসকারিগণ,) এমত সৈন্য যে, (ভবিষ্যতে) সৈন্যগণের মধ্যে ইহারাই পরাজিত হইবে। ১২ ইহাদের পূর্ব্বে নূহ, আদ, এবং কীলকবাহী, ফের-অ-উনের স্বজাতীয়গণও (পয়গম্বর বাক্যে) অসত্যারোপ করিয়াছিল, ১৩ এবং সমুদ ও লুতের স্বজাতীয়গণ এবং নিকুঞ্জবাসীগণও (তদ্রূপ করিয়াছিল;) ইহারাই (সেই) সৈন্যদল (যাহাদিগকে তিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন।) ১৪ তাহারা সকলেই পয়গম্বরের উপর অসত্যারোপ করিয়াছিল; তৎপ্রযুক্ত তাহাদের শাস্তি ন্যায্য হইয়াছিল (১।১৪)। ১৫ ফলতঃ ইহারা এক মাত্র মহা শব্দের অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে ব্যতীত নহে, (কিন্তু) তাহা কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না। ১৬ এবং তাহারা (ধৃষ্টতা করিয়া) বলিতেছে, হে আমাদের প্রতিপালক, কর্ম্মফল প্রাপ্তির দিবস আগত হওয়ার পূর্ব্বেই যাহা আমাদের ভাগ্যে আছে, তাহা আমাদিগকে প্রদান করিতে ত্বরা কর। ১৭ (হে পয়গম্বর তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে) তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, এবং আমার দাস দাউদকে স্মরণ কর, সে ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল, নিশ্চয় সে আমার প্রতি অনুরাগী ছিল। ১৮ আমি

পর্ব্বত সকলকেও তাহার আজ্ঞাবহ করিয়া দিয়াছিলাম, তাহারা সন্ধ্যা এবং প্রাতঃ তাহার সহিত আল্লাহর পবিত্রতাবাদ করিত। ১৯ পাখীগণও (সেই পাষাণ হৃদয়-দ্রবকারী সঙ্গীতে যোগ দেওয়ার জন্য) সমবেত হইত। সকলই তাহার প্রতি অনুরক্ত ছিল। ২০ এবং আমি তাহার রাজ্য সুদৃঢ় করিয়াছিলাম, এবং তাহাকে (রাজ্য শাসনের) জ্ঞান (প্রদান করিয়াছিলাম) এবং (জটিল) প্রশ্নের মীমাংসা করণেরও (বুদ্ধি প্রদান করিয়াছিলাম। (তোমাকেও তদ্রূপ করিব।) ২১ (হে নবী তাহার) শত্রুর বিবরণ কি তোমার নিকট আগত হইয়াছে? যখন তাহারা (তাঁহাকে বধ করিবার জন্য) প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়াছিল, (যে উপাসনাকালে তাহাকে হত্যা করিবে।) ২২ যখন তাহারা দাউদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহাদের জন্য সে আশঙ্কান্বিত হইয়াছিল। (তাঁহারা দাউদকে সতর্ক এবং প্রহরিগণকে উপস্থিত দেখিয়া) বলিতে লাগিল, আপনি ভীত হইবেন না, (আমরা বিচারপ্রার্থী। তাহারা এইরূপ একটি মিথ্যা গল্প বলিতে লাগিল,) আমরা উভয়ে পরস্পরে বিবাদকারী, আমাদের একজন অন্য একজনের উপরে অত্যাচার করিয়াছে, অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায্য মত মীমাংসা করুন; এবং অবিচার করিবেন না, এবং আমাদিগকে অবক্র পথের দিকে পথ প্রদর্শন করুন। ২৩ নিঃসন্দেহই ইনি আমার ভ্রাতা, ইহার (ভাগে) নবনবতিটি স্ত্রী মেষ, আছে, এবং আমার (ভাগে) একটি মাত্র স্ত্রী মেষ, ইহাতেও ইনি বলিতেছেন, ঐ স্ত্রী মেষটিও আমাকে অর্পণ কর; এবং কথাতে ইনি আমার উপরে প্রাবল্য প্রকাশ করিতেছেন। ২৪ (তাহাকে হত্যার উদ্যম জন্য তাহাদিগকে দণ্ডিত না করিয়া দাউদ) বলিল, তাহার (নবনবতিটি) স্ত্রী মেষ স্বত্বেও সে তোমার একটি স্ত্রী মেষের প্রার্থী

হইয়া তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, ফলতঃ অনেক অংশীই অপর (অংশীর) উপরে অত্যাচার করিয়া থাকে; কিন্তু যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং পুণ্য কর্ম্মকারী, তাহারা তেমন করেন না, কিন্তু তেমন ব্যক্তি অল্প। ২৫ এবং দাউদ বুঝিতে পারিল যে, আমি তাহার পরীক্ষা করিতেছি (যে এমতস্থলেও সে ক্ষমা করে কি না, অথবা ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাদিগকে দণ্ডিত করে;) তখন সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল (এই জন্য যে তাহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল;) এবং সিজ্‌দাতে নিপতিত হইল, এবং তাঁহার দিকে আগ্রাহান্বিত হইল। ২৬ তখন আমি তাহার দোষ ক্ষমা করিয়া দিলাম, এবং নিঃসন্দেহই আমার নিকট তাহার সান্নিধ্য রহিয়াছে, এবং তাহার অবস্থানের উত্তম স্থানও রহিয়াছে। (আমি দাউদকে বলিয়াছিলাম) হে দাউদ, আমি তোমাকে এই দেশে আমার প্রতিনিধি করিয়াছি, অতএব মনুষ্যগণের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার কর, এবং অভিলাষের অনুবর্ত্তী হইও না; (যদি ন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিলাষের বশীভূত হও) তখন তাহা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবে। যাহারা আল্লাহর পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাদের জন্য নিশ্চয় কঠিন শাস্তি, যেহেতু তাহারা বিচারের দিন ভুলিয়া গিয়াছে। (হঃ দাউদের নবনবতিজন স্ত্রী থাকিতেও তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ উরিয়ার স্ত্রীকে কৌশলক্রমে হস্তগত করিয়াছিলেন উপলক্ষে এই আএত অবতীর্ণ হওয়া যাহারা বলেন, তাহারা নির্ভরযোগ্য নহেন। পয়গম্বরগণ কর্ত্তৃক গুরু পাপজনক কার্য্য কখনও হয় না। তঃ হঃ। হজয়ত পয়গম্বর যথাসময়ে হজরত দাউদের ন্যায় ক্ষমতাশালী হইবেন, ইঙ্গিতে তাহা বলা হইতেছে।) ২।১২—২৬

২৭। আমি স্বর্গ এবং মর্ত্ত এবং যাহা তাহাদের উভয়ের মধ্যে

তাহা নিরর্থক সৃষ্টি করি নাই, যাহারা অবিশ্বাসকারী, ইহা (যে সৃষ্টির কোনও আবশ্যকতা ছিল না,) তাহাদের অনুমান মাত্র, যাহারা অবিশ্বাসকারী তাহাদের নরক ভোগ জন্য আক্ষেপ। যাহারা বিশ্বাস-স্থাপনকারী এবং (তৎসহ) সাধুকর্ম্মকারী, আমি কি তাহাদিগকে তাহাদের মত করিব যাহারা পৃথিবীতে পাপাচরণ করে? আমি কি ধর্ম্মভীরুগণকে অধর্ম্মকারীগণের মত করিব? ২৯ আমি মঙ্গল-প্রদ গ্রন্থ তোমার উপর অবতীর্ণ করিতেছি, যেন তাহার আএত সমূহ মনুষ্যগণ পর্য্যালোচনা করে, এবং যেন বুদ্ধিমান উপদেশগ্রাহী হয়। ৩০ এবং দাউদকে আমি সোলয়মান (নামক মহাজ্ঞানী প্রতাপ-শালী রাজচক্রবর্ত্তী) পুত্র প্রদান করিয়াছিলাম। (সে আমার) অতি উত্তম দাস, নিশ্চয় সে আমার প্রতি অনুরক্ত ছিল। ৩১ (তাহার জীবনকালের এক দিনের ঘটনা,) যখন সন্ধ্যার (অবসর) সময় উৎকৃষ্ট জাতীয় নির্ব্বাচিত অশ্ব সকলকে পরিদর্শনার্থে তাহার সম্মুখীন করা হইয়াছিল, ৩২ তখন [সে বলিতে লাগিল, ধন, রত্ন, যুদ্ধাশ্বাদি] উত্তম বস্তুর প্রতি আমার যে ভালবাসা তাহা আমার প্রতিপালককে স্মরণ জন্যই ভালবাসা, [যেন তাঁহার মনোনীত ধর্ম্ম কেহ বিনষ্ট করিতে সাহস না করে। ঐ যুদ্ধাশ্ব সকল কেমন দ্রুতগামী দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ মাত্র] যাবৎ [তাহারা দৃষ্টির অতীত স্থানের] যবনিকার অভ্যন্তরে অদৃশ্য না হইল, [তাবৎ দেখিয়া থাকিল,] ৩৩ [তখন সোলয়মান আদেশ করিল] তাহা সকলকে আমার সম্মুখে ফিরাইয়া আন; তখন [সন্তোষ প্রকাশ করিতে করিতে] তাহাদের স্কন্ধের এবং পদের উপর [হস্ত দ্বারা] স্পর্শ করিতে লাগিল। (ভিন্ন ভিন্ন অর্থ।) ৩৪ এবং আমি সোলায়মানকে পরীক্ষাধীন করিয়াছিলাম, এবং তাহার সিংহাসনের উপর (মহা ভার) শরীর (শত্রুগণের আক্র-

মণ রূপ ভার) অর্পণ করিয়াছিলাম। ভিন্ন ভিন্ন অর্থ। [সোলয়মান ধর্ম্মরাজ্য রক্ষার্থে কোনই ত্রুটি করে নাই ;] তদনন্তর (আমার) প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল, ৩৫ এবং প্রার্থনা করিয়াছিল, হে আমার প্রতি-পালক, (জ্ঞাতভাবে বা অজ্ঞাতভাবে আমি পাপ করিয়া থাকিলেও) আমার পাপ মার্জ্জনা করিয়া দাও, এবং আমাকে এমত রাজত্ব প্রদান কর, যেন আমার (জীবনকালে) আর কেহই উহার যোগ্য না হয়, (আমার রাজত্ব প্রতিদ্বন্দীশূন্য কর ;) নিশ্চয় তুমি মহা দাতা। ৩৬ তখন আমি বায়ুকে তাহার অধীন করিয়া দিলাম, যে স্থানে সে উপস্থিত হইত, সেইদিকে তাহার আজ্ঞা ক্রমে বায়ু প্রবাহিত হইত, (তাহার অর্ণবপোতসকল উকীর হইতে স্বর্ণ এবং অন্যান্য স্থান হইতে লৌহ তাম্রাদি বহন করিয়া আনিত। ভিন্ন ভিন্ন অর্থ।) ৩৭ এবং তদ্রূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণকারী, এবং (সমুদ্র-গর্ভে) প্রবেশকারী শয়তানগণকেও (তাহার বশীভূত করিয়া দিয়াছিলাম।) ৩৮ (এবং শাসনের বা প্রকৃত) শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ অপর সকলকেও [তাহার অধীনস্থ রাখিয়াছিলাম। (ভিন্ন ভিন্ন অর্থ।)] (অবস্থারূপ বাক্য দ্বারা বলিয়াছিলাম) আমার এই অসংখ্য দান, এখন তুমি দান কর বা বন্ধ করিয়া রাখ (তাহার স্বাধীনতা তোমার।) ৪০ এবং (পরকালে) নিশ্চয় আমার নিকটে তাহার সান্নিধ্য এবং অবস্থানের উত্তম স্থান। (ইনিও দাউদের ন্যায় হস্তার্জ্জিত অর্থ দ্বারা অন্ন বস্ত্রের যোগাড় করিতেন।) ৩।১৪=৪০

৪১ এবং (হে নবী,) আমার দাস আই-উবকে স্মরণ কর, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়াছিল, (যে হে আমার প্রতিপালক আমার স্ত্রীর মনে মিথ্যা আশা সঞ্চারি করিয়া) শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও পীড়া দ্বারা স্পর্শ করিয়াছে, (আমি আমাকে-

তোমাকেই সমর্পণ করিয়া দিয়াছি। শয়তান হইতে কিছু আশা করি না।) আমি (তাহাকে আদেশ করিলাম,) তোমার পদ দ্বারা (পৃথিবীর পৃষ্ঠে) আঘাত কর, (তখন তথা হইতে এক উৎস বিনিঃসৃত হইল, তখন আদেশ হইল,) ইহা স্নানের এবং পানের জন্য শীতল জল, (তুমি ইহাতে স্নান এবং ইহার জল পান কর, তুমি রোগ মুক্ত হইবা। ইহা তোমার ধৈর্য্যের এবং বিশ্বাসের পুরস্কার।) ৪৩ আমি তাহাকে তাহার পরিবারবর্গকে পুনঃ প্রদান করিলাম, এবং স্ব অনুগ্রহক্রমে তাহাদের সহ আরও (পরিবার, সন্তান) প্রদান করিলাম; ফলতঃ ইহা বুদ্ধিমানের জন্য মহোপদেশ (যে আল্লাহই একমাত্র অবলম্বন) ৪৪ (এবং তোমার স্ত্রীকে শত কষাঘাতের প্রতিজ্ঞা রক্ষা জন্য, শতশলাকা যুক্ত) সম্মার্জ্জনী তোমার হস্তে গ্রহণ কর, তদ্বারা তাহাকে একবার প্রহার কর; কিন্তু সপথ ভঙ্গ করিও না। (হে নবী) নিশ্চয়ই আমি তাহাকে ধৈর্য্যশীল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সে আমার একজন উত্তম দাস, নিঃসন্দেহই সে আমাতে অনুরক্ত ছিল; (আগ্রহাতিশয়ের সহিত আমাকে স্মরণ করিত।) ৪৫ এবং (হে নবী,) আমার দাস ইব্রাহীম, ইস্হাক, এবং ইয়াকুবকে স্মরণ কর, তাহারা হস্তযুক্ত (অর্থাৎ সুকর্ম্মার্জ্জনকারী,) চক্ষুষ্মান, (অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিশ্বপতির সাঙ্কেতিক প্রমাণ দর্শনকারী) ছিল। ৪৬ আমি তাহাদিগকে নির্দ্দোষ করিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছিলাম যেন (পরকালের) গৃহ স্মরণ রাখে। ৪৭ ফলতঃ নিশ্চয় তাহারা আমার নিকট সুকর্ম্মকারী, নির্ব্বাচিত। ৪৮ (হে নবী,) ইস্মাইলকে, এবং ইল্ইয়াসকে, এবং জুল্‌কেফ্‌লকে স্মরণ কর, তাহারা সকলে সুকর্ম্মীগণের অন্তর্গত। ৪৯ এই সকল উপদেশ; ফলতঃ (যাহারা তাহা মান্য করে এমত) পাপ বর্জ্জনকারিগণের জন্য উত্তম ভবন রহিয়াছে; ৫০ (অর্থাৎ) চির

বিরাজিত স্বর্গোদ্যান সমূহের দ্বার সকল তাহাদের জন্য অবারিত। ৫১ তথায় তাহারা (অর্থাৎ সুকর্ম্মকারীগণ) উপাধান অবলম্বন করিয়া উপবিষ্ট থাকিবে, তথায় তাহারা প্রচুর ফল এবং পাণীয় (উপস্থিত করিতে চিরবাল কিঙ্করগণকে) আদেশ করিবে। ৫২ এবং তাহাদের ভার্য্যাগণ অবনত নয়না সমবয়স্কা হইবে। ৫৩ হে আত্মসমর্পণ-কারীগণ, কর্ম্মফল প্রাপ্তির দিবস ইহা (এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্বর্গ) তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে তাহার অঙ্গীকার করা যাইতেছে।

৫৪ নিঃসন্দেহই ইহা আমার (প্রদত্ত) সম্পদ, তাহার হ্রাস নাই। ৫৫ ইহাই (নিশ্চয়। এতদ্ব্যতীত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাতীত যে আধ্যাত্ম স্বর্গ রহিয়াছে তাহা ধারণাতীত।) ৫৫ কিন্তু অবিশ্বাসকারীদের জন্য সত্য সত্যই অবস্থানের স্থান অতিমন্দ। ৫৬ (অর্থাৎ) মহাগ্নি ; তাহারা তাহাতে প্রবেশ করিবে, তাহা অতি মন্দ শয্যা। ৫৭ ইহাই ; এই উষ্ণ জল এবং ক্ষত প্রবাহের আস্বাদ তাহারা গ্রহণ করিবে। এবং ৫৮ অন্য (যাহার আস্বাদ তাহারা গ্রহণ করিবে) তাহা বিবিধ প্রকার তদনুরূপ বস্তু। ৫৯ (তাহাদের নেতাগণকে বলা হইবে) এইদল তোমাদের সহিত নরকভুক্ত হইবে ; (তাহারা বলিবে) তাহাদের মঙ্গল না হউক। নিঃসন্দেহই তাহারাও (নেতাগণও) তাহাদের সহিত নরক প্রবেশ করিবে। ৬০ (অনুসরণকারীগণ বলিবে,) বরং তোমরাই (আমাদের অধোগতির মূল,) তোমাদের মঙ্গল না হউক, তোমরা ইহা আমাদের সন্মুখে উপনীত করিয়াছ ; তজ্জন্যই অবস্থানের মন্দ স্থান। ৬১ (অনুসরণ কারিগণ) বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক যে ব্যক্তিগণ ইহা পূর্ব্বেই আমাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে, নরকে তাহা-দের জন্য শাস্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি কর। ৬২ এবং তাহারা পরস্পর বলিবে, আমাদের এমত কি হইয়াছে যে, যাহাদিগকে আমরা অতি মন্দ ব্যক্তি—

গণের মধ্যে গণ্য করিতাম, তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না। ৬২ আমরা তাহাদিগকে উপহাস করিতাম; অথবা তাহাদের উপর হইতে আমাদের নয়ন বক্র হইয়া যাইতেছে (যে তাহাদের জ্যোতির্ম্ময় শরীর আমরা দেখিতে পারিতেছি না।) ৬৪ নরকবাসিগণের মধ্যে এইরূপ তর্ক বিতর্ক নিশ্চয় সত্য। (৪।২৪=৬৪)

৬৫ (হে পয়গম্বর,) তুমি বল, আমি সতর্ককারী ব্যতীত নহি; ফলতঃ প্রবল পরাক্রান্ত একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্যগণ মধ্যে অন্য কেহ উপাস্য নহে; ৬৬ তিনি স্বর্গের এবং মর্ত্তের এবং যাহা কিছু এই উভয়ের মধ্যে আছে, তাহার পালনকর্ত্তা, তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতা-শালী, (অথচ) পাপ মার্জ্জনাকারী। ৬৭ তুমি (মনুষ্যগণকে) বল, তাহা (অর্থাৎ কেয়ামত) এক মহা সংবাদ, ৬৮ তোমরা তাহা অস্বীকার করিতেছ। ৬৯ উচ্চপদস্থ ফেরেশ্তাগণ, (তাঁহার আদেশ সম্বন্ধে,) পরস্পরের মধ্যে যাহা আলোচনা করে, তাহা আমি অবগত নহি; ৭০ এবং ওহি যে আমার নিকট আগত হয়, তাহা এতজ্জন্য ব্যতীত নহে যে আমি তোমাদিগকে (তদ্দ্বারা) প্রকাশ্যভাবে সতর্ক করিয়া দেই। ৭১ (হে পয়গম্বর ফেরেশ্তাগণ মিথ্যা বহন করে না; তাহারা আল্লাহর আদেশের কিঞ্চিত অন্যথা করেন না, যথা) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাগণকে বলিবেন, আমি একজন মনুষ্যকে মৃত্তিকা হইতে সৃজন করিব, ৭২ অতএব যখন আমি তাহাকে সম্পূর্ণ করিব, এবং আমার আত্মাগণ হইতে (এক আত্মা) তাহার মধ্যে ফুৎকার করিয়া দিব, তখন তোমরা তাহার সম্মুখে সিজ্দাতে পতিত হইও; ৭৩ তখন সমস্ত ফেরেশ্তাগণ একত্রে তাহাকে সিজ্দা করিল, ৭৪ কিন্তু জিন জাতীয় প্রযুক্ত ইব্লিস্ সিজদা করিল না, সে আত্ম গরিমা প্রকাশ করিল. এবং অবাধ্যচারীগণের অন্তর্ভুক্ত হইল। ৭৫ আল্লাহ্

বলিলেন, হে ইব্লিস যাহাকে আমি আমার হস্ত দ্বারা গঠিত করিয়াছি,
তাহাকে সিজদা করিতে কে তোমাকে নিষেধ করিল? তুমি আত্ম-
গরিমা প্রকাশ করিতেছ, অথবা তুমি উচ্চপদস্থগণের অন্তর্গত?
৭৬ সে বলিল, আমি তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে অগ্নি
দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছ, এবং তাহাকে মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত করিয়াছ।
৭৭ আল্লাহ্ আদেশ করিলেন, এস্থান হইতে তুমি বাহির হইয়া
যাও, এই জন্য তুমি দূরীকৃতগণের মধ্যে হইলা। ৭৮ এবং কর্ম্মফল
প্রাপ্তির দিবস পর্য্যন্ত তোমার উপর অভিসম্পাত (রূপ অপ্রসন্নতা।)
৭৯ সে বলিল, এমতস্থলে, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে পুন-
রুত্থানের দিবস পর্য্যন্ত অবসর প্রদান কর। ৮০ আল্লাহ্ বলিলেন,
অতঃপর নিশ্চয় তুমি অবসর প্রদত্তগণের অন্তর্ভুক্ত, ৮১ এক নির্ণীত
সময় পর্য্যন্ত (জীবিত থাকিবা।) ৮২ সে বলিল, তোমারই সম্মা-
নের শপথ, আমি তাহাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করিব, ৮৩ কিন্তু
তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমার পবিত্র দাস (যথা পয়গম্বর, ওলি,
আউলিয়া) তাহারা ব্যতীত (অপরে অল্পাধিক পথভ্রষ্ট হইবে।) ৮৪
আল্লাহ বলিলেন, ইহাই সত্য এবং আমি যাহা সত্য তাহাই বলিতেছি
(যে) ৮৫ নিশ্চয় আমি তোমার, এবং যাহারা তোমার সঙ্গী, তাহা-
দের সকলের দ্বারা জহন্নম (লোক) পূর্ণ করিব। ৮৬ (হে পয়-
গম্বর) তুমি মনুষ্যগণকে জ্ঞাত কর যে, ইহার জন্য আমি তোমাদের
নিকট পারিশ্রমিক প্রার্থী নহি, এবং আমি অসরল বক্তাও নহি।
৮৭ ইহা (এই কোর্-আন) মনুষ্যগণের জন্য মহোপদেশ ব্যতীত
নহে, ৮৮ এবং অতঃপর ইহার সংবাদের (সত্যতা) তোমরা নিশ্চয়
জানিতে পারিবে। ৫।২৪ = ৮৮

জুমর-দলে দলে।

মক্কাবতীর্ণ সূরা ৫৯

এই সূরার মর্ম্ম ঃ

১ম রুকুঃ—সর্ব্বোপরি ক্ষমতা পরিচালক, সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ্ এই কোর্-আন তোমার উপর অবতীর্ণ করিতেছেন, অতএব কেবল তাঁহারই উপাসন কর; কতকজন অন্যের উপাসনা এইউদ্দেশ্যে করে যে ঐ উপাস্য-গণ তাহাদের উপাসনাকারীকে তাঁহার নিকটবর্ত্তী করিয়া দিবে, যথা ফেরেশ্তাগণ তাঁহার কন্যা তাহাদের অনুরোধে তিনি প্রসন্ন হইবেন; ইহারা অসত্যবাদী; একজন ফেরেশ্তাও পুরুষ নহে, আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার কেবল কন্যাই হইয়াছে; স্বর্গ মর্ত্তের সৃষ্টি উদ্দেশ্য শূন্য নহে; দিবারাত্রি চন্দ্র সূর্য্য মনুষ্যাদি উদ্দেশ্য বিহীন নহে; তাঁহার সৃষ্টি কৌশল অন্যের সাধ্যাতীত, যথা মনুষ্যের সৃষ্টি, ; তথাপি এই আরব পৌত্তলিকগণ তাঁহাকে ব্যতীত অন্যকে প্রার্থনা পূর্ণকারী স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছে, তিনিই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, তাহারা তাহা ভুলিয়া যায়, পরিণাম নরক; যাহারা দিবসেতে, রাত্রিতে, তাঁহার উপাসনা করে, পরকাল ভয় করে, তাঁহার অনুগ্রহ আশা করে, তাহারা জ্ঞানবান;

২য় রুকু ঃ—হে পয়গম্বর তুমি বলিয়া দেও তাঁহারই উপাসনা কর, আমিও তাহাই আদিষ্ট হইয়াছি; যাহারা ইহার অন্যথা করে পরকালে তাহারা যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা প্রাপ্ত হয়; যাহারা কোর-আন শ্রবণ করে, এবং তৎমতে যাহা উত্তম তাহার মতে চলে তাহারাই জ্ঞানী, পথ প্রাপ্ত,

পরকালে তাহারা একের পর অন্য উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়; ইহা আল্লাহর অঙ্গীকার;

৩য় রুকু;—আল্লাহর উপাসনা করণ সম্বন্ধে যাহার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন তাহার পরিণাম জন্য আক্ষেপ; সর্ব্বোত্তম কথা কোর্-আনের এক অংশ, সত্যে অন্য অংশের সমান, পুনঃ পুনঃ বর্ণিত, যেন তাহার সত্যতা হৃদয়ে অঙ্কিত হয়. তাহা শুনিয়া শরীর রোমাঞ্চিত, হৃদয় কোমল হয়; যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তাহার অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাবমতই তিনি ইহা দ্বারা পথভ্রষ্ট বা পথ প্রদর্শিত করেন; প্রাপ্ত স্বভাবমত রসুলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিগণ ইহলোকেই শাস্তিগ্রস্ত হইয়াছিল, এবং পরকালেও যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইবে; বহু উদাহরণ এই কোর্-আনে দেওয়া হইয়াছে; তথাপি কতকজন ঐ অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাবপ্রযুক্তই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না; একজন উপাস্য মঙ্গলদাতা, একজন অমঙ্গলকর্ত্তা, একজন জীবন দাতা, আর একজন জীবনহর্ত্তা এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী উপাস্যগণের যে উপাসনা করে, এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ একজনার উপাসনা করে, এই দুই জনের অবস্থা এক সমান নহে;

৪র্থ রুকু:—এমতস্থলে আল্লাহর কথার বিরুদ্ধেও যে কার্য্য করে, সে নিশ্চয় অন্যায়াচরণকারী; আল্লাই সকলের জন্য সর্ব্ব বিষয় উপাস্য স্বরূপ যথেষ্ট; তিনি মঙ্গল বা অমঙ্গল ইচ্ছা করিলে তাহা বারণ করার কাহারও ক্ষমতা নাই;

৫ম রুকু:—যখন আত্মা শরীরের উপর কোনও শক্তি প্রকাশ করিতে পারে না, তখন মরণ হয়; নিদ্রা ও মরণ কিন্তু তখন শরীরের সহিত আত্মার সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় না, তখন জীবনীশক্তি শরীরে বিদ্যমান থাকে; নিদ্রা অসম্পূর্ণ মরণ; মরণের সময় আত্মাকে আল্লাহ আবদ্ধ করেন, নিদ্রার সময়েতেও আবদ্ধ করেন, যাহার মরণ হয় নাই

তাহার আত্মাকে মুক্ত করিয়া দেন, ইহাই প্রমাণ যে মরণ তাঁহার ইচ্ছাধীন; আত্মা শরীর হইতে স্বতন্ত্র; জীবনীশক্তি, যে শক্তি বলে শরীর বৃদ্ধি, রক্তোৎপত্তি. আহার্য্য জীর্ণ হয় তাহা স্বতন্ত্র; এমতস্থলেও মরণ হইতে রক্ষার জন্য কতকজন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করে; যাহাদিগকে আল্লাহ অনুরোধকর্ত্তা করিয়াছেন, তাহারা তাঁহার ইচ্ছা মতই অনুরোধ করে; এমতস্থলেও আল্লাহ্র নাম কতকজনার মনে বিশ্বাস সঞ্চার করে না, কিন্তু দেব দেবীর নামে হৃদয়ে শান্তি প্রাপ্ত হয়; পরিণাম মন্দ; কিন্তু যখন মনুষ্য কষ্টগ্রস্ত হয়, তখন স্বভাবতঃ তাঁহাকেই আহ্বান করে, যখন কষ্ট দূর হয় তখন ইহা বুদ্ধি বলে হইল মনে করে; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ধ্বংস প্রাপ্ত পাপাচারিগণ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার বহু উপায় অবলম্বন করিয়াও উদ্ধার প্রাপ্ত হয় নাই; ধনাগমের বহু উপায় অবলম্বন করিয়াও অনেকে ধনী হয় না, আবার সাধারণ উপায়ে কেহ কেহ মহা ধনী হয় ইহাই প্রমাণ যে, যাহার ইচ্ছা তাহার ধনাগম তিনি প্রশস্ত এবং যাহার ইচ্ছা তাহার সংকীর্ণ করেন; সমস্তই তাঁহার ইচ্ছাধীন;

৬ষ্ঠ রূকু :—যাহারা পাপ অর্থাৎ (আল্লাহ্, পয়গম্বর, পরকাল ইত্যাদি, অস্বীকার) করিয়া নিজের আত্মার উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের সমস্ত পাপই আল্লাহ্ মার্জ্জনা করিবেন এই আশা হইতে পাপী নিরাশ না হউক, সে তাঁহার দিকে অবনত হউক, এবং মরণের পূর্ব্বেই আত্মসমর্পণ করিয়া দেউক, তৎপর পূর্ব্বেই কোর্-আনের আদেশ মানিয়া চলুক; পুণ্যার্জ্জন জন্য এখানে আর ফিরিয়া আসা হইবে না; ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রকোষ্ঠের চাবি তাঁহার হস্তে;

৭ম রূকু :—যাহারা পয়গম্বরকে অন্য উপাস্যগণের উপাসনার জন্য আহ্বান করিতেছ, তাহারা সর্ব্বস্রষ্টার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানে

না, তিনি এমন স্বরূপ যে কেয়ামতে বিলুপ্ত ভূমণ্ডল তাঁহার মুষ্টি মধ্যে অবস্থান করিবে, এবং বিলীন বিশ্ব পুস্তকের জড়াইয়া লওয়া পত্র সকলের ন্যায় তাঁহার দক্ষিণ হস্তে থাকিবে ; এবং নরক প্রকাশিত হইবে এবং নব প্রকাশিত অজড় পৃথিবী তাঁহার আলোকে আলোকিত হইবে ; তখন কর্ম্মের ফল প্রদান করা হইবে ;

৮ম রুকু :—(কেয়ামতে) অবিশ্বাসকারিগণকে দলে দলে নরক লোকের নিকট আনা হইবে, তাহারা তাহাদের অপকর্ম্মের গুরুতানুযায়ী নরকের ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া স্ব স্ব স্থানে উপনীত হইবে, এবং ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার হইতে থাকিবে ; সৃষ্টি সমূহের পালন কর্ত্তা আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসাবাদ।

জুমর—দলে, দলে,

মক্কাবতীর্ণ ৩৯ সূরা (৫৯।)

১। এই গ্রন্থের অবতারণ, সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান, জ্ঞানময় আল্লাহর নিকট হইতে হইতেছে। ২ (হে রসুল) এই গ্রন্থ যাহা আমিই তোমার উপর অবতীর্ণ করিতেছি সত্যপূর্ণ; অতএব পবিত্র মনে আল্লাহরই উপাসনা কর, তাঁহারই উপাসনা কর্ত্তব্য। ৩ পবিত্রভাবে তাঁহারই উপাসনা করা কি সত্য নহে ? এবং যাহারা তাঁহাকে ব্যতীত অন্যকে সহায় অবলম্বন করে, এই ইচ্ছায় যে তাহারা

আমাদিগকে তাঁহার নিকটস্থ করিয়া নিকটবর্ত্তী করিয়া দিবে, এই জন্যই আমরা তাহাদের উপাসনা করি, নিশ্চয় আল্লাহ, যে বিষয় তাহারা ভিন্ন মতাবলম্বী, তাহাদের মধ্যে তদ্বিষয় তিনি বিহিত আদেশ করিবেন। যাহারা (উক্তরূপ) অসত্যবাদী, (সত্য) অগ্রাহ্যকারী, (অন্য উপাস্যের মধ্যস্থতা অবলম্বী,) আল্লাহ নিশ্চয় তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না। (ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহর কন্যা, তাহাদের পূজা করিলে, তাহাদের অনুরোধে তিনি প্রসন্ন হইবেন ধারণা পাপজনক। তিনি ব্যতীত অন্যে উপাস্য নহে।) ৪ যদি আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করার (অর্থাৎ সন্তান উৎপন্ন করিবার) ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তিনি (পুত্র কন্যা) যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে (পুত্র কি কন্যা) যাহাকে মনোনীত করিতেন তাহাকে গ্রহণ (অর্থাৎ উৎপন্ন) করিতেন। (কিন্তু তিনি পুত্র জন্মাইতে পারেন নাই, কেবল কন্যাই জন্মাইয়াছেন, মূঢ় ব্যক্তির কথা।) তিনি (নারী জাতিতে উপগত হইয়া সন্তান উৎপন্ন করিয়াছেন ইহা হইতে তিনি) পবিত্র; সেই আল্লাহ (এমত স্বরূপ যে তিনি) অদ্বিতীয়, সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান। ৫ তিনি উদ্দেশ্য সাধন জন্য স্বর্গ এবং মর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, (যথা) তিনি দিবসের উপরে রাত্রিকে আবৃত করিয়া দেন, (পৃথিবীপৃষ্ঠ আহ্নিক গতিক্রমে যখন সূর্য্যের আলোক প্রাপ্ত হয়, তখন দিবস এবং যখন আলোক প্রাপ্ত হয় না তখন রাত্রি হয়;) এবং রাত্রির উপরে দিবসকে আচ্ছাদিত করিয়া দেন, এবং সূর্য্যকে এবং চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করিয়া রাখিয়াছেন, (চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহ, নক্ষত্রগণ,) এক নির্ণীত সময় পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে। (এইরূপে তাহারা ঋতুর আবির্ভাব এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য পূর্ণ করে।) তিনি কি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান নহেন?

(এমতস্থলেও, তাঁহাকে ব্যতীত অন্য উপাস্য অবলম্বনকারী। অনুতপ্ত হইলে তিনি তাহার এই মহা পাপও মার্জ্জনা করেন, তিনি) পাপ-মার্জ্জনাকারী। ৬ তিনি তোমাদিগকে একমাত্র প্রাণ (আদম) হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন, এবং আদম হইতে তাহার সঙ্গিনীকে সৃজন করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্য (পরস্পরের) যুগল অষ্ট সংখ্যক চতুষ্পদ অবতীর্ণ• করিয়াছেন। তোমাদের জননীর উদরে, ত্রিবিধ অন্ধকার মধ্যে এক প্রকার গঠনকে অন্য প্রকার গঠনে পরিবর্ত্তিত করিয়া, তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনিই আল্‌লাহ্ তোমাদের পালন কর্ত্তা, আধিপত্য তাঁহার, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, এমতস্থলে তোমরা (হে অপ্রকৃত উপাস্যাবলম্বনকারিগণ) কোন দিগে ফিরিয়া যাইতেছ ? ৭ যদি তোমরা অবিশ্বাস কর, (তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই,) আল্‌লাহ্ তোমাদের (উপাসনার) জন্য অভাবগ্রস্ত নহেন, কিন্তু তাঁহার দাসগণের অবাধ্যতা তিনি মনোনীত করেন না। এবং যদি তোমরা উপকার স্বীকারকারী হও, (তিনিই স্রষ্টা, রক্ষাকর্ত্তা, অভাব পূরণকর্ত্তা বিশ্বাস কর,) এইরূপ কার্য্য মনোনীত করেন, ফলতঃ কোনও (পাপ) ভারবাহী অন্যের ভার বহন করে না। তদনন্তর তোমাদের প্রতিপালকের দিকে তোমাদের পুনরানয়ন, তখন তোমরা যাহা করিতেছিলা তাহা তিনি তোমাদিগকে দেখাইবেন। তোমাদের হৃদয়েতে যাহা আছে, (বিশ্বাস, অবিশ্বাস, কুবিশ্বাস,) নিঃসন্দেহই তিনি তাহা অবগত। ৮ ফলতঃ যখন মনুষ্যকে কোনও বিপদ স্পর্শ করে, তখন তাঁহারই দিকে অনুরাগী হইয়া তাহার প্রতিপালক (আমাকেই) আহ্বান করে। তারপর যখন তাঁহার অনুগ্রহক্রমে তিনি তাহাকে তাহা হইতে উদ্ধার করেন, তখন সে যে ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল তাহা ভুলিয়া যায়, এবং আল্‌লাহ্‌র ক্ষমতা

ভাগাকারী সংস্থাপন করে, যেন সে (অন্যকেও) তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। (হে পয়গম্বর ইহাকে) বল, ধর্ম্ম ভ্রষ্টতাবস্থায় কতক দিবস (জীবন) সম্ভোগ কর, নিশ্চয় (তারপর) তুমি নরকবাসিগণের অন্তর্গত। ৯ যে ব্যক্তি রাত্রিকালে, তাঁহাকেই সিজ্‌দা প্রদান করে, এবং (উপাসনায়) দণ্ডায়মান থাকে, পরকাল ভয় করে, এবং তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহের আশা করে, (সে কি অন্যের উপাসকের ন্যায় ?) (হে পয়গম্বর) তুমি বলিয়া দাও, যাহারা জ্ঞানবান, এবং যাহারা জ্ঞানবান নহে, তাহারা কি সমতুল্য ? যাহারা জ্ঞানবান (যে একমাত্র তিনিই উপাস্য,) নিঃসন্দেহই তাহারাই উপদেশগ্রাহী। (১৯) ১০ তুমি (হীজরতকারীগণকে আমার সংবাদ) জ্ঞাত কর, "হে আমার প্রপীড়িত দাসগণ, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যাহারা এই পৃথিবীতে ভাল কর্ম্ম (অর্থাৎ তাঁহারাই উপাসানা) করে, তাহাদের জন্য মঙ্গল। এবং (যদি মক্কায় তাহা করা দুষ্কর হয়, তাহা হইলে নির্বিঘ্ন স্থানে গমন কর,) আল্‌লাহর পৃথিবী বহু বিস্তীর্ণ। যাহারা ধৈর্য্যশীল আল্‌লাহ্ তাহাদিগকে গণনাতীত পূর্ণ পরিশ্রমিক প্রদান করিবেন। ১১ (হে রসুল) তুমি (মনুষ্যগণকে) জ্ঞাত কর, যে আমি পবিত্র চিত্তে আল্‌লাহর উপাসনা করি তদ্বিষয় নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি ; কেবল তাঁহারই উপাসনা কর্ত্তব্য। ১২ এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে প্রথমতঃ আমিই তাঁহার আজ্ঞাবহ, (অর্থাৎ মুস্‌লেম) হইয়া যাই ১৩ তুমি বল, যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যাচারী হই, তাহা হইলে মহাদিবসের শাস্তি ভয় করি। ১৪ তুমি বলিয়া দাও, আমি পবিত্রভাবে আল্‌লাহরই উপাসনা করি, তাঁহারই নিমিত্ত আমার উপাসনা। ১৫। যাহারা তাহাদের আত্মাকে এবং পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, নিঃসন্দেহই কেয়ামতের দিবস তাহারাই মহা ক্ষতিগ্রস্ত।

জানিয়া রাখ, ইহাই প্রকাশ্য ক্ষতি। ১৬ তাহাদের জন্য তাহাদের উপর হইতে অগ্নির ছায়া, এবং পদের নিম্ন হইতেও (অগ্নির শিখা।) ইহাই যাহার ভয় আল্লাহ্ তাঁহার দাসগণকে দেখাইতেছেন। হে আমার দাসগণ, অতএব আমাকে ভয় কর (যে আমি কর্ম্ম ফল প্রদান করিব।)

১৭ এবং যাহারা শয়তানের উপাসনা পরিত্যাগ করে, এবং আল্-লাহ্র দিকে অনুরক্ত হয়, তাহাদের জন্য সুসংবাদ, অতএব আমার সেই দাসগণকে ১৮ যাহারা, (কোর্-আনের) বাক্য শ্রবণ করে, তদনন্তর যাহা উত্তম তৎমতে চলে, তাহাদিগকে ১৭ সুসংবাদ প্রদান কর, ১৮ (যে) ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহারাই যাহারা জ্ঞানবান। ১৯ অহো, যাহার জন্য শাস্তির আদেশ ন্যায্য হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি যে ব্যক্তি অগ্নির মধ্যে রহিয়াছে, তাহাকে বাহির করিতে পার? ২০ কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রতি-পালককে ভয় করে, তাহাদের জন্য উন্নত স্থান, সেই উন্নতস্থানের উর্দ্ধে (উন্নতিস্থলে) আরও উন্নতস্থান, তাহার নিম্নদেশে (আল্লাহ্র অনুগ্রহের) নদী সকল প্রবাহিত। ইহা আল্লাহর অঙ্গীকার। আল্-লাহ্ তাঁহার অঙ্গীকারের অন্যথা করেন না। ২১ তুমি কি দেখ নাই, যে আল্লাহ্, আকাশ হইতে জল অবতীর্ণ করেন, তদনন্তর (ভূমির উপরে) প্রবাহিত করিয়া দেন, তদনন্তর তদ্দ্বারা বিবিধ বর্ণের শস্য সকল বহিষ্কৃত করেন? তখন (আবার শস্য ক্ষেত্র) শুষ্ক হইয়া যায়, তখন তাহা তুমি হরিদ্রাবর্ণে পরিণত দেখ, তখন তাহা তিনি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেন, নিঃসন্দেহই ইহাতে জ্ঞানবানের জন্য উপদেশ রহিয়াছে। ২।১২ = ২১।

২২ অহো, আল্লাহ্ যাহার হৃদয় আত্ম সমর্পণ করণ (আর্থাৎ,

ইস্‌লাম) জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন, যৎ প্রযুক্ত সে ব্যক্তি আল্লাহর (অনুগ্রহ) ক্রমে আলোকের মধ্যে রহিয়াছে, (সে কি তাহার মত যাহার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন?) আল্লাহকে স্মরণ করণরূপ কার্য্য সম্বন্ধে যাহার হৃদয় কঠিন, তাহার জন্য আক্ষেপ। ইহারা প্রকাশ্যতঃ বিপথে চলিতেছে। ২৩ সর্ব্বোত্তম কথা, (অর্থাৎ এই) গ্রন্থ, (কোর্-আন,) আল্লাহ অবতীর্ণ করিয়াছেন; (ইহার প্রত্যেক অংশ তাঁহারই কথা প্রযুক্ত) পরস্পর সদৃশ, পুনঃ পুনঃ বর্ণিত। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহা শ্রবণ করিয়া তাহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তদনন্তর তাহাদের শরীর এবং মন কোমল হইয়া যায়। ইহা আল্লাহর পথ প্রদর্শক, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি ইহা দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন, ফলতঃ যাহাকে আল্লাহ বিপথগামী করেন, তাহার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নাই। ২৪ যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিবসের মন্দ যন্ত্রণা হইতে তাহার বদন মণ্ডলকে রক্ষা করে, (সে কি পাপাচারীর মত?) অথচ পাপাচারিগণকে বলা হইবে তোমরা যাহা করিতেছিলা তাহার আস্বাদ গ্রহণ কর। ২৫ (হে নবী,) ইহাদের (এই আরবগণের পূর্ব্বে) যাহারা ছিল, তাহারাও (রসুলের কথা) অসত্য বলিয়াছিল, তদনন্তর তাহাদের উপর শাস্তি এমত ভাবে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল যে, তাহা তাহারা জানিতেও পারে নাই। ২৬ এবং আল্লাহ তাহাদিগকে এই পার্থিব জীবনেতেই অপদস্থতার আস্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন; এবং তাহাদের পরকালের দণ্ড নিশ্চয় ইহা হইতে গুরুতর; যদি তাহারা বুঝিত (মঙ্গল হইত।) ২৭ ফলতঃ মনুষ্যগণের জন্য এই কোর্-আনে আমি সর্ব্বপ্রকার উদাহরণ দিয়াছি, উদ্দেশ্য তাহারা উপদেশগ্রাহী হউক। ২৮ ইহা আরব্য ভাষার কোর্-আন, ইহাতে বক্রতা নাই, উদ্দেশ্য তাহারা (এই বহু ঈশ্বরবিশ্বাসী আরবগণ) যেন উপদেশ গ্রহণ করে।

২৯ আল্লাহ্ একজন (দাসের) দৃষ্টান্ত দিতেছেন, তাহাতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী বহু অংশী; এবং আর একজন (দাস,) সে সম্পূর্ণরূপে এক ব্যক্তির। জিজ্ঞাসা করি, এই দুইজনের সাদৃশ্য কি এক? (এমতস্থলে) সমস্ত প্রশংসা বাদ (অদ্বিতীয়) আল্লাহর, কিন্তু অনেকে বুঝে না। ৩০ (হে রসূল,) তোমাকেও মরিতে হইবে এবং তাহাদিগকেও মরিতে হইবে, ৩১ তদনন্তর কেয়ামতের দিবস নিশ্চয় তোমরা (হে মনুষ্যগণ) আল্লাহর নিকট পরস্পর (পরস্পরের প্রতি অত্যাচারের) তর্ক করিবা।

চতুর্ব্বিংশতি পারা

৪।৩৯।২৪

৩২ এমতস্থলে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে অসত্যারোপ করে, এবং তাহার নিকট সত্য আগত হওয়ার পরও বলে তাহা অসত্য, তাহা হইতে কোন ব্যক্তি অধিক অন্যায়াচারী? অহো, অবিশ্বাস-কারিগণের জন্য কি জহন্নমে অবস্থানের স্থান নাই? ৩৩ ফলতঃ যে ব্যক্তি সত্য সহ (আল্লাহর নিকট) আগমন করে, এবং যে ব্যক্তি তাহা (অর্থাৎ তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন) সত্য বিশ্বাস করে, তাহারাই পাপবর্জ্জনকারী। ৩৪ তাহারা যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহা রহিয়াছে, (সামীপ্য এবং সাযুজ্যের মর্য্যাদা তাহাদিগকে প্রদান করা হইবে।) ইহা পাপপরিহারকারী (অর্থাৎ ধর্ম্মভীরু) গণের কর্ম্মের বিনিময়, ৩৫ উদ্দেশ্য যে তাহাদের কর্ম্ম পত্র হইতে তাহাদের কৃত মন্দ কর্ম্ম মিটাইয়া দেন, এবং যাহা তাহারা করিয়াছিল তাহা হইতে উত্তম তাহাদের পুণ্য কর্ম্মের পারিশ্রমিক প্রদান করেন। ৩৬ আল্লাহ কি তাঁহার দাসগণের জন্য (সর্ব্ব বিষয়) যথেষ্ট নহেন? অথচ তাহারা তোমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য (উপাস্য)

গণের ভয় দেখাইতেছে, ফলতঃ যাহাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, তাহার জন্য পথপ্রদর্শক কেহ নাই। ৩৭ এবং যাহাকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেন, তাহার জন্য পথভ্রষ্টকারী কেহ নাই। আল্লাহ্ কি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান্ এবং প্রতিফল প্রদান করিতে ক্ষমতাবান নহেন? ৩৮ ফলতঃ যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, স্বর্গ এবং মর্ত্ত কে সৃষ্টি করিয়াছেন? (অনেকে স্বাভাবিক বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া বলিবে) নিশ্চয়ই আল্লাহ; তাহাদিগকে বল, তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, (সেই) আল্লাহ যদি আমার অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে ব্যতীত যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান কর তাহারা কি আমাকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে পারে? কিম্বা যদি তিনি আমাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহারা কি তাঁহার অনুগ্রহ স্থগিত রাখিতে পারে? তুমি বলিয়া দাও আল্লাই আমার জন্য যথেষ্ট; এমতস্থলে নির্ভরকারিগণ, তাঁহারই উপর নির্ভর করুক? ৩৯ (হে নবী) তুমি বল, হে আমার স্ববংশীয়গণ, তোমরা স্বস্থান হইতে কার্য্য করিতে থাক, আমিও (স্বস্থান হইতে) কার্য্য করিতে থাকিব, তদনন্তর শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবা, ৪০ যে কাহার উপরে দণ্ড আগত হইবে—যাহা তাহাকে অপমানগ্রস্থ করিবে, এবং (পরকালে) তাহার উপরে চিরস্থায়ী দণ্ড অবতীর্ণ হইবে। ৪১ মনুষ্যগণের (মঙ্গলের) জন্য আমি এই সত্যপূর্ণ গ্রন্থ তোমার উপরে অবতীর্ণ করিয়াছি, এমতস্থলে যে ব্যক্তি (ইহা দ্বারা) পথ প্রাপ্ত হয় সে নিজের জন্যই (তদ্রূপ হয়;) এবং যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, সে নিশ্চয় নিজের (জন্যই) পথ ভ্রষ্ট হয়। ফলতঃ তোমাকে তাহাদের উপর প্রহরীস্বরূপ নিযুক্ত করা হয় নাই (যে তুমি বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ইস্লাম গ্রহণ করিতে বাধ্য কর।) ৪।১০ = ৪১

৪২ মরণের সময় আল্লাহই আত্মাকে আবদ্ধ করেন, (তখন তাহা শরীরের উপর কোন শক্তি প্রকাশ করিতে পারে না,) এবং যে ব্যক্তি মরে নাই, নিদ্রার সময়েতে তাহারও (আত্মা আবদ্ধ করেন ; তখন জীবনীশক্তি ধ্বংস না হওয়ায় আত্মার সহিত শরীরের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় না ;) তদনন্তর যাহার উপর মরণের আদেশ হইয়াছে, তাহার আত্মা আবদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং অন্য সকলকে এক নির্ণীত সময় পর্য্যন্ত (শরীরে) প্রেরণ করেন। (নিদ্রাতে নিত্য অস্থায়ী মরণ হয়।) যাহারা অনুধাবনকারী তাহাদের জন্য ইহাতে প্রমাণ রহিয়াছে (যে পুনরুত্থান, মহা নিদ্রার পর মহা জাগরণের ন্যায়) ৪৩ অহো, এমতস্থলেও তাহারা (মরণ হইতে রক্ষার জন্য) আল্লাহকে ব্যতীত অন্যকে অনুরোধ-কর্ত্তা (রক্ষাকর্ত্তা) অবলম্বন করিয়াছে। তাহাদিগকে জ্ঞাত কর (যদি এই অনুরোধকারিগণ চেতনাযুক্ত তাহা হইলে,) যদিও (তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে) তাহাদের কিঞ্চিৎও ক্ষমতা নাই (তথাপি কি তাহারা রক্ষা করিতে সমর্থ ? আর যদি তাহারা চেতনা-কল্পিত মূর্ত্তি মাত্র, তাহা হইলে তাহাদের প্রার্থনা) তাহারা বুঝিতে অক্ষম। ৪৪ তুমি জ্ঞাত কর, সমস্ত প্রকার অনুরোধ (রক্ষা করার ক্ষমতা) আল্লাহর, (তিনি রক্ষা না করিলে কেহ রক্ষা করিতে পারে না,) স্বর্গের এবং মর্ত্তের আধিপত্য তাঁহার ; অতঃপর তোমাদিগকে তাঁহারই নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। ৪৫ ফলতঃ যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না, যখন (তাহাদের নিকট) অদ্বিতীয় আল্লাহর উল্লেখ করা হয়, তখন তাহাদের মনে তুচ্ছ করার ভাব উদয় হয় এবং যখন তাঁহাকে ব্যতীত অন্য উপাস্যের উল্লেখ হয়, তখন তাহারা সন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকে। ৪৬ (হে নবী) তুমি বল, "হে স্বর্গ এবং মর্ত্তের সৃষ্টিকর্ত্তা, হে গুপ্ত এবং প্রকাশ্য (বিষয়) সম্বন্ধে জ্ঞাত, তোমার দাসগণ

যে বিষয় ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী তুমি তাহার বিচার করিও।" ৪৭ ফলতঃ যাহারা অন্যায়াচরণকারী, কেয়ামতের দিবস তাহারা মন্দ শাস্তির বিনিময়ে যাহা সমস্ত পৃথিবীতে আছে, এবং তদনুরূপ আরও যদি তাহাদের হয়, তাহা সমস্ত দিতে ইচ্ছা করিবে; এবং যাহা তাহারা কল্পনাও করে নাই, তাহা আল্লাহর নিকট হইতে তাহাদের জন্য প্রকাশিত হইবে; এবং তাহারা যে সকল মন্দ কর্ম্ম করিত, তাহা তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইবে, এবং যে সকলকে তাহারা উপহাস করিত, তাহা সকলই তাহাদিগকে ঘেরিয়া লইবে। ৪৮ ফলতঃ যখন মনুষ্যকে কোনও বিপদ (যথা অভাব) স্পর্শ করে, তখন সে আমাকেই আহ্বান করে, তদনন্তর যখন আমার পক্ষ হইতে আমি কোনও অনুগ্রহ তাহাকে প্রদান করি, তখন বলে আমার বুদ্ধির জন্য আমাকে ইহা দেওয়া হইয়াছে, বরং ইহা মহা পরীক্ষা, কিন্তু তাহাদের অনেকে বুঝে না। ৪৯ ইহাদের পূর্ব্বে যাহারা গত হইয়া গিয়াছে তাহারাও তদ্রূপ বলিয়াছিল, তদনন্তর তাহারা যাহা করিয়াছিল, (তাহাদিগকে রক্ষার্থে) তাহা তাহাদের জন্য ফলদায়ক হয় নাই। ৫০ তদনন্তর তাহারা যে মন্দ কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা (শাস্তির মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া) তাহাদের নিকট আগত হইয়াছিল, এবং ইহাদের মধ্যে যাহারা অন্যায়াচরণ করিতেছে, তাহাদের নিকট তাহাদেরও মন্দ কর্ম্ম আগত হইবে, এবং তাহারা (তাঁহাকে শাস্তি প্রদান কার্য্যে) অশক্ত করিতে সক্ষম হইবে না। ৫১ তাহারা (অর্থাৎ অভাবহীন ব্যক্তিগণ) ইহা জানিয়া রাখে না কেন যে আল্লাই যাহার ইচ্ছা তাহারধ নাগম প্রশস্ত করেন, এবং (যাহার ইচ্ছা তাহার ধনাগম) সংকীর্ণ করেন; ৫২ যাহারা বিশ্বাসস্থাপনকারী তাহাদের জন্য নিশ্চয় ইহাতে প্রমাণ বিদ্যমান (যে তিনি ধন না দিলে বুদ্ধি, কৌশল, দেব পূজাদি দ্বারা তাহা লাভ করা যায় না।)৫।১১—৫২

৫৩ (হে নবী, তুমি মনুষ্যগণকে আমার অঙ্গীকার) অবগত কর, "হে আমার যে দাসগণ, আপন আত্মার উপরে অত্যাচার করিয়াছ, তোমরা আল্‌লাহর অনুগ্রহ হইতে আশাহীন হইও না, নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত প্রকার পাপ মার্জ্জনা করিয়া দেন, নিশ্চয় তিনি পাপমার্জ্জনাকারী, দয়াময়। ৫৪ এমতস্থলে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে অবনত হও, এবং শাস্তি (অর্থাৎ মরণ) অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া দাও, (নচেৎ) তৎপর তোমাদিগকে (উদ্ধার জন্য) সাহায্য করা হইবে না। ৫৫ এবং তোমরা জানিতেও পারিবা না এমত ভাবে হঠাৎ শাস্তি (মরণ) তোমাদের নিকট উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই, যে সকল কথা তোমাদের দিকে তোমাদের প্রতি-পালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ হইতেছে তাহা মানিয়া চল, ৫৬ যেন কেহ (অসময়ে) এমত না বল যে আল্‌লাহর সম্বন্ধে আমি যে ত্রুটি করিয়াছি তজ্জন্য হায়, আক্ষেপ; এবং নিশ্চয় আমি যে (এই সুকথাকে) উপহাস করিয়াছি (তজ্জন্য হায় আমার দুর্ভাগ্য;) ৫৭ অথবা এমত কেহ না বলে যে, যদি আল্‌লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে আমিও পাপ বর্জ্জন করিতাম, ৫৮ অথবা যখন (নরকের) শাস্তি দর্শন করিবে, তখন যেন না বলে, যদি আমার জন্য একবার মাত্র (ফিরিয়া যাইবার আদেশ হইত) তাহা হইলে আমিও সুকর্ম্মকারি-গণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।" ৫৯ (ফিরিয়া যাওয়ার প্রার্থনা সম্বন্ধে ইহাকে বলা হইবে,) বরং সত্য সত্যই তোমার নিকট আমার (কোর-আনের) আএত আসিয়াছিল, তারপর তুমি তাহা অসত্য ভাবিয়াছিলা, এবং নিজকেই মহান্ মনে করিয়াছিলা, এবং অবিশ্বাসীগণের অন্তর্গত হইয়াছিলা। ৬০ ফলতঃ যাহারা আল্‌লাহর সম্বন্ধে এমত কথা বলিয়াছিল, যাহাতে তিনি অসত্যবাদী হন, কেয়ামতের দিবস (হে

নবী) তুমি দেখিবা তাহাদের মুখ (আতঙ্কে) বিবর্ণ হইয়াছে; স্ব গুরুত্ব প্রকাশকারিগণের জন্য কি জাহান্নমে স্থান নাই? ৬১ এবং যাহারা পাপ পরিহার করিয়াছে, আল্‌লাহ্ তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের কর্ম্মের সফলতা প্রদান করিবেন, তাহাদিগকে মন্দ স্পর্শ করিবে না, এবং তাহারা মনস্তাপিত হইবে না। ৬২ আল্‌লাহ্ (ভাল মন্দ) সর্ব্ব বিষয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং সর্ব্ব বিষয়ের সম্পাদনকর্ত্তা, ৬৩ স্বর্গের এবং মর্ত্তের (ভবিষ্যৎ ঘটনাধনাগারের) কুঞ্জিকা সকল তাঁহার। ফলতঃ যাহারা আল্‌লাহর প্রমাণ (কোর-আনের আএত) সকলকে) অগ্রাহ্য করে, তাহারাই যাহারা ক্ষতিগ্রস্থ। (৬।:১ = ৬৩)

৬৪ (হে পয়গম্বর) তুমি বল, হে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ, তোমরা আমাকে আদেশ করিতেছ, আমি আল্‌লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করি, ৬৫ অথচ (হে নবী) তোমার দিকে, এবং তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরগণের দিকে, প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে, যদি তুমি শির্‌ক কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার কর্ম্ম পণ্ড, এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তগণের অন্তর্গত হইবে। ৬৬ বরং তোমরা আল্‌লাহরই উপাসনা কর, এবং তাঁহার নিকট অনুগ্রহস্বীকারকারী হও। ৬৭ কিন্তু (মনুষ্যগণ) যেমন উচিত, আল্‌লাহর তেমন মর্য্যাদা করে না, অথচ কেয়ামতের দিবস সমস্ত পৃথিবী তাঁহার এক মুষ্টি মাত্র হইবে, এবং আকাশ তাঁহার হস্তে (পুস্তকের পত্র সকল) জড়াইয়া লওয়ার অবস্থায় থাকিবে। (সর্ব্বপ্রকার অক্ষমতা হইতে) পবিত্রতা তাঁহার, এবং তাহাদের কল্পিত ক্ষমতাভাগকারীগণ হইতে তিনি বহু উন্নত। ৬৮ ফলতঃ যখন সূরে ফুৎকার প্রদান করা হইবে, স্বর্গ এবং মর্ত্তস্থ সমস্তই অচেতন হইয়া পড়িবে, কিন্তু যাহাদের সম্বন্ধে আল্‌লাহ্ ইচ্ছা করিবেন কেবল তাহারা তদ্রূপ হইবে না। তদনন্তর তাহাতে অন্যবার ফুৎকার প্রদান করা হইবে, তখন

তাহারা (সজ্ঞান হইয়া বিচারের অপেক্ষায়) দেখিয়া থাকিবে। ৬৯
এবং তখন (কেয়ামতে প্রকাশিত) পৃথিবী তাঁহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইবে, এবং (কর্ম্ম লিপির) গ্রন্থ (মনুষ্যগণের সম্মুখে) স্থাপিত করা হইবে, এবং নবী দিগকে, এবং সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করা হইবে, এবং ন্যায়পরায়ণতার সহিত তাহাদের মধ্যে বিচার করা হইবে, এবং তাহাদের উপরে (দণ্ড গুরুতর, বা পুরস্কার লঘুতর করিয়া) অত্যাচার করা হইবে না। ৭০
এবং সে যাহা করিয়াছে, প্রত্যেক প্রাণীকে তাহা পূর্ণ পরিমাণ দেওয়া হইবে, যেহেতু তাহাদের কর্ম্ম তিনি উত্তমরূপে অবগত। ৭।৭ = ৭০

৭১ এবং যাহারা অস্বীকারকারী (অর্থাৎ কাফের) হইয়াছিল, তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, এপর্য্যন্ত যে যখন তাহারা উহার নিকট আগমন করিবে, তখন উহার দ্বার সকল খুলিয়া দেওয়া হইবে, এবং উহার রক্ষকগণ তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগকে আল্লাহর আএত সকল পাঠ করিয়া শুনাইত, এবং এই দিবসের সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে সতর্ক করিত, তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট এমত রসুল কি আগত হয় নাই? তাহারা বলিবে, নিশ্চয়ই (তেমন রসুল আসিয়াছিল) কিন্তু শাস্তির কথা সত্য হইল। ৭২ (তাহাদিগকে) বলা হইবে তোমরা (স্ব স্ব পাপের গুরুত্ব মত) উহার (ভিন্ন ভিন্ন) দ্বার সকলেতে প্রবেশ কর, তাহাতে চিরকাল বাস কর, ফলতঃ (আল্লাহর কথাতুচ্ছকারী) গর্ব্বপ্রকাশকারীগণের অবস্থানের স্থান অতি মন্দ। ৭৩ এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করিত, তাহাদিগকে দলে দলে জেন্নতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে, এপর্য্যন্ত যে যখন তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে, এবং উহার দ্বারসকল খুলিয়া দেওয়া হইবে, তখন তাহার রক্ষকগণ তাহাদিগকে বলিবে,

আপনাদিগের উপর সালাম মঙ্গল অবতীর্ণ হউক, আপনারা উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব উহাতে চির কালের জন্য প্রবেশ করুন।
৭৪ এবং তাহারা বলিতে থাকিবে, যিনি আমাদের জন্য তাঁহার অঙ্গীকার সত্য করিলেন, এবং (আল্লাহর জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান এই নব) পৃথিবীকে আমাদিগকে উত্তরাধিকার প্রদান করিলেন, সমস্ত প্রশংসাবাদ তাঁহার, এই স্বর্গোদ্যানের যথায় ইচ্ছা তথায় আমরা বাস করিব; ফলতঃ সুকর্ম্মকারিগণের পারিশ্রমিক অতি উত্তম।
৭৫ এবং হে পয়গম্বর, তুমি দেখিতে পাইবা, মলায়েকগণ আল্লাহর সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিতেছে, এবং পবিত্রতা-বাদের সহিত তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসাবাদ করিতেছে, এবং মনুষ্যগণের বিচার ন্যায়-পরায়ণ তার সহিত করা হইতেছে, এবং ফেরেস্তাগণ এবং (মহা) আত্মাগণ কর্ত্তৃক কথিত হইতেছে, সৃষ্টি সকলের রক্ষাকর্ত্তা আল্লাহর প্রশংসাবাদ। ৮।৭৫

মোও-মেন্নুন,—বিশ্বাস স্থাপনকারী।

মক্কাবতীর্ণ ৪০ সূরা (৬০।)

এই সূরার মর্ম্ম :—

১ম রুকু :—সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান সর্ব্বজ্ঞ আল্‌লাহর নিকট হইতে এই গ্রন্থের অবতারণ হইতেছে, যে তিনিই উপাস্য, (কিন্তু) ধর্ম্মদ্রোহিগণ ইহা সত্য বিবেচনা করে না; বাণিজ্যের জন্য ইহাদের সাড়ম্বর বিদেশ যাত্রা এবং প্রত্যাগমন, তোমাকে ভ্রান্ত না করুক যে, ধর্ম্মদ্রোহিতাতে ইহাদের কোনও ক্ষতি নাই; নূহর স্বজাতীয় ধনবান ব্যক্তিগণ এবং তৎপর বহু ঐশ্বর্য্যশালী জাতিগণ, পয়গম্বর বাণী বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে; এই আরবগণ ফেরেশ্‌তাগণের উপাসনা করিতেছে, অথচ তাহারা তাহাদের উপাসাকগণের মঙ্গল প্রার্থনা না করিয়া আল্‌লাহ পরায়ণগণের মঙ্গল প্রার্থনা করে;

২য় রুকু :—অবিশ্বাসকারিগণকে জ্ঞাত করা হইবে, আল্‌লাহ তাহাদের প্রতি অতি অপ্রসন্ন; তাহারা স্বচক্ষে দেখিবে কোর্‌-আনে যে বিষয় সতর্ক করিত, তাহা সমস্ত সত্য হইয়াছে; তাহারা নরক হইতে উদ্ধারের প্রার্থনা করিবে, কিন্তু আল্‌লাহর বাণীর ব্যতীক্রম হইবে না; হে মনুষ্যগণ তাঁহারে ব্যতীত, কোন বিষয় সম্বন্ধে, অন্যের উপাসনা করিও না; কেয়ামতাদি বিষয় সম্বন্ধে সতর্ক করণ জন্যই পয়গম্বরের উপর প্রত্যাদেশ প্রেরণ করা হয়; হে নবী, তুমিও কর্ম্মফল ভোগের দিবস অর্থাৎ এই কেয়ামত সমন্ধে সাবধান কর; চক্ষু

গুপ্তভাবে দর্শন করিয়া যে পাপ করে, তাহা পর্য্যন্ত তিনি জানেন, এবং অগোৌণে পাপের হিসাব ঠিক করিয়া দেন ;

৩য় রুকু :—পয়গম্বর বাণী অগ্রাহ্যকারী জাতির পরিণাম আরবদের দেশের নিকটেই বিদ্যমান, তিনি কঠিন শাস্তিদাতা ; প্রথমতঃ অল্প ব্যক্তিগণই তোমাতে হে নবী বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে, মূসাতে ও ফের্-অ-উন বংশীয় একজন মাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল ; প্রপীড়ক-গণ ধ্বংশ এবং প্রপীড়িতগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিল ; যেমন এই মুসলমানদের ও হইবে।

৪র্থ রুকু :—ফের্-অ-উন বংশীর বিশ্বাসস্থাপনকারী ঐ ব্যক্তি বলিল, মূসা প্রমাণ সহ আসিয়াছেন, তাঁহার কথা মান্য করা উচিত, নচেৎ আমাদের এই গৌরব এবং ঐশ্বর্য্য পূর্ব্বগত পাপচারী জাতিগণের ন্যায় ধ্বংশ হইতে পারে ; ফের্-অ-উন উপহাস করিয়া হামানকে বলিল, ইষ্টক নির্ম্মিত উচ্চ এক সোপন তৈয়ার কর, তাহা দিয়া স্বর্গ প্রবেশের পথ পর্য্যন্ত যেন পৌছিতে পারি, এইরূপে মূসার আল্লাহকে দেখিয়া আসি ;

৫ম রুকু :—ফের্-অ-উন বংশীয় ঐ ব্যক্তি বলিল, পরকালই চির-স্থায়ী বাসস্থান, মন্দ কর্ম্মের পারলৌকিক পরিণাম মন্দ, এবং ভাল কর্ম্মের পরিণাম ভাল ; ফের্-অ-উন বংশীয়গণ তাঁহাকে বধ করার উদ্যোগ করিল ; (তাহারা মূসার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সমুদ্র জলে নিমগ্ন হইল, এবং তাহাদের হস্ত হইতে বিশ্বাস স্থাপনকারী উদ্ধার পাইল ;) কেয়ামতে ফের্-অ-উন তাহার স্বজাতীয়গণকে নরকে লইয়া যাইবে ;

৬ষ্ঠ রুকু :—তিনি রসুলগণকে এবং বিশ্বাসস্থাপনকারীগণকে উভয় লোকে সাহায্য করিবেন ইহা তাঁহার অঙ্গীকার ; অতএব নবী তুমি আল্লাহদ্রোহীগণের নির্য্যাতনে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, (তোমার স্বজাতীয়গণ তোমাকে হত্যা করার উদ্যত হইয়াছে, তুমি

উদ্ধার প্রাপ্ত হইবা, এবং তাহারা বিনষ্ট হইবে;) তুমি তোমার প্রতি-পালকেরই প্রশংসাবাদ করিতে থাক, তোমাদের প্রতিপালক বলিতে-ছেন, আমাকে আহ্বান কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিব;

৭ম রুকু:—আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই; তিনি রাত্রি দিবসের, এবং সমস্ত বস্তুর, সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনি পৃথিবীতে তোমাদিগকে আবির্ভূত করিয়াছেন, তিনিই মঙ্গলকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, তিনিই সমস্ত ......চেতনার মূল; মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা; ইহার একটিও কার্য্য অন্য উপাস্যগণ করিতে সক্ষম নহে;

৮ম রুকু:—আল্লাহর বাণীতে অবিশ্বাসীদিগের পরলৌকিক পরিণাম পাপের গুরুত্বানুযায়ী তদুপযুক্ত নরকে বাস;

৯ম রুকু:—চতুষ্পদ সকলেতেও তাঁহার সম্বন্ধে প্রমাণ রহিয়াছে, তিনি ব্যতিত কেহই মনুষ্যগণের উপযোগী করিয়া উহাদিগকে সৃষ্টি করে নাই তাহা স্পষ্ট; এই সকল প্রমাণ দেখিয়াও যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাহাদের ঐহিক পরিণাম, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণের ন্যায়; যাহারা এই আরবগণ হইতে সংখ্যায়, বলে, ঐশ্বর্য্যে, কৌশলে বহু অধিক ছিল, অসময়ে বিশ্বাস স্থাপন নিষ্ফল।

মোওমেনুন—বিশ্বাস স্থাপনকারী।

মক্কাবতীর্ণ ৪০ সংখ্যায় সূরা (৬০।)

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দল কর্ত্তা আল্লাহর

নামে আরম্ভ। ১।৪০।২৪

১। হা, মীম, (তাঁহার অলঙ্ঘণীয় আদেশের, এবং চিরস্থায়ী রাজত্বের, শপথ।) ২ আল্লাহ, (স্বরূপতঃই) যিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতা-বান, সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহারই নিকট হইতে (এই) গ্রন্থের অবতরণ। ৩ তিনি পাপ মার্জ্জনাকারী, অনুতাপ গ্রাহ্যকারী, কঠিন শাস্তিদাতা, মহিমান্বিত; তিনি ব্যতীত কেহ উপাস্য নহে, তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাগমন। ৪ যাহরা ধর্ম্মদ্রোহী, তাহারা ব্যতীত আল্লাহর আএত সকল সম্বন্ধে অন্য কেহ বিবাদ করে না; এমত স্থলে দেশে (বিদেশে) তাহাদের (বিস্তৃত বাণিজ্য জন্য) যাতায়ত (তাহাদের সম্পদ, হে রসুল) তোমাকে ভ্রান্ত না করুক (যে, ইহাদের ধর্ম্ম-দ্রোহিতাতে ইহাদের কোন অপকার নাই।) ৫ ইহাদের পূর্ব্বে নূহর স্বজাতীয়গণ, এবং তাহাদের পর বহু ব্যক্তিগণের দল, (স্ব স্ব পয়গম্বরের সতর্ককরণ বাণীতে) অসত্য হওয়ার দোষারোপ করিয়াছিল, এবং প্রত্যেক দল তাহাদিগের রসুলকে (মিথ্যা শিক্ষা দেওয়ার দোষে) ধৃত করার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং যাহা অপ্রকৃত তাহা প্রবল করিবার জন্য বিবাদ-করিতেছিল, যেন তদ্বারা যাহা প্রকৃত তাহাকে স্থান ভ্রষ্ট করে;

তখন আমি তাহাদিগকেই ধৃত করিয়াছিলাম, তদনন্তর শাস্তি কেমন হইয়াছিল? ৬ এবং উক্ত রূপে সধর্ম্মদ্রোহীগণ সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের আদেশ সত্য হইয়াছিল যে তাহারা অগ্নির অধিবাসী হইয়াছিল। ৭ (অপ্রকৃত ঈশ্বর অর্থাৎ ফেরেস্তা উপাসকগণের জানা উচিত যে) তাঁহার সিংহাসনবাহী ফেরেশ্‌তাগণ, এবং তাঁহার চতুর্দ্দিক দণ্ডায়মান ফেরেস্তাগণ, প্রশংসাবাদের সহিত তাহাদের প্রতিপালকের পবিত্রতার জপ করে, এবং তাঁহাতে বিশ্বাসস্থাপন করে, এবং যাহারা বিশ্বাসস্থাপনকারী তাহাদের পাপ ক্ষমার প্রার্থনা করে, (অথচ যাহারা এই ফেরেশ্‌তাগণের পূজা করে তাহাদের পাপ মার্জ্জনার প্রার্থনা করে না, তাহাদের প্রার্থনা,) হে আমাদের প্রতিপালক তুমি স্ব অনুগ্রহ এবং (অন্যের অবস্থার) জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুর উপরে বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়াছ, অতএব যাহারা (অনুতপ্ত হইয়া) তোমার দিকে ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং তোমার পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দাও, এবং তাহাদিগকে অগ্নির যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর, এবং তাহাদের পিতাগণের এবং পত্নীগণের এবং সন্তানগণের, যাহারা নিজকে সংশোধন করিয়া লইয়াছে, (তাহাদেরও পাপ ক্ষমা কর,) নিশ্চয় তুমি সর্ব্বশক্তিমান, বিহিত আদেশ কর্ত্তা, এবং তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রকার মন্দ হইতে রক্ষা কর। ফলতঃ সে দিবস তুমি যাহাকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবা, নিশ্চয়ই তাহারই প্রতি অনুগ্রহ করিবা, এবং ইহাই যাহা মহা কামনা লাভ।

১০ যাহারা অবিশ্বাসকারী, তাহাদিগকে উচ্চৈস্বরে, (ঐ ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক) বলা হইবে, তোমরা (যেমন অদ্য) নিজের উপরে অসন্তুষ্ট হইয়াছ, যখন তোমাদিগকে ধর্ম্মের দিকে আহ্বান করা হইত এবং তোমরা অগ্রাহ্য করিতা, তখন আল্‌লাহ তোমাদের উপরে সত্য সত্যই

ইহা হইতেও অধিক অসন্তুষ্ট হইতেন। ১১ তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদিগকে (মনুষ্য জন্মের পূর্ব্বের, এবং প্রথম স্বর ফুৎকারের পরের, এই) দুই বারের মরণাবস্থা প্রদান করিয়াছ, এবং (মনুষ্য জন্মরূপ একবারের, এবং এই কেয়ামতে পুনঃ জীবনরূপ আর একবারের এই) দুইবারের জীবন প্রদান করিয়াছ; এখন আমরা আমাদের অবিশ্বাসের পাপ স্বীকার করিতেছি, এমতস্থলে (এই নরক লোক হইতে) বাহির হওয়ার কি কোন পথ আছে? ১২ (তাঁহা-দিগকে বলা হইবে,) ইহা (এই চির নরক) এই জন্য যে, যখন তোমা-দিগকে অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করা হইত, তখন তোমরা তাহা অগ্রাহ্য করিতা, এবং যদি তাঁহার সহিত ক্ষমতা ভাগকারী সংযোগ করা যাইত, তোমরা বিশ্বাস করিতা, অতঃপর অত্য সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান, সর্ব্ব মহৎ আল্লাহ্‌রই আধিপত্য।

১৩। (হে মনুষ্যগণ) তিনি তোমাদিগকে, (তাঁহার সম্বন্ধীয়) প্রমাণ, (অর্থাৎ এই সৃষ্টি, নিত্য) প্রদর্শন করিতেছেন, এবং (যদিও) আকাশ হইতে (তাঁহার ইচ্ছা মত) তোমাদের জীবিকা অবতীর্ণ করিতেছেন, কিন্তু যে ব্যক্তি (তাঁহার দিকে) অবনত, সে ব্যতীত অন্যে, (যে সর্ব্ব বিষয় তিনিই উপাস্য) এই উপদেশগ্রাহী হয় না। ১৪ অতএব (হে মনুষ্যগণ,) পবিত্র ভাবে (সর্ব্ব বিষয়) তাঁহাকেই আহ্বান কর, তিনিই উপাস্য; এবং যদিও অবিশ্বাসকারীগণ অসন্তুষ্ট হয়, (তথাপি তাঁহাকে ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিও না।) ১৫ তাঁহার মর্য্যাদা অতি উন্নত, তিনি (স্বর্গ মর্ত্ত ব্যাপ্ত) সিংহাসনের অধিপতি, তাঁহার দাসগণের মধ্যে যাহার উপরে ইচ্ছা, তাহার উপরে তাঁহারই আদেশ ক্রমে, প্রত্যাদেশ প্রেরিত হয়, উদ্দেশ্য যে (তাঁহার সহিত) সাক্ষাৎ হওয়ার দিন সম্বন্ধে যেন উপদেশ করে। ১৬ সে দিবস সকলেই, (তৎকালে প্রকা-

শিত পৃথিবী হইতে,) বাহির হইয়া আসিবে, তাহাদের কিছুই আল্লাহ্র নিকট গুপ্ত থাকিবে না। (জিজ্ঞাসা করা হইবে) "অদ্য আধিপত্য কাহার?" (সকলই বলিয়া উঠিবে, অদ্য আধিপত্য) "সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান একমাত্র আল্লাহর। ১৭ অদ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যাহা করিয়াছে তাহার বিনিময় প্রদান করা হইবে, অদ্য কোনও অবিচার হইবে না, নিঃসন্দেহই আল্লাহ অগৌণে হিসাব করিতে সক্ষম।" ১৮ এমতস্থলে (হে রসুল) তুমি ইহাদিগকে (সেই নিত্য) নিকট আগমন কারী দিবস সম্বন্ধে সতর্ক কর, সে দিবস হৃদয়ে কণ্ঠের নিকট আগত হইয়া তাহা অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিবে, (সে দিবস) আজ্ঞা অমান্যকারী-গণের বন্ধু, বা (যাহাদের অনুরোধ গ্রাহ্য হয় এমত,) অনুরোধকারী কেহ নাই। ১৯ (গুপ্ত ভাবে দর্শন করিয়া তোমাদের) চক্ষু যে ক্ষতি করে, এবং হৃদয় যাহা গোপন করে, তাহা (পর্য্যন্ত) তিনি জানেন। ২০ ফলতঃ (সেই) আল্লাহ্ ন্যায় পরায়ণতার সহিত বিচার করিবেন, এবং তাঁহাকে ব্যতীত যাহাদিগকে তাহারা আহ্বান করে, তাহারা কিছু নিষ্পত্তি করিবে না। নিঃসন্দেহই আল্লাহ্ শ্রোতা এবং দ্রষ্টা। ২।১১ = ২০

২১ ইহারা, (এই অবিশ্বাসকারী আরবগণ,) পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া দেখে না কেন যে যাহারা ইহাদের পূর্ব্বে ছিল, তাহাদের পরিণাম কেমন হইয়াছে? তাহারা বল বিক্রমে, এবং তাহাদের যে চিহ্ন পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছে তন্মতে, ইহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, তদনন্তর তাহাদের পাপের জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলেন, তদনন্তর আল্লাহর বিপক্ষে তাহাদের আশ্রয়দাতা কেহ ছিল না। ২২ ইহা এ জন্য (ঘটিয়াছিল,) যে তাহাদের নিকট তাহাদের রসুল প্রকাশ্য প্রমাণ সহ আসিয়াছিল, তখন তাহারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিল, তখন আল্লাহ তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই

তিনি মহাশক্তি সম্পন্ন, কঠিন শাস্তিদাতা। ২৩ (যথা) আমি মূসাকে আমার নিদর্শন, এবং প্রকাশ্য প্রমাণ সহ, প্রেরণ করিয়াছিলাম, ২৪ (এই আরবগণের দেশের নিকটস্থ মীসর দেশের) ফের-অ-উন এবং হামান, এবং কারূণের দিকে (প্রেরণ করিয়াছিলাম,) তখন তাহারা বলিয়াছিল, ইহারা ঐন্দ্রজালিক এবং মিথ্যাবাদী। ২৫ ফলতঃ যখন মূসা আমার নিকট হইতে সত্য সহ তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, তখন তাহারা বলিয়াছিল যে, যাহারা তাহার সহিত বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ, তাহাদের পুত্রগণকে বধ কর, এবং তাহাদের কন্যাগণকে জীবিত রাখ; কিন্তু ধর্ম্মদ্রোহিগণের কৌশল বিপথগামী ব্যতীত হয় না। ২৬ এবং ফের্-অ-উন বলিয়াছিল, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি মূসাকে বধ করিব, এবং সে তাহার প্রতিপালককে (রক্ষার্থে) আহ্বান করুক। সত্য সত্যই আমার আশঙ্কা হইতেছে সে তোমাদের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, অথবা দেশের মধ্যে বিভ্রাট উপস্থিত করিতে পারে। ২৭ এবং মূসাও বলিতে লাগিল, যে উদ্ধত ব্যক্তি-গণ হিসাবের দিবসকে ভয় করে না, আমি তাহাদের সকলেরই বিরুদ্ধে আমার এবং তোমোদেরও প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ৩।৭ = ২৭

২৮ এবং ফের-অ-উনের দলের একজন বিশ্বাস স্থাপনকারী, যে তাহার বিশ্বাস গোপন করিতেছিল, বলিতে লাগিল, আশ্চর্য্যের বিষয় যে তোমরা কি এমত এক ব্যক্তিকে বধ করিবা যে, বলিতেছে আল্লাহই আমার রক্ষাকর্ত্তা, এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রমাণ সহও সে তোমাদের নিকট আসিয়াছে? এবং যদি সে মিথ্যা বলি-তেছে, তাহা হইলে তাহার মিথ্যা তাহার উপর, এবং যদি সে সত্যবাদী তাহা হইলে, তাহার অঙ্গীকৃত কতক বিপদ তোমাদের উপর পতিত

হইতে পারে। যে ব্যক্তি সীমাতিক্রমকারী, মিথ্যাবাদী, নিঃসন্দেহই আল্লাহ্ তাহাকে পথ প্রদর্শন করেন না। ২৯ হে আমার স্বজাতীয়-গণ, অদ্য তোমাদেরই প্রভুত্ব, দেশেতে তোমরাই প্রবল। কিন্তু যদি আল্লাহর শাস্তি আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কে আমা-দিগকে তৎ বিরুদ্ধে সাহায্য করিবে? ফের-অ-উন বলিতে লাগিল যাহা আমি দেখিতেছি, তাহাই তোমাদিগকে দেখাইতেছি, এবং মঙ্গলের যে পথ তাহাই তোমাদিগকে দেখাইতেছি। ৩০ যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, বলিতে লাগিল, হে আমার স্বজাতীয়গণ, দুষ্কৃত দল সকলের যেমন দুর্দ্দিন হইয়াছিল, তদ্রূপ (দিবস) তোমাদের উপরে আশঙ্কা করিতেছি; ৩১ এবং নূহর স্বজাতীয়গণের এবং আদগণের, এবং সমূদগণের, এবং তাহাদের পরবর্ত্তিগণের যেমন দশা হইয়াছিল, (তাহার ভয় করিতেছি।) ফলতঃ (যদি কেহ অত্যাচার না করে তাহা হইলে) আল্লাহ্ তাঁহার দাসগণের উপর কোনও রূপ অত্যাচার ইচ্ছা করেন না। ৩২ এবং হে আমার স্বজাতীয়গণ, তোমাদের সম্বন্ধে শাস্তি গ্রহণ জন্য আহ্বানের দিবসের আমি আশঙ্কা করিতেছি। সে দিবস তোমরা পালায়িত অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবা, সে দিবস আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সহায় নাই, কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে পথ ভ্রষ্ট করেন, তাহার জন্য পথ প্রদর্শক কেহ নাই। ৩৩ এবং প্রকাশ্য প্রমাণ সহ ইতঃপূর্ব্বে ইউসুফ তোমাদের নিকট আসিয়াছিলেন, তিনি যাহা সহ তোমাদের নিকট আসিয়াছিলেন তোমরা তাহা অবিশ্বাস করিয়া আসি-তেছ, এ পর্য্যন্ত যে, যখন তিনি মরিয়া গেলেন, তখন তোমরা বলিতে লাগিল, ইহার পর আল্লাহ্ কোনও রসুলকে দণ্ডায়মান করিবেন না। যাহারা অতিশয়াচারী, সন্দিগ্ধচেতা, আল্লাহ্ তাহাদিগকে এইরূপে পথ ভ্রষ্ট করেন। ৩৪ ইহারাই যাহারা কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত না হইয়াও,

আল্লাহর নিদর্শন সকল সম্বন্ধে বিবাদ করে, ইহা আল্লাহর এবং বিশ্বাস স্থাপনকারিগণের নিকট অতি অসন্তোষজনক। আপন গুরুত্ব প্রকাশ-কারী, অত্যাচারী, প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয় আল্লাহ এইরূপে মোহর করিয়া দেন। ৩৫ এবং (তখন উপহাস করিয়া) ফের-অ-উন বলিল, হে হামান, আমার জন্য একটি (আকাশ-ভেদী) অট্টালিকা (অর্থাৎ সোপান) প্রস্তুত কর, যেন আমি (সেই) সকল পথে উপস্থিত হইতে পারি, ৩৬ (যে সকল) স্বর্গের (মধ্যে প্রবেশের) পথ; তার পর মূসার উপাস্যকে দেখিয়া লই। কিন্তু আমি তাহাকে মিথ্যুক বলিয়া স্থির করিয়াছি। ফলতঃ তাহার মন্দ কর্ম্মকে এইরূপে ফের-অ-উনের জন্য সুন্দর করা হইয়াছিল, এবং তাহাকে পথ হইতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, এবং ফের-অ-উনের কৌশল (যে ইস্‌রাইল পুত্রগণকে ধ্বংস করিয়া আশঙ্কা দূর করে,) বিফল ব্যতীত হয় নাই। ৪।১০=৩৭

৩৮ এবং সেই ব্যক্তি যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল বলিতে লাগিল, "হে আমার স্বজাতীয়গণ, আমার কথামত চল, আমি তোমাদিগকে মঙ্গলের পথ দেখাইব; ৩৯ হে আমার স্বজাতীয়গণ, এই পৃথিবীর জীবন, (ক্ষণস্থায়ী সুখ) ভোগ (মাত্র,) এবং পরকালই যাহা চিরস্থায়ী বাসস্থান; যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম্ম করে, তাহাকে তাহার মতই বিনিময় ব্যতীত দেওয়া হয় না; এবং কি পুরুষ এবং কি স্ত্রী, যাহারা ভাল কর্ম্ম করে, এবং বিশ্বাস স্থাপনকারীও হয়, তাহাদিকেই জন্নতে উপনীত করা হইবে, এবং তথায় তাহাদিগকে গণাতীত লাভবান করা হইবে; ৪১ এবং হে আমার ভ্রাতাগণ, আমার কেমন (দুর্ভাগ্য) হইয়াছে যে, আমি তোমাদিগকে জন্নতের দিকে ডাকিতেছি, অথচ তোমরা আমাকে অগ্নির দিকে আহ্বান

করিতেছ; ৪২ তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ যে, আমি আল্‌লাহর সম্বন্ধে অবাধ্যাচারী হই, এবং তাঁহার সহিত তাহাকে অংশী করি যাহার সম্বন্ধে আমি (কোনও নির্ভর যোগ্য প্রমাণ ক্রমে) অবগত নহি, অথচ আমি তোমাদিগকে সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান, পাপহারীর দিকে আহ্বান করিতেছি, ৪৩ নিঃসন্দেহই তোমরা আমাকে তাহারই দিকে আহ্বান করিতেছ, যাহাকে এই পৃথিবীতে এবং পরকালে আহ্বান করা উচিত নহে; এবং ইহাই (প্রকৃত) যে আমাদিগকে (কর্ম্ম এবং বিশ্বাসের ফল ভোগ জন্য) আল্‌লাহরই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে; এবং যাহারা অতিশয়াচারী তাহারাই নরকের অধিবাসী, ৪৪ আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি তোমরা তখন তাহা স্মরণ করিবে, এমতস্থলে, (তোমরা যেমন স্থির করিয়াছ, আমার প্রাণ বধ করিতে পার,) আমি আমার বিষয় আল্‌লাহকে সমর্পণ করিয়া দিলাম। নিঃসন্দেহই আল্‌লাহ্‌ তাঁহার দাসগণকে দেখিয়া রহিয়াছেন।,, তদনন্তর তাহারা তাহার বিরুদ্ধে, (তাহাকে বধ করার) যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল. তাহার মন্দ হইতে আল্‌লাহ্‌ তাহাকে উদ্ধার করিলেন, এবং ফের-অ-উনের বংশীয়গণকে মন্দ শাস্তি বেষ্টন করিয়া লইল। ৪৫ এবং (কেয়ামত উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত) প্রাতঃ এবং সন্ধ্যা তাহাদের সম্মুখে অগ্নি উপস্থিত করা হইবে, এবং যে দিবস মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান হইবে, (সে দিবস আদেশ হইবে) ফের-অ-উনের অনুবর্ত্তীগণকে মহা শাস্তিতে উপনীত কর। ৪৬ এবং যখন নরকের মধ্যে তাহারা পরস্পর বাকবিতণ্ডা করিবে, তখন দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ, তাহাদের উপরে যাহারা শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করিত, তাহাদিগকে বলিবে, আমরা নিঃসন্দেহই তোমাদের কথামত চলিতাম, অতএব তোমরা কি (এখন) অগ্নির কিঞ্চিৎ অংশও আমাদের উপর

হইতে হ্রাস করিতে পারিবে? ৪৮ যাহারা ক্ষমতা প্রকাশ করিত বলিবে, আমরাও সকলই নিঃসন্দেহই তাহার মধ্যে আছি। নিঃসন্দেহই আল্লাহ্ তাঁহার দাসগণের মধ্যে শেষ নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন।

৪৯। এবং নরকস্থ ব্যক্তিগণ, নরক রক্ষকগণকে বলিবে, আমাদের উপর হইতে এক দিবস মাত্র শাস্তি হ্রাস করুন তজ্জন্য তোমাদের প্রতিপালককে অহ্বান কর, ৫০ তাহারা বলিবে, প্রকাশ্য প্রমাণ সহ তোমাদের রসুলগণ তোমাদের নিকট কি আসেন নাই? তাহারা বলিবে সত্যই (রসুলগণ আসিয়াছিলেন।) তাহারা বলিবে, তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকেই (শাফায়ত জন্য) আহ্বান কর; কিন্তু (তখন) অবিশ্বাসকারিগণের আহ্বান নিস্ফল ব্যতীত হইবে না। (৫।৫০)

৫১। এই পার্থিব জীবনেতে, এবং যে দিবস সাক্ষিগণকে দণ্ডায়মান করা হইবে, (সেই কেয়ামতেতেও,) আমি নিশ্চয়ই আমার রসুলগণকে, এবং বিশ্বাস স্থাপনকারিগণকে, সাহায্য করিব। ৫২। সে দিবস পাপাচারিগণের আপত্তি কোনও উপকারে আসিবে না। তাহাদের জন্য (দয়াময়ের) অসন্তোষ এবং অবস্থানের জন্য মন্দ স্থান।

৫৩। এবং (ইস্রাইল বংশ-শত্রু ফের্-অ-উনকে ধ্বংশের পর) আমি মূসাকে পথ প্রদর্শক (গ্রন্থ) প্রদান করিয়াছিলাম, এবং ইস্রাইল সন্তানগণকে ঐ গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম, ৫৪ তাহা জ্ঞানবানগণের জন্য পথ প্রদর্শক এবং উপদেশ। ৫৫ অতএব (হে নবী, এই আরব বংশীয়গণের পীড়ন, নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও) তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহর অঙ্গীকার (যে তিনি তাঁহার রসুল এবং বিশ্বাস স্থাপনকারিগণকে

সাহায্য করেন) সত্য; এবং (স্ব দৈন্য প্রকাশার্থে) তোমার পাপের ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং সন্ধ্যা এবং প্রাতঃ প্রশংসা সহ তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতাবাদ করিতে থাক। ৫৬ আল্লাহর দত্ত কোনও প্রমাণ অভাবেও যাহারা তাঁহাব আএত সমূহ সম্বন্ধে বিবাদ করে, নিশ্চয় তাহাদের হৃদয়ে অত্মগরীমা ব্যতীত নাই, কিন্তু (স্বীয় গৌরব যতই প্রকাশ করুক না কেন) তাহারা তাহাতে (অর্থাৎ পয়গম্বরের উচ্চ পদে) কখনই পৌছিতে পারিবে না। অতএব (হে নবী,) তুমি আল্লাহরই আশ্রয় গ্রহণ কর, নিশ্চয় তিনি শ্রোতা এবং দ্রষ্টা। ৫৭ (তাহারা বলিতেছে মরণের পর পুনর্জ্জীবন, কেয়ামত, প্রভৃতি অনেক কথায় কোর্-আন পূর্ণ; পুনরুত্থান সম্বন্ধে তাহাদিগকে বল) মনুষ্যকে সৃষ্টি করা হইতে আকাশের এবং পৃথিবীর সৃষ্টি নিশ্চয় কঠিন, (অথচ এই পৃথিবীর ন্যায় সহস্র সহস্র নক্ষত্র তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, এমত স্থলে আর এক অবস্থায় মনুষ্যকে সজীবন উত্থিত করা কি তাঁহার পক্ষে কঠিন?) কিন্তু বহু ব্যক্তি ইহা বুঝে না। ৫৮ ফলতঃ অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান, এক সমান নহে; এবং বিশ্বাস স্থাপনকারী সুকর্ম্মী, এবং অবিশ্বাসকারী কুকর্ম্মী, (এক সমান নহে,) কিন্তু তোমাদের মধ্যে অল্প ব্যক্তি উপদেশ-গ্রাহী। ৫৯ নিশ্চয়ই মুহূর্ত্ত সমাগত হইবে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই, কিন্তু বহু ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না। ৬০ অথচ তোমাদের প্রতিপালক বলিতেছেন, (অন্যকে আহ্বান না করিয়া) আমাকেই আহ্বান কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিব; যাহারা, (আমার আদেশ এবং নিষেধ পালন করণ রূপ) আমার উপাসনা করিতে গর্ব্ব করে, (যে তাহা নির্ব্বোধের কার্য্য,) তাহারা হীনতা-গ্রস্ত হইয়া জহন্নমে প্রবেশ করে। (৬।৬০)

৬১। তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তখন তোমরা শান্তি ভোগ কর; এবং দিবসকে (আলোকময় করিয়া সমস্ত বস্তু) প্রদর্শক করিয়াছেন, (যেন জীবিকার্জ্জন করিতে পার;) নিঃসন্দেহই আল্লাহ মনুষ্যগণের প্রতি অতি অনুগ্রহকারী, কিন্তু বহু ব্যক্তি অনুগ্রহ স্বীকারকারী হয় না। ৬২ তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের পালন কর্ত্তা, সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি কর্ত্তা, তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, এমত স্থলে তোমরা কোথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছ? ৬৩ যাহারা আল্লাহর প্রমাণ সকল সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিত, তাহারাই এইরূপে ফিরিয়া গিয়াছিল। ৬৪ তিনিই আল্লাহ, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের অবস্থানের স্থান করিয়াছেন, এবং আকাশকে ছাদ (স্বরূপ) করিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে আকার প্রদান করিয়াছেন, তদনন্তর তোমাদেরই আকার সর্ব্বোত্তম হইয়াছে, এবং বহু উৎকৃষ্ট বস্তু তোমাদিগকে ভোগ করন জন্য প্রদান করিয়াছেন, ইনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, এমত স্থলে আল্লাহ মঙ্গলপ্রদ, তিনিই সৃষ্টি সকলের রক্ষা কর্ত্তা। ৬৫ তিনি চেতনাযুক্ত, তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, অতএব পবিত্রভাবে তাঁহাকেই আহ্বান কর, তাঁহারই উপাসনা কর্ত্তব্য। যিনি সৃষ্টির রক্ষাকর্ত্তা সমস্ত প্রশংসাবাদ তাঁহার। ৬৬ হে পয়গম্বর তুমি ইহাদিগকে বল, আল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান কর, তাহাদিগকে উপাসনা করা আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে, যেহেতু আমার প্রতিপালকের নিকট হইতে আমার নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আগত হইয়াছে, এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমাকে সৃষ্টির প্রতিপালকের নিকট সমর্পণ করিয়া দেই। ৬৭ তিনিই তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদনন্তর (সেই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন) রেতঃবিন্দু

হইতে মাংস পিণ্ডে (পরিবর্ত্তিত করিয়া) শিশুর আকারে বহিষ্কৃত করিয়াছেন, যেন তদনন্তর স্বপূর্ণতা প্রাপ্ত হও, এবং তদনন্তর যেন বৃদ্ধত্বঃ প্রাপ্ত হও। এবং তোমাদের কতক জন ইহার পূর্ব্বেই নির্ণীত সময় পূর্ণ করিয়া মরিয়া যায়, যেন তোমরা জানিতে পার (যে জীবন মরণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন।) ৬৮ তিনিই যিনি জীবন দান করেন, এবং জীবন হরণ করেন, এবং যখন কোনও কার্য্য অবধারিত করেন তাহাকে এইমাত্র বলেন, "হও" তখনই হইয়া যায়। (৭।৫৮)

৬৯। (হে নবী) যাহারা আল্লাহর আএত সমূহ সম্বন্ধে বাক্-বিতণ্ডা করিতেছে, তুমি কি দেখিতেছ না, কোথা হইতে তাহারা ফিরিয়া যাইতেছে? ৭০ ইহারাই কোর্-আনকে মিথ্যা বলিতেছে, এবং যাহা সহ আমি রসুলকে প্রেরণ করিয়াছি (তাহা মিথ্যা বলিতেছে।) অতঃপর (ইহার পরিণাম) দেখিতে পাইবে, ৭১ যখন তাহাদের গলায় (তাহাদের কর্ম্মের) গল বন্ধন, এবং (পদে কর্ম্মের) শৃঙ্খল, পরাইয়া দেওয়া হইবে, এবং টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, ৭২ উষ্ণ জলের নিকটে ; তদনন্তর অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে ; ৭৩ তখন বলা হইবে, ৭৪ আল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগকে তোমরা তাঁহার ক্ষমতা ভাগকারী করিয়াছিলা, তাহারা কোথায়? ৭৫ তাহারা বলিবে, তাহারা আমাদের (মন) হইতে দূর হইয়া গিয়াছে, বরং (এমত দূর হইয়াছে যেন) ইতঃপূর্ব্বে তাহাদিগকে একেবারে আহ্বান করিতাম না। আল্লাহ এইরূপে, (যেমন ইহারা হইয়াছিল তদ্রূপে,) ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে পথ ভ্রষ্ট করেন, (যেন পরকালে তাহারা কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হয়।) ৭৫ (তাহাদিগকে বলা হইবে,) এই সকল (এই জন্য যে) তোমরা পৃথিবীতে অন্যায় পূর্ব্বক উল্লাসিত

হইতা, এবং এজন্যও যে (আল্লাহর বাণীর বিরুদ্ধে) ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছিলা। ৭৬ (তাহাদিকে বলা হইবে, তোমাদের পাপের গুরুতানুযায়ী,) জহন্নমের (ভিন্ন ভিন্ন) দ্বার সকলেতে চিরকালের জন্য প্রবেশ কর, ফলতঃ [আল্লাহর বাণী তুচ্ছকারী] গর্ব্বিত ব্যক্তিগণের অবস্থানের স্থান অতি মন্দ। ৭৭ এমতস্থলে [হে নবী,) তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, নিশ্চয় আল্লাহর অঙ্গীকার [যে তিনি পয়গম্বর এবং বিশ্বাসস্থাপনকারিগণকে সাহায্য করেন) সত্য, যাহা আমি ইহাদের (এই পীড়নকারী ধর্ম্মদ্রোহীদের) সম্বন্ধে অঙ্গীকার করিয়াছি, অতঃপর যদি তাহার কোনও ঘটনা তোমাকে দেখাই, কিম্বা (অঙ্গীকৃত সমস্ত ঘটনা দেখাইবার পূর্ব্বে) উঠাইয়া লই (তথাপি প্রতিশ্রুত সমস্ত বিষয় সত্য হইবে। সমস্ত ঘটনাই সত্য হইয়াছিল ইতিহাসই তাহার সাক্ষী) তদনন্তর (সকলে) আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। ৭৮ এবং (হে পয়গম্বর) তোমার পূর্ব্বেও আমি রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কতক জনার বিবরণ তোমার নিকট বিবৃত করিয়াছি, এবং কতক জনার বিবরণ তোমার নিকট বিবৃত করি নাই; এবং কোনও রসুলেরই এমত যোগ্যতা ছিলনা যে, আল্লাহর আদেশ ব্যতীত (অসাধারণ কার্য্য করণ রূপ) কোনও প্রমাণ উপস্থিত করে, তদনন্তর (রসুলকে অগ্রাহ্য করণ জন্য) যখন (দণ্ডের) আদেশ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার করা হইয়াছিল, এবং যাহারা (তাহা) ব্যর্থ করার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারাই তখন ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল। (৮।৭৮)

৭৯ তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তাহাদের কতকের উপরে তোমরা আরোহণ কর, ৮০ এবং তাহাতে তোমাদের বহু লভ্যও রহিয়াছে, এবং তাহার

উপরে আরোহণ করিয়া যেন তোমাদের অভিপ্রেত স্থানে উপস্থিত হও, এবং তাহাদের উপরে এবং জলযানের উপরেও তোমাদিগকে বহন করা হয়। ৮১ ফলতঃ তিনি তোমাদিগকে তাঁহার (সম্বন্ধীয় সাঙ্কেতিক চিহ্ন) প্রমাণ সকল, (যে সর্ব্ব বিষয় তিনিই উপাস্য,) প্রদর্শন করেন, এমত স্থলে আল্লাহর প্রমাণের কোনটি তোমরা অগ্রাহ্য করিবা? ৮২ (তাঁহার প্রমাণ অগ্রাহ্য কারিগণের পরিণাম দর্শন জন্য এই আরব দেশ-বাসিগণ তাহাদের সন্নিকটস্থ) দেশ ভ্রমণ করে না কেন? তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল, তাহাদের পরিণাম কেমন হইয়াছে? (এই আদ, সমূদ, কিবতী প্রভৃতি জাতিগণ) সংখ্যাতে ইহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, এবং বলেতে বহু প্রবল ছিল, এবং পৃথিবীর উপরে যে স্মৃতি চিহ্ন ত্যাগ করিয়াছে তৎপ্রযুক্ত ও (ইহাদের অপেক্ষা সর্ব্ব প্রকারে উন্নত দৃষ্ট হইতেছে,) তদনন্তর তাহারা (ধন, জন, বল, বিক্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা) যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহা তাহাদের রক্ষার জন্য যথেষ্ট হয় নাই। ৮৩ এবং যখন তাহাদের রসুলগণ প্রকাশ্য প্রমাণ সহ তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, তখন তাহাদের (তর্ক শাস্ত্র, ন্যায় শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র, বিজ্ঞান শাস্ত্র, প্রভৃতির জ্ঞানের জন্য তাহারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল; এবং তখন তাহারা (আল্লাহর বিদ্যমানতা, পরকাল দোজখ প্রভৃতি) যে সকল বিষয়কে উপহাস করিত, তাহা তাহাদিগকে ঘেরিয়া লইয়াছিল। ৮৪ তদনন্তর যখন তাহারা আমার শাস্তি দর্শন করিল, তখন বলিতে লাগিল, আমরা অদ্বিতীয় আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবং তাঁহার ক্ষমতা ভাগ-কারিগণকে অগ্রাহ্য করিলাম। ৮৫ আমার শাস্তি যখন দর্শন করিল, (তখন অসময় প্রযুক্ত) তাহাদের বিশ্বাস তাহাদিগকে লাভবান্ করিল না। আল্লাহর এই বিধান (যে পাপচারী জাতিকে দূরিভূত করা হয়)

তাঁহার দাসগণের মধ্যে পূর্ব্বাপর প্রচলিত রহিয়াছে এবং এই কারণে অবিশ্বাসকারিগণ ক্ষতিগ্রস্থ হইল। (৭।৮৫।)

হা, মিম, সিজদা—প্রণতিকরণ।

মক্কাবতীর্ণ ৪১ সূরা (৬১।)

এই সূরার মর্ম্মঃ—

১ম রুকুঃ—আরব জাতি যেন বুঝিতে পারে, এজন্য দয়াময় কোর-আন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিলেন, কিন্তু অনেকে অগ্রাহ্য করিল, কারণ পয়গম্বর মনুষ্য ব্যতীত নহেন; তিনি মনুষ্য বটেন, কিন্তু কোর্-আন তাঁহার দিকে ওহি প্রত্যাদেশ ক্রমে প্রেরিত হইতেছে, ঐ ওহি ক্রমে আদেশ হইতেছে একমাত্র আল্লাহর উপাসনা কর; আল্লাহর ব্যতীত অন্যের উপাসনার ফল মন্দ, কেয়ামত সত্য, বিশ্বাস স্থাপনকারী সুকর্ম্মকারিগণের পরিণাম সু অবস্থা;

২য় রুকুঃ—যিনি পৃথিবীর স্রষ্টা, যিনি প্রাণীসকলের প্রাণ ধারণোপায়ের যোগাড় কর্ত্তা, যিনি শূন্যে সংগুপ্ত জড় জগতের এবং আধ্যাত্ম জগতের বিকাশ কর্ত্তা, কোন্ জগৎ হইতে কি কার্য্য হইবে যিনি তাহা স্থির করিয়া দিয়াছেন, তিনিই উপাস্য; তাঁহার আদেশ মত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর্ত্তব্য, যাহারা তাঁহার আদেশের অন্যথা করে, তাহাদের ঐহিক পরিণাম পূর্ব্বগত জাতিগণের ন্যায় হইবে,

৩য় রুকুঃ—তাঁহাদের পারলৌকিক পরিণামও অপ্রীতিকর হইবে; তাহাদের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, চর্ম্মই তাহাদের পার্থিব জীবনের কার্য্যের

সাক্ষ্য প্রদান করিবে, শয়তান রূপ সঙ্গিগণ, তাহাদের মন্দ কার্য্য সকলকে, তাহাদের চক্ষে সুন্দর করিয়া দিয়াছিল, ইহাদের সম্বন্ধে নরক প্রবেশের সতর্ক করণ বাণী সত্য হইবে;

৪র্থ রুকু :—যাহারা অন্যকে কোর-আন শুনিতে নিষেধ করে এবং তৎসম্বন্ধে তাচ্ছল্য প্রকাশক কথা বলে, তাহাদের অধঃগতি, যাহারা বলে আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক, এবং মরণ পর্য্যন্ত তাহাতে স্থির হইয়া থাকে, তাহারা জন্নতে সমাদৃত হইবে;

৫ম রুকু :—হে পয়গম্বর, নির্য্যাতন সহ্য করিতে থাক; উত্তম কর্ম্ম এবং অধম কর্ম্ম এক সমান নহে, তুমি উত্তম কর্ম্ম দ্বারা শত্রুতা দূর করার চেষ্টা কর, কিন্তু এই মহৎ স্বভাব কেবল মহৎ ব্যক্তি গণকে দেওয়া হইয়াছে, কখনও অতিরিক্ত পরিশোধ গ্রহণ করিও না; সৃষ্ট বস্তুকে সিজদা না দিয়া স্রষ্টাকে সিজদা দাও, ইনি মৃত্যুর পর নব সৃষ্টিতে তোমাদিগকে উত্থিত করিবেন, যেমন তাঁহার কৌশলে বীজ হইতে শস্য এবং বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়, তদ্রূপ শরীর বিযুক্ত আত্মা তাঁহার কৌশল ক্রমে সশরীর কেয়ামতে প্রকাশিত হইবে; কোর-আন সম্মানিত, সর্ব্ব দোষ হইতে পবিত্র আল্লাহর অবতারিত; অনেকে অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাবের জন্য ইহা বিশ্বাস করে না; যাবৎ নির্দ্ধারিত সময় সমাগত না হয় তাবত ইহার দণ্ড দেওয়া হইবে না;

৬ষ্ঠ রুকু :—কেয়ামত কখন ঘটিবে তাহা তিনিই জানেন, যেমন ঠিক সময়েতে আবরণের ভিতর হইতে ফলটি, মাতৃগর্ভ হইতে শিশুটি বাহির হয়, তদ্রূপ যথা সময় কেয়ামতও উপস্থিত হইবে; তদ্রূপ যথা সময় ইস্‌লামাধিপত্য ও সংঘটিত হইবে, দেশে দেশে এই ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হইবে।

———

হা, মিম, সিজদা—প্রণতিকরণ ।

মক্কাবতীর্ণ ৪১ সূরা (৬১ ।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা

আল্‌লাহর নামে আরম্ভ । ১।৪১।২৪

১। হা, মীম, (আল্‌লাহর অলঙ্ঘনীয় আদেশের, এবং চিরস্থায়ী রাজত্বের শপথ ।) ২ মহা দয়ালু মহা দয়াবানের নিকট হইতে অবতারিত ৩ গ্রন্থ (কোর-আন) ; তাহার আএত সকল বিস্তৃত-রূপে বর্ণিত, তাহা আরব্য ভাষার কোর-আন, যেন (আরব) জাতি বুঝিতে পারে ; ৪ তাহা সুসংবাদ দাতা, হিতবাক্যবাদী, তথাপি তাহারা অনেকে মুখ ফিরাইয়া লইল, তথাপি তাহারা শুনিতেছে না। ৫ এবং তাহারা বলিল যৎবিষয় তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ, তৎসম্বন্ধে আমাদের হৃদয় আবৃত রহিয়াছে, এবং কর্ণের মধ্যে ভার বস্তু রহিয়াছে, এবং আমাদের এবং তোমার মধ্যে অন্তরায় রহিয়াছে, অতএব তুমি (তোমার কর্ত্তব্য) করিতে থাক, আমরাও নিশ্চয় (স্বকর্ত্তব্য) করিতে থাকিব। ৬ (হে নবী) তুমি ইহাদিগকে বল, "আমিও নিশ্চয় তোমাদেরই মত মনুষ্য, (কিন্তু) আমার দিকে ওহি হইয়াছে যে, নিশ্চয় তোমাদের উপাস্য, একজন মাত্র উপাস্য, অতএব তাঁহারই দিকে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান থাক, এবং তাঁহার নিকট পাপ মার্জ্জনার প্রার্থী হও, ফলতঃ যাহারা

আল্লাহর সহ ক্ষমতা ভাগকারীর বিদ্যমানতা প্রকাশক কার্য্য (শিরক্) করে, তাহাদের জন্য আক্ষেপ, ৭ তাহারা জাকাত (পবিত্রকারী দান) প্রদান করে না, তাহারা পরকালেতেও বিশ্বাস করে না। ৮ কিন্তু যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী সুকর্ম্মকারী, নিশ্চয় তাহাদের জন্য অবারিত পারিশ্রমিক রহিয়াছে। (১।৮) ৯ তুমি ইহা-দিগকে জিজ্ঞাসা কর, যিনি (তাঁহার) দুইদিবসে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাকেই অস্বীকার করিতেছ? এবং তাঁহার সমকক্ষ স্থাপন করিতেছ, (অথচ) ইনিই সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক। ১০ এবং ইনিই পৃথিবীর উপরি ভাগে পর্ব্বত মালা স্থাপন করিয়াছেন, এবং তাহাতে (বহুবিধ) কল্যাণ রাখিয়াছেন, এবং উহার (উৎপাদিত) খাদ্য পরিমাণ মত করিয়াছেন; ইহা সমস্ত চারি দিবসে করিয়াছেন; ইহা (পাপি, পুণ্যবান) সমস্ত প্রার্থীগণের জন্য এক সমান। ১১ তদনন্তর (অর্থাৎ সৃষ্টি প্রকাশের ইচ্ছার পর তিনি আকাশ সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া) আকাশের দিকে মনযোগী হইলেন, এবং (তখন) তাহা ধূম্রের ন্যায় ছিল, তখন তাহাকে এবং পৃথিবীকে তিনি আদেশ করিলেন, তোমরা উভয় স্বেচ্ছায় হউক, বা অনিচ্ছায় হউক, বাহির হইয়া আস, তাহারা (অবস্থারূপ বাক্য দ্বারা উত্তর করিল) আমরা আজ্ঞাবহ হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছি। ১২ তদনন্তর তাহাদিগের উভয়কে আমি দুই দিবসে সপ্ত আকাশে পরিণত করিলাম, এবং প্রত্যেক আকাশেতে তাহার করণীয় বিষয় সমন্ধে ওহি অর্থাৎ আদেশ করিয়া দিলাম, এবং পৃথিবীর আকাশকে আমি প্রদীপ সকলের দ্বারা শোভিত করিলাম, এবং (এক নির্দ্দিষ্ট, সময় পর্য্যন্ত ধ্বংশ হইতে) রক্ষিত করিলাম। ইহাই সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান; মহাকৌশলজ্ঞ, আল্লাহ কর্ত্তৃক পরিমাণ স্থাপন করণ (অর্থাৎ তক্‌দির প্রদান করণ।)

১৩ অতঃপরও যদি ইহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে জ্ঞাত কর যে আদ এবং সমূদের উপরে যেমন বজ্রপাত হইয়াছিল, তদ্রূপ বজ্র সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। ১৪ যখন তাহাদের অগ্র হইতে এবং তাহাদের পশ্চাৎ হইতে তাহাদের (অর্থাৎ ভূত এবং ভবিষ্যৎ) নবীগণ আসিয়াছিল, (এই জন্য যে) আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের উপাসনা করিও না, (তাহারা উপহাস করিয়া বলিয়াছিল,) যদি আমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তাহা লইলে নিশ্চয় ফেরেস্তা-গণকে অবতীর্ণ করিতেন, এমত স্থলে তোমরা যাহা সহ প্রেরিত হইয়াছ তাহা আমরা অবিশ্বাস করিলাম। ১৫ তদনন্তর আদগণ দেশে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে, (অর্থাৎ রসুলগণের উপদেশের অনু-রূপ জীবন অতিবাহিত করিতে) লাগিল, এবং বলিতে লাগিল, (শারীরিক এবং মানসিক) বলে আমাদিগের হইতে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে ? আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহারা কি দেখিতে পায় নাই যে, আল্লাহ্, যিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহাদিগের হইতে (বহু) অধিক শক্তি সম্পন্ন ? এবং তাহারা আমার প্রমাণ সকল সম্বন্ধে বিবাদ করিতে লাগিল ; ১৬ তদ-নন্তর আমি তাহাদের উপর এক অশুভ দিবসে প্রচণ্ড বাত্যা প্রেরণ করিলাম, উদ্দেশ্য যে পৃথিবীর জীবনেতেও যেন তাহাদিগকে আমি নিন্দিত হওয়ার যন্ত্রণার আস্বাদ প্রদান করি, এবং পর কালের যন্ত্রণা ইহা হইতেও অধিক নিন্দনীয় ; এবং তখন তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না (যে উদ্ধার হয়।) ১৭ এবং ঐ যে সমূদগণ, তখন আমি (প্রথমতঃ) তাহাদিগকে পথ দেখাইলাম, কিন্তু তাহারা প্রকৃত পথ ত্যাগ করিয়া অন্ধতাই ভালবাসিতে লাগিল, তখন তাহারা যাহা করিতেছিল, তজ্জন্য হীনতার যন্ত্রনার

বজ্র তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, ১৮ এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, এবং পাপ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম। (২।১৮)

১৯ এবং যে দিবস আল্লাহর সহিত বিবাদকারিগণকে অগ্নির দিকে একত্রিত করা হইবে, তখন তাহাদিগকে (পাপের গুরুতানু-যায়ী) শ্রেণী শ্রেণীমতে স্থাপন করা হইবে, ২০ সে পর্য্যন্ত, যখন তাহারা নরকের নিকট আনীত হইবে, তখন তাহাদের কর্ণ, চক্ষু এবং চর্ম্ম (স্পর্শেন্দ্রিয়) তাহাদের বিরুদ্ধে তাহারা যাহা করিতেছিল তৎসম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে, ২১ এবং তাহারা স্পর্শেন্দ্রিয় (প্রভৃতিকে) বলিবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিতেছ? তাহারা বলিবে যিনি প্রত্যেক বস্তুকে (তাহার উপযুক্ত) বাক্‌শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই আল্লাহ, আমাদিগকেও বাক্‌শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনিই তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমা-দিগকে তাহারই নিকট ফিরিয়া আনা হইয়াছে। ২২ এবং যাহাতে তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং চর্ম্ম তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয়, তজ্জন্য তোমরা (কিছু) গোপন করিতা না, কিন্তু তোমরা ভাবিতা যে, তোমরা যাহা করিতা তাহার অধিকাংশই আল্লাহ অবগত নহেন। ২৩ এবং এইরূপ কল্পনা যাহা তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সম্বন্ধে কল্পনা করিতা, তাহা তোমাদিগকে নষ্ট করিয়াছে; তজ্জন্য তোমরা ক্ষতিগ্রস্তগণের অন্তর্গত। ২৪ এমতস্থলে যদি ইহারা ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকে, তথাপি অগ্নিই ইহাদের বাসস্থান, এবং যদি ইহারা দয়া ভিক্ষা করে, ইহাদের প্রতি কেহ দয়া করিবে না; ২৫ এবং আমি ইহাদের সঙ্গী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, (এই মনুষ্যরূপী শয়তান সঙ্গী) ইহাদিগকে যাহা ইহাদের সম্মুখে ছিল, এবং

যাহা পশ্চাৎ ছিল, (অর্থাৎ তাহাদের বর্ত্তমান এবং গত পাপ) তাহা আনন্দনীয় করিয়া দেখাইয়াছিল, (যেমন আধুনিক সময়ের কতক সাহিত্য. দর্শন, দিগম্বর দিগম্বরিগণের নৃত্য গীত ইত্যাদি।) তখন ইহাদের পূর্ব্বগত জিন এবং মানব দলসহ ইহাদের সম্বন্ধে অঙ্গীকার সত্য হইয়াছিল, নিঃসন্দেহই ইহারা (নিজের) ক্ষতি করিয়া আসিতেছিল। (নঃ আঃ) (৩।২৫)

২৬ এবং অবিশ্বাসকারিগণ বলিতেছে, তোমরা এই কোর্‌-আন শ্রবণ করিও না, এবং তৎকালে তোমরা গণ্ডগোল করিও, সম্ভবতঃ তাহা হইলে তোমরাই প্রাবল্য লাভ করিবে। এই সকলের জন্য আমি অবিশ্বাসকারিগণকে নিশ্চয় কঠিন শাস্তির আস্বাদ প্রদান করিব, এবং তাহারা যে সকল মন্দ কর্ম্ম করিতেছে, তাহার প্রতি ফল প্রদান করিব। ২৮ আল্‌লাহ্‌র সহিত বিবাদকারিগণের জন্য এই অগ্নিই বিনিময়, তথায় তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী বাসস্থান, তাহারা যে আমার নিদর্শন সকলের সহিত বিবাদ করিত ইহা তাহারই প্রতিফল। ২৯ এবং অবিশ্বাসকারিগণ (কেয়ামতে) বলিবে, হে আমাদের প্রতি-পালক, জিন্‌ এবং মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, তাহাদিগকে আমাদিগকে দেখাইয়া দাও, যেন আমরা তাহাদিগকে পদদলিত করি, যেন তাহারা অধম হইয়া যায়।

৩০ যাহারা (শত্রুগণ কর্ত্তৃক প্রাণ বধকালেও) বলে, আল্‌লাহ্‌ই আমাদের প্রতিপালক, তদনন্তর (এই কথাতে মরণ পর্য্যন্ত) অবিচলিত থাকে, তাহাদের নিকট (তখন) ফেরেশ্‌তাগণ অবতীর্ণ হয়, (এবং সস্নেহে বলে,) "কোনও ভয় করিও না. এবং কোনও বিষয় মনক্ষুন্ন হইও না ; এবং তোমাদের সহিত যে (শান্তি নিকেতন) জন্নতের অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তাহার সুসংবাদ গ্রহণ কর ; (এখন তোমরা

তথাকার যাত্রী।) ৩১ আমরা (তোমাদের) পার্থিব জীবনের বন্ধু, এবং পরকালেরও (বন্ধু); এবং যাহা তোমাদের আত্মা অভিলাষ করিবে, তাহা তথায় তোমাদের জন্য (উপস্থিত করা হইবে,) এবং তোমরা যাহা চাহিবা তাহাও তথায় (প্রাপ্ত হইবা।) ৩২ (এই মরণ মহাযাত্রাই) পাপহারী দয়াময়ের পক্ষ হইতে তোমাদের (সাদর) নিমন্ত্রণ। (৪।৩২)

৩৩ ফলতঃ যে ব্যক্তি (যথা (বিলাল যে) (মনুষ্যগণকে) আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, এবং পুণ্য কর্ম্ম করে, এবং বলে আমি (আত্মসমর্পিত) আল্লাহর আজ্ঞাবহ, তাহা হইতে কাহার কথা উত্তম হইতে পারে? ৩৪ ফলতঃ উত্তম কর্ম্ম এবং অধম কর্ম্ম এক সমান নহে। যাহা প্রশংসনীয় তদ্রূপ উত্তম কর্ম্ম দ্বারা, যাহা মন্দ তাহা দুরীভূত কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, তোমার শত্রু তোমার সহায় এবং মিত্র হইবে। ৩৫ কিন্তু ধৈর্য্যশীল এবং মহা ভাগ্যবান ব্যতীত অন্যকে ইহা (এই স্বভাব) প্রদান করা হয় নাই, ৩৬ এবং (যখন তোমাদের আধিপত্য হইবে, তখন) যদি শয়তানের উত্তেজনা তোমাকে (এই নির্য্যাতনকারিগণকে অতিরিক্ত প্রতিফল দান জন্য) উত্তেজিত করে; তাহা হইলে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থী হইও, নিশ্চয় তিনি শ্রোতা, সর্ব্বজ্ঞ।

৩৭ এবং তাঁহার (প্রদত্ত প্রমাণ মধ্যে রাত্রি এবং দিবস এবং সূর্য্য এবং চন্দ্র, সূর্য্যকে সিজ্দা প্রদান করিও না, এবং চন্দ্রকেও (সিজদা করিও না,) যদি তুমি তাঁহারই উপাসনা কর, তাহা হইলে আল্লাহকে, যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকেই সিজদা প্রদান কর। ৩৮ এমতস্থলেও যদি (আরবগণ তাঁহার আদেশ অগ্রহ্য করণ রূপ) গর্ব্ব প্রকাশ করে, তাহা হইলে (তাঁহার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, যেহেতু) যাহারা (যে মহাপদস্থ ফেরেশ্তাগণ,) তোমার প্রতিপালকের সন্নিকটস্থ, তাহারা

রাত্রিতে এবং দিবসেতে তাঁহারই পবিত্রতার জপ করে, তাহারা কখনও শ্রান্ত হয় না। ৩৯ এবং তাঁহার প্রমাণ মধ্যে ইহাও যে, তুমি পৃথিবীকে (অর্থাৎ ক্ষেত্র সকলকে) শুষ্ক দেখিতে পাও, তদনন্তর যখন আমি তাহার উপর জল অবতীর্ণ করি, তখন তাহা (অর্থাৎ শস্য ক্ষেত্র সকল মৃদুমন্দ বায়ুতে) গতি প্রাপ্ত হয়, এবং (তৎপূর্ব্বে জলসিক্ত হইয়া) স্ফীত হইয়া উঠে। যিনি এইরূপে ভূতলকে সজীবিত করেন, তিনি নিশ্চয়ই মৃত মনুষ্যের ও সজীব কর্ত্তা; নিশ্চয় তিনি (মৃত্যুর পর সজীব করণ প্রভৃতি) সর্ব্ব বিষয়ের উপরে শক্তিমান। ৪০ যাহারা আমার আএত সকলের অসরল অর্থ করে, তাহারা আমার নিকট অজ্ঞাত নহে। অহো, যাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইবে সে ব্যক্তি উত্তম, অথবা যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন নিশঙ্ক উপস্থিত হইবে, সে উত্তম? (এমত স্থলেও) তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহা কর, তোমরা যাহা করিতেছ তাহা নিঃসন্দেহই তিনি তাহা দেখিতেছেন। ৪১ আমার উপদেশ (কোর্-আন) তাহাদের নিকট উপস্থিত হওয়ার পরও যাহারা তাহা অগ্রাহ্য করিল, (তাহারা অবশ্যই তাঁহার ফল ভোগ করিবে,) যেহেতু তাহা এক সম্মানিত গ্রন্থ, ৪২ যাহা অপ্রকৃত তাহা ইহার অগ্র বা পশ্চাৎ কোনও দিক হইতে ইহার নিকটবর্ত্তী হয় না, ইহা মহাজ্ঞানী, মহাপ্রশংসনীয় আল্লাহর নিকট হইতে অবতারিত। ৪৩ (হে নবী,) তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণকে যাহা বলা হইয়াছিল, তোমাকেও তাহা ব্যতীত অন্যরূপ বলা হইতেছে না। তোমার প্রতিপালক নিঃসন্দেহই ক্ষমাশীল, এবং কঠিন শাস্তি দাতা। ৪৪ (ইহারা স্বভাষার কোর্-আনেতেও বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না,) এবং যদি আমি ইহাকে (বৈদেশিক) পারস্য ভাষার কোর্-আন করিতাম, তাহা হইলে ইহারা বলিত, (আমাদের ভাষায় কেন) ইহাকে বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করা হয়

নাই ? আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ইহা বৈদেশিক পারস্য (ভাষার কোর্-আন,) এবং (এই পয়গম্বর) আরিব দেশীয়। (হে নবী) তুমি বল, যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী, তাহাদের জন্য ইহা পথপ্রদর্শক এবং মহৌষধ। এবং যাহারা বিশ্বাসাবলম্বন করে না, তাহাদের কর্ণের মধ্যে ভার বস্তু, এবং এতৎ সম্বন্ধে তাহারা অন্ধ। ইহাদিগকে (বিপথের) বহুদূর অগ্রসর স্থান হইতে আহ্বান করা হইতেছে। (৫।৪৪)

৪৫ এবং (হে পয়গম্বর, অবিশ্বাসকারিগণের স্বভাবই পয়গম্বর-বাণী তুচ্ছ করা, যেমন) আমি মূসাকেও গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম, তৎপর তৎসম্বন্ধেও (ইস্রাইলগণ) ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াছিল। ফলতঃ যদি পূর্ব্বেই তোমার প্রতিপালকের আদেশ হইয়া না যাইত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হইত, এবং নিঃসন্দেহই ইহারাও (এই আরব পৌত্তলিকগণও) তাহাদেরই মত সন্দেহের মধ্যে রহিয়াছে। ৪৬ যে ভাল কর্ম্ম করে সে তাহার নিজের জন্যই করে, এবং যে মন্দ কর্ম্ম করে, তজ্জন্য তাহা তাহার উপর, ফলতঃ (হে নবী,) তোমার প্রতিপালক, তাহার নগণ্য দাসগণের উপর অত্যাচার করেন না। ৫।৪৬

পঞ্চবিংশতি পারা [৪৭।৬।৪।১।২৫

৪৭ মুহূর্ত্ত সংঘটিত হওয়ার সংবাদ তাঁহারই উপর সমর্পিত হয়। ফলতঃ তাঁহার অজ্ঞাতভাবে কোনও ফলই উহার আবরণের ভিতর হইতে বাহির হয় না, এবং কোন নারী গর্ভ বহন করে না, এবং কোন গর্ভিণী প্রসব করে না, (তদ্রূপ যথা সময় কেয়ামত ঘটিবে) এবং

কেয়ামতের দিবস তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলা হইবে, আমার ক্ষমতাভাগকারিগণ কোথায় ? তাহারা বলিবে, আমরা আপনাকে জ্ঞাত করিয়াছি (আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি তাহা জানেন,) কিন্তু (তাহারা যে আপনার সহ সৃষ্টি কার্য্যে অংশ গ্রহণকারী তাহার) প্রমাণদাতা আমাদের মধ্যে কেহ নাই। ৪৮ ফলতঃ তাহারা পূর্ব্বে যাহাদিগকে আহ্বান করিত, তাহারা তাহাদের (মন) হইতে দূর হইয়া যাইবে, এবং তাহারা জানিতে পারিবে যে (এখন) তাহাদের কোন আশ্রয়-দাতা নাই।

৪৯ মনুষ্যগণ মঙ্গল প্রার্থনা (করার কার্য্য) হইতে কখনও শ্রান্ত হয় না ; যদি (তথাপি) তাহাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, সে আশাহীন, ভরসাহীন হয়। ৫০ এবং যখন আমি ঐ অমঙ্গলের পর আমার অনুগ্রহের স্বাদ প্রদান করি, তখন বলে, ইহা আমার (চেষ্টা এবং বুদ্ধি) জন্য হইয়াছে (যে আল্লাহকে ছাড়িয়া দেব দেবার বা স্ব চেষ্টায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম) এবং (এই রূপ ব্যক্তি বলে,) মুহূর্ত্ত আবির্ভূত হইবে তাহা আমি মনেও করি না, এবং যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া যাইতে হয়, তাঁহার নিকট আমার জন্য মঙ্গল ; (দেব, দেবীগণ অথবা আমার চেষ্টা আমাকে সাহায্য করিবে।) ফলতঃ অবিশ্বাসকারিগণকে আমি তাহাদের কৃতকর্ম্ম দেখাইয়া দিব, এবং তাহাদিগকে গাঢ় শাস্তির আস্বাদ প্রদান করিব। ৫১ এবং যখন আমি (পয়গম্বর প্রেরণ করিয়া) মানুষের উপর অনুগ্রহ করি, (তখন সে) মুখ ফিরাইয়া লয়, এবং তাহার পার্শ্ব প্রদর্শন করে ; এবং যখন তাহাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তখন সে সুদীর্ঘ প্রার্থনা করিতে থাকে। ৫২ (হে নবী) তুমি (অবিশ্বাসকারিগণকে) বল,

তোমরা (ভাবিয়া দেখ,) যদি (এই কোর্-আন) আল্লাহর নিকট হইতে (অবতীর্ণ) হইয়া থাকে, এবং তৎপর তোমরা তাহা অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে, যাহারা বহুদূর অগ্রসর সন্দেহের মধ্যে রহিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা কে অধিক বিপথগামী হইতে পারে? ৫৩ আমি (নানা দেশে মুসলমানদিগকে আধিপত্য প্রদান করিয়া এবং বহু জ্ঞানে জ্ঞানী করিয়া) ইহাদিগকে অর্থাৎ অবিশ্বাসকারিগণকে দিকদিগন্তরে, এবং তাহাদেরই মধ্যে, অতি শীঘ্রই বহু প্রমাণ প্রদান করিব, এ পর্য্যন্ত যে তাহাদের জন্য ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে যে, নিঃসন্দেহই এই (কোর-আন) সত্য। (হে পয়গম্বর) তোমার প্রতিপালকের জন্য (ইহা সত্য করণ সম্বন্ধে) ইহাই কি প্রচুর নহে যে, তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর সাক্ষী স্বরূপ রহিয়াছেন। ৫৪ অহো, তাহাদের প্রতিপালকের সহিত দেখা হইবে, তৎসম্বন্ধে তাহারা সন্দেহের মধ্যে রহিয়াছে, অহো, ইহা কি সত্য নহে যে, তিনি প্রত্যেক বিষয়কে আবৃত করিয়া রহিছেন? ৬।১০ = ৫৪ *

হজরত পয়গম্বরের জীব মানেই সমস্ত আরবদেশে এবং তাঁহার মরণের ত্রিশবৎসর মধ্যেই মুস্লেম অধিকার নানা দেশে বিস্তৃত হইয়া এই ভবিষ্যৎবাণীকে ইতিহাসে পরিণত করিয়াছে।

শোওরা-পরামর্শ করণ।

মক্কাবতীর্ণ ৪২ সংখ্যক সূরা ৬২।

১ম রূকু :—যেমন হে নবী, তোমার দিকে ওহি প্রেরিত হইতেছে, তদ্রূপ তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরগণের দিকেও ওহি প্রেরিত হইয়াছিল; এই কোর্-আন আরবী ভাষায় তোমার দিকে ওহি হইতেছে, যেন তুমি আরব দেশবাসিগণকে উপদেশ কর; যিনি ইহা অবতীর্ণ করিতেছেন, তিনি বিশ্বাধীপ, ধারণাতীত মহৎ, তিনি কর্ম্মের ফল প্রাপ্তির দিবস কেয়ামত সম্বন্ধে ও সতর্ক করিতে আদেশ করিতেছেন; তথাপি ইহারা তাঁহাকে ব্যতীত তাহাদের উপাস্যগণকে তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণকারী স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছে, এবং কেয়ামতে অবিশ্বাস করিতেছে;

২য় রূকু :—কোর্-আনে কথিত যে সকল বিষয়ে তোমরা উভয় দল অনৈক্য, তাহা কেয়ামতে আল্লাহ মীমাংসা করিয়া দিবেন; তিনিই আমার উপাস্য, তাঁহারই উপর আমার নির্ভর; তিনি উপমারহিত, তুলনারহিত, সমস্ত ভবিষ্যৎ ঘটনা অবগত, তাঁহারই ইচ্ছা মত লোকের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা; যে ধর্ম্ম তিনি নূহ, ইব্রাহীম মূসা, ঈসা, তোমার দিকে ওহি করিয়াছেন, তাহা স্থির রাখিতে আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু বহু ঈশ্বর উপাসকগণকে এই একত্ববাদ গ্রহণ দুষ্কর বোধ হইতেছে; য়িহুদী এবং ঈসায়ীগণও সম্পূর্ণরূপে তাহাদের গ্রন্থ মান্য করিতেছে না; ধর্ম্ম এবং গ্রন্থ, উহা মান্য করা হইতেছে কিনা, ইহা সকলের পরিমাপক যন্ত্র স্বরূপ ধর্ম্মপদ্ধতিও অবতীর্ণ করিয়াছেন; এই গ্রন্থ এবং ধর্ম্ম পদ্ধতি অমান্যের ফল পুনরুত্থানে ভোগ করিতে হইবে; যাহাকে ইচ্ছা

তাহাকে তিনি প্রচুর ধন প্রদান করেন, তাহারও, সদসৎ ব্যবহারের ফল ভোগ করিতে হইবে; কেয়ামত তাঁহার ক্ষমতান্তর্গত;

৩য় রুকু:—যে পরকালের মঙ্গলের চেষ্টা করে, তাহাকে তিনি পরকালের বহু মঙ্গল প্রদান করেন, এবং যে পরকালে অবিশ্বাস প্রযুক্ত কেবল ইহকালের মঙ্গল চেষ্টা করে, তাহাকে ইহকালের মঙ্গল প্রদান রেন, কিন্তু পরকালের মঙ্গলের কোন্ ভাগ সে প্রাপ্ত হয় না; অপর পক্ষে সে পরকাল সত্য প্রাপ্ত হইবে,এবং তাহার পরিণাম দেখিয়া ত্রাসিত হইবে; অবিশ্বাসকারী আরবগণ বলিতেছে, কেয়ামত, পরকাল ইত্যাদি সম্বন্ধে পয়গম্বর যাহা বলিতেছে, তাহা মিথ্যা, কিন্তু যাহা মিথ্যা তাহা আল্লাহ্ দূর করিয়া দেন, এবং সত্যকে তাঁহার কথা দ্বারা সত্য করেন, আল্লাহ যদি তাঁহার দাসগণের ধনাগম অযথারূপে বৃদ্ধি করেন তাহা তাহাদের বিদ্রোহ বৃদ্ধি করিতে পারে, তিনি যৎ পরিমাণ ইচ্ছা তৎপরিমান ধন প্রদান করেন; যে ব্যক্তির কিছুই নাই সে নিরাশ না হউক, কারণ আশাহীন হওয়ার পরও প্রচুর বৃষ্টি পতিত হয়; তিনি যেমন প্রাণী সকলকে বিভূত করিয়া দিয়াছেন, পুনরুত্থানে তাহাদিগকে তদ্রূপ সমবেত করিবেন; তাঁহার সৃষ্টি শক্তির প্রমাণ স্পষ্ট;

চতুর্থ রুকু:—তোমাদের কর্ম্মের জন্যই তোমাদের উপরে বিপদ আসে কিন্তু বহু মন্দ কর্ম্ম তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমা করিয়া দেন; তিনি যে বিপদুদ্ধার কর্ত্তা তাহার প্রমাণ সমুদ্রগামী জাহাজ; সুবায়ু প্রবাহিত করিয়া তিনি তাহা ভাসাইয়া লইয়া যান,তারপর যখন সহস্র চেষ্টাতেও তাহা মগ্ন হওয়ার মত হয়, তখন তিনি ব্যতীত রক্ষাকর্ত্তা আর নাই; সুকর্ম্মকারী আল্লা-হর উপর নির্ভরকারী, ব্যক্তির জন্য পরকালের যে পুরস্কার, তাহা পার্থিব সুখাবস্থা হইতে বহু মহৎ; যাহারা পাপ এবং লজ্জাকর বিষয় ত্যাগ করে, প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি স্বত্বেও ক্ষমা করে, আল্লাহর 'আজ্ঞাবহ হইয়া

চলে, নমাজ স্থির রাখে, দান করে অকর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করে, শত্রুতাচরণকারী ব্যক্তিকে তাহার শত্রুতা পরিণাম মাত্র প্রতিফল প্রদান করে, তাহারাই সুকর্ম্মকারী, আল্লাহর উপর্ নির্ভরকারী; কোন ব্যক্তিও যদি প্রতিফল প্রদান না করিয়া ক্ষমা করিয়া দেয় এবং সখ্যতা স্থাপন করে, তাহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ পুরস্কৃত করেন; যাহারা মনুষ্যগণের উপর অত্যাচার করে, পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে, তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত; কোনও ব্যক্তি যদি, তাহার উপর যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ না লইয়া ক্ষমা করিয়া দেয়, তাহা মহৎ কার্য্য।

৫ম রুকু:—আল্লাহ যাহাকে বিপথগামী করেন, তাহার পথ প্রদর্শক কেহ নাই; (তাহা অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাবের ফল;) যে দিবসকে কেহ ফিরাইয়া দিতে পারে না, তাহার, অর্থাৎ মরণের পূর্ব্বেই তাঁহার আজ্ঞাবহ হও; সমস্তই তাঁহার ইচ্ছাধীন, যেমন ইচ্ছা, সাধু বা অসাধু, তেমন সৃষ্টি করেন, কাহাকেও কন্যা, কাহাকেও পুত্র, কাহাকেও কন্যাপুত্র উভয় প্রদান করেন; কেহ আবার পুত্রকন্যা উভয় হইতে বঞ্চিত, তিনি সর্ব্বশক্তিমান; মনুষ্যের সহিত তিনি মধ্যস্থ ব্যতীত কথা বলেন মনুষ্যের এমত যোগ্যতা নাই; তিনি ওহি অর্থাৎ স্বইচ্ছা মনেতে অর্পণ করেন,অথবা যবনিকাভ্যন্তরে থাকিয়া, কিম্বা বার্ত্তাবহ ফেরেশ্তাকে ওহি বাহক করিয়া, মনুষ্যের সহিত কথা বলেন; হে নবী, আত্মা অর্থাৎ জীবনদাতা কোর্-আন উক্তরূপে ওহি ক্রমে তোমার উপর অবতীর্ণ করিতেছি, তুমি লিখিতেও জান না, পড়িতেও জান না, অথচ মনুষ্য সাধ্যাতীত সুললিত ভাষায়, পূর্ব্বগত জাতিগণের সত্য বিবরণ, সত্য ভবিষ্যৎ বাণী, তোমার মুখ হইতে বিনিঃসৃত করিয়া কোর্-আন যে আল্লাহর বাণী তাহা প্রমাণ করিতেছেন।

শোওরা পরামর্শ করণ

মক্কাবতীর্ণ ৪২ সূরা ৬২।

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর

নামে আরম্ভ। [১।৪২।২৫

১। হা, মিম, (আল্লাহ্ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ;) ২ আএন, সীন, কাফ, (তিনি সর্ব্বজ্ঞ, শ্রোতা, সর্ব্বশক্তিমান।) (প্রকৃত অর্থ অজ্ঞাত।)
৩ এইরূপেই তোমার দিকে, এবং তোমার পূর্ব্বাগত (পয়গম্বর)-গণের দিকে, সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ্ কর্ত্তৃক ওহি (অর্থাৎ) প্রত্যাদেশ প্রেরিত হইয়াছে। ৪ যাহা কিছু স্বর্গে, এবং যাহা কিছু মর্ত্তে তাহা তাঁহার, এবং তিনি অতি মহৎ, অতি মহিমান্বিত। ৫
(ভয় এবং ভক্তিতে) স্বর্গ সকল তাহাদের উর্দ্ধ দিক হইতে বিদীর্ণ হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে, এবং ফেরেস্তাগণ প্রশংসাবাদের সহিত তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা আল্লাহর পবিত্রতাবাদ করিতেছে; এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে, তাহাদের পাপ হরণের প্রার্থনা করিতেছে; অহো ইহাতে কি সন্দেহ আছে যে, তিনি পাপহারী, দয়াময়? ৬ এবং
যাহারা তাঁহাকে ব্যতীত অন্যকে সহায়স্বরূপ অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে দেখিয়া রহিয়াছেন; এবং তুমি তাহাদের উপরে প্রহরী স্বরূপ নিয়োজিত হও নাই। ৭ এবং এইরূপে আমি এই আরবী
ভাষার কোর্-আন তোমার উপরে প্রত্যাদেশ ক্রমে অবতীর্ণ করিতেছি, উদ্দেশ্য যে তুমি মক্কা এবং তাহার চতুর্দ্দিকের অধিবাসিগণকে সতর্ক

কর, এবং সে দিবসেরও (সম্বন্ধে) সতর্ক কর যে দিবস তাহাদিগকে একত্রিত করা হইবে, যৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎও সন্দেহ নাই। সে দিবস এক দল জন্নতে, এবং এক দল জহীমে (প্রবেশ করিবে।) ৮ এবং যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন, সকলকেই এক মতাবলম্বী করিতেন, কিন্তু যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি তাঁহার অনুগ্রহেতে উপনীত করেন, এবং পাপাচারী (অর্থাৎ কাফের) গণের কেহ বন্ধু বা সহায় নাই ৯ আশ্চর্য্যের বিষয়, যে ইহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে সহায় স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছে, এমতস্থলে (জানা উচিত) আল্লাহই সহায়, (যেহেতু) তিনিই প্রাণ দান করেন, তিনিই প্রাণ হরণ করেন, এবং তিনিই সর্ব্ব বিষয়ের উপরে ক্ষমতাসম্পন্ন। (১।৯) ১০ এবং যে সকল বিষয়েতে তোমরা অনৈক্য হইয়াছ তাহার মীমাংসা আল্লাহর দিকে (অর্পিত হইল ;) এই আল্লাহই আমার রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহারই উপর আমার নির্ভর, এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী। ১১ তিনিই আকাশের এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমাদের স্বশ্রেণী হইতেই তিনি তোমাদের যুগল (সৃষ্টি করিয়াছেন,) এবং চতুষ্পদ সকলেরও যুগল (সৃষ্টি করিয়াছেন।) (এই উপায়ে) তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ করেন, কেহই তাঁহার সদৃশ নহে, (তিনি উপমা রহিত, তুলনা রহিত,) অথচ তিনি শ্রোতা এবং গুপ্ত বিষয়ের দ্রষ্টা। ১২ স্বর্গের এবং মর্ত্তের কুঞ্চিকা তাঁহার, যাহার জন্য ইচ্ছা, তাহার জন্য ধনাগম প্রশস্ত করিয়া দেন এবং যাহার ইচ্ছা তাহার জন্য সংকীর্ণ করেন, নিঃসন্দেহই তিনি সমস্ত বিষয় অবগত। ১৩•ধর্ম্ম পদ্ধতি মধ্যে সেই ধর্ম্মই তিনি তোমাদের জন্য অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, যাহা তিনি নূহকে প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন, এবং যাহা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে, এবং যৎসম্বন্ধে ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিল, যে এই ধর্ম্মকেই স্থির রাখ,

এবং তন্মধ্যে ভিন্ন মত হইও না। তুমি যে দিকে তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছ, তাহা মুশ্‌রেকগণকে মহা ভার বোধ হইতেছে। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আল্‌লাহ্ (রসুল স্বরূপ) নির্ব্বাচন করেন, এবং যে ব্যক্তি তাঁহার অভিমুখী হয়, তাহাকে পথ প্রদর্শন করেন।

১৪ এবং ইহাদের (অর্থাৎ এই য়িহুদী এবং ঈসায়ীগণের) নিকট জ্ঞান (পূর্ণ গ্রন্থ কোর্-আন) আগমনের পর পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রযুক্ত ইহারা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াছে ; এবং যদি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক নির্নীত সময়ের অঙ্গীকার না হইত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হইত। এবং ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যাহাদিগকে, তাহাদের পর ঐ গ্রন্থ সকলের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে, তাহারাও ঐ গ্রন্থ সকলের সম্বন্ধে সন্দেহেতে সন্দেহযুক্ত, (যেহেতু তাহারা তাহা সম্পূর্ণ রূপে মান্য করিতেছে না।) ১৫ অতএব (হে পয়গম্বর) তুমি (মনুষ্যগণকে) এই দিকে (অর্থাৎ কোর্-আনের দিকে,) আহ্বান কর, এবং যেমন আদিষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ অবিচলিত হইয়া থাক, এবং তাহাদের অভিলাষের অনুবর্ত্তী হইও না, এবং বল, যে গ্রন্থ অবতারিত হইয়াছে, তাহাতে আমি বিশ্বাস করি, এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে (ঐ সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে) তোমাদের মধ্যে বিচার করিয়া দেই। আল্‌লাহ আমারও প্রতিপালক তোমাদেরও প্রতিপালক, আমাদের জন্য আমাদের কর্ম্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম্ম, আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে আল্‌লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয় এতসম্বন্ধে বিবাদ নাই। আল্‌লাহ্ আমাদিগকে একত্রিত করিবেন, এবং তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ১৬ যাহারা তাহা (অর্থাৎ আল্‌লাহর আদিষ্ট ধর্ম্ম পদ্ধতি) অবলম্বিত হওয়ার পরও আল্‌লাহর সম্বন্ধে তর্ক করে, আল্‌লাহর নিকট তাহাদের

তর্ক গ্রাহ্য নহে, তাহাদের উপর ক্রোধ অবতীর্ণ হয়, এবং তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি। ১৭ আল্লাহ, যিনি সত্য পূর্ণ গ্রন্থ (কোর্-আন) অবতীর্ণ করিয়াছেন, এবং তুলাযন্ত্রও (অর্থাৎ তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-প্রথা শরিয়ত অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তুমি জান না যে সম্ভবতঃ সেই মুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ১৮ যাহারা তাহাতে বিশ্বাস করে না তাহারাই তাহার ত্বরিত আবির্ভাবের জন্য ইচ্ছা করে, এবং বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ তাহাকে ভয় করে, জানে যে তাহা সত্য। অহো যাহারা সেই মুহূর্ত্ত সম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডা করে, তাহারা নিশ্চয় বিপথে বহু দূর অগ্রসর। ১৯ আল্লাহ্ তাঁহার দাসগণ সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম দর্শী, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে উপজীবিকা প্রদান করেন. (এতৎসমন্ধে পুণ্যবান পাপী এক সমান.) তিনি মহাশক্তি-সম্পন্ন, সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান, (ধনের সদাসৎ ব্যবহারের ফল প্রদান জন্য কেয়ামত আবির্ভূত করা তাঁহার পক্ষে সহজ।) ২।১০ = ১৯

২০ যে পরকালের ক্ষেত্রের অভিলাষী, আমি তাহার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি প্রদান করি; এবং যে ব্যক্তি কেবল পৃথিবীর ক্ষেত্রের অভিলাষী, আমি তাহাকে পার্থিব কিছু প্রদান করি, কিন্তু পরকালে তাহার জন্য কোনও ভাগ নাই। ২১ তাহারা কি এমত ক্ষমতা ভাগকারিগণকে অবলম্বন করিয়াছে, যাহারা তাহাদিগকে এমত ধর্ম্ম পদ্ধতির পথ দেখাইয়াছে, যৎসম্বন্ধে আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন? ফলতঃ যদি (কেয়ামতে) মীমাংসা করিয়া দেওয়ার অঙ্গীকার না হইত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হইত, বাস্তবিক পাপাচারিগণের জন্য কষ্টপ্রদ শাস্তি। ২২ (হে পয়গম্বর) তুমি (সে দিবস) দেখিতে পাইবে, পাপাচারিগণ যাহা করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া ত্রাসিত হইবে, এবং শাস্তি তাহাদের উপর পতিত হইবে। এবং বিশ্বাস স্থাপনকারী সুকর্ম্ম কর্ত্তাগণ জন্নত উদ্যানে বাস

করিবে। তাঁহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের অভিলাষিত বিষয় রহিয়াছে, ইহাই মহাঅনুগ্রহ; ২৩ বিশ্বাস স্থাপনকারী সুকর্ম্মকারিগণকে আল্লাহ ইহারই সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন। (হে পয়গম্বর) তাহাদিগকে বল, এজন্য আমি পারিশ্রমিক প্রার্থী নহি, কিন্তু আত্মীয়তার জন্য, ভালবাসার জন্যই (উপদেশ করিতেছি।) ফলতঃ যে ব্যক্তি সুকর্ম্ম উপার্জ্জন করে, আমি তাহাতে তাহার জন্য উত্তম বৃদ্ধি প্রদান করি। নিঃসন্দেহই আল্লাহ পাপ ক্ষমা করিয়া দেন এবং উপযুক্ততার পুরস্কার করেন। ২৪ ইহারা কি বলিতেছে (মোহাম্মদ) আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা বলার দোষারোপ করিতেছে? কিন্তু যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাহা হইলে, (ইহা নিবারণ জন্য) তোমার হৃদয়ের উপর মোহর বসাইয়া দিতে পারেন। ফলতঃ যাহা অসত্য, আল্লাহ তাহাই মিশাইয়া দেন, এবং যাহা সত্য তাহা তাঁহার কথা দ্বারা সত্য করেন; যাহা মনেতে আছে, তাহা নিশ্চয় তিনি জানেন; ২৫ এবং তিনিই যিনি (অনুতপ্ত ব্যক্তির পাপ মার্জ্জনা প্রার্থনা) তওবা গ্রাহ্য করেন, এবং তাহাদের পাপ সকল মার্জ্জনা করিয়া দেন, এবং (তৎপর) তোমরা যাহা কর, তাহা অবগত হন। ২৬ এবং সুকর্ম্মকারী বিশ্বাস স্থাপনকারিগণের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন, এবং তাহাদের জন্য তাঁহার কর্তৃক অনুগ্রহ বৃদ্ধি করিয়া দেন, কিন্তু যাহারা অস্বীকারকারী (কাফের) তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি। ২৭ যদি আল্লাহ তাঁহার দাসগণের ধনাগম (উপার্জ্জন, আয়) বিস্তীর্ণ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহারা পৃথিবীতে বিদ্রোহিতা করিতে পারে, কিন্তু তিনি যৎপরিমাণ ইচ্ছা করেন, তৎপরিমাণ অবতীর্ণ করেন; নিঃসন্দেহই তিনি তাঁহার দাসগণের তত্ত্ব রাখেন,

এবং তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করেন। ২৮ ফলতঃ আশাহীন হওয়ার পরও তিনি বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহ অর্থাৎ ফল শস্য বিস্তৃত করিয়াছেন; ফলতঃ তিনিই সহায় তিনিই প্রশংসাবাদের যোগ্য। ২৯ এবং তাঁহার প্রমাণ মধ্যে (যে তিনি মহাজ্ঞানী) আকাশের এবং পৃথিবীর সৃষ্টি, এবং যে প্রাণিগণকে তিনি তাহাদের মধ্যে বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা; এবং তদ্রূপ তাঁহার ইচ্ছামত তাহাদিগকে তিনি (কেয়ামতে) সমবেত করিতে সমর্থ (যেন তাহারা কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়।) ৩।১০ = ২৯

৩০। এবং যে বিপদ তোমাদিগকে আক্রমণ করে, তোমাদের হস্ত যাহা করিয়াছে তাহাই তাহার কারণ, কিন্তু তিনি বহু পাপ (অযাচিত) ক্ষমা করিয়া দেন। ৩১ এবং তোমরা তাঁহাকে পৃথিবীতেও (দণ্ড প্রদান করার কার্য্যে) অশক্ত করিতে সমর্থ নহ, এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই তোমাদের (মঙ্গলদাতা) বন্ধু বা সহায় নাই। ৩২ এবং তাঁহার প্রমাণ মধ্যে সমুদ্রে (ভাসিয়া চলিয়াছে এমত) পর্ব্বতের ন্যায় অর্ণবযান; ৩৩ যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বায়ু স্থগিত করিয়া দিতে পারেন, তখন তাহা উহার পৃষ্ঠে অচল হইয়া থাকিবে; ফলতঃ প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল অনুগ্রহ স্বীকারকারীর জন্য ইহাতে তাঁহার (অনুগ্রহের, তাঁহার সাহায্যের) প্রমাণ রহিয়াছে। ৩৪ অথবা তাহারা যে (পাপ) উপার্জ্জন করিয়াছে তজ্জন্য (অর্ণবযান সকলকে জলমগ্ন করিয়া) তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া দিতে পারেন, অথবা বহু ব্যক্তিকেই ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। ৩৫ ফলতঃ যাহারা আমার প্রমাণ সকল সম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডা করে (যে সচেষ্টার ফলে সব হয়) তাহারা (এমত সময়) জানিতে পারে যে তাঁহাদের জন্য আশ্রয় স্থান সকলের মধ্যে (তাঁহার আশ্রয়)

ব্যতীত অন্য স্থান নাই। ৩৬ এবং (হে মনুষ্যগণ,) যাহা কিছু তোমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহা পার্থিব জীবনের সুখোপাদান। কিন্তু বিশ্বাসস্থাপনকারীর এবং আল্লাহর উপর নির্ভরকারীর জন্য যাহা তাঁহার নিকট রহিয়াছে, তাহা ইহা হইতে উত্তম এবং চিরস্থায়ী। ৩৭ এবং যাহারা মহাপাপ সকলকে এবং লজ্জাজনক বিষয় সকলকে পরিহার করে, এবং যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন ক্ষমা করিয়া দেয়; ৩৮ এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহর আজ্ঞা পালন করে, এবং নমাজ স্থির রাখে, এবং করণীয় কার্য্য পরস্পর পরামর্শ করিয়া করে, এবং আমি তাহাদিগকে যে ধন প্রদান করিয়াছি তাহা হইতে দান করে; ৩৯ এবং যাহারা শত্রুতাচরণকারীকে (সীমাতিক্রম না করিয়া) প্রতিফল প্রদান করে, ৪০ ফলতঃ মন্দ কর্ম্মের বিনিময় তৎপরিমাণ মন্দ ব্যতীত (অধিক অনুচিত), কিন্তু (এমত স্থলেও) যে ক্ষমা করিয়া দেয়, এবং সখ্যতা স্থাপন করে তজ্জন্য তাহার পারিশ্রমিক আল্লাহর নিকট হইতে (তাঁহাদিগকে) দেয়। নিঃসন্দেহই আল্লাহ অতিশয়াচারিগণকে ভাল বাসেন না। পরন্তু অত্যাচারিত ব্যক্তিগণ যদি (সীমাতিক্রম না করিয়া অত্যাচারের) প্রতিফল প্রদান করে (ক্ষমা করে না) এমত স্থলে তাহাদের বিরুদ্ধে, (তাহাদিগকে দণ্ডিত বা নিন্দিত করার) পথ নাই। ৪২ যাহারা মনুষ্যগণের উপরে অত্যাচার করে, এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে, তাহাদেরই জন্য মহা শাস্তি। ৪৩ পরন্তু যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকে, এবং ক্ষমা করিয়া দেয়, নিশ্চয় তাহা মহা কার্য্য মধ্যে গণ্য। (মুসলমানগণ এই নীতি মত জাতীয় এবং সামাজিক জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছে। এক জাতি অন্য জাতির উপর যেরূপ অন্যায় নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছে, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ মুসলমান

দিগকে সেরূপ দোষ হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। জাতীয় এবং ব্যক্তিগত ভাবে বরং মুসলমানগণ অযথা ক্ষমা প্রদর্শন দোষে দোষী।
৪।১৪ = ৪৩

৪৪ ফলতঃ আল্লাহ্ যাহাকে বিপথগামী করেন, তাহার সহায় কেহ নাই। এবং (হে পয়গম্বর) তুমি দেখিতে পাইবা, যখন বিপথগামিগণ শাস্তি দর্শন করিবে, তখন বলিবে, (পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইবার) কি পথ আছে? ৪৫ এবং তুমি দেখিতে পাইবা, তাহারা হীনতাগ্রস্ত হইয়া মনস্তাপিত হইয়াছে, এমতাবস্থায় তাহাদিগকে নরকের সম্মুখীন করা হইবে, এবং তাহারা সভয়ে নয়ন পার্শ্বে (চতুর্দ্দিক) দর্শন করিবে; এবং বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ বলিবে, নিশ্চয় তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত যাহারা কেয়ামতের দিবসে তাহাদের আত্মা এবং পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। ইহা কি সত্য নহে যে, বিপথগামিগণ নিশ্চয় চিরস্থায়ী যন্ত্রণায় অবস্থান করিবে? ৪৬ তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না, ফলত; আল্লাহ্ যাহাকে বিপথগামী করেন, তাহার জন্য (উদ্ধারের) পথ নাই। ৪৭ হে মনুষ্যগণ, আল্লাহ্ যে দিবসকে ফিরাইয়া দিবেন না, তাহা আগমনের পূর্ব্বেই তোমাদের প্রতিপালকের আজ্ঞাবহ হও, সে দিবস তোমাদের অন্য কোনও আশ্রয় স্থান নাই, এবং (পাপ) অস্বীকার করারও তোমাদের ক্ষমতা নাই। ৪৮ অতঃপরও যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, (তজ্জন্য তোমার দায়িত্ব নাই,) আমি তোমাকে তাহাদের উপর (বলপূর্ব্বক কার্য্য করাইবার জন্য) প্রহরী করিয়া পাঠাই নাই; উপদেশ উপস্থিত করিয়া দেওয়া ব্যতীত তোমার উপরে অন্য দায়িত্ব নাই। (এই অস্বীকারকারিগণকে আমি ধনে জনে নিশ্চিন্ত করিয়াছি;) ফলতঃ যখন আমি তাহাদিগকে আমার অনু-

গ্রহের আস্বাদ প্রদান করি, তৎকারণ উল্লাসিত হইয়া যায়, এবং তাহাদের হস্ত যাহা করিয়াছে তজ্জন্য যদি তাহাদের নিকট অমঙ্গল উপনীত হয়, তখন বাস্তবিক মনুষ্য (অনুগ্রহ) অস্বীকারকারী হয় (সে বলে যে বিপদুদ্ধারকর্ত্তা আল্লাহ্ কেহ নাই, স্ববুদ্ধিবলে তাহা দূর করিতে হয়)।

৪৯ (ইহা তাহাদের ভ্রম, কারণ) স্বর্গের এবং মর্ত্তের প্রভুত্ব তাঁহার, (যথা) তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন (ধনবান বা নির্ধন) করেন, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে কন্যা প্রদান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পুত্র প্রদান করেন, ৫০ অথবা তাহাদিগকে উভয় প্রকার সন্তান দান করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সন্তানহীন করেন, ফলতঃ তিনি (সর্ব্বপ্রকার) কার্য্যজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। (এইরূপ কার্য্য করা মনুষ্য-শক্তির অতীত, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তিনিই উপাস্য।)

৫১ মনুষ্যের সহিত আল্লাহ্ কথা বলেন, তদ্রূপ যোগ্যতা মনুষ্যের নাই ; কিন্তু তিনি ওহি (অর্থাৎ মনের মধ্যে স্ব ইচ্ছা অর্পণ করিয়া দিয়া,) অথবা যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া, অথবা কোনও বার্ত্তাবহকে প্রেরণ করিয়া, তাঁহার আদেশমত ভাব অর্পণ করাইয়া, মনুষ্যের সহিত কথা বলেন। নিশ্চয়ই তিনি বহু উন্নত, মহাজ্ঞানী। ৫২ এবং (হে পয়গম্বর) আমি (এই) আত্মা, (জীবনদাতা কোর্-আন,) তোমার দিকে উক্তরূপে ওহি ক্রমে প্রেরণ করিতেছি ; তুমি জানিতা না গ্রন্থ কি ? এবং বিশ্বাসই বা কি ? কিন্তু আমি ঐ গ্রন্থকে আলোকস্বরূপ করিয়াছি। আমার দাসগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আমি তদ্দ্বারা পথ প্রদর্শন করি। ফলতঃ তুমি অবক্র পথের দিকে পথ প্রদর্শন করিতেছ ; ৫৩ (ইহাই) আল্লাহর পথ, যিনি এমত যে স্বর্গে এবং মর্ত্তে যাহা আছে তাহা তাঁহার। ইহা কি সত্য নহে যে সকল কার্য্যই তাঁহার নিকট ফিরিয়া যায় ? ৫।১০–৫৩

জুখ্‌রুফ্‌—গৃহ-ভূষণ।

মক্কাবতীর্ণ ৪৩ সংখ্যক সূরা (৬৩।)

এই সূরার মর্ম্ম :—

১ম রুকু :—কোর্‌-আনের অর্থ স্পষ্ট, আরবদেশীয়গণের সহজে বুঝিবার জন্য আরব্য ভাষায় অবতীর্ণ; তাহা মূল গ্রন্থ (অদৃশ্য বিশ্ব) লওহ্‌-মহফুজ নামক (অজড়) লোকে বিদ্যমান, সম্মানিত এবং জ্ঞানপূর্ণ; সংবাদ-বাহক রসুলগণ পূর্ব্বগত জাতিগণের নিকটেও প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারাও উপহসিত, নির্য্যাতনগ্রস্ত হইয়াছিল; অবশেষে প্রপীড়কগণ বিনষ্ট হইয়াছিল; ইহা স্পষ্ট যে তিনিই সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান, সর্ব্বজ্ঞ, সৃষ্টি-কর্ত্তা, সর্ব্ব বিষয় উপাস্য; অন্য উপাস্যগণের ক্ষমতা নাই যে গগন-মণ্ডল, ভূমণ্ডল, মনুষ্য জাতি বা অন্য প্রাণী সৃষ্টি করে, এবং সৃষ্ট সমস্তই যেন মনুষ্যগণকে সাহায্য করে, এবং নানা বিষয় শিক্ষা প্রদান করে;

২য় রুকু :—তথাপি আরব, য়িহুদী এবং ঈসায়ীগণ ফেরেশ্‌তা দেবীগণকে তাঁহার কন্যা, উজএর এবং ঈসাকে তাঁহার পুত্র অর্থাৎ তাঁহার শরীরের অংশ বিশ্বাস করে, অথচ তাহাদিগের মধ্যে তাঁহার স্বরূপের কিছুই নাই;

৩য় রুকু :—ইহাও উপহাসের কথা যে, তিনি একটিও পুত্র ফেরেশ্‌তা জন্মাইতে পারেন নাই, এবং কন্যারও জন্ম বারণ করিতে পারেন নাই, ইহা লজ্জাজনক কথা যে তিনি কেবল কন্যাই জন্মাইয়াছেন; আরবগণ বলিতেছে, যদি ফেরেশ্‌তা দেবীর পূজা অবৈধ হইত, তিনি আমাদিগকে

ইহা হইতে নিরস্ত করিতেন, ইহারা ইহার মূল কারণ জ্ঞাত নহে, তাহা ইহাদের পরিবর্তনীয় স্বভাব ; ফেরেশ্‌তা বা মনুষ্যের পূজার বৈধতা সম্বন্ধে আমি কোনও গ্রন্থ অবতীর্ণ করি নাই, ইহারা বলিতেছে ইহাই ইহাদের পৈতৃক ধর্ম্ম ; ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণও পয়গম্বরগণকে উপহাস করিয়াছিল, এবং পৈতৃক ধর্ম্ম-প্রথার উপর নির্ভর করিয়াছিল, এবং তৎপর তাহারা বিনষ্ট হইয়াছিল ;

৪র্থ রুকু :—এই আরবগণের পূর্ব্বপুরুষ ইব্‌রাহীম তাহার পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিল, এবং একমাত্র আল্‌লাহর উপাসক ছিল, এবং একমাত্র আল্‌লাহই উপাস্য তাহার বংশধরগণকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছিল ; এখন প্রাঞ্জল কোর্-আনের ভাষায় ঐ ধর্ম্মপ্রচারকারী রসুল তাহাদের নিকট আসিয়াছে ; ইহারা এখন বলিতেছে এই কোর-আন মহা যাদু ; ইহা মক্কা এবং তায়েফের কোন ধনবান ব্যক্তির উপর উত্তীর্ণ হয় নাই কেন ? হে নবী, যদি সমস্ত ব্যক্তি ধনমদে আল্‌লাহদ্রোহী হইয়া না যাইত, যেমন এই আরব, য়িহুদী, ঈসায়ীগণ হইয়াছে, তাহা হইলে সমস্ত আল্‌লাহ-দ্রোহিগণের গৃহছাদ, সিঁড়ি, দ্বার, গৃহভূষণ, সমস্তই রৌপ্যময় করিয়া দিতাম ; কিন্তু আল্‌লাহপরায়ণদের জন্য তৃপ্তিকর যাহা গুপ্ত আছে, তাহা এই পার্থিব বিভব হইতে বহু উত্তম ;

৫ম রুকু :—যে ব্যক্তি তাঁহাকে স্মরণ করার কার্য্য হইতে বিস্মৃত থাকে, তাহার জন্য আমি একজন শয়তান সঙ্গীকে (তাহার কুপরামর্শ-দাতা) নিযুক্ত করি, সে কেয়ামত পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে থাকে, তাহাকে আল্‌লাহর পথ হইতে বদ্ধ করিয়া রাখে, অবশেষে উভয়ে নরকে প্রবেশ করে ; হে নবী, তুমি প্রত্যাদেশ অর্থাৎ কোর্-আন অবলম্বন করিয়া থাক, ইহা তোমার এবং তোমার অনুবর্ত্তিগণের জন্য মহোপদেশ ; সকল নবী, কেবল সর্ব্ব স্রষ্টা আল্‌লাহর উপাসনা করার উপদেশ করিয়াছে ;

৬ষ্ঠ রূকু :—মূসাকে ফের্-আ-উনের স্বজাতীয়গণকে একমাত্র আল্লাহ উপাস্য উপদেশ করণ জন্ম প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বিনষ্ট হইল;

৭ম রূকু :—ঈসার নাম শুনিয়াই তোমার স্ববংশীয় আরবগণ হাসিয়া উঠিল, যেহেতু ঈসায়ীগণ তাহার পূজা করে, এবং বলিতে লাগিল আমাদেব পূজ্য ফেরেশ্তাগণ শ্রেষ্ঠ, কিম্বা এই মনুষ্য ঈসা? সে আমার একজন ভক্তিমান্ দাস ছিল, সেও একমাত্র আল্লাহর উপাসনার উপদেশ দান করিত;

৮ম রূকু :—ধর্ম্মভীরুগণ জন্নত এবং আল্লাহদ্রোহীগণ জহীম ভোগ করিবে; হে মক্কার বহু ঈশ্বর উপাসকগণ, তোমাদের কোনও উপাস্যই ঘটনীয় বিষয় কেয়ামত ইত্যাদি উপস্থিত করিতে পারে না; তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান্, সর্ব্বাধীপ, সর্ব্বজ্ঞ; অন্য উপাস্যগণ সৃষ্ট, স্রষ্টা নহে; রসূলের নিবেদন যে, এই আমার স্ববংশীয়গণ আমার কথা গ্রাহ্য করিল না তিনি শ্রবণ কবিলেন; তাহাদের পরিণাম মন্দ।

জুখ্‌রুফ্‌—গৃহ-ভূষণ।

মক্কাবতীর্ণ ৪৩ সূরা (৬৩।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর
নামে আরম্ভ। ১।৪৩।২৫

১ হা, মীম, (যাহা হইতেছে তাহা হইয়া গিয়াছে।) ২ স্পষ্টার্থ
প্রকাশক গ্রন্থ (কোর-আনের) শপথ; ৩ নিশ্চয় আমি তাহা
আরবী ভাষায় কোর-আন করিয়াছি, যেন (হে আরব দেশবাসিগণ,)
তোমরা তাহা বুঝিতে পার। ৪ এবং নিঃসন্দেহই তাহা মূল গ্রন্থে,
(লওহ মহফুজে বিদ্যমান,) আমারও নিকট সম্মানিত, জ্ঞানপূর্ণ।
৫ অহো, তোমরা সীমাতিক্রমকারীর দল, এই জন্য কি আমি এই
সতর্ককারী (গ্রন্থকে) তোমাদের নিকট হইতে দূরে নিক্ষেপ করিব?
৬ ফলতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী (সীমাতিক্রমকারী) বহু জাতির নিকট আমি
সংবাদ-বাহক (রসুল) গণকে প্রেরণ করিয়াছি; (ইহাই চির প্রচলিত
নিয়ম।) ৭ কিন্তু তাহাদের নিকট এমত কোনও বাণীবাহক আসে
নাই, যাহাকে তাহারা উপহাস করে নাই। ৮ তদনন্তর তাহাদের মধ্যে
যাহারা পরাক্রমে অত্যধিক ছিল, তাহাদিগকেও ধ্বংস করিয়াছি, অথচ
উহাদের ও পূর্ব্ববর্ত্তীগণের দৃষ্টান্তগত হইয়া গিয়াছিল। ৯ (হে নবী)
যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশ এবং পৃথিবী কে সৃষ্টি
করিয়াছেন? (তাহারা বাধ্য হইয়া) উত্তর করিবে, তাহাদিগকে
সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান্‌, সর্ব্বজ্ঞ যিনি, তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন;

১০ (তুমি বল "তিনিই") যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা (স্বরূপ বিস্তৃত) করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্ত (আকাশে পথ প্রদর্শক নক্ষত্রসকল স্থাপন করিয়া) পথ সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা (গম্যস্থানের) পথ প্রাপ্ত হও, ১১ এবং তিনি আকাশ হইতে যথা পরিমাণ বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন, তদনন্তর তদ্দ্বারা (সেই) আমি মৃত প্রদেশসকলকে সজীব করি; এইরূপে তোমাদিগকে (মরণের পর) বাহির করা হইবে। ১২ (তিনিই) যিনি সকলেরই যুগল সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং (জলে এবং স্থলে) যাহাতে তোমরা আরোহণ কর, সেই নৌকা সকলকে, এবং চতুষ্পদ সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ১৩ যেন তোমরা তাহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ কর, এবং যখন তোমরা তাহাতে আরোহণ কর, তখন যেন তোমাদের প্রতিপালকের মহানুগ্রহ স্মরণ কর, এবং যেন বল, যিনি ইহা আমাদের বশীভূত করিয়াছেন, যাহাকে অধীন করার আমাদের সাধ্য ছিল না, তিনি (স্বরূপতই সর্ব্ব প্রকার অক্ষমতা হইতে) পবিত্র। ১৪ এবং (যেমন আমাদের বাহনের উপর আরোহণ করিয়া আমরা প্রবাস হইতে পুনঃ স্বগৃহে ফিরিয়া আসি, তদ্রূপ এই শরীর বাহনে পৃথিবীতে প্রবাসের পর) নিশ্চয় আমাদিগকে আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। ১৫ (আশ্চর্য্যের বিষয় যে মনুষ্যগণ) তাঁহারই দাসগণের মধ্যে হইতে কতক জনকে (পুত্র, কন্যা স্বরূপ) তাঁহার অংশ করিয়া দিয়াছে; নিঃসন্দেহই মনুষ্যগণ স্পষ্টতই অনুগ্রহ অগ্রাহ্যকারী। (১।১৫)

১৬ অহো যাহাদিগকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, (সৃষ্টি করার ক্ষমতা যখন তাঁহার হস্তগত তখন), তাহাদের মধ্যে কন্যাগণকে তিনি মনোনীত করিলেন, এবং তোমাদিগকে পুত্র প্রদান করিয়া বিশেষত্ব প্রদান করিলেন? ১৭ অথচ দয়াময়কে তাহারা যাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ

করিল, (যে তিনি ফেরেশ্‌তা কন্যাগণের জন্মদাতা,) যখন তাহাদের কাহাকেও তাহার (অর্থাৎ কন্যার) সুসংবাদ প্রদান করা হয়, তখন তাহার মুখ (লজ্জায় এবং ক্রোধে) বিবর্ণ হইয়া যায়, এবং তাহার শ্বাস রুদ্ধ হয়। ১৮ অহো (তোমাদের কথামতই ইহা অতি হাস্যজনক যে) যাহাকে ভূষণ শোভিত করিয়া প্রতিপালন করা হয়, যে (স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ লজ্জাপ্রযুক্ত) তর্ক বিতর্কের স্থলে (মনোভাব) প্রকাশ করিতে অক্ষম, (আল্লাহ এমত কন্যার জন্ম স্থগিত করিতে সক্ষম হন নাই !!) ১৯ যাহারা দয়াময়ের দাস (কিন্তু কন্যা নহে,) সেই ফেরেস্তাগণকে তাহারা নারী জাতীয় করিল, তাহারা কি তাহাদের সৃষ্টিকালে উপস্থিত ছিল? (যদি তাহারা উপস্থিত থাকার মিথ্যা কথা বলে,) আমি তৎক্ষণাৎ তাহা লিপিবদ্ধ করিব, এবং (তৎসম্বন্ধে) তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে। ২০ পরন্তু তাহারা বলিতেছে, যদি দয়াময় ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাহাদের উপাসনা করিতাম না। এতৎ সম্বন্ধে তাহাদের কোনও জ্ঞান নাই, তাহারা তর্ক বিতর্ক মাত্র করিতেছে (কিন্তু জানে না যে ইহা তাহাদের অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব।) ২১ আমি (অন্যের উপাসনা সম্বন্ধে) কি ইতঃপূর্ব্বেই তাহাদিগকে কোনও গ্রন্থ প্রদান করিয়াছি যে, তাহা তাহারা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে? ২২ বরং তাহারা বলিতেছে, আমরা আমাদের পিতাগণকে এই পদ্ধতির উপর চলিতে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং নিঃসন্দেহই আমরা তাহাদেরই (পদ) চিহ্নের উপর দিয়া পথ চলিতেছি। ২৩ ফলতঃ (হে নবী,) তোমার পূর্ব্বে আমি যে উপদেশদাতাকেই কোনও দেশে প্রেরণ করিয়াছি, তাহাকেই তাহার প্রধান ব্যক্তিগণ এইরূপই বলিয়াছিল যে, নিঃসন্দেহই আমরা আমাদের পিতাগণকে এই পদ্ধতির উপর চলিতে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমরাও নিঃসন্দেহই তাহাদেরই (পদ) চিহ্নের অনুসরণ

করিতেছি। ২৪ (তাহাদিগকে প্রেরিত পয়গম্বর) বলিয়াছিল, তোমরা তোমাদের পিতাগণকে যাহার উপর প্রাপ্ত হইয়াছ, যদি আমি তাহা হইতে অধিক পথপ্রদর্শক সহ তোমাদের নিকট আসিয়া থাকি, (তাহা হইলেও কি বিপথে চলিবা?) তাহারা তখন বলিয়াছিল, যাহা সহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ, আমরা তাহাই বিশ্বাস করি না। ২৫ তদনন্তর আমি তাহাদিগকে প্রতিফল প্রদান করিয়াছিলাম; তৎপর মিথ্যা দোষারোপকারীগণের পরিণাম কেমন হইয়াছিল তাহা, (হে নবী আদ, সমূদ, প্রভৃতির দৃষ্টান্তে) তুমি দেখিয়া লও। (২।১০=২৫)

২৬ এবং (এই আরবগণেরই আদি পুরুষ ইব্রাহীম তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের ভ্রান্ত ধর্ম্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াছিল,) যখন ইব্রাহীম তাহার পিতাকে এবং স্বজাতীয়গণকে বলিয়াছিল, তোমরা যাহার উপাসনা কর, নিশ্চয়ই আমি তাহা হইতে দূরে আছি, ২৭ যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে ব্যতীত আমি অন্যের উপাসনা করি না; তিনি আমাকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবেন। ২৮ এবং সেই বাক্যকে (যে আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করি না,) তাহার পরবর্ত্তীগণের মধ্যে (পথপ্রদর্শক) স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়াছিল, যেন তাহারা (তাঁহারাই) অভিমুখী হইয়া থাকে। ২৯ কিন্তু আমি, (যদিও ইহারা তাহা অবহেলা করিয়া আসিতেছে,) এই (আরব) দিগকে এবং ইহাদের পিতাগণকে এতদিন পর্য্যন্ত ভোগবান করিয়া আসিতেছি যে, অবশেষে সত্য এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল সমাগত হইয়াছে। ৩০, কিন্তু যখন তাহাদের নিকট সত্য সমাগত হইল, তখন তাহারা বলিতে লাগিল, ইহা যাদু ব্যতীত অন্য কিছু নহে, আমরা ইহা (অবতারিত) অস্বীকার করিলাম। ৩১ এবং বলিতে লাগিল,

(মক্কা এবং তায়েফ) এই দুই নগরের প্রধান (মহাধনী) কোন ব্যক্তির উপর এই কোর্‌-আন অবতীর্ণ করা হইল না কেন? ৩২ অহো, (হে নবী,) ইহারাই কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ (ধনৈশ্বর্য্য) বণ্টন করিয়া দেয়? (তাহারা কি দেখিতে পাইতেছে না) তাহাদের পার্থিব জীবন ধারণের উপায় আমি তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেই, এবং এক জনাকে অন্য জনার উপর পদমর্য্যাদায় উন্নত করি, যেন একজন অন্য জনাকে অধীন করিয়া রাখে, ফলতঃ যাহা তাহারা (সেই প্রধান ব্যক্তিগণ) সঞ্চয় করিয়া রাখে, তোমার প্রতিপালকের (পয়গম্বর পদ দানরূপ) অনুগ্রহ তাহা হইতে বহু উত্তম। ৩৩ ফলতঃ (হে নবী,) মনুষ্যগণ (ধন মদে) যদি একই প্রকার মতাবলম্বী (অর্থাৎ আল্‌লাহ্‌-দ্রোহী) হইয়া না যাইত, তাহা হইলে যাহারা দয়াময়ের অবাধ্যাচারী, তাহাদেরও নিমিত্ত তাহাদের গৃহের ছাদ রৌপ্যময় করিয়া দিতাম, এবং আরোহণ করিবার সোপান-শ্রেণীকেও (তদ্রূপ করিতাম,) ৩৪ এবং তাহাদের গৃহের দ্বারসকল এবং যে আসনসকলের উপরে তাহারা উপাধান অবলম্বন করিয়া উপবেশন করে, সে সকলকেও (রৌপ্যময় করিয়া দিতাম,) ৩৫ এবং (তদনুরূপ) গৃহংভূষণসকলও (করিতাম,) এবং ইহা সমস্ত এমত স্থলেও পার্থিব জীবনের সুখোপাদান ব্যতীত নহে, কিন্তু তোমার প্রতিপালকের নিকট (ইহা হইতে বহুগুণে হৃদয় স্নিগ্ধকারী) পরকাল (কেবল) পাপ পরিবর্জ্জনকারিগণের জন্য রহিয়াছে। ৩।১০=৩৫

৩৬ এবং যে ব্যক্তি (পার্থিব সম্পদে বিহ্বল হইয়া) দয়াময়কে স্মরণ করার কার্য্য হইতে বিস্মৃত থাকে, আমি তাহার জন্য একজন শয়তান নিযুক্ত করি, তখন সে তাহার সঙ্গী হইয়া যায়; ৩৭ এবং এই শয়তান, তাহাদের সঙ্গীগণকে (আল্‌লাহর প্রসন্নতা লাভের) পথ

হইতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, এবং ঐ ব্যক্তিগণ মনে করে যে, তাহারা সৎপথেই রহিয়াছে; ৩৮ তখন পর্য্যন্ত (শয়তানগণ তাহাদের সঙ্গে থাকিবে) যখন আমার নিকট তাহারা (কেয়ামতে) উপনীত হইবে; (তখন বলিবে) হায় যদি আমার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে (সূর্য্যোদয়ের এবং অস্তগমনের স্থানের) দ্বিগুণ পরিমাণ দূরতা হইত, (তাহা হইলে ভাল হইত,) ফলতঃ (এই শয়তান সঙ্গী) অতি মন্দ সঙ্গী। ৩৯ এবং (এইরূপ অনুতাপ) সে দিবস তোমাদের কোনও উপকারে আসিবে না, যেহেতু তোমরা পাপ করিয়াছ, নিশ্চয় নিশ্চয় তোমরা (উভয়ে) শাস্তি ভোগের সঙ্গী হইবা। ৪০ এমতস্থলে (হে নবী প্রাপ্ত স্বভাবমতই) বধিরদিগকে কি তুমি (উপদেশ) শ্রবণক্ষম করিতে পার? (তদ্রূপ) অন্ধদিগকে, এবং যাহারা প্রকাশ্য বিপথে আছে, তাহাদিগকে কি সৎপথে চালাইতে পার? ৪১ (হে পয়গম্বর) অতঃপরও যদি আমি তোমাকে উঠাইয়া লই, তৎপরও নিশ্চয় আমি তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব; ৪২ অথবা যাহা আমি তাহাদেব নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা তোমাকে দেখাইতে পারি, ফলতঃ এই সকলের উপরে আমি নিশ্চয় ক্ষমতাপন্ন। ৪৩ অতএব যাহা তোমার দিকে প্রত্যাদেশ হইতেছে তাহা অবলম্বন করিয়া থাক, নিশ্চয় তুমি অবক্র পথের উপরে চলিতেছ। ৪৪ এবং তাহা (অর্থাৎ ওহি ক্রমে দত্ত কোর্‌-আন) তোমার এবং তোমার অনুবর্ত্তিগণের জন্য মহোপদেশ, এবং (তোমরা ইহার মতে চলিতেছ কিনা তৎসম্বন্ধে) অনতিবিলম্বে (অর্থাৎ মরণের পরই) জিজ্ঞাসিত হইবা। ৪৫ (ইহারা বলিতেছে কোনও পয়গম্বরই একাধিক উপাস্যের বিরুদ্ধে উপদেশ করেন নাই,) কিন্তু আমি যে রসূলগণকে তোমার পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছি, তাহাদিগকে (অর্থাৎ তাহাদের উপর অবতারিত

গ্রন্থ বিশ্বাসীগণকে) জিজ্ঞাসা কর যে মহা দয়াময় ব্যতীত অন্যকে কি আমি উপাস্য স্থির করিয়া দিয়াছি ? (৪।১০—৪৫)

৪৬ (পয়গম্বরগণ সাধারণ মনুষ্য হইতে বহু উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তি তাহার দৃষ্টান্ত।) আমি আমার প্রমাণ সহ মুসাকে ফের্‌-অ-উন এবং তাহার শ্রেষ্ঠীবর্গের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, তখন মূসা বলিয়াছিল, আমি সত্যই সৃষ্টির প্রতিপালকের রসুল। ৪৭ তখন, যখন (তাহাদের কথামত) আমার প্রমাণ তাহাদের নিকট উপস্থিত করিল, তাহারা উপহাস করিতে লাগিল ; ৪৮ অথচ আমি তাহাদিগকে আমার যে প্রমাণ দর্শন করাইয়াছিলাম, তাহার একটী অন্যটী হইতে গুরুতর ছিল, এবং তাহাদিগকে কষ্টগ্রস্ত করিয়াছিলাম যেন তাহারা (অবিশ্বাস) পরিহার করে। ৪৯ এবং তাহারা (তখন) মূসাকে বলিতে লাগিল, হে যাদুকর, তোমার সহিত তোমার প্রতিপালকের যে অঙ্গীকার, তজ্জন্য (কষ্ট সকল হইতে আমাদিগকে মুক্ত করার নিমিত্ত,) তোমার প্রতিপালককে আহ্বান কর, নিশ্চয় তাহা হইলে আমরা পথাবলম্বন করিব। ৫০ তদনন্তর যখন আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিলাম, তখন (ফের-অ-উনের কথামত) তাহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে লাগিল। ৫১ এবং ফের-অ-উন তাহার স্বজাতীয়গণকে (ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে) আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল, হে আমার স্বজাতীয়গণ, মিসর দেশ কি আমার রাজত্ব নহে ? এবং এই (নীল নদী এবং তাহার শাখা প্রশাখা) জল-প্রণালীসকল আমার অধীনেই প্রবাহিত হইতেছে। অতএব তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছ না কেন (যে আমি জল এবং স্থলের অধিপতি।) ৫২ এই যে এক জন সামান্য ব্যক্তি (মূসা) তাহা হইতে কি আমি শ্রেষ্ঠ নহি ? এবং সে (স্বহীনোভাব জিহ্বার দোষে) স্পষ্টভাবে প্রকাশও করিতে পারে না। ৫৩ (সে যদি পয়গম্বর

আমার ন্যায় একজন সম্রাট হইতেও উচ্চ পদস্থ,) তাহা হইলে (কর্তৃত্ব-চিহ্ন) সুবর্ণ-বলয় সকল (তাহার উপর) অবতারিত হয় নাই কেন? অথবা ফেরেস্তাগণ (পরিষদ স্বরূপ) তাহার সঙ্গী হইয়া আসে নাই কেন? (সে যাদুবলে কতক অলৌকিক কার্য্য করিতেছে।) ৫৪ এইরূপে ফের-অ-উন তাহার স্বজাতীয়গণকে নির্ব্বোধ করিয়া দিল, তখন তাহারা তাহার আজ্ঞাবহ হইল, যেহেতু তাহারা (প্রাপ্ত স্বভাব মতই) বিপথ-গামীর দল ছিল। ৫৫ তদনন্তর যখন তাহারা আমাকে ক্রুদ্ধ করিল, তখন আমি তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম, তখন আমি সকলকেই জলমগ্ন করিয়া দিলাম, ৫৬ তখন আমি তাহাদিগকে অতীত কালের কথাতে পরিণত করিলাম, এবং পরবর্ত্তীগণের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ করিলাম। (৫।১১=৫৬)

৫৭ এবং যখন মরূইয়ম পুত্র (ঈসার) দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইল, (যে ঈসায়িগণ তাহার পূজা করে, সুতরাং পয়গম্বরগণ প্রচারিত ধর্ম্ম-প্রথাতেও আল্‌লাহ ব্যতীত অন্যের উপা-সনা বারিত নহে,) তখন, (হে রসূল,) তোমার স্বজাতীয়গণ তাহা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, ৫৮ এবং বলিতে লাগিল অহো, আমাদের উপাস্য (ফেরেস্তাগণ) শ্রেষ্ঠ, কিম্বা (এই মনুষ্য) ঈসা? তাহারা তাহার সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত কেবল বিবাদ করিবার জন্য দেয়, বরং তাহারা বিবাদপ্রিয় ব্যক্তির দল। ঈসা আমার এক জন উপাসক, (আমি মূসার ন্যায় তাহাকেও অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করিয়া,) তাহার উপর অনুগ্রহ করিয়াছিলাম, এবং তাহাকে ইস্‌রাইল সন্তানগণের জন্য আদর্শ করিয়াছিলাম; ৬০ এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলে আমি তোমাদের মধ্য হইতে (মনুষ্য) ফেরেস্তা উৎপন্ন করিতাম, যাহারা পৃথিবীতে তোমাদের পরবর্ত্তী অধিবাসী হইত। (মোঃ কোরান।)

৬১ এবং ঈসা মুহূর্ত্তের ও প্রমাণ, (যখন কেয়ামত সন্নিকটবর্ত্তী হইবে তখন সে আবার সশরীরে অবতীর্ণ হইবে। ইহাকে এই বিশেষত্ব প্রদান করা হইয়াছে।) অতএব তৎসম্বন্ধে তোমরা সন্দেহযুক্ত হইও না, এবং আমার মতে চল, ইহাই অবক্র পথ। ৬২ এবং (হে শ্রোতা,) শয়তান তোমাকে (এই পথ হইতে) অবরুদ্ধ করিয়া না রাখুক, নিঃসন্দেহেই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ৬৩ এবং যখন ঈসা প্রমাণ সহ তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, তখন তাহাদিগকে বলিয়াছিল, আমি তোমাদের নিকট জ্ঞান সহ আসিয়াছি, এবং এজন্যও যে যৎসম্বন্ধে তোমরা ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াছ, তাহার কতক তোমাদের নিকট বর্ণনা করি, অতএব আল্লাহকে ভয় কর, এবং আমার মতানুসরণ কর। ৬৪ নিঃসন্দেহই আল্লাহ্ আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তাঁহারই উপাসনা কর, ইহাই অবক্র পথ। ৬৬ তদনন্তর তাহাদের কতক দল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইল, (কতক জন তাঁহাকে আল্লাহর পুত্র, এবং কতক জন তাঁহাকে স্বয়ং আল্লাহ বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিল।) ৬৬ যাহারা (এইরূপ) অবৈধ কার্য্য করিল, কষ্টদায়ক দিবসে তাহাদের শাস্তির জন্য আক্ষেপ। ৬৭ তাহারা কি মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে যে, হঠাৎ উপস্থিত হউক, এবং তাহারা জানিতেও না পারুক। সে দিবস তাহাদের কতক জনার বন্ধু কতক জনার শত্রু হইয়া যাইবে, কিন্তু পাপ বর্জ্জনকারিগণ তদ্রূপ হইবে না। (৬।১১—৬৭)

৬৮ (পাপ বর্জ্জনকারিগণকে) বলা হইবে, হে আমার দাসগণ, অদ্য তোমাদের কোনও ভয় নাই, এবং তোমরা মনোকষ্ট প্রাপ্ত হইবে না। ৬৯ ইহারাই যাহারা আমার প্রমাণ সকলেতে বিশ্বাস স্থাপন করিত, এবং আমার আজ্ঞাধীন হইয়া চলিত। ৭০

তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা এবং তোমাদের সঙ্গিনিগণ সানন্দে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর। ৭১ সুবর্ণ খাদ্য পাত্র, এবং সুবর্ণ পান-পাত্র, পুনঃ পুনঃ তাহাদের নিকট আনীত হইবে, এবং যাহা তাহাদের ইচ্ছা অভিলাষ করিবে, এবং যাহা নয়নের প্রীতিকর (তাহা তাহাদিগকে দান করা) হইবে; এবং (তাহাদিগকে সুসংবাদ প্রদান করা হইবে) তোমরা এস্থানে চিরকাল বাস করিবে। ৭২ তোমরা যাহা করিতেছিলা, তজ্জন্য এই স্বর্গোদ্যান সকলকে উত্তরাধিকার স্বরূপ তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ৭৩ তোমাদের জন্য তাহাতে (তোমাদের সুকর্ম্মের) প্রচুর ফল সকল রহিয়াছে, তাহা হইতে তোমরা ভক্ষণ করিবা; ৭৪ পাপাচারিগণ নিশ্চয় জহন্নমের শাস্তিতে চিরকাল অবস্থান করিবে, ৭৫ তাহাদের উপর হইতে কিঞ্চিৎও শাস্তি হ্রাস করা হইবে না, এবং তথায় তাহাদের আশা (যে তাহাদের উপাস্যগণ তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে,) ছিন্ন হইয়া যাইবে। ৭৬ ফলতঃ আমি তাহাদের উপর অত্যাচার করিব না, কিন্তু তাহারাই (আজীবন নিজের উপরে) অত্যাচর করিতেছিল। ৭৭ এবং তাহারা (নরক পালকে) ডাকিয়া বলিবে, হে নরক পাল তাঁহাকে বল তোমার প্রতিপালক আমাদের জীবন সাঙ্গ করিয়া দেউন। সে বলিবে, তোমরা চিরকাল এস্থানে বাস করিবে। ৭৮ হে মক্কাবাসিগণ, আমি যথার্থই সত্যসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি কিন্তু তোমাদের অনেকেই সত্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। ৭৯ (তোমাদের অপ্রকৃত উপাস্যগণ) কি ঘটনীয় বিষয় ঘটাইয়া থাকে? (কখনই না;) তোমাদের জানা উচিত যে আমিই কার্য্যকর্ত্তা। ৮০ তাহারা কি মনে করিতেছে তাহাদের গুপ্ত কথা এবং পরামর্শ আমি শ্রবণ করি না? বরং তাহাদের নিকটস্থ আমার ফেরেশ্তাগণ (সমস্ত) লিখিয়া লইতেছে। ৮১ (হে নবী) তুমি তাহাদিগকে

(অর্থাৎ, ঈসায়িগণকে) জ্ঞাত কর যে, যদি দয়াময়ের কোন পুত্র থাকিত, তাহা হইলে আমিই প্রথমতঃ তাহার উপাসনাকারীর অন্তর্গত হইতাম। ৮২ যিনি স্বর্গের এবং মর্ত্তের প্রতিপালক, যিনি সিংহাসনের প্রতি-পালক, তাহারা তাঁহার যেমন বর্ণনা করে তাহা হইতে তিনি পবিত্র। ৮৩ (এমত স্থলেও যদি তাহারা একমাত্র তাঁহারই উপাসনা-অবলম্বন না করে,) তাহা হইলে (হে নবী) তাহার যে অমূলক বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছে, এবং (ঈসার পূজা করিয়া বালকদের ন্যায়) খেলা করিতেছে তাহাদিগকে তাবৎ পরিত্যাগ কর, যাবৎ অঙ্গীকৃত সেই দিবস তাহাদের নিকট না আসে। ৮৪ তিনিই যিনি স্বর্গতেও (ফেরেশ্‌তা, আত্মা-গণের) উপাস্য, মর্ত্ততেও (সমস্ত মনুষ্যগণের) উপাস্য, এবং তিনি মহাজ্ঞানী, সর্ব্বজ্ঞ। ৮৫ এবং স্বর্গের এবং মর্ত্তের এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহা আছে, যিনি তাহার অধিপতি, তিনি মঙ্গল-দাতা; মুহূর্ত্তের বিষয় তিনিই জানেন, এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ৮৬ এবং আল্‌লাহ্‌ ব্যতীত অন্যকে যাহারা আহ্বান করে, উদ্ধার করিবার অনুরোধ করার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাহাদের নাই। কিন্তু যাহারা সত্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্‌লাহ্‌ ব্যতীত উপাস্য নাই, মোহম্মদ তাঁহার রসুল,) তাহারাই মাত্র (আল্‌লাহর নিকট সাফায়ত) অনুরোধ করিতে পারে, এবং (কাহার জন্য অনুরোধ করা উচিত তাহা) তাহারা জানে। ৮৭ এবং যদি তুমি তাহাদিগকে (এই পৌত্তলিক আরবগণকে) জিজ্ঞাসা কর, উহাদিগকে (অর্থাৎ তাহাদের উপাস্যগণকে) কে সৃষ্টি করিয়াছেন? তাহারা নিশ্চয় বলিবে যে আল্‌লাহই (তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।) এমত স্থলে কোথা হইতে তাহারা পলায়ন করিতেছে? ৮৮ এবং রসুলের এই কথা যে, হে আমার প্রতিপালক, আমার এই স্ববংশীয় (আরব) গণ বিশ্বাসস্থাপন

করিতেছে না আমি শুনিয়াছি। ৮৯ অতএব (হে নবী) তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর, এবং (বিদায় কালের সম্ভাষণ বাক্য) সালাম বল। ইহারা (তোমার বাক্য শ্রবণ না করার পরিণাম) শীঘ্রই জানিতে পারিবে। (পয়গম্বর মক্কাবাসিগণকে ত্যাগ করিবেন তৎপ্রতি ইঙ্গিত)
৭।২২ = ৮৯

দূখান—ধুম্র।

মক্কাবতীর্ণ ৪৪ সূরা (৬৪)

এই সূরার মর্ম্মঃ—

১ম রুকু—যাহা হইতেছে তাহা হইয়া গিয়াছে; এক শুভরজনীতে আমি এক যোগে এই কোর্-আন লওহ্ মহফুজ হইতে বয়তুল ইজ্জত নামক অন্য এক গুপ্ত লোকে অবতীর্ণ করিয়াছিলাম, তাহা হইতে ক্রমশঃ এই দৃশ্য লোকে অবতীর্ণ হইতেছে; ঐ রজনীতে সেই বৎসর যাহা হইবে, তাহা স্থির করা হয়; ইহা দয়াময়ের নিকট হইতে অবতীর্ণ হইতেছে, তাহা বিশ্বাস কর; কিন্তু তথাপি এই আরবগণ তৎবিরুদ্ধ কার্য্য অপ্রাকৃত উপাস্যের উপাসনা ত্যাগ করিতেছে না; এই পাপের জন্য এমত দুর্ভিক্ষ হইবে যে, তাহাদিগকে আকাশ ধূমপূর্ণ বোধ হইবে, তখন অনেকে ইস্লামে বিশ্বাসস্থাপন করিবে, এই শাস্তি হইতে মুক্ত হইয়া আবার তাহারা পূর্ব্বরূপ কার্য্য করিবে, তখন তাহাদিগকে অন্য এক শাস্তি আক্রমণ করিবে; এই ইস্লাম প্রপীড়কগণকে মূসা পয়গম্বরের নেতৃত্বাধীন ইস্রাইল সন্তানগণের বিষয় চিন্তা করা উচিত, আমি তাহাদিগকে ফের্-অ-উনের পীড়ন হইতে অসাধারণ উপায়ে মুক্ত

করিয়াছিলাম, এবং তাহারা যে পথ দিয়া সমুদ্র পার হইয়া গেল, ঐ পথে সমুদ্র পার হওয়ার সময় ফের্-অ-উন জাতীয়গণকে জলমগ্ন করিয়া দিলাম, এবং তাহাদের দেশ অন্যকে দিলাম;

২য় রুকু:—এই আরবগণ বলিতেছে, মরার পর আর কিছুই নাই, পুনরুত্থান হইবে না, সুতরাং এই পৃথিবী-সর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছে; এইরূপ তুব্‌ই বংশীয় এবং অন্যান্য জাতিগণ পয়গম্বরের নৈতিক উপদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল; এই সৃষ্টি বিবিধ উদ্দেশ্যপূর্ণ; এক উদ্দেশ্য যেন এস্থানে অর্জ্জিত কর্ম্মের পূর্ণ ফল কেয়ামতে প্রাপ্ত হয়;

৩য় রুকু:—পরকালে নারকীগণ কষ্টকর অবস্থা, এবং স্বর্গ বা বেহেস্তবাসীগণ অতি প্রীতিকর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, এই পার্থিব মরণের পর আর দ্বিতীয় মরণ নাই, সুতরাং পারলৌকিক দুঃখের এবং সুখের শেষ নাই; কিন্তু ইহাদেরও মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দয়াময় নরক-মুক্ত করিবেন।(৪২ আএত)

৪র্থ রুকু:—নারকীগণের যন্ত্রণা ভোগ, এবং জন্নতীগণের কুণ্ঠাহীন অবস্থা; উভয়ের চিরযন্ত্রণা, চির সুখ ভোগ।

দূখান—ধূম্র।

মক্কাবতীর্ণ ৪৪ সূরা [৬৪]

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা
আল্লাহর নামে আরম্ভ। ১।৪৪।২৫

১ হা, মিম, (যাহা হইতেছে তাহা হইয়া গিয়াছে ;) ২ (সত্য-লোকে) উজ্জ্বল গ্রন্থের শপথ ; ৩ ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তাহা আমি এক শুভ রজনীতে (লওহ্ মহফুজ নামক অদৃশ্য লোক হইতে, বয়তুল ইজ্জত সম্মানিত গৃহ নামক অন্য আর এক অদৃশ্য লোকে একযোগে) অবতীর্ণ করিয়াছি, যেহেতু (মনুষ্যজাতিকে) আমি সতর্ক করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম ; ৪ সেই (শুভ রজনীতে সেই বৎসরের সংঘটনীয়) মহদুদ্দেশ্য পূর্ণ সমস্ত কার্য্য সকলকে পৃথক করা হয়, ৫ আমারই আদেশ-ক্রমে (তাহা করা হয় ;) যেহেতু আমি (পয়গম্বর) প্রেরণের ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ৬ তোমার প্রতিপালক (অর্থাৎ আমার) নিকট হইতে অনুগ্রহ বশতঃ (ইচ্ছুক হইয়াছিলাম,) যেহেতু তিনি (অর্থাৎ আমি) শ্রোতা এবং সর্ব্বজ্ঞ ; (য়িহুদী এবং ঈসায়ীগণ পূর্ব্বাবতারিত ধর্ম্মগ্রন্থে প্রতি-শ্রুত পয়গম্বরের আবির্ভাবের যে প্রার্থনা করিতেছিল, তাহা আমি শুনিয়াছিলাম; এবং তাহার আবির্ভাব হওয়া কখন উচিত, তাহাও আমি জানিতাম। ৭ যদি তোমরা বিশ্বাসস্থাপনকারী (তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, কোর-আন অবতারণ এবং পয়গম্বর আবির্ভাব) স্বর্গের এবং মর্ত্তের, এবং তাহাদের মধ্যে যাহা আছে, তাহাদের প্রতিপালকের

(নিকট হইতে হইতেছে।) ৮ তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই জীবন হরণ করেন, তিনিই তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃগণের পালনকর্ত্তা। ৯ (এমতস্থলেও) বরং তাহারা সন্দেহের মধ্যে (বশতঃ, পুত্তলিকা সকলের উপাসনায় রত থাকিয়া বালকের মত) খেলাতে রত রহিয়াছে। ১০ অতএব (হে পয়গম্বর) তুমি সেই দিবসের অপেক্ষা করিয়া থাক, যখন আকাশমণ্ডল স্পষ্টতই ধূম আবির্ভূত করিবে, ১১ তাহা মনুষ্যগণকে ঢাকিয়া লইবে, ইহা অতিকষ্ট-দায়ক শাস্তি। ১২ (তখন অনেকে বলিতে থাকিবে) হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে শাস্তি হইতে মুক্ত কর, নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস-স্থাপনকারী হইলাম (যে তুমিই উপাস্য, তুমিই বিপদুদ্ধারকর্ত্তা।) ১৩ (কিন্তু যাহারা পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ মত কোনও ক্রমেই বিশ্বাসস্থাপন করিবে না) তাহাদের জন্য (পয়গম্বরের) উপদেশে কি ফল ? অথচ সত্যই তাহাদের নিকট প্রকাশ্য পয়গম্বর আসিয়াছে, ১৪ তৎপরও তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল, এবং বলিল, (এই ব্যক্তি অন্যের দ্বারা) শিক্ষিত এবং ক্ষিপ্ত (ও বটে।) (আরব অঞ্চলবাসিগণকে সাত বৎসর ব্যাপী মহাদুর্ভিক্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। অনাহারে, অল্পাহারে তাহাদের অবশেষে অবস্থা এমত হইয়াছিল যে, আকাশ ধূমপূর্ণ দৃষ্ট হইত। তখন অনেকে ইস্‌লামাবলম্বন করিয়াছিল।) ১৫ (হে আল্লাহদ্রোহী আরবগণ) আমি শাস্তি হইতে কিঞ্চিৎ মুক্তি প্রদান করিব, কিন্তু নিশ্চয় তোমরা (পূর্ব্বাবস্থায়) ফিরিয়া যাইবা। ১৬ (তৎপর) এক দিবস আমি মহা আক্রমণে আক্রমণ করিব ; নিঃসন্দেহই আমি প্রতিফলদাতা। (ঐ দুর্ভিক্ষের কতক বৎসর পর বদরের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল।) ১৭ এবং ইহাদের পূর্ব্বে আমি ফের-অ-

উনের স্বজাতীয়গণের পরীক্ষা করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের নিকট একজন মহাপদস্থ রসুল আসিয়াছিল। ১৮ (সে বলিয়াছিল) আল্-লাহর দাসগণকে আমাকে সমর্পণ কর, আমি নিঃসন্দেহই তোমাদের জন্য প্রকাশ্যতঃ বিশ্বাসী রসুল। ১৯ এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে গর্ব্ব প্রকাশ করিও না, আমি প্রকাশ্য প্রমাণ সহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি। ২০ এবং (আমি তোমাদের) প্রস্তর বর্ষণ হইতে, আমাদের এবং তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় নিশ্চয় গ্রহণ করিলাম। ২১ . এবং যদি তোমরা আমাতে বিশ্বাস স্থাপন না কর, আমাকে পরিত্যাগ কর। ২২ তদনন্তর (মূসা) তাঁহার প্রতিপালককে আহ্বান করিতে লাগিল যে, এই ব্যক্তিগণ পাপাচারী, (ইহাদের পীড়ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।) ২৩ (আদেশ হইল) এমত স্থলে, এক রাত্রি আমার দাসগণ সহ গুপ্তভাবে যাত্রা কর, নিশ্চয় তাহারা তোমাদের পশ্চাদ্ধাপিত হইবে ; ২৪ এবং তোমরা সমুদ্রকে উভয় (দিগের জলের মধ্যে) শুষ্কাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও ; নিশ্চয়ই (পশ্চাৎ ধাবিত) সৈন্যদিগকে জলে মগ্ন করা হইবে। ২৫ বহু ব্যক্তি উদ্যান, জলপ্রণালী, ২৬ এবং ক্ষেত্র এবং সুন্দর ভবন, ২৭ এবং সুখ ভোগোপাদান যাহাতে আনন্দানুভব করিত, ২৫ তাহা পরিত্যাগ করিয়া (ইস্রাইল-সন্তানগণের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া) গিয়াছিল। ২৮ এইরূপেই (তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল ;) এবং সেই (উদ্যান এবং সুন্দর ভবন) সকলকে পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণের উত্তরাধিকার করিয়াছিলাম। ২৯ তখন তাহাদের উপরে স্বর্গ বা মর্ত্ত কেহই অশ্রু বর্ষণ করিল না, এবং তাহাদিগকে অবসরও দেওয়া হইল না। (হে মুসলমান পীড়ক আরবগণ, তোমাদেরও বল বিক্রম দয়াময় এইরূপে ধ্বংস করিতে পারেন।) ১।২৯ ;

৩০ ফলতঃ আমি ইস্রাইল সন্তানগণকে অপমানজনক শাস্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, ৩১ (অর্থাৎ) ফের্‌-অ-উন হইতে, নিঃসন্দেহই সে সীমাতিক্রমকারীগণের মধ্যে অতি গর্ব্বিত ছিল। ৩২ এবং আমি স্বেচ্ছায় উহাদিগকে অন্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলাম; ৩৩ এবং তাহাদিগকে (আমার অনুগ্রহের) প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলাম, তাহাতে তাহাদের জন্য প্রকাশ্যতঃ মহা পরীক্ষা ছিল (যে তাহারা সম্পদের কিরূপ ব্যবহার করিতেছে। পয়গম্বরের কথা অমান্য করিয়া ফের্‌-অ-উন বংশ ধ্বংস হইল, এবং তাহা মান্য করিয়া নিপীড়িত ইস্রাইলগণ উত্তর কালে মহা সম্রাজ্য লাভ করিল। ইহা হইতে আরব দেশবাসিগণকে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত) ৩৪ তাহারা বলিতেছে, ৩৫ যে এই প্রথম মরণ ব্যতীত (তাহার পর জীবন) নাই, এবং নিশ্চয়ই আমাদিগকে (কর্ম্ম ভোগ জন্য) সমবেত করা হইবে না; ৩৬ যদি (হে মুসলমানগণ তোমাদের কথা সত্য) তাহা হইলে আমাদের পিতাগণকে আনিয়া উপস্থিত কর। ৩৭ (ইমান দেশস্থ) তুব্ ই বংশীয়, এবং তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ হইতে ইহারা কি শ্রেষ্ঠ? (তাহারাও এইরূপ বলিয়াছিল, এবং কর্ম্মফলে বিশ্বাস না থাকিলে যেমন উচ্ছৃঙ্খল হয়, তদ্রূপ হইয়াছিল।) আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি, তাহারাও পাপাচারী ছিল। ৩৮ ফলতঃ আমি স্বর্গ এবং মর্ত্ত, এবং যাহা এই উভয়ের মধ্যে আছে, তাহা খেলা করিবার জন্য সৃষ্টি করি নাই, ৩৯ আমি তাহা সমস্তকে উদ্দেশ্যসাধন জন্য ব্যতীত সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু তাহাদের অনেকে তাহা বুঝে না, (যে সৃষ্টি বিবিধ উদ্দেশ্যপূর্ণ।) ৪০ নিশ্চয়ই (পাপ পুণ্যকে) পৃথক করণের দিবস, ইহাদের সকলেরই (পুনরুত্থানের) সময় নির্ণীত হইয়াছে, (উদ্দেশ্য যে পাপ নরকে এবং পুণ্য বৈকুণ্ঠে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।)

৪১ সে দিবস এক জন বন্ধু অন্য জনের কোনও সাহায্যে আসিবে না, (কিন্তু সুকর্ম্মই সহায় হইবে ;) এবং তাহাদের সাহায্য করাও হইবে না (যে তাহারা মুক্ত হয় ;) ৪২ কিন্তু (তাহাদেরও মধ্যে) আল্লাহ যাহাদিগকে কৃপা করিবেন, (তাহারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে,) নিশ্চয় তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান, দয়াময়। (২।১৩—৪২)

৪৩ নিশ্চয় জ'কুম, ৪৪ নারকীগণের খাদ্য। ৪৫ তাহা যেন দ্রব ধাতু ; যেমন উষ্ণ জল ফুটিতে থাকে, তদ্রূপ উদরের মধ্যে ফুটিতে থাকিবে। ৪৬ (ফেরেস্তাগণকে আদেশ হইবে) এই ব্যক্তিকে ধৃত কর, তদনন্তর ধাক্কা দিতে দিতে নরকের মধ্যপ্রদেশে তাহাকে লইয়া যাও, ৪৭ তদনন্তর উষ্ণ জলের যন্ত্রণা তাহার মস্তকের উপর ঢালিয়া দাও। ৪৮ (তাহারা বলিবে) এখন ইহার আস্বাদ গ্রহণ কর, (তোমার গর্ব্ব ছিল) নিঃসন্দেহেই তুমি একজন পরাক্রান্ত—মহামহিম ব্যক্তি, ৪৯ সত্যই ইহা তাহাই যৎসম্বন্ধে তুমি সন্দেহ করিতা। ৫০ পাপ বর্জ্জনকারিগণ, যেখানে কোনও ভয় নাই, সত্যই তথায় বাস করিবে, ৫১ জলপ্রণালী শোভিত স্বর্গীয় উদ্যান মধ্যে অবস্থান করিবে। ৫২ তাহারা সূক্ষ্ম এবং স্থূল, রেশমী বস্ত্রে ভূষিত হইয়া পরস্পরের সম্মুখে উপবিষ্ট হইবে। ৫৩ এই রূপই হইবে ; এবং আমি তাহাদিগকে সুনয়না, জ্যোতির্ম্ময়ী অঙ্গনাগণের সহিত উদ্বাহিত করিব। ৫৪ তাহারা নিরুদ্বিগ্ন অবস্থায় সমস্ত প্রকার ফলের আদেশ করিবে। ৫৫ তাহারা প্রথম মরণ ব্যতীত অন্য মরণের আস্বাদ প্রাপ্ত হইবে না, এবং তাহাদিগকে নরকের যন্ত্রণা হইতে দূরে রাখা হইবে। ৫৬ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ ক্রমেই (এরূপ) হইবে। ইহা মহা মনস্কামনা লাভ। ৫৭ ফলতঃ এই কোর্-আন্‌কে আমি (হে পয়গম্বর) তোমার ভাষায় সহজবোধগম্য

করিয়াছি, যেন তাহারা (আরবদেশবাসিগণ) বুঝিতে পারে।
৫৮ (কিন্তু তাহারা এই সুকথা বিশ্বাস করিতেছে না, বরং তোমার মরণ প্রার্থনা করিতেছে) অতএব তুমি (ইহাদের অমঙ্গলকর পরিণামের) অপেক্ষা করিয়া থাক, নিঃসন্দেহেই তাহারাও (তোমার মরণের) অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। ৩।১৭–৫৯

জাসিয়া—জানুর উপরে উপবিষ্ট।

মক্কাবতীর্ণ ৪৫ সংখ্যক সূরা। (৬৫৹)

এই সূরার মর্ম্ম :—

১ম রুকু :—সৃষ্টিরূপ দর্পণে তিনিই দৃষ্ট হইতেছেন ; ইহা আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ ; স্বর্গে, মর্ত্তে, মনুষ্যগণের সৃষ্টিতে, চতুষ্পদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে, রাত্রি এবং দিবসের পরিবর্ত্তনে, আকাশ হইতে জল বর্ষণে, তদ্দ্বারা শুষ্ক প্রদেশকে উদ্ভিদ-শোভিত করণে, আল্লাহ্র সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয়ের বিবিধ প্রমাণ বিদ্যমান ; তথাপি যাহারা বলে কোর্-আন্ অসত্য, তাহাদের পরিণাম জন্য আক্ষেপ ; তাহাদের উপাস্য, তাহাদের কর্ম্ম, তাহাদের কাজে আসিবে না ;

২য় রুকু :—তাঁহার সম্বন্ধীয় প্রমাণ সমুদ্রে, আকাশ এবং ভূতলস্থ সমস্ত বস্তুতে বিদ্যমান ; নির্য্যাতনকারিগণকে তাহাদের শাস্তিভোগের জন্য সর্ব্বশক্তিমানের হস্তে সমর্পণ কর ; তওরাতে তোমার এবং কোর-আন্ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, কিন্তু ইস্রাইল সন্তানগণ তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া পার্থিব রাজ্যের এবং ধর্ম্মরাজ্যের রাজত্ব হারাইল ;

তৎপর তোমাকে এখন দণ্ডায়মান করিয়াছি; এবং আলোক, পথ প্রদর্শক, অনুগ্রহ অর্থাৎ কোর্-আন প্রদান করিয়াছি; কোর্-আন মত জীবনাতিবাহিতকারী, এবং তৎবিরুদ্ধে কার্য্যকারী ব্যক্তিগণের পরিণাম এক প্রকার হইতে পারে না;

৩য় রুকু :—যৎ জন্য উচিত তজ্জন্য তিনি স্বর্গ মর্ত্ত অর্থাৎ পরলোক, ইহলোক সৃষ্টি করিয়াছেন; যেন কর্ম্মের বিনিময় প্রাপ্ত হয়; যাহাকে অদ্যান্ত বিবেচনা করিয়া আল্লাহ পথভ্রষ্ট করিয়াছেন, তাহাকে কেহই পথ দেখাইতে পারে না; এই পৃথিবীতে মরণের পর আর জীবন নাই ধারণার পরিণাম মন্দ;

৪র্থ রুকু :—কেয়ামতের দিবস প্রত্যেক দল দীন ভাবে তাহাদের জানুর উপর উপবিষ্ট থাকিবে, তাহাদের কর্ম্মলিপির গ্রন্থ তাহাদিগকে প্রদত্ত হইবে, লিপিকার ফেরেস্তা বলিবে এই গ্রন্থ সত্য, তখন আস্থাবান সুকর্ম্মকারিগণকে আল্লাহর অনুগ্রহে স্থান প্রদান করা হইবে, এবং আস্থাহীন কুকর্ম্মকারিগণকে বলা হইবে, মন্দ কর্ম্মের মন্দ ফল ভোগ কর; তোমরা যেমন ইহা ভুলিয়া গিয়াছিলা, আমিও তোমাদিগকে সেইরূপ ভুলিয়া যাইব।

জাসিয়া—জানুর উপরে উপবিষ্ট।

মক্কাবতীর্ণ ৪৫ সংখ্যক সূরা। [৬৫]

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা

আল্লাহর নামে আরম্ভ। [১।৪৫।২৫

১। হা, মীম, (সৃষ্টিরূপ দর্পণেতে স্রষ্টাই দৃষ্ট হইতেছেন; তাঁহারই শপথ) ২ এই গ্রন্থ সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান, মহা কৌশলজ্ঞ (আল্লাহর) নিকট হইতে অবতারিত। ৩ বিশ্বাসস্থাপনকারীর জন্য নিশ্চয় স্বর্গে এবং মর্ত্তে (তাঁহার সম্বন্ধীয়) প্রমাণ সকল বিদ্যমান, ৪ এবং বিশ্বাসকারিগণের জন্য তাহাদের সৃষ্টিতে, এবং চতুষ্পদগণের সংখ্যা বৃদ্ধিতেও প্রমাণ সকল জাজ্জ্বল্যমান; ৫ এবং রাত্রির এবং দিবসের পরিবর্ত্তনে এবং আল্লাহ যে জীবনধারণোপায় (জন্য) আকাশ হইতে অবতীর্ণ করেন; এবং মৃত পৃথিবীকে যদ্দ্বারা সঞ্জীবিত করেন, তাহাতে এবং বায়ু সকলের দিগ-পরিবর্ত্তনে, বুদ্ধি পরিচালনাকারিগণের জন্য প্রমাণ দেদীপ্যমান। ৬ আল্লাহর এই প্রমাণ সকলকে (হে নবী) আমি তোমাকে অবিকল পাঠ করিয়া শুনাইতেছি, এমত স্থলে আল্লাহর এবং তাঁহার প্রমাণে সকলের পর কোন কথাতে তাহারা বিশ্বাসস্থাপন করিবে? ৭ (যাহারা বলে, কোর্-আন সত্য নহে সেই) সমস্ত মহা মিথ্যাবাদী, মহাপাপী-গণের জন্য আক্ষেপ। ৮ তাহার নিকট আল্লাহর যে আএত সকল পঠিত হয়, তাহা সে শ্রবণ করে, তৎপরও গর্ব্বিত ভাবে অটল হইয়া

থাকে, যেন তাহা শ্রবণই করে নাই, এমত স্থলে তাঁহাকে মহা যন্ত্রণার সুসংবাদ প্রদান কর। ৯ এবং যখন আমার আএত সকলের সম্বন্ধে কিছু অবগত হয়, তখন তৎসম্বন্ধে ইহারা উপহাস করিতে থাকে। ইহাদেরই জন্য এমত শাস্তি আছে, যাহা ইহাদিগকে হীন করিয়া দিবে। ১০ এবং তাহাদের পশ্চাতে নরক, এবং তাহারা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা তাহাদের জন্য কিঞ্চিৎও লাভদায়ক হইবে না, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে তাহারা সহায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহারাও (কোন কার্য্যে আসিবে না,) পরন্তু তাহাদের জন্য মহা শাস্তি। ১১ ইহা পথ প্রদর্শক, ফলতঃ যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের লাভ আএত সকলকে অগ্রাহ্য করে, তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির শাস্তি। ১।১১

১২। তিনিই আল্লাহ্ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের জন্য বশীভূত করিয়াছেন, যেন তাঁহার আদেশ ক্রমে তাহাতে অর্ণবপোত সকল ভাসিয়া চলে, যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর, এবং যেন অনুগ্রহস্বীকারকারী হও। ১৩ এবং যাহা সমস্ত আকাশেতে এবং পৃথিবীতে আছে, তাহা তোমাদের জন্য বশীভূত করিয়াছেন। যে ব্যক্তিগণের দল চিন্তা করে, তাহাদের জন্য ইহাতে প্রমাণসমূহ জাজ্বল্যমান।

১৪ (হে নবী) তুমি মোস্লেমগণকে বলিয়া দাও, যাহারা মরণান্তর (স্বর্গের সুফল ভোগের) সময় সকলের আশা করে না, (যাহারা মোস্লেম-গণকে নির্য্যাতন করিতেছে,) তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেউক, যেন তাহাদিগকে তাহারা যাহা করিতেছে, আল্লাহ্ তাহার ফল প্রদান করেন। ১৫ যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে, সে নিজের জন্যই করে, এবং যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম্ম করে, তখন তাহা তাহার উপর, তদনন্তর তোমাদের

প্রতিপালকের দিকে তোমরা আনীত হইবা। ১৬ এবং (হে নবী, ইস্‌রাইল সন্তানগণকেও পীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল, আল্লাহ্ তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাবৎ তাহারা পথভ্রষ্ট হয় নাই, তাবৎ অনুগ্রহ ভোগ করিয়াছিল, এই নিপীড়িত-মুসলমানগণকেও তিনি তদ্রূপ অনুগ্রহ করিবেন,) আমি ইস্‌রাইল সন্তানগণকে (বিপদ মুক্ত করার পর) গ্রন্থ, এবং আধিপত্য এবং নবুয়ত প্রদান করিয়াছিলাম, এবং তাহাদিগকে নির্দ্দোষ উপজীবিকা প্রদান করিয়াছিলাম এবং মনুষ্যগণের উপরে শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিয়াছিলাম। ১৭ এবং এক (বিশেষ) কথা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা (তওরাতে প্রদান করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে তাহারা তাবৎ বিরুদ্ধ মতাবলম্বী) হয় নাই, কিন্তু (তদ্বিষয়ের) জ্ঞান (অর্থাৎ বর্ণনা) যখন (কোরআনে) আসিল (যে মক্কার রসুলই সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বর) তখন তাহারা পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষপ্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন মত হইল ; (সুতরাং তাহারা পার্থিব রাজ্যের এবং ধর্ম্মরাজ্যের প্রভুত্ব হারাইল ;) ইহারা যৎবিষয় বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইয়াছে, তোমার প্রতিপালক তৎসম্বন্ধে কেয়ামতের দিবস তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন। ১৮ (ইহাদের রাজত্ব নষ্ট হওয়ার) পর (হে নবী) আমি তোমাকে ধর্ম্মের পথে (নেতা স্বরূপ) দণ্ডায়মান করিলাম, অতএব তুমি সেই পথের অনুসরণ কর, এবং যাহারা (বুঝিয়াও) বুঝিতে ইচ্ছা করে না তাহাদের অভিলাষের পশ্চাৎগামী হইও-না। ১৯ আল্লাহর বিরুদ্ধে নিশ্চয় ইহারা তোমার কোনও কাজে আসিবে না। ফলতঃ পাপাচারিগণের কতক জন অন্য কতক জনের সহায়, কিন্তু আল্লাহ্ পাপবর্জ্জনকারীগণের সহায়। ২০ ইহা (এই কোর্-আন) মনুষ্যগণের জন্য আলোক, এবং বিশ্বাসস্থাপনকারিগণের জন্য পথপ্রদর্শক এবং মহানুগ্রহ। ২১ মন্দ কর্ম্ম

কারিগণ কি এইরূপ গণনা করিতেছে যে, বিশ্বাসস্থাপনকারী সাধু কর্ম্ম-কারীগণকে তাহাদের স্থায় করিব? তাহাদের জীবন এবং মরণ কি এক সমান? তাহারা যে মত প্রকাশ করিতেছে (যে তাহারা পরলোকেও এইরূপ সম্পদ ভোগ করিবে তাহা অতি মন্দ, (তখন সর্ব্বপ্রকার মর্য্যাদা কেবল সাধুদের জন্য।) ২।১০=২১

২২ এবং ফলতঃ আল্লাহ্ যৎজন্য উচিত তৎজন্য স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্য যেন প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা করে, তাহার বিনিময় প্রাপ্ত হয়, এবং যেন তাহাদের উপরে অত্যাচার না হয়। ২৩ (হে শ্রোতা) তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখিয়াছ, যে তাহার অভিলাষকেই তাহার উপাস্য করিয়াছে? এবং আল্লাহ্ (যাহার সম্বন্ধে সমস্ত) জ্ঞাত হইয়াই যাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন? এবং কর্ণের উপরে মোহর বসাইয়া দিয়াছেন, এবং হৃদয়ের উপরেতেও (তদ্রূপ করিয়াছেন,) এবং চক্ষুর উপরে আবরণ স্থাপন করিয়াছেন? এমত স্থলে আল্লাহ্র পর কে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিবে? অহো তোমরা কেন উপদেশগ্রাহী হও না? ২৪ এবং (ইহারা) বলিতেছে, আমাদের এই পৃথিবীর জীবন ব্যতীত (তৎপর জীবন) নাই, আমরা (এই স্থানেই) মরি, এবং (এই স্থানেই) জন্মি, এবং কালই আমাদিগকে মারিয়া ফেলে, কিন্তু কাল ব্যতীত (আল্লাহ্ তাহা করেন) না; ফলতঃ এতৎসম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারা অনুমান ব্যতীত করিতেছে না। ২৫ এবং যখন তাহাদের নিকট আমার স্পষ্ট আএত সকল পঠিত হয় (যে মরণের পর চেতনা ধ্বংস হয় না, কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়,) তাহারা তর্ক উপস্থিত করিয়া বলে যে, যদি তোমাদের কথা সত্য, তাহা হইলে আমাদের (মৃত) পিতাগণকে উপস্থিত কর। ২৬ (হে পয়গম্বর) তুমি উত্তরে (এই মাত্র) বল, আল্লাহ তোমাদিগকে প্রাণ দান করেন, তদনন্তর প্রাণ হরণ

করেন, তদনন্তর কেয়ামতের দিবস তোমাদিগকে পুনঃ একত্রিত করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বহু ব্যক্তি (তাহাদের প্রাপ্ত স্বভাব জন্য তাহা) বুঝে না। (৩।৫=২৬)

২৭ এবং স্বর্গের এবং মর্ত্তের রাজত্ব আল্লাহর, এবং যে দিবস সেই মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান হইবে, সে দিবস, যাহারা সত্যকে অসত্য বলে, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ২৮ এবং তুমি দেখিতে পাইবা, প্রত্যেক দল জানুর উপরে (দীন ভাবে) উপবিষ্ট রহিয়াছে। এবং প্রত্যেক দলকে তাহাদের (কর্ম্মলিপির) গ্রন্থের দিকে আহ্বান করা হইবে. (তাহাদিগকে লিপিকার ফেরেস্তাগণ কর্ত্তৃক বলা হইবে,) তোমরা যাহা করিতেছিলা, অদ্য তাহার বিনিময় তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। ২৯ ইহা (আমাদের লিখিত তোমাদের পার্থিব জীবনের কর্ম্মের) গ্রন্থ, তাহা তোমাদের নিকট সত্য বলিতেছে, তোমরা যাহা করিতেছিলা, সত্য সত্যই আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম। ৩০ তখন বিশ্বাস স্থাপনকারী সুকর্ম্মকারিগণকে তাহাদের প্রতিপালক তাঁহার অনুগ্রহের মধ্যে স্থান প্রদান করিবেন, ইহাই প্রকাশ্যতঃ মহা মনস্কামনা লাভ। ৩১ এবং যাহারা অবাধ্যতা (কুফ্র) করিতেছিল, (তাহাদিগকে বলা হইবে) আমার আএত সকল কি তোমাদিগকে পড়িয়া শুনান হয় নাই? তখন তোমরা অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছিলা এবং পাপাচারিগণের দলে ছিলা। ৩২ এবং যখন তোমাদিগকে বলা হইত যে, আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য, এবং মুহূর্ত্ত সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই, তখন বলিতা, মুহূর্ত্ত কি তাহা আমরা জানি না, আমরা তাহা কল্পনা মাত্র বিবেচনা করি, এবং আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিব না। ৩৩ এবং যাহা তাহারা করিতেছিল, তাহার মন্দফল প্রকাশিত হইবে, এবং যে সকলকে উপহাস করিত, তাহাদিগকে ঘেরিয়া লইবে। ৩৪ এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমাদের এই

দিবসের সাক্ষাৎ হওয়া তোমরা যেমন ভুলিয়া গিয়াছিলা, আমিও তদ্রূপ তোমাদিগকে ভুলিয়া যাইব, এবং অগ্নি তোমাদের বাসস্থান হইবে, এবং কেহই তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। ৩৫ ইহা এই জন্য যে তোমরা আল্‌লাহ্‌র আএত সকলকে উপহাস করিতা, এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এই সকল কারণে তাহারা এখন আর তাহা হইতে বাহির হইতে পারিবে না, এবং তাহাদের কোন আপত্তি শ্রবণ করা হইবে না! ৩৬ এমত স্থলে স্বর্গের প্রতিপালক, মর্ত্তের প্রতিপালক, সৃষ্টির প্রতিপালক আল্‌লাহ্‌রই সমস্ত প্রশংসাবাদ, ৩৭ এবং স্বর্গে এবং মর্ত্তে তিনিই গৌরবান্বিত, এবং তিনিই সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান, মহাজ্ঞানী। ৪।১১ = ৩৭

ষষ্ঠ বিংশতি পারা।

আহকাফ উপত্যকা।

মক্কাবতীর্ণ ৪৬ সংখ্যক সূরা (৬৬)

এই সূরার মর্ম্ম :— ৪৬।২৬

১ম রুকু :—ইহা আল্লাহ্‌র অবতারিত; সমস্ত সৃষ্টি সত্য প্রকাশ করিতেছে, এবং এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত মাত্র বিদ্যমান থাকিবে; সেই নির্দ্দিষ্ট সময় কেয়ামতে কতক জন বিশ্বাস করিতেছে না: অন্য উপাস্য-গণের সৃষ্টি তাহাদের উপাসকগণ দেখাইতে অক্ষম, সৃষ্টিতে তাহাদের কোনও ভাগ নাই; যাহারা তাহাদের উপাসক, তাহারা বিপথগামী; ঐ কল্পিত উপাস্যগণ কেয়ামত পর্য্যন্ত তাহাদের প্রার্থনা শুনিতে পায় না; এবং তাহা পূর্ণ করিতে পারে না; ইহারা বলিতেছে, কোর্-আন মোহম্মদের রচিত যাদু; এতদ্বিষয় তাঁহারই প্রমাণ যথেষ্ট; তাহারা যদি মন্দ বিশ্বাস ত্যাগ করে, তিনি পূর্ব্বকৃত পাপ ক্ষমা করিয়া অনুগ্রহ করিতে পারেন; ইস্‌রাইল সন্তানগণের মনে রাখা উচিত যে, স্বয়ং মূসা পয়গম্বর মোহম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে তওরাতে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন;

২য় রুকু :—মুসার উপর অবতারিত গ্রন্থ তওরাতের এবং তোমার উপরে অবতারিত গ্রন্থ কোর্-আনের উদ্দেশ্যে পাপীগণকে সতর্ক করণ এবং পুণ্যবানগণকে সুসংবাদ প্রদান; যাহারা বিশ্বাস করে আল্লাহই তাহাদের প্রতিপালক, এবং এই বিশ্বাসে অটল থাকে, পরকালে তাহাদের কোনও আশঙ্কা নাই, তাহারা কোন প্রকার মনস্তাপ প্রাপ্ত হইবে

না ; তাঁহার প্রদত্ত স্বভাব ক্রমে কোন কোনও সন্তান পিতামাতার সহিত সংব্যবহার করে, তাহাদের সদুপদেশ মান্য করে, যখন সে প্রৌঢ় বয়সে পদার্পণ করে, তখন পিতা, মাতা, পুত্র, আল্লাহর প্রসন্নতার জন্য উৎসুক হয়, ধার্ম্মিক সন্তান সন্ততির জন্য প্রার্থনা করে, ইসলামে স্থির হইয়া থাকে ; আবার উক্তরূপ স্বভাবের ফলে কোন কোনও সন্তান পিতা-মাতাকে যন্ত্রণা দেয়, তাহাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে, কেয়ামতে বিশ্বাস করে না ; তাহাদের পরিণামও মন্দ ; প্রত্যেক ব্যক্তির পারলৌকিক মর্য্যাদা তাহার কর্ম্মের উপর নির্ভর করে ; সত্যে বিশ্বাসবান পিতৃমাতৃভক্ত জন্নতে, এবং অসত্য-বিশ্বাসী, জনক জননী পীড়ক নরকে স্থান প্রাপ্ত হয় ;

৩য় রুকু :—পয়গম্বর হূদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আদগণ আহকাফ উপত্যকায় বিনষ্ট হইল ; তাহাদের জনশূন্য প্রাসাদ সকল মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে ;

৪র্থ রুকু :—আমি অবিশ্বাসকারী বহু জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি, তাহারা যে উপাস্যগণকে তাঁহার নিকটবর্ত্তী করিয়া দেওয়ার অবলম্বন মনে করিত, তাহারা তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই ; জিনগণও কোর্-আনে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিল ; হে নবী, তুমি মহা পয়গম্বর-গণের ন্যায় ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক ; ইহাদের শাস্তির জন্য ত্বরা করিও না, ইহাদের শাস্তির জীবনের তুলনায়, ইহজীবন কয়েক দণ্ড মাত্র ; পাপাচারী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আহকাফ—আহকাফ উপত্যকা,

মক্কাবতীর্ণ ৪৬ সূরা ৬৬।

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর

নামে আরম্ভ। ১।৪৬।২৬

১ হা মীম, (যাহা ঘটিতেছে, তাহা ঘটিয়া গিয়াছে।) ২ এই গ্রন্থের অবতরণ সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান, মহাজ্ঞানী আল্লাহর নিকট হইতে হইতেছে। ৩ আমি স্বর্গ এবং মর্ত্ত এবং যাহা এই উভয়ের মধ্যে আছে, তাহা সত্য প্রকাশকারী ব্যতীত অন্যরূপ করিয়া সৃজন করি নাই- এবং এক নির্ণীত সময় পর্য্যন্ত (বিদ্যমান থাকিবে।) কিন্তু যৎসম্বন্ধে সতর্ক করা হইতেছে, অবিশ্বাসকারীগণ তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেছে। ৪ (হে নবী।) ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাহাকে তোমরা আহ্বান কর, তাহাদের বিষয় কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? তাহারা পৃথিবীতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা আমাকে দেখাইয়া দাও? স্বর্গে কি তাহাদের অংশীত্ব আছে? যদি তোমরা সত্যবাদী, তাহা হইলে ইহার পূর্ব্বের (আমার অবতারিত) কোন গ্রন্থ (তৎসপক্ষে) আমার নিকট উপস্থিত কর, অথবা (পয়গম্বর প্রচারিত) পর্য্যায়ক্রমে আগত জ্ঞানপূর্ণ কথা (উপস্থিত কর।) ৫ ফলতঃ যাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে আহ্বান করে, সে ব্যক্তিগণ হইতে অধিক বিপথগামী, আর কে হইয়ত পারে? তাহারা কেয়ামতের দিবস পর্য্যন্ত তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে অক্ষম, এবং তাহারা তাহাদের উপাসনা

সম্বন্ধে অবগতও নহে? ৬ যখন মনুষ্যগণকে সমবেত করা হইবে, তখন উহারা তাহাদের শত্রু হইয়া যাইবে, ইহারা যে তাহাদের উপাসনা করিত, তাহা উহারা অস্বীকার করিবে। ৭ এবং যখন তাহাদের (এই সত্য দ্রোহী আরবগণের) নিকট আমার স্পষ্ট আএত সকল পঠিত হয়, তখন সত্য তাহাদের নিকট আগত হওয়ার পরও তাহারা তাহা অবিশ্বাস করিয়া বলে ইহা স্পষ্টই মন্ত্র। ৮ ইহারা কি বলিতেছে, (মোহম্মদ (দ) নিজেই কোর্‌আন রচনা করিয়াছে? তাহাদিগকে বল (তাহা হইলে উপযুক্ত দণ্ড হইতে) আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমরা আমাকে (রক্ষা করণ জন্য) কিঞ্চিতও সক্ষম হইবে না। তোমরা এতৎ সম্বন্ধে আদ্যাবধি যে রূপ আচরণ করিয়া আসিতেছ, তাহা তিনি উত্তম রূপে অবগত। আমার এবং তোমাদের মধ্যে তাঁহারাই সাক্ষ্য প্রচুর; এবং তিনি পাপ মার্জ্জনাকারী, দয়াময়, (এমত স্থলে তোমাদের মত পরিবর্ত্তন করা উচিৎ) ৯ (হে নবী) তুমি ইহাদিগকে জ্ঞাত কর যে, আমি রসুলগণের মধ্যে নূতন নহি, এবং আমার সম্বন্ধে এবং তোমাদের সম্বন্ধে আল্লাহ কি করিবেন তাহা আমি অবগত নহি, কিন্তু আল্লাহ যাহা ওহি ক্রমে আমার দিকে প্রেরণ করেন আমি তদ্‌ব্যতীত অন্য মতে চলি না, এবং আমি একজন প্রকাশ্য উপদেশ দাতা ব্যতীত নহি। ১০ তুমি জিজ্ঞাসা কর, (হে য়িহুদিগণ,) তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, যদি (এই কোর্‌আন) আল্লাহর নিকট হইতে হয় এবং তোমরা তাহা অঙ্গীকার স্বীকার কর, তাহা হইলে তাহার পরিণাম কেমন মন্দ। অথচ ইস্‌রাইল সন্তানগণের মধ্যে এক ব্যক্তি (অর্থাৎ স্বয়ং হজরত মূসা আঃ) ইহার ন্যায় (গ্রন্থ সম্বন্ধে) সাক্ষ্য দিয়াছে, এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু তোমরা (তাহা স্বীকার করণ সম্বন্ধে) গর্ব্বিত ভাব প্রকাশ করিতেছ। যাহারা

অন্যায়াচরণকারীর দল সত্যই তাহাদিগকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন না। ১। ১০

১১। এবং অবিশ্বাস কারী (ইস্‌রাইল বংশীয় গণ) বিশ্বাস কারীগণকে বলিতেছে, যদি (ইস্‌লাম) উৎকৃষ্ট হইত, তাহা হইলে, পূর্ব্বেই আমরা তাহা অবলম্বন করিবার জন্য ধাবিত হইতাম। এবং যখন ইহা দ্বারা তাহারা (প্রাপ্ত স্বভাব মত) পথ পাইল না, তখন বলিতে লাগিল ইহা পুরাতন মিথ্যা কথা। ১২ ফলতঃ ইহার পূর্ব্বে পথ প্রদর্শক এবং অনুগ্রহ স্বরূপ মূসার গ্রন্থ (অবতারিত হইয়াছে,) এবং এই গ্রন্থ (কোর্‌-আন) তাহাকে সত্য প্রমাণকারী, আরব্য ভাষায় অবতারিত, পাপাচারীগণকে সতর্ক করণ, এবং সাধু কর্ম্মকারীগণকে সুসংবাদ প্রদান উদ্দেশ্য। ১৩। (যাহারা আবুবকরের মত) বলে আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক, তদন্তর তাহাতে অবিচলিত হইয়া থাকে, উহাদের কোনও ভয় নাই। এবং উহারা মনস্তাপিত হইবে না। ১৪। ইহারাই জন্নত বাসী, তাহাতে ইহারা চিরকাল বাস করিবে, ইহারা যাহা করিতেছে (ইহা) তাহার বিনিময়। ১৫। এবং আমি মনুষ্যকে তাহার পিতা মাতার সহিত সৎব্যবহার করার উপদেশ করিয়াছি, তাহাকে তাহার মাতা কষ্ট সহ্য করিয়া (গর্ভে) বহন করিয়াছে, এবং কষ্ট সহ্য করিয়াও স্তন্য পান করাইয়াছে, এবং তাহাকে ত্রিশ মাস পর্য্যন্ত (কষ্টসহ্য করিয়া) গর্ভে ধারণ এবং স্তন্যপান করাইয়াছে। এইরূপে সে (পিতা মাতার যত্নে এবং স্নেহে শৈশব এবং বাল্য অতিক্রম করিয়া) পরিপক্কতার বয়সে উপনীত হয়, (তখন আত্ম সমার্পন করে,) এবং যখন চল্লিশ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হয় (তখন এইরূপ) প্রার্থনা করে, হে আমার প্রতি পালক আমাকে এমত সক্ষম কর যে তুমি আমার উপরে এবং আমার পিতা মাতার উপরে যে অনুগ্রহ

করিয়াছ, (যে আমাদিগকে ইস্‌লাম ভুক্তকরিয়াছ,) তজ্জন্য যেন অনু-গ্রহ স্বীকারকারী হই, এবং এমত সৎকাজ করি যেন তুমি তাহা মনোনীত কর, এবং আমার সন্তান সন্ততিগণের মধ্যে সাধুভাব সঞ্চার করিয়া দাও, আমি প্রকৃতই তোমারই দিকে ফিরিয়া আসিয়াছি, এবং তোমারই আজ্ঞা বহ হইয়াছি। ১৬ ইহাদেরই (অর্থাৎযাহারা ইস্‌লামে স্থির থাকে এবং পিতৃ মাতৃ ভক্ত,) জন্নত বাসীগণের মধ্যে তাহাদের কৃত সুকর্ম্ম আমি মনোনীত করিব, এবং তাহাদের কৃত মন্দ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব। তাহাদের নিকট (জন্নতের) যে অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তাহা সত্য অঙ্গীকার। ১৭ কিন্তু যে (ইস্‌লাম সম্বন্ধে উপদেশ দাতা) জনক জননীকে বলে, তোমাদিগকে ধিক্, তোমরা কি আমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছ যে (মরার পর আবার এক সময় কর্ম্ম ফল ভোগ জন্য) আমাকে বহিষ্কৃত করা হইবে ? অথচ আমার পূর্ব্বে বহুযুগ গত হইয়া গিয়াছে, (অথচ এক জনও জীবিত থাকার কোনও চিহ্ন প্রকাশ করে নাই।) এবং তাহারা উভয়ে আল্‌লাহর নিকট (তাহার সুমতির) প্রার্থনা করে, এবং তাহাকে বলে, তোমার দুর্ভাগ্য, (আমরা পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিতেছি) তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর, নিঃসন্দেহই (.পুনরুত্থান সম্বন্ধে) আল্‌লাহর অঙ্গীকার সত্য। তখন সে বলে, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তি ব্যক্তিগণের গল্প ব্যতীত নহে। ১৮ ইহাদেরই সম্বন্ধে ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী জিন এবং মানবগণের সম্বন্ধে যৎরূপ অঙ্গীকার হইয়াছে তদ্রূপ (দণ্ডের) আদেশ সত্য; ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত গণের অন্তর্গত। ১৯ ফলতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কৃত কর্ম্মের অনুরূপ মর্য্যাদা লাভ করিবে, এবং ইহা তাহাদের কর্ম্মের পূর্ণ বিনিময় প্রদান জন্য হইবে' তাহাদের উপর (বিনিময় হ্রাস করিয়া) কিঞ্চিতও অত্যাচার করা হইবে না।

২০ এবং অবিশ্বাসিগণকে যে দিবস অগ্নির সম্মুখবর্ত্তী করা হইবে, (বলা হইবে) পার্থিব জীবনে তোমরা তোমাদের ভোগ্য বস্তু সকল লইয়া গিয়াছ, তোমরা যে পৃথিবীতে (আল্লাহর বাণী অগ্রাহ্য করিয়া) পাপাচরণ করিয়া অন্যায় পূর্ব্বক গুরুত্ব প্রকাশ করিতেছিলা, তজ্জন্য অদ্য তোমাদিগকে নগণ্য হওয়ার দণ্ড বিনিময় দেওয়া হইবে। (২।১০ = ২০)

২১ (পয়গম্বর বাক্য অগ্রাহ্য করার পরিণামের দৃষ্টান্ত স্বরূপ) আদগণের ভ্রাতা (হূদপয়গম্বরের বিবরণ) বিবৃত কর, যখন (হূদ) আহকাফ (উপত্যকাতে) তাহার স্ববংশীয় গণকে সতর্ক করিয়াছিল। এবং তাহার পূর্ব্বে এবং পরেও সতর্ক কারিগণ গত হইয়া গিয়াছে, (হূদ তাহাদেরই মত উপদেশ করিয়াছিল,) যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিও না, তোমাদের উপরে এক মহা দিবসের শাস্তির আশঙ্কা আমার হইতেছে। ২২ তাহারা বলিতে লাগিল, অহো তুমি কি এজন্যই আমাদের নিকট আসিয়াছ যে, আমাদিগকে আমাদের উপাস্যগণ হইতে অন্যাভিমুখী করিয়া দাও? যদি তুমি সত্যবাদী, তাহা হইলে তুমি যে (শাস্তির) অঙ্গীকার করিতেছ তাহা আমাদের নিকট উপস্থিত কর। ২৩ হূদ বলিতে লাগিল, ইহার সংবাদ আল্লাহর নিকট ব্যতীত অন্যের নিকট নাই (যে, তাহা কোনদিন উপস্থিত হইবে,) এবং আমি যৎসহ প্রেরিত হইয়াছি তাহা তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিলাম, কিন্তু আমি তোমাদিগকে এমত একদল দেখিতেছি যে তোমরা মূঢ়তা প্রকাশ করিতেছ। ২৪ তদনন্তর যখন তাহারা তাহাদের শাস্তি দেখিল, (তাহাদিগকে বোধ হইল যেন গাঢ় কৃষ্ণ) মেঘমালা তাহাদের উপত্যকাতে অগ্রসর হইতেছে। (পাপের জন্য অনাবৃষ্টিতে তাহারা মৃত প্রায় হইয়াছিল, জলভারাক্রান্ত কৃষ্ণ মেঘ সকলকে দেখিয়া আহ্লাদিত

হইয়া বলিতে লাগিল) এই মেঘ সকল আমাদিগকে বৃষ্টি প্রদান করিবে। (হে পাপাচারিগণ, ইহা সুবৃষ্টি বাহী সুমেঘ নহে,) বরং ইহা তাহাই যাহার ত্বরিত আগমন তোমরা প্রার্থণা করিতেছিলা। (ইহা) প্রচণ্ডবাত্যা, ইহার মধ্যে যন্ত্রণা দায়ক দণ্ড। ২৫ ইহার প্রতিপালকের আদেশানুযায়ী ইহা প্রত্যেক বস্তুকে উৎপাটিত করিয়া দিবে। তদনন্তর এমত হইল যে ইহাদের বাসগৃহ ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হইতে ছিল না। আমি অবাধ্য দলকে এইরূপেই প্রতিফল দিয়া থাকি। ২৬ (হে আরব বাসিগণ,) বিবিধ বিষয়েতে আমি তাহাদিগকে এমত ক্ষমতা দিয়াছিলাম, যে সকল বিষয়েতে আমি তোমাদিগকে কিছুই ক্ষমতা প্রদাম করি নাই ; এবং আমি তাহাদিগকে কর্ণ এবং চক্ষু এবং হৃদয় প্রদান করিয়া ছিলাম, কিন্তু তাহাদের শ্রবণ, দর্শন, চিন্তা তাহাদের জন্য কিঞ্চিত ও ফল প্রদান কারী হয় নাই, যেহেতু তাহারা আল্লাহর নিদর্শন সকল সমন্ধে বাক্‌বিতণ্ডা করিত, এবং তাহারা যে সকলকে উপহাস করিত, তাহাই তাহাদিগকে বেরিয়া লইয়াছিল। (৩৬=২৬)

২৭ এবং (হে আরববাসিগণ, তোমরা দেখিতে পাইতেছ (য) আমি কত বসতি স্থান সকলকে (পাপের জন্য) ধ্বংস করিয়াছি, এবং আমার প্রমাণ তাহাদিগকে বিস্তারিত করিয়া দেখাইয়া ছিলাম, উদ্দেশ্য যেন তাহারা ফিরিয়া আসে। ২৮ তাহারা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগকে উপাস্য অবলম্বন করিয়া ছিল, যে তাহারা আল্লাহর নিকট নিকটবর্ত্তী করার উপায়, তাহারা তাহাদিগকে তখন সাহায্য করে নাই কেন ? বরং তাহারা তাহাদের নিকট হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া গিয়াছিল। এবং (উহারা তাঁহার নিকটবর্ত্তী করার উপায়) তাহাদের এই মিথ্যা, যাহা তাহারা মিথ্যা তৈয়ার করিয়া লইয়াছিল, (তাহাও দূর হইয়াছিল।)

২৯ এবং (হে নবী, জিন্‌গণও বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ছিল তাহাও

ইহাদিগকে শুনাও,) যখন আমি তোমার দিকে জিন্‌গণের একদলকে প্রেরণ করিয়া ছিলাম যেন তাহারা কোর্-আন শ্রবণ করে। তদনন্তর যখন তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইল, তখন (পরস্পরকে) বলিল, নিস্তব্ধ হইয়া থাক; তদনন্তর যখন (কোর্-আন পাঠ) শেষ হইল, তখন তাহাদের স্বজাতীয়গণকে উপদেশ করণ জন্য ফিরিয়া গেল। ৩০ তাহারা (জিন্‌গণকে) বলিতে লাগিল, হে আমাদের স্বজাতিয়গণ, আমরা এমত এক গ্রন্থ শ্রবণ করিলাম, যাহা মুসার গ্রন্থের পর অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বের গ্রন্থ সকলকে সত্য প্রমাণ করিতেছে, সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করিতেছে এবং অবক্র পথের দিকে পথ দেখাইতেছে। ৩১ হে আমাদের স্বজাতিয়গণ, আল্লাহর (প্রেরিত) আহ্বান কারীকে মান্য করিয়া চল, এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন; এবং তোমাদিগকে কষ্টপ্রদ শাস্তি হইতে উদ্ধার করিবেন। ৩২ এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর আহ্বান কারীকে মান্য করিবে না, সে পৃথিবীতে (লুক্কায়িত থাকিয়া আল্লাহকে শাস্তি প্রদান কার্য্য হইতে) নিরুপায় করিতে পারিবে না, এবং তিনি ব্যতীত তাহার কেহ সহায় নাই, এইরূপ জিন্‌গণই প্রকাশ্যতঃ বিপথে আছে। ৩৩ তাহারা (অর্থাৎ এই জিনগণ বিবেচনা করিয়া) দেখে না কেন যে আল্লাহ, যিনি স্বর্গ এবং মর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সৃষ্টি করণ কার্য্যে শ্রান্ত হন নাই, তিনি মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম ইহাই সত্য, তিনি সর্ব্ব বিষয়ের উপরে ক্ষমতা সম্পন্ন। ৩৪ ফলতঃ যাহারা অবিশ্বাস কারী, সে দিবস তাহাদিগকে অগ্নির সম্মুখে আনা হইবে, (বলা হইবে) ইহা কি সত্য ছিল না? তাহারা বলিবে আমাদের প্রতিপালকের শপথ (ইহা) সত্য। তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

অতএব (হেনবী যেমন মহাপয়গম্বরগণ নির্য্যাতন, বিদ্রূপ, উপহাস সহ্য করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন, তুমি ও তদ্রূপ) ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, এবং তাহাদের শাস্তির জন্য ত্বরান্বিত হইও না; যাহার অঙ্গীকার হইয়াছে, (অর্থাৎ কেয়ামত,) যে দিবস তাহা তাহারা দর্শন করিবে, (তাহাদিগের বোধ হইবে,) যেন দিবসের কয়েক ঘটিকা ব্যতীত (পৃথিবীতে) বাস করেন নাই, (যেন তাহারা কয়েক দণ্ড মাত্র সুখ ভোগ করিয়াছিল।) (এই সত্য) সংবাদ উপস্থিত করা হইল। এমত স্থলে যাহারা পাপাচারী হইবে, তাহারাই ধ্বংস হইবে।

মোহম্মদ প্রশংসিত।

মদিনাবতীর্ণ ৪৭ সংখ্যক সূরা ৯৫।

এই সূরার মর্ম্ম ঃ—

১ম রুকুঃ—যাহারা আল্লাহতে, কোর্-আনেতে, পয়গম্বরেতে, বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাহাদের সুকর্ম্মও পণ্ড হয়, অর্থাৎ উহা পার লৌকিক মঙ্গল প্রদান করে না; যাহারা আল্লাহতে. কোর-আনেতে, পয়গম্বরেতে, বিশ্বাস স্থাপন করে, তিনি তাহাদের পাপ মার্জ্জনা করেন, তাহাদের অবস্থা ভাল করেন, এবং পারলৌকিক মঙ্গল প্রদান করেন; ধর্ম্ম যুদ্ধে যখন শত্রুর সহিত যুদ্ধ হয়, তখন তাহাদের মস্তক ছেদন

করিতে থাক, যাবত তাহারা ধ্বংস না হয়; তার পর বন্দি করিতে থাক, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পার, বা তজ্জন্য অর্থ গ্রহণ করিতে পার, যাবত শত্রু অস্ত্র পরি ত্যাগ না করে তাবত এইরূপ কর; যাহারা আল্লাহর বাণী অগ্রাহ্য করিয়াছে আল্লাহ তাহাদিগকে উৎপাটিত করিয়াছেন। এই নিয়ম পূর্ব্বকার চলিয়া আছিতেছে;

২য় রূকুঃ—বিশ্বাস স্থাপনকারী সুকর্ম্মকর্ত্তাগণ অবস্থানের যে স্থান প্রাপ্ত হইবে, তথায় সত্য জ্ঞানের নদী, আধ্যাত্ম জ্ঞানের নদী, ঐশ প্রেমের নদী, মহানন্দ ভোগের নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে, এবং তাহাদের কর্ম্ম বিবিধ প্রকার সুন্দর আকারে প্রকাশিত হইতেছে; মুনাফেকগণ এমত ভান করে যে, বোধ হয় তাহারা বিশেষ মনযোগের সহিত তোমার কথা শুনিতেছে, ইহাদের হৃদয়ের উপর বিশ্বাস না করণ রূপ স্বভাবের মোহর বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু বিশ্বাস স্থাপনকারীগণের সুকর্ম্মউত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং ধর্ম্ম ভীরুতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে; অল্লাহ ব্যাতীত অন্য উপাস্য নাই, তাঁহার নিকট তোমাদের নিজের এবং বিশ্বাস স্থাপনকারী নর নারীগণের পাপ ক্ষমার প্রর্থনা কর;

৩য় রূকুঃ—বিশ্বাসস্থাপন কারিগণের প্রার্থনা মত যদি ধর্ম্ম যুদ্ধ জন্য সূরা অবতীর্ণ হয়, তাহা হইলে কপটচারিগণ ভয়ে মূর্চ্ছিত হইবে; তাহারা যুদ্ধে যোগ দান না করিয়া বরং দেশে বিপ্লব উপস্থিত এবং স্ববংশীয়গণকে বধ করিতে সঙ্কুচিত হইবে না, আল্লাহ তাহাদের গোপাণীয় বিষয় জানেন; ইহাদের অন্তিম কাল যন্ত্রনা পূর্ণ;

৪র্থ রূঃ—আল্লাহ এবং রসুলের অবাধ্য হইও না, তোমাদের সুকর্ম্ম বিনষ্ট করিও না; যাহারা ধর্ম্মদ্রোহীতার অবস্থায় মরে, তাহাদের পাপ ক্ষমা করা হয় না; যুদ্ধোৎসাহহীন হইও না, এবং যখন তোমাদের জয় সম্ভা

বনাথাকে তখন সন্ধির প্রর্থী হইও না ; তিনি যুদ্ধের ব্যায় জন্ত তোমাদের সমস্ত ধন চাহিতেছেন না ; যে এমত স্থলে কার্পণ্য করে, সে নিজের অমঙ্গলের জন্যেই করে ; যদি তোমরা আল্লাহর বাণী মত কাজ না কর, তোমাদের স্থলে এমন ব্যাক্তিগণকে অনিবেন, যাহারা তোমদের মত হইবে না।

মোহাম্মদ—প্রশংসিত।

মদিনাবতীর্ণ (৪৭) সংখ্যক সূরা (৯৫।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা আল্লাহর

নামে আরম্ভ। ১।৪৭।২৬

১। যাহারা অবিশ্বাসকারী হইল, এবং আল্লাহর পথ হইতে (অন্যকে) আটক করিয়া রাখিল, আল্লাহ তাহাদের (সৎকর্ম্ম সকল) পণ্ড করিয়া দিলেন। ২ এবং যাহারা বিশ্বাসস্থাপনকারী হইল এবং সুকর্ম্ম করিল, এবং মোহম্মদের উপরে যাহা অবতারিত তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিল, ফলতঃ তাহাই তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত সত্য, আল্লাহ তাহাদের উপর হইতে তাহাদের পাপ সকল দূরীভূত করিয়া দিলেন, এবং তাহাদের অবস্থা ভাল করিয়া দিলেন। ৩ ইহা এ জন্য যে, যাহারা অগ্রাহ্য করিয়াছে তাহারা অকর্ত্তব্যের অনুসরণ করিয়াছে, এবং এই জন্য যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারা

তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত সত্য মান্য করিয়াছে। মনুষ্যগণের জন্য এইরূপে আল্লাহ তাহাদের (কার্য্যের) ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন। ৪ অতএব (আদেশ হইল,) যখন ধর্ম্মদ্রোহিগণের সহিত তোমাদের (যুদ্ধে) সম্মিলন হয়, তখন তাহাদের স্কন্ধচ্ছেদন করিতে থাক, তাবত পর্য্যন্ত যাবত তাহারা হত না হয়, তদনন্তর (অন্য শত্রুগণকে) বন্দী করিতে আরম্ভ কর। তদনন্তর তাহাদের উপরে অনুগ্রহ কর, অথবা বিনিময় গ্রহণ কর ; (তাবত এইরূপ কর) যাবৎ যুদ্ধ তাহার অস্ত্র পরিত্যাগ না করে। ইহাই (আল্লার আদেশ,) ফলতঃ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তিনি প্রতিফল গ্রহণ করিতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য যে তিনি এক দলের দ্বারা অন্য দলের পরীক্ষা করেন, ফলতঃ যাহারা আল্লাহর পথে হত হয়, আল্লাহ তাহাদের কর্ম্ম কখনও পণ্ড করেন না, ৫ বরং তাহাদিগকে (অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধকারিগণকে) পথ দেখাইয়া দেন, এবং তাহাদের অবস্থা ভাল করিয়া দেন, ৬ এবং যে জন্নতের বর্ণনা তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে উপনীত করেন। ৭ হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, যদি তোমরা (স্বকর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া) আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনিও তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন, এবং তোমাদের পদ স্থির করিয়া রাখিবেন ; ৮ কিন্তু যাহারা বিশ্বাসাবলম্বন করে না তাহাদের জন্য বিনাশ, এবং তিনি তাহাদের কর্ম্ম বিফল করিয়া দেন। ৯ কারণ এই যে, যাহা আল্লাহ অবতীর্ণ করিয়াছেন (অর্থাৎ কোর্-আন,) তাহা তাহারা অপ্রিয় গণ্য করে, তজ্জন্য আল্লাহ তাহাদের কর্ম্ম পণ্ড করিলেন। ১০ তাহারা (অর্থাৎ আরবের অবিশ্বাসকারিগণ) পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া দেখে না কেন, যাহারা তাহাদের পূর্ব্বে গত হইয়া গিয়াছে, (আল্লাহর বাণী অবিশ্বাস করণ জন্য) তাহাদের পরিণাম কেমন হইয়াছে ? আল্লাহ তাহাদিগকে

উৎপাটিত করিয়াছেন। ফলতঃ যাহারা অবিশ্বাসকারী (অর্থাৎ এই আরবগণ) তাহাদের দৃষ্টান্ত তাহাদেরই (অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিগণেরই) মত। ১১ এই হেতুও যে আল্লাহ বিশ্বাসস্থাপনকারিগণের সহায়, এবং এই জন্যও যে অবিশ্বাসকারিগণের সহায় কেহ নাই। (১।১১)

১২ যাহারা বিশ্বাসস্থাপনকারী, এবং সুকর্ম্মকারী, যে স্বর্গোদ্যানের নিম্ন দিয়া (আল্লাহর অগণিত দানের) স্রোতস্বিনী সকল প্রবাহিত, আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাতে উপনীত করেন। এবং অবিশ্বাসকারিগণ (পৃথিবী) সম্ভোগ করে, এবং যেমন চতুষ্পদসকল উদর পূরণে ব্যাপৃত, তদ্রূপ ইহারাও উদর পূরণে ব্যস্ত, ফলতঃ অগ্নিই তাহাদের অবস্থানের স্থান। ১৩ তাহারা তোমাকে যে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, তাহা হইতে বল বিক্রমে অধিক কত নগর আমি তাহাদের পাপের জন্য ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তাহার অধিবাসিগণকে বিনষ্ট করিয়াছি, তখন কেহই তাহাদের সাহায্যকারী ছিল না। ১৪ অহো, যাহারা তাহাদের প্রতি পালকের নিকট হইতে (আগত) প্রমাণ মত চলিতেছে, তাহারা কি সেই ব্যক্তিগণের ন্যায় যাহাদের জন্য তাহাদের মন্দ কর্ম্ম সকলকে সুন্দর করা হইয়াছে, এবং যাহারা তাহাদের অভিলাষ মত চলিতেছে? ১৫ পাপবর্জ্জন কারিগণের জন্য যে স্বর্গোদ্যানের অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য, তথায় যাহার (গুণের) পরিবর্ত্তন হয় না এমত জলের নদী (রূপ সত্য জ্ঞানের নদী সকল,) এবং যে দুগ্ধের আস্বাদের ব্যতিক্রম হয় না, এমত দুগ্ধের নদী (রূপ আধ্যাত্ম জ্ঞানের নদী সকল,) এবং পানকারিগণকে মিষ্টাস্বাদ প্রদানকারী সুরার স্রোতস্বিনী (রূপ প্রমত্তকারী ঐশ প্রেমের নদী সকল), এবং পরিষ্কৃত মধুর স্রোতস্বিনী (রূপ মহানন্দ ভোগের নদী সকল,) প্রবাহিত হইতেছে; এবং তথায় তাহাদের জন্য (সুকর্ম্মের) সর্ব্ব প্রকার

ফল সকল প্রকাশিত, এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের (পূর্ব্বকৃত পাপের) ক্ষমা। ইহারা কি তাহাদের মত যাহারা অগ্নিতে চিরকাল বাস করিবে? যাহাদিগকে উষ্ণ জল পান করান হইবে, যৎপ্রযুক্ত অস্ত্র সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে? ১৬ (হে নবী) যাবত তুমি বলিতে থাক, তাবত পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যে যাহারা তোমার দিকে কর্ণার্পন করিয়া থাকে, যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন যাহাদিগকে জ্ঞানবান করা হইয়াছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, এখনই (নবী) কি কথা বলিলেন? ইহারাই যাহাদের হৃদয়েরউপরে আল্লাহ মোহর বসাইয়া দিয়াছেন, ইহারাই যাহারা তাহাদের অভিলাষের অনুসরণ করে, (ইহারা শুনিবার ভাণ করে কিন্তু শুনে না।) ১৭। যাহারা পথ প্রাপ্ত হইয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে আরও অধিক পথ প্রদর্শন করেন, এবং পাপ পরিহার করার ক্ষমতা প্রদান করেন। এমত স্থলে (বিশ্বাস স্থাপন জন্য) ইহারা (এই মুনাফেকগণ) কি আগমনকারী মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে? ফলতঃ উহার লক্ষণ সকল আগত হইয়াছে, কিন্তু যখন উহা উপস্থিত হইবে, তখন যে সকল উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা তাহাদের কি উপকারে আসিবে? ১৯ এমত স্থলে জানিয়া রাখ, এই যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, এবং (দৈন্য প্রকাশ জন্য) তোমার পাপের ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারীগণের জন্য ও (পাপ মার্জ্জনার প্রার্থনা করে,) ফলতঃ (পাপ পুণ্য উপার্জ্জন জন্য) তোমাদের গমনাগমনের স্থান, এবং (মরণান্তে পরলোকে) তোমাদের অবস্থানের স্থান, আল্লাহ উত্তমরূপে অবগত। ২।৮—১৯।

২০। বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলিতেছে, (ধর্ম্মদ্রোহি শত্রুগণের সহিত

যুদ্ধ করিবার জন্য) কোনও সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন? (হে নবী,) যখন কোন স্পষ্ট সূরা অবতীর্ণ হইবে, এবং তাহাতে যুদ্ধ করার উল্লেখ থাকিবে, তখন তুমি দেখিতে পাইবে, যাহাদের হৃদয়েতে (কপটতার) ব্যাধি রহিয়াছে, তাহারা তোমার দিকে মূর্চ্ছাগত ব্যক্তির দৃষ্টিতে দেখিতে থাকিবে, যেন মৃত্যুর অচেতনা তাহাদের উপর বিস্তৃত হইয়াছে, এমত স্থলে তাহাদের জন্য দুর্ভাগ্য। ২১ বাধ্যতা প্রকাশ করা, এবং যোগ্য কথা বলা, তাহাদের কর্ত্তব্য ; তদনন্তর যখন করণীয় বিষয় স্থির হইয়া যায়, তখন যদি তাহারা (কথা কার্য্যে পরিণত করিয়া) আল্লাহর নিকট সত্য-বাদীহয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাদের জন্য মঙ্গল। ২২ এমত স্থলে (হে কপটাচারিগণ, তোমরা আত্মীয়তার আপত্তি করিতেছ, কিন্তু) ইহা কি তোমাদের পক্ষে অসম্ভব যে, যদি তোমরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে তোমরা দেশে অনর্থ উত্থাপন এবং তোমাদের রক্তের সম্বন্ধ (আত্মীয়তা) ছিন্ন করিবা না? ২৩ ইহারাই যাহাদিগকে আল্লাহ অভিসম্পাত করিয়াছেন, তজ্জন্য ইহাদিগকে বধির করিয়া দিয়াছেন, এবং চক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ২৪ ইহারা (কোর্-আন সম্বন্ধে) অনুধাবন করিয়া দেখে না কেন? অহো, ইহাদের হৃদয়ের উপরেতে কি উহার তালা লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে? ২৫ পথ প্রদর্শক (কোর্-আন) তাহাদের জন্য যাহা প্রকাশ করিতেছে, তৎপরও যাহারা তাহাদের পৃষ্ঠ পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিয়া যায়, নিশ্চয় শয়তান তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করে, এবং তাহাদের মনে (কু) সংকল্পের সঞ্চার করে। ২৬ (ইহারা যে বলিতেছে আত্মীয়স্বগনকে, যুদ্ধে বধ করা অনুচিত, ইহা সরল কথা নহে,) ইহা এজন্য বলিতেছে যে, যাহারা আমার অবতারিত কোর্-আনকে অপ্রিয় ভাবে তাহাদিগকে ইহারা (গুপ্ত ভাবে) বলিয়াছে যে, আমরা কতক বিষয় তোমাদের কথামত চলিব, (যে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব

না,) ফলতঃ আল্লাহ্ তাহাদের গোপনীয় বিষয় সকলকে ভাল করিয়া জানেন। ২৭ তখন কেমন হইবে, যখন (মৃত্যুর) ফেরেশ্তাগণ, তাহাদের মুখের এবং পৃষ্ঠের উপর আঘাত করিতে থাকিবে? ২৮ ইহা এজন্য যে আল্লাহ্ যাহা ঘৃণা করেন তাহারা তাহার অনুসরণ করিত এবং তাঁহার প্রসন্নতা ভালবাসিত না; তজ্জন্যে তাহাদের কর্ম্ম তিনি নিষ্ফল করিয়া দিয়াছেন। ৩।৯=২৮

২৯ অহো যাহাদের হৃদয়েতে (কপটতার) পীড়া তাহারা কি মনে করিতেছে যে, আল্লাহ্ তাহাদের শক্রতা প্রকাশ করিয়া দিবেন না? ৩০ ফলতঃ যদি আমি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমি সেই ব্যক্তিগণকে তোমাকে দেখাইয়া দিব, তখন তুমি তাহাদিগকে তাহাদের ললাট দেখিয়া চিনিয়া লইবে, এবং তাহাদের কথার ধরণেতেই, তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্ তাহা উত্তমরূপে অবগত। ৩১ এবং (হে মুস্লেমগণ) আমি তোমাদের (এমত) পরীক্ষা করিব যে, তোমাদের মধ্যে ধর্ম্মার্থে যুদ্ধকারিগণকে, এবং ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিগণকে প্রকাশ করিয়া দিব, এবং তোমাদের (প্রকৃত) বিবরণ পরীক্ষা করিব। ৩২ যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতা করে, এবং (অন্যকে) আল্লাহর পথ হইতে বন্ধ করিয়া রাখে, এবং তাহাদের জন্য সৎপথ যাহা প্রকাশ করিয়াছে, তৎপরও রসুলকে মনোকষ্ট প্রদান করে, তাহারা আল্লাহর কিঞ্চিৎও অনিষ্ট করেনা, বরং তিনি তাহাদের কর্ম্ম নিষ্ফল করিয়া দেন।

৩৩ এবং হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, আল্লাহর বাধ্য হইয়া চল, এবং রসুলেরও বাধ্য হইয়া চল, এবং তোমাদের কর্ম্ম নিষ্ফল করিও না। ৩৪ যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী, মনুষ্যগণকে আল্লাহর পথ হইতে বারণকারী, এবং ধর্ম্মদ্রোহিতার অবস্থাতেই প্রাণত্যাগকারী, তাহাদিগকে আল্লাহ্ কখনই মার্জ্জনা করেন না। অতএব তোমরা সাহসহীন হইও না,

এবং সন্ধির জন্ম আহ্বান করিও না, অথচ তোমরাই প্রাবল্য লাভ করিবে। ফলতঃ আল্লাহ তোমাদের সহিত অবস্থান করিতেছেন, এবং তোমাদের কর্ম্ম হইতে তোমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না। ৩৬ এই পৃথিবীর জীবন ক্রীড়া এবং কৌতুক ব্যতীত নহে, এবং যদি তোমরা বিশ্বাসস্থাপনকারী হও,এবং ধর্ম্মভীরু হও, তিনি তোমাদিগকে, (যাহা ক্রীড়া এবং কৌতুক নহে এমত জীবন,) পারিশ্রমিক প্রদান করিবেন, অথচ তিনি তোমাদের নিকট (সমস্ত) ধন যাচিঞা করিতেছেন না ; ৩৭ যদি তিনি তাহা যাচিঞা করেন, তৎপ্রযুক্ত তোমাদিগকে অভাবগ্রস্ত করেন, তোমরা কার্পণ্য করিবা, এবং তোমাদের শত্রুতা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ৩৮ তোমরা এ বিষয় দৃষ্টি কর, তোমাদিগকে আল্লাহর পথে ব্যয় করণ জন্য আহ্বান করা হইতেছে, এমত স্থলেও তোমাদের কতকজন কার্পণ্য করিতেছে, ফলতঃ যে ব্যক্তি কার্পণ্য করে, সে নিজের (অমঙ্গলের) জন্যই তাহা করে, অথচ আল্লাহ অভাবহীন, এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত, এবং যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তাহা হইলে তোমাদের স্থলে তিনি তোমাদের হইতে পৃথক অন্য একদল (আত্মসমর্পণকারী) আনয়ন করিবেন, তখন তাহারা তোমাদের মত হইবেনা। ৪০।১০—৩৮

আল্‌ফত্‌হ—জয়প্রদান।

মদীনাবতীর্ণ ৪৮ সংখ্যক সূরা (১১২)

এই সূরার মর্ম্মঃ—

১ম রুকু :—আল্লাহ পয়গম্বরকে অন্যধর্ম্মাবলম্বীগণের, এবং আরব প্রভৃতি দেশের, উপরে জয় প্রদানের অঙ্গীকার প্রদান করিলেন; আপাততঃ প্রতিকূল ঘটনা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী দোষ ক্ষমা করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহ পয়গম্বরের উপরে সম্পূর্ণ করিবেন, তাহাও প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং মহা সাহায্য প্রদানেরও বাক্ দান করিলেন; তিনি মহাজ্ঞানী, মহা কৌশলজ্ঞ; মুসলমানগণ আল্লাহতে, এবং রসুলেতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, এবং তাঁহাকে সাহায্য এবং গৌরবান্বিত করুক; এবং প্রাতঃ সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতার জপ করুক, যাহারা পয়গম্বরের নিকট শপথ করিয়াছিল যে, তাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না, তাহারা তাঁহারই নিকট শপথ করিয়াছিল, এবং তৎকালে যে পয়গম্বরের হস্ত তাহাদের হস্তের উপরে ছিল, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই হস্ত তাহাদের হস্তের উপরে ছিল;

২য় রুকু:—এই হজ যে নগরবাসিগণ যোগ দেয় নাই, যাহাদের মধ্যে কপট মুসলমানগণ ছিল, তাহারা ইচ্ছা করিতে ছিল যেন তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হও, যেন মদিনায় ফিরিয়া না আস; পরবর্ত্তী যুদ্ধে (অর্থাৎ খয়বারে) যখন যাত্রা করিবা, তখন ইহাদিগকে, এবং পশ্চাৎ অবস্থানকারী বুদ্দুদিগকে, সঙ্গী করিও না, এবং বুদ্দুগণকে বল যে তোমরা প্রবল যোদ্ধ্ জাতির, (যথা পারসিক এবং রোমক প্রভৃতির,) বিরুদ্ধে

যুদ্ধ যাত্রা জন্ত আদিষ্ট হইবা ; তখন ঐ আজ্ঞা মান্ত করিলে পুরস্কৃত, এবং অমান্ত করিলে দণ্ডিত হইবা ; এই জেহাদে অন্ধ, খঞ্জ, পীড়িতগণ যোগ না দিলে দোষ নাই ;

৩য় রুকু:—মুসলমানগণ সরল মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, তাহারা যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না, তাহারই পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ শীঘ্রই জয় প্রদান করিবেন, এবং প্রচুর জয়লব্ধ ধন তাহারা পাইবে ; (অল্প দিবস পরই খয়বার জয়, য়িহুদিগণের দেশ এবং সমস্ত ধন মুসলমানগণের হস্তগত হইয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিল ;) এতদ্ব্যতীত আরও জয় প্রদান করিলেন, (দুই বৎসর পর মক্কাও অধিকৃত হইল ;) আল্লাহর প্রচারিত নিয়ম যে তাঁহার রসুল জয়লাভ করে, তাহার অন্যথা হয় না ; হুদয়বিয়াতে তিনি প্রকৃত পক্ষে তোমাদিগকে জয় প্রদান করিয়াছিলেন, কারণ সন্ধিমত যাহার ইচ্ছা সে মুসলমান হইতেছিল ;

৪র্থ রুকু :—পয়গম্বরের স্বপ্ন যে মুসলমানেরা হজ করিতেছে, মস্তক মুণ্ডন করিতেছে, কুরবাণী করিতেছে, আল্লাহ সত্য করিবেন, এবং শীঘ্রই আরও জয় প্রদান করিবেন ; তিনি ইস্‌লামকে সমস্ত ধর্ম্মের উপর প্রাধান্ত প্রদান করিবেন ; এই সকল সম্বন্ধে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট ; ইস্‌লাম সেই ক্ষেত্রের ন্তায় যাহার অঙ্কুর সকল বাহির হইতেছে, বড় হইতেছে, পুষ্ট হইতেছে, মূলের উপর এমন সবলে দণ্ডায়মান হইতেছে যাহা ক্ষেত্রস্বামীগণকে সন্তোষ প্রদান করিতেছে ; ইহা দেখিয়া ধর্ম্মদ্রোহিগণ রুষ্ট হইতেছে।

আল্ ফতহ্...জয়লাভ।

মদীনাবতীর্ণ ৪৮ সংখ্যক সুরা, (১১২।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা আল্লাহর
নামে আরম্ভ। ১।৪৮।২৬

১। (হে নবী,) নিশ্চয় আমি তোমাকে (আরব, পারস্য, সিরিয়া প্রভৃতি রাজ্যের উপরে) জয় প্রদান করিয়া প্রকাশ্য জয় প্রদান করিয়াছি, (এমত স্থলে হুদয়বা হইতে ফিরিয়া আসাতে নিরুৎসাহ হইও না। ভবিষ্যৎ ইস্‌লাম রাজ্য পারস্য, রোমক প্রভৃতি রাজ্যের উপরে বিস্তৃত হইবে, তাহার পূর্ব্ব সংবাদ গ্রহণ কর। এই আপাততঃ প্রতিকূল ঘটনার) ২। উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া দেউন, এবং তোমার উপরে তাঁহার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করুন, এবং প্রকৃত পথ প্রদর্শন করুন; এবং আল্লাহ যেন তোমাকে মহা সাহায্য দ্বারা সাহায্য করেন। ৪ তিনিই যিনি (এই সুরা অবতীর্ণ করিয়া) মুসলমানগণের হৃদয়ের উপরে নিশ্চিন্তার আবির্ভাব করিলেন, যেন তাহাদের বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি করেন, ফলতঃ স্বর্গের এবং মর্ত্ত্যের সৈন্যদল আল্লাহর, ফলতঃ আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহা কৌশলজ্ঞ। ৫ উদ্দেশ্য যে, সমস্ত মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারিগণকে যেন (তিনি তাহাদের দ্বারা পুণ্য কার্য্য করাইয়া) যাহার নিম্ন দিয়া (অনুগ্রহের) নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে এমত স্বর্গতে উপনীত করেন, তথায় যেন তাহারা চির কাল বাস করে, এবং আল্লাহ যেন তাহাদের উপর হইতে তাহাদের পাপ দূরীভূত করেন। ফলতঃ আল্লাহর নিকট ইহাই মহা মনস্কামনা লাভ। ৬ এবং

(ইহাও) উদ্দেশ্য যে, যাহারা কল্পনা করে, আল্‌লহর সম্বন্ধে মন্দ কল্পনা, (যে এই নগণ্য মুসলমানগণের জয়ের ভবিষ্যৎবাণী অসত্য সেই) এই কপটাচারী এবং কপটাচারিণী, বহু ঈশ্বর উপাসনাকারী, এবং বহু ঈশ্বর উপাসনা-কারিণী (এই আরব) গণকে শাস্তি প্রদান করেন। ইহাদিগকে অমঙ্গলের বৃত্ত ঘেরিয়া লইয়াছে, এবং আল্‌লাহ তাহাদের উপর অপ্রসন্ন হইয়াছেন, এবং তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং ইহাদের জন্য জহন্নম তৈয়ার করিতেছেন, ফলতঃ তাহা মন্দ বাসস্থান। ৭ (ইহা সমস্ত তাঁহার ক্ষমতাধীন যেহেতু) স্বর্গের এবং মর্ত্তের সৈন্যদল আল্‌লাহর, এবং আল্‌লাহ সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান, এবং কৌশলজ্ঞ। ৮ (হে নবী) নিঃসন্দেহই আমি তোমাকে প্রমাণ, সুসংবাদ দাতা, এবং সতর্ককারী স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি, ৯ উদ্দেশ্য যে (হে মুসলমানগণ,) তোমরা আল্‌লাহতে বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং তাঁহার রসুলেতেও (বিশ্বাস স্থাপন কর,) এবং তাঁহাকে সাহায্য এবং গৌরবান্বিত কর, এবং প্রাতঃকালে, এবং সন্ধ্যাকালে, তাঁহার পবিত্রতার জপ কর। ১০ যাহারা তোমার নিকট শপথ করিয়াছিল, (যে তাহারা যুদ্ধে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না,) তাহারা আল্‌লাহরই নিকট শপথ করিয়াছিল। (শপথ কালে পয়গম্বরের হস্ত তাহাদের হস্তের উপরে রাখা হইয়াছিল, (প্রকৃত পক্ষে) আল্‌লাহরই হস্ত তাহাদের হস্তের উপরে ছিল, এমতস্থলে যে ব্যক্তি শপথ ভঙ্গ করে, সে তাহার নিজের বিরুদ্ধেই শপথ ভঙ্গ করে, এবং যে ব্যক্তি আল্‌লাহর নিকট যে শপথ করিয়াছে তাহা পূর্ণ করে, আল্‌লাহ তাহাকে মহা পারিশ্রমিক প্রদান করেন। ১।১০

ব্যা ২০০ (হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে হজরত কাবা প্রদক্ষিণ এবং উমরা পালন জন্য ১৪০০ সহচর সহ মক্কা যাত্রা করিলেন। মক্কার অদূরে হাজীগণ শিবির সংস্থাপন করিল। মক্কার উপধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহাকে

বাধা দেওয়ার জন্ত অগ্রসর হইল। হজরত আব্বাস মক্কায় দূতস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিলেন। মক্কাবাসিগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে জনরব বিস্তৃত হইয়া পড়িল। মুসলেমগণ ক্রুদ্ধ হইলেন। হজরত এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন, চৌদ্দশত মুসলমান তাঁহার হস্ত স্বহস্তের উপরে রাখিয়া শপথ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা প্রাণ দিবেন কিন্তু পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবেন না! যথায় হজরত শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন তথায় একটি মাত্র ইন্দারা ছিল, তাহার জল নিঃশেষ হইয়া গেল। যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী তাঁহারা বলিয়াছেন, যখন জল কষ্ট আরম্ভ হইল, হজরত ঐকূপের জলে ওজু সমাপনান্তে ওজুর জলকূপে ছাড়িয়া দিলেন, তখনই কূপ জল পূর্ণ হইল, এবং মনুষ্য এবং জন্তু সকল তৃপ্ত হইয়া জল পান করিল।

হজরত আব্বাস ফিরিয়া আসিলেন। অবশেষে এইরূপ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল যে, সেবৎসর মুসলমানগণ মক্কা প্রবেশ করিতে পারিবে না, আগত বৎসর নিরস্ত্র হইয়া হজ করিতে পারিবে। স্বেচ্ছায় মুসলমান হইতে কেহ কাহাকেও বাধা দিবে না, এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক কেহ মদিনায় পলায়ন করিলে তাহাকে প্রত্যার্পণ করিতে হইবে। সন্ধিপত্রের আরম্ভে "বিস্মিল্লাহ লিখিত হইল কিন্তু "আর্ রহমানের রহিম" পরিত্যাগ করিতে হইল, এবং হজরতের স্বাক্ষরে রসুলাল্লাহ ত্যাগ করিতে হইল। দশ বৎসর পর্য্যন্ত কেহ কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবে না, এবং পরস্পরের শত্রুকে সাহায্য করিবে না অঙ্গীকার করা হইল।

মুসলমানগণ ক্ষুণ্ণ মনে মদিনায় ফিরিয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে এই জয়প্রদান সুরা অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিল, এবং এই সুরার ভবিষ্যৎবাণী ক্রমাগত পূর্ণ হইল। ২৩ আয়তে লিখিত ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর হুদয়বার সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।)

১১ (হে নবী এই যাত্রায় যাহারা যোগদেয় নাই সেই) যুদ্ধ আরবগণ যাহারা পশ্চাতে থাকিয়া গেল, তোমাকে বলিবে যে আমাদের ধন সম্পত্তি, এবং পরিবার বর্গ আমাদিগকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল, অতএব আমাদের পাপ মার্জ্জনার প্রার্থনা করুন। ইহাদের মনে যাহা নাই ইহারা কথায় তাহাই প্রকাশ করিতেছে, (ইহাদিগকে) বল, যদি আল্‌লাহ তোমাদের অপকার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহা হইতে তোমাদিরকে কে রক্ষা করিতে পারে ? অথবা যদি তিনি তোমাদিগকে লাভবান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও বা (কে তাহাতে বাধা দিতে পারে ?) ফলতঃ তোমরা যাহা করিতেছিলা, আল্‌লাহ তাহা অবগত হইতেছিলেন। ১২ বরং তোমরা অনুমান করিতে ছিলা যে, রসুল এবং মুসলমানগণ, তাহাদের পরিবারবর্গের দিকে ফিরিয়া আসিবে না, ইহাই তোমাদের মনে সুন্দর করা হইয়াছিল, ফলতঃ তোমরা মন্দ কল্পনা করিতে ছিলা, এবং তোমরা সর্ব্বনাশ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিলা। ১৩ বস্তুতঃ যাহারা আল্‌লাহ এবং তাঁহার রসুলেতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, আমি সত্যই (এইরূপ) অবধ্যাচারিগণের জন্য নরক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ১৪ (আল্‌লাহর কোন প্রকার ক্ষতি বা বৃদ্ধি অসম্ভব,) স্বর্গের এবং মর্ত্তের রাজত্ব আল্‌লাহ্‌র, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি ক্ষমা করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে শাস্তি গ্রস্থ করেন, এবং তিনি (অনুতপ্তের) পাপ মার্জ্জনাকারী, তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করেন। ১৫ (হে মুস্‌লেমগণ (ইহার পর) যখন তোমরা (প্রতিশ্রুত) জয়লব্ধ দ্রব্যের দিকে, তাহা যুদ্ধ করিয়া গ্রহণ জন্য অগ্রসর হইবে, তখন পশ্চাৎ অবস্থান কারিগণ বলিবে আমরাও তোমাদের পশ্চাৎ গমন করি তজ্জন্য আমাদিগকে বাধা দিও না ; তাহারা ইচ্ছা করিতেছে যে আল্‌লাহর কথার পরিবর্ত্তন করে, (হে নবী) তাহাদিগকে বল তোমরা আমাদের সহিত আসিতে

পারিবা না, ইহার পূর্ব্বেই আল্লাহ এই আদেশ করিয়াছেন। তখন তাহারা বলিবে যে তোমরা আমদিগকে ঈর্ষা করিতেছে, বরং ইহারা কিঞ্চিতও বুঝিতেছে না। ১৬ (হে পয়গম্বর) পশ্চাৎ অবস্থানকারী আরবের বুদ্দুগণকে বল যে তোমরা প্রবল যোদ্ধা জাতিগণের (অর্থাৎ পারসিক, রোমক প্রভৃতির) বিরুদ্ধে আহুত হইবা, তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবা অথবা তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিবে। (তঃ হঃ) তখন যদিতোমরা আজ্ঞা পালন কর, আল্লাহ তোমাদিগকে উত্তম পারিশ্রমিক প্রদান করিবেন; কিন্তু যদি তোমরা পূর্ব্বের মত মুখ ফিরাইয়া লও তাহা হইলে তোমাদিগকে কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান করিবেন। ১৭ কিন্তু (যুদ্ধে যোগ দান না করিলে) অন্ধ, খঞ্জ, এবং পীড়িত ব্যক্তির পাপ হয় না, যে ব্যক্তি আল্লাহর এবং রসুলের বাধ্য হইয়া চলে তাহাকে আল্লাহ স্বর্গোদ্যানে উপনীত করেন, তাহার নিম্ন দিয়া স্রোতস্বিনী সকল প্রবাহিতা, যে ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়া লইবে, তাহাকে মহা শাস্তি প্রদান করিবেন। ২।৭ = ১৭

১৮ (হে নবী) যখন মুসলমানগণ বৃক্ষের নিম্নে তোমার নিকট শপথ বদ্ধ হইতেছিল, তখন আল্লাহ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, তখন তাহাদের মনে যাহা ছিল, তাহা তিনি জানিতেন, তখন আল্লাহ তাহাদের হৃদয়ের উপরে নিশ্চিন্ততা অবতীর্ণ করিলেন, এবং তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে যে জয়লাভ হইবে তদ্দ্বারা পুরস্কৃত করিলেন। (ছয় মাস পর খয়বার পয়গম্বরের হস্তগত হইয়াছিল।) এবং প্রচুর জয়লব্ধ দ্রব্য তাহারা প্রাপ্ত হইবে, (ঐ প্রদেশের স্বামীত্ব মুসলমানেরা প্রাপ্ত হইয়াছিল,) ফলতঃ (ইহা সমস্ত ঘটিবে, কারণ) আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের উপরে ক্ষমতা সম্পন্ন, মহা কৌশলজ্ঞ। ১৯ (হে মুসলমানগণ) আল্লাহ তোমাদিগকে যুদ্ধলব্ধ বহু দ্রব্য দেওয়ার অঙ্গীকার করিতেছেন,

তোমরা তাহা লাভ করিবা তাহার প্রমাণ স্বরূপ ইহা শীঘ্রই প্রদান করিলেন, (হুদয়বা হইতে প্রত্যাগমনের ছয় মাস পরেই খয়বারের সপ্তদুর্গ অধিকৃত, য়িহুদিগণের সমস্ত ধন, এবং রাজ্য মুসলমানগণের হস্তগত হইয়া এই ভবিষ্যৎবাণী সত্য করিল। *) এবং মনুষ্যগণের হস্ত বদ্ধ করিয়া দিলেন, (যদিও য়িহুদিগণ বহুদিন) যুদ্ধ চালাইতে পারিত, কিন্তু দুইটী প্রধান দুর্গ জয় হওয়ার পর অপর পাঁচটি দুর্গের স্বামীগণ বিনা যুদ্ধেই তাহা পয়গম্বরকে সমর্পণ করিয়াছিল) ফলতঃ ইহা যেন মুসলমানদের জন্য (আল্‌লাহর অনুগ্রহের) প্রমাণ স্বরূপ হয়, এবং তোমাদিগকে যেন (আল্‌লাহ্‌) অবক্র পথে পরিচালিত করেন। ২০ এবং অপর (জয়) যাহা তোমরা এখনও লাভ কর নাই, কিন্তু আল্‌লাহ্‌ তাহা তোমাদের ভবিষ্যৎ জয়ের সীমাভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, (তাহাও প্রদান করিলেন।) ফলতঃ আল্‌লাহ্‌ সমস্ত ঘটনা সংঘটন করিতে সক্ষম। (এই ভবিষ্যৎ বাণী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পূর্ণ হইয়াছিল। ইস্‌লাম সাম্রাজ্য এফ্রিকা, এশিয়া, এবং দক্ষিণ ইউরোপে বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎপর সমস্ত ইতিহাসখ্যাত সাম্রাজ্যে ইস্‌লাম বৈজয়ন্তী উত্তীর্ণ হইতেছিল। ২১ এবং যদি অবিশ্বাসকারিগণ তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, নিশ্চয় তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে এবং কাহাকেও বন্ধু বা সহায় প্রাপ্ত হইবে না, (ইতিহাস ইহা সত্য প্রমাণ করিতেছে।) ২২ (পয়গম্বরগণ আল্‌লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হয়) আল্‌লাহর প্রচলিত নিয়ম পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। ফলতঃ (হে শ্রোতা,) তুমি আল্‌লাহর প্রচারিত নিয়মের ব্যতিক্রম প্রাপ্ত হইবা না। ২৩ যথা তিনিই যিনি তাহাদের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের) উপর জয় লাভের পর যখন তোমরা বাধা প্রদানকারী মক্কাবাসীগণকে বন্দী করিতেছিলা, তখন হজরত আব্বাসের প্রত্যাগমনের

* খয়বারের ইহুদিগণ পরিখার যুদ্ধে মক্কার কুরেশগণের সহিত যোগ দিয়াছিল।

পর) তোমাদের উপর হইতে তাহাদের হস্ত, এবং তাহাদের উপর হইতে তোমাদের হস্ত, মক্কার সন্নিকটে (হুদয়বাতে) আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; ফলতঃ (শপথ গ্রহণ প্রভৃতি) তোমরা যাহা করিতে ছিলা, তাহা আল্লাহ দেখিতেছিলেন। ২৪ অবিশ্বাসকারী (মক্কা বাসিগণ) তোমাদিগকে পবিত্র মস্‌জিদ হইতে নিবারিত রাখিয়াছিল; এবং কুরবানীর পশু সকলকেও তাহাদের উপনীত হওয়ার স্থান হইতে স্থগিত করিয়া রাখিয়াছিল, ফলতঃ যদি মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারিগণ, যাহাদের বিষয় তোমরা অবগত ছিলা না, যদি তাহাদিগকে পদ দলিত কর, তৎপ্রযুক্ত যদি তোমাদিগকে তোমাদের অজ্ঞাতভাবে তাহাদের জন্য পাপ স্পর্শ করে, (সেই জন্য উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইতে দেন নাই, এবং এই জন্যও যে সন্ধি পত্র মত ইস্‌লাম গ্রহণের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া) যেন যাহাকে ইহা তাহাকে তাঁহার অনুগ্রহে উপনীত করেন, (এই সন্ধির পর প্রকাশ্যভাবে মক্কানগরীতে অনেকে ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে লাগিল।) যদি (ছদ্মভাবে বাসকারী মুসলমানগণ) পৃথক হইয়া যাইত, তাহাহইলে (মক্কার) অবিশ্বাসকারিগণকে আমি যন্ত্রণা-দায়ক শাস্তিতে শাস্তিগ্রস্ত করিতাম। ২৫। কাফেরগণ যখন মূর্খতার সময়ের দৃঢ়তার ন্যায় তাহাদের হৃদয় দৃঢ় করিয়াছিল (যে কোনও ক্রমেই এ বৎসর মুসলমানগণকে মক্কা প্রবেশ এবং কাবা প্রদক্ষিণ করিতে দিবে না, তখন আল্লাহ রসুলের উপরে এবং মুসলমানগণের উপরে (তাহাতে সম্মত হওন রূপ) শান্তি অবতীর্ণ করিয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মভীরুতাতে তাহা দিগকে দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিলেন; (তজ্জন্য সন্ধিপত্রে বিস্‌মিল্লাহ ত্যাগ করা হইল না), ফলতঃ তাহারা তাহারই সর্ব্বাধিক উপযুক্ত এবং তাহার (অর্থাৎ আল্লাহকে আত্মসমার্পণ করিয়া দেওয়ারই) উপযুক্ত পাত্র ছিল, ফলতঃ আল্লাহ সমস্ত বিষয় অবগত। ৩।১=২৬

২৭ সত্য সত্যই আল্লাহ্ রসুলের স্বপ্ন সত্য করিয়া সত্য করিলেন, (ভবিষ্যতে যথা সময় তাহা সত্য হইবে,) তাঁহারই অভিপ্রায় মত (হে মুসলেমগণ,) তোমরা পবিত্র মস্‌জিদে (কাবাতে) নিশঙ্ক-চিত্তে প্রবেশ করিবা, তোমাদের মস্তক মুণ্ডন করিবা, এবং কেশ ছেদন করিবা, ভীত হইবা না; ফলতঃ যাহা তোমরা জ্ঞাত নহ আল্লাহ্ তাহা জ্ঞাত, এবং এদ্ব্যতীত, যাহা শীঘ্রই লাভ হইবে, এমত (মক্কাধিকার রূপ) জয় তোমাদিগকে প্রদান করিলেন। (হিজরার ৬ষ্ঠঅব্দে হজরত উক্ত রূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই বৎসরেই তাহা সফল হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। মক্কা হইতে মদিনা প্রত্যাগমন কালে এই ভবিষ্যৎবাণী অবতীর্ণ হইল। দুই বৎসর পর ৮ম হিজরাতে ইহা সত্য হইল। কাফেরগণ হজরতকে মক্কা সমর্পণ করিল, প্রথমতঃ একটি ক্ষুদ্র সংঘর্ষণের পর একজনও অসি নিষ্কোষিত করিব না। দশ সহস্র মুসলমান মজাহেদীন সৈন্য স্ব স্ব নেতার পতাকার নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া মক্কা প্রবেশ করিল। সে দিবস হইতে উপধর্ম্মের প্রভুত্ব আরবে ধ্বংস হইল।) ২৮ তিনিই যিনি রসুলকে প্রথ প্রদর্শক এবং সত্য ধর্ম্ম সহ প্রেরণ করিয়াছেন, উদ্দেশ্য যে তিনি উহাকে (সেই সত্য ধর্ম্মকে) সমস্ত ধর্ম্মের উপর প্রধান্য প্রদান করেন, ফলতঃ (ইস্‌লামের ভাবি জয় সম্বন্ধে) আল্লাহ্‌রই সাক্ষ্য যথেষ্ট।

২৯ মোহম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল, এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গী তাহারা ধর্ম্ম দ্রোহিগণের বিরুদ্ধে অতিদৃঢ়, পরস্পরের প্রতি অতি স্নেহবান, তুমি তাহাদিগকে রুকু প্রদানকারী, সিজদা প্রদানকারী দেখিতে পাইবা; তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট তাঁহার অনুগ্রহ এবং প্রসন্নতা প্রার্থনা করে, তাহারা যে আল্লাহ্‌র উপাসনা করে, তাহার প্রভাব তাহাদের মুখের চিহ্নতেই প্রকাশিত। তওরাত গ্রন্থে তাহাদের এইরূপ

বর্ণনা, এবং ইঞ্জিল গ্রন্থেও তাহাদের এইরূপ বর্ণনা *। (যথা তাহারা) সেই ক্ষেত্রের ন্যায়, যাহার অঙ্কুর সকল বাহির হইতেছে, তদনন্তর পুষ্ট হইতেছে, তদনন্তর উহা সকল স্ব স্ব মূলের উপর (এমত সবলে) দণ্ডায়মান হইতেছে, যে তজ্জন্য ক্ষেত্রস্বামীগণ আনন্দানুভব করিতেছে, তাহারা ধর্ম্মদ্রোহিগণকে রাগান্বিত করিতেছে। আল্লাহ অঙ্গীকার করিতেছেন যে, বিশ্বাসস্থাপনকারী সুকর্ম্ম কারীগণের জন্য ক্ষমা এবং মহা পুরস্কার। ৪।৩—২৯

আল্‌হুজরাত—প্রকোষ্ঠ সমূহ।

মদীনাবতীর্ণ ৪৯ সংখ্যক সূরা (১০৭।)

এই সূরার মর্ম্ম :—

১ম রুকু :— নবী কাহারও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই তোমরা উত্তর দিও না; উচ্চস্বরে নবীর নিকট কথা বলিও না; নবীর প্রকোষ্ঠের বাহির হইতে তাঁহাকে ডাকিওনা; কোন অসৎ চরিত্র ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোনও সংবাদ আনিলে তাহার সত্যতার তদন্ত করিও; দুই দল মুসলমান পরস্পর যুদ্ধ করিলে তাহাদের মধ্যে সখ্যতা

---

* (দেখ ১৩।৮; ৩১, ৩২; অতিসুন্দর, ৬ রূপক)

স্থাপন করিও, যে দল অস্বীকার করে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিও, তৎপর ন্যায্য মীমাংসা করিয়া দিও; মুসলমানগণ পরস্পরের ভ্রাতা, তোমাদের ভ্রাতাগণের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিও।

২য় রুকু:—এক বংশের ব্যক্তি অন্য বংশের ব্যক্তিকে, এবং এক জন স্ত্রীলোক অন্যজন স্ত্রীলোককে, ঘৃণা না করুক, পরস্পরের উপরে দোষারোপ করিও না; কাহাকেও অবজ্ঞা সূচক উপাধি দ্বারা আহ্বান করিও না; কাহাকেও অযথা সন্দেহ করিও না; কাহারও ছিদ্রান্বেষণ করিও না; কাহারও অপবাদ করিও না, সকল নরনারী এক জন হইতে উৎপন্নপ্রযুক্ত বংশ মর্য্যাদায় সমান, কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ভীরু সেই আল্লাহর নিকট সম্মানিত; মরুবাসীবৃন্দ আরবগণ মনে করিতেছে, তাহারা মুসলমান হইয়া পয়গম্বরকে অনুগৃহীত করিয়াছে, বরং আল্লাহ তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, যাহারা আল্লাহতে এবং রসুলেতে বিশ্বাস স্থাপন করে, তৎপর সন্দেহ করে না, ধন প্রাণ দিয়া যাহারা চেষ্টা করে, তাহারাই সত্যবাদী মুসলমান।

হুজ্‌রাত—প্রকোষ্ঠ সমূহ।

মদীনাবতীর্ণ ৪৯ সংখ্যক সূরা (১০৭)

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দান কর্ত্তা

আল্‌লাহর নামে আরম্ভ। ১।৪৯।২৬

১। হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, আল্‌লাহ্ এবং রসুলের পূর্ব্বে তোমরা (উত্তর দিতে) অগ্রসর হইওনা ; এবং আল্‌লাহ্‌কে (এ তৎ-সম্বন্ধে) ভয় করিও ; নিশ্চয়ই আল্‌লাহ্ শ্রোতা, সর্ব্বজ্ঞ। ২ হে বিশ্বাস স্থাপন কারিগণ, তোমাদের স্বর, নবীর স্বর হইতে উচ্চ করিও না, এবং তাঁহার সহিত সেইরূপ উচ্চ স্বরে কথা বলিও না, যেমন উচ্চস্বরে তোমাদের একজন অন্য জনের সহিত কথা বলে, যেন তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া না যায় , ৩ যাহারা আল্‌লাহর রসুলের নিকট তাহাদের স্বর নিম্ন করে, তাহারাই যাহাদের হৃদয় ধর্ম্মভীরুতার উপযুক্ত, নিশ্চয় আল্‌লাহ্ তাহা পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং মহাপারিশ্রমিক ৪ (হে নবী) যাহারা তোমাকে, (তুমি বাহির হওয়ার পূর্ব্বেই তোমার প্রকোষ্ঠ সকলের বাহির হইতে আহ্বান করে, তাহাদের অনেকেই) ইহা যে অকর্ত্তব্য তাহা ১। জানে না।৫ যাবৎ তুমি তাহাদের নিকট বাহির হইয়া না আসে, তাবৎ পর্য্যন্ত যদি তাহারা ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিত, তাহাদের জন্য মঙ্গল হইত, কিন্তু আল্‌লাহ্ পাপ মার্জ্জনা-কারী (তিনি বহু পাপ অযাচিত ক্ষমা করেন ; তিনি) দয়ালু। ৬ হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, যদি কোন সংবাদ সহ, কোনও অসৎ ব্যক্তি তোমাদের নিকট আগমন করে, তাহা হইলে তোমরা তাহা বিশেষ

রূপে তদন্ত করিয়া দেখিও, যেন (প্রকৃত বিবরণ) না জানিয়াই তোমরা কোনও (নির্দ্দোষ) দলের উপর যাইয়া না পড়, তদপন্তর যাহা করিয়াছ, তজ্জন্য যেন লজ্জিত না হও। ৭ এবং জানিয়া রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসুল উপস্থিত আছেন; যদি তিনি অধিকাংশ বিষয় তোমাদের কথামত চলেন, তাহা হইলে তোমরাই সঙ্কটাপন্ন হইবা, কিন্তু আল্লাহ ইমান অর্থাৎ ভক্তি তোমাদের প্রিয় করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহা তোমাদের মনে সুন্দর করিয়া দিয়াছেন, এবং কুফর (অবিশ্বাস,) এবং পাপকার্য্য, এবং অবাধ্যতা, তোমাদের নিকট ঘৃণ্য করিয়াছেন। ৮ আল্লাহর অনুগ্রহে এবং প্রসাদে, ইহারাই মঙ্গল ভাজন, ফলতঃ আল্লাহ সর্ব্বজ্ঞ এবং উপায়জ্ঞ। ৯ এবং যদি মুসলমান গণের দুই দল পরস্পর যুদ্ধ করে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে তোমরা সখ্যতা স্থাপন কর, কিন্তু যদি তাহাদের এক দল অন্য দলের উপর অত্যাচার করে, তাহা হইলে অত্যাচারী দলের সহিত তোমরা তাবত যুদ্ধ কর, যাবত তাহারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরিয়া না আসে; যদি আল্লাহর দিকে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তখন ন্যায় পরায়ণতার সহিত এবং সুবিচারের সহিত তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর, নিশ্চয়ই ন্যায্য মীমাংসাকারীগণকে আল্লাহ ভাল বাসেন। ১০ নিঃসন্দেহই মুসলমানগণ (পরস্পর) ভ্রাতা, অতএব তোমাদের ভ্রাতাগণের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর, এবং আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। ১।১০

১১। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, কোনও বংশের ব্যক্তিগণ যেন অন্য বংশের ব্যক্তিগণকে উপহাস না করে, অসম্ভব নহে যে, তাহারা তাহাদিগের হইতে উত্তম হইতে পারে; এবং কোনও নারী, অন্য নারীকে (যেন উপহাস না করে,) অসম্ভব নহে যে, উপহসিতা নারী উপহাসকারিণী

নারী হইতে ভাল হইতে পারে; এবং তোমরা পরস্পরের উপরে দোষারোপ করিও না, এবং একজন অন্যজনকে (অবজ্ঞা-সূচক) উপাধিদ্বারা আহ্বান না করুক, বিশ্বাস্থাপনের পর, (মন্দ নাম দ্বারা কাহাকেও ডাকা) মন্দ। ফলতঃ যাহারা (এইরূপ দোষ হইতে) মুখ ফিরাইয়া না লয়, তাহারাই (মন্দাচরণকারী) অতিশয়াচারী। ১২। হে মুসলমানগণ, অধিকাংশ সন্দেহই ত্যাগ কর, নিশ্চয় কতক সন্দেহ পাপজনক; এবং পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণে নিযুক্ত থাকিও না; এবং কেহ কাহারও অপবাদ করিও না, অহো, তোমাদের মধ্যে কেহ কি মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করিতে ভালবাসে? অথচ তোমরা তাহা ঘৃণা কর; এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিঃসন্দেহই আল্লাহ (অনুতপ্ত ব্যক্তির প্রতি) অনুকূল, এবং সদয়। ১৩। হে মনুষ্যগণ, আমি তোমাদিগকে একজন নর এবং নারী হইতে উৎপন্ন করিয়াছি, এবং তোমাদিগকে জাতিতে এবং বংশেতে বিভক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনিয়া লইতে পার। তোমাদের যাহারা ধর্ম্মভীরু, নিঃসন্দেহই তাহারাই আল্লাহর নিকট সম্মানিত। (কে প্রকৃতই মর্য্যাদাবান) নিশ্চয় আল্লাই জানেন এবং তত্ত্ব রাখেন।

১৪। মরু প্রদেশবাসী (বুদ্দু) আরবগণ বলিতেছে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি; (হে নবী) তাহাদিগকে বল, তোমরা (এ পর্য্যন্ত) বিশ্বাস স্থাপন কর নাই, বরং তোমরা বল যে আমরা আজ্ঞাবহ হইয়াছি। ফলতঃ এখন পর্য্যন্ত বিশ্বাস তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। ফলতঃ যদি তোমরা আল্লাহর এবং রসুলের বাধ্য হইয়া চল, তাহা হইলে তোমাদের কর্ম্মের কিঞ্চিৎও তিনি হ্রাস করিবেননা। নিঃসন্দেহই আল্লাহ পাপ মার্জ্জনাকারী, দয়াময়। ১৫। তাহারাই বিশ্বাস স্থাপনকারী, (অর্থাৎ মুসলমান,) যাহারা আল্লাহতে এবং রসুলেতে বিশ্বাস স্থাপন করে, তদনন্তর (বিশ্বাস্য বিষয়ে) কিঞ্চিৎও সন্দেহ করে না, এবং

তাহাদের ধন এবং প্রাণ দিয়া আল্লাহর পথে মহা চেষ্টা করে, ইহারাই (যাহারা) সত্যবাদী। ১৬। (হে নবী) তাহাদিগকে বল, তোমরা, কি আল্লাহকে তোমাদের বিশ্বাস অবগত করিতেছ ? যাহা কিছু স্বর্গে এবং যাহা কিছু মর্ত্তে আছে তাহা তিনি জানেন ; ফলতঃ আল্লাহ সমস্ত বিষয় অবগত। ১৭। তাহারা ইস্লাম গ্রহণ করিয়া তোমাকে অনুগৃহীত করিয়াছে প্রকাশ করিতেছে, তুমি(এই বর্ব্বরদিগকে) বল, তোমরা ইস্লাম অবলম্বন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছ বলিও না, যদি তোমরা সত্যবাদী, (তাহা হইলে সবিশ্বাস বল) ইমানের অর্থাৎ সত্য বিশ্বাসের দিকে তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়া (বরং) আল্লাহই তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। ১৮। নিশ্চয়ই স্বর্গের এবং মর্ত্তের গুপ্ত বিষয় আল্লাহ অবগত, এবং তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ তাহা দেখিয়া রহিয়াছেন। ২।১৮=১৮

কাফ,—কেয়ামত, পুনরুত্থান।

মককাবতীর্ণ ৫০ সংখ্যক সূরা [৩৪।]

এই সূরার মর্ম্ম ঃ—

১ম রুকু ঃ——কেয়ামতে অর্থাৎ পুনরুত্থানে, অবিশ্বাসকারিগণ বলিতেছে, আমাদের শরীর ধ্বংস হইয়া যাওয়ার পর আবার আমরা স শরীর, স আত্মা, দণ্ডায়মান হইব সত্য হইতে পারে না ; তাহাদের আত্মা পৃথক, শরীর পৃথক, শরীর ধ্বংস হয় কিন্তু আত্মা ধ্বংস হয় না ; যিনি স্বরূপতই এমত কৌশলজ্ঞ যে, স্বর্গ মর্ত্ত প্রকাশিত করিয়াছেন, বৃষ্টি অবতীর্ণ করিয়া বিবিধ প্রকার ফল শস্য উৎপন্ন করিয়াছেন,

তাঁহার পক্ষে এক নূতন প্রকারের সৃষ্টি, এবং নূতন শরীরে আত্মা সংযুক্ত করিয়া মনুষ্যগণকে পুনরুত্থিত করা, দুষ্কর কার্য্য নহে, যেমন বৃষ্টিপাতে বীজ সকল শস্য এবং বৃক্ষাকারে বাহির হইয়া আসে তদ্রূপ আত্মা সকলও শরীর ধারণ করিয়া উপস্থিত হইবে, এই পুনরুত্থান সংবাদ শুনিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিগণ তাহাদের রসুলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অসংযত জীবন অতিবাহিত করিয়া ইহলোকে ধ্বংস প্রাপ্ত এবং পরকালে অধগামী হইয়াছিল।

২য় রুকু:—মনুষ্যের কর্ম্মও ধ্বংস হয় না, তাহার দক্ষিণ বামে দুই জন ফেরেশ্‌তা থাকে তাহারা তাহার কথা পর্য্যন্ত লিখে, তাহার উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত আমি জ্ঞাত; এই ফেরেশ্‌তাগণ তাহার কর্ম্মগ্রন্থ এবং তাহাকে সহ আমার নিকট উপস্থিত হইবে, যাহারা কেয়ামত অস্বীকার করিত, অবাধ্যচারী হইয়াছিল, যাহারা সুকর্ম্ম করিতে অন্যকে নিষেধ করিত, উপদিষ্ট বিষয় সীমাতীত সন্দেহ করিত, যাহারা আল্‌লাহর ক্ষমতা ভাগকারীতে বিশ্বাস করিত, তাহারা জহন্নমে যন্ত্রণা-লোকে আনীত হইবে,

৩য় রুকু:—আল্‌লাহ্‌র দিকে নত, তাঁহার আদেশ রক্ষাকারী, তাঁহাতে অনুরক্ত হৃদয়ে আগত ব্যাক্তিগণ জন্নতলাভ করিবে, এবং তাহা হইতেও অধিক অর্থাৎ আধ্যাত্ম জন্নত প্রাপ্ত হইবে, হে নবী, এই আরবগণ হইতেও যাহারা পরাক্রান্ত ছিল, পাপের জন্য তাহারাও শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে; আমি বিশ্ব প্রকাশ করিয়া শ্রান্ত হই নাই যে কেয়ামতে বিশ্ব প্রকাশ করিতে অশক্ত, তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, পঞ্চ নামাজ পালন কর, সে দিবস মহা শব্দ প্রত্যেক স্থান হইতে বাহির হইবে, এবং আত্মাগণ নব সৃষ্ট পৃথিবী হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

কাফ,—কেয়ামত, পুনরুত্থান

মক্কাবতীর্ণ ৫০ সংখ্যক সূরা ক্রম (৩৪।)

অসীমানুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ।

১।৫০।২৬

১। কাফ, (কেয়ামত নিশ্চয় সমাগত হইবে, কোর-আনই তাহার প্রমাণ,) মহাজ্ঞানপূর্ণ কোর-আনের শপথ, (২) বরং অবিশ্বাস কারিগণ আশ্চার্য্যান্বিত হইয়াছে, যে তাহাদেরই মধ্য হইতে তাহাদের নিকট একজন সতর্ককারী সমাগত হইয়াছে, তৎপর তাহারা বলিতেছে ইহা, (পুনরুত্থান) এক আশ্চর্য্য বিষয়, আহো. যখন আমরা মরিয়া যাইব, এবং মৃত্তিকা হইয়া যাইব, তখন পূর্ব্বাবস্থায় পরিবর্ত্তিত হওন (সত্য হইতে) বহুদূর। ৪ (মরণের পর) তাহাদের হইতে মৃত্তিকা কোন বস্তু হ্রাস করে তাহা আমি জানি, ফলতঃ আমার নিকট রক্ষাকারী গ্রহ আছে (যাহাতে সমস্তই বিদ্যমান থাকে। ৫ বরং (এতৎ সম্বন্ধে) যখন সত্য তাহাদের নিকট আসিল, তখন তাহারা তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিল, তজ্জন্য তাহারা ইহার সম্বন্ধে অস্থিরতার মধ্যে রহিয়াছে। ৬ তাহাদের উপরের আকাশের দিকে দেখে না কেন? আমি তাহা কেমন (কৌশলে) নির্ম্মাণ করিয়াছি, এবং তাহা শোভিত করিয়াছি, এবং তাহাতে কোনও বিদীর্ণতা নাই। (আমার পক্ষে কি মৃতাত্মাকে পুনঃ শরীর প্রদান করা অসম্ভব?) ৭ এবং পৃথিবীকে আমি বিস্তীর্ণ করিয়াছি, এবং তাহার উপর পর্ব্বত সকলকে স্থাপন করিয়াছি, এবং তাহাতে বিভিন্ন প্রকার সুন্দর সুন্দর উদ্ভিদ উৎপন্ন করিয়াছি। (আমার পক্ষে কি

কেয়ামতে মনুষ্যাত্মাকে পুনরুত্থিত করণ সাধ্যাতীত?) ৮ আমার দিকে অবনত আমার প্রত্যেক দাসের জন্য (ইহা সমস্ত আমার অসীম শক্তি) প্রদর্শনকারী এবং উপদেশ দাতা। ৯ এবং আমি আকাশ হইতে কল্যাণ প্রদানকারী বৃষ্টি অবতীর্ণ করিয়াছি, তদনন্তর তদ্দ্বারা উদ্যান সকলকে এবং যাহা তন্দণার্থে কর্ত্তিত করা হয় এমত ক্ষেত্র সকলকে উৎপন্ন করিয়াছি। ১০ এবং যাহাদের ফল সকল স্তরে স্তরে ঝুলিতে থাকে এমত খর্জ্জুর বৃক্ষ সকলকেও (জন্মাইয়াছি।) ১১ (ইহা সমস্ত) আমার দাসগণের খাদ্যের জন্য (করা হইয়াছে।) এবং তাহার দ্বারা আমি মৃত প্রদেশ সকলকে সঞ্জীবিত করিয়াছি। মরণান্তর পুনঃ বাহির হইয়া আসাও এইরূপ, (এমত স্থলেও হে নবী) ইহাদের পূর্ব্বে নূহের স্বজাতীয়গণ, এবং ইষ্টক নির্ম্মিত কূপাধিপগণ, এবং সমুদগণ, ১৩ এবং আদগণ, এবং ফের্-অ-উন এবং লূতের স্বজনগণ, ১৪ এবং অরণ্য প্রদেশবাসিগণ এবং (এমন দেশস্থ) তুব্বই জাতিগণ, সকলেই রসুলকে পুনরুত্থান সম্বন্ধে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, তদনন্তর রসুলগণকে সাহায্যকরার আমার অঙ্গীকার সত্য হইয়াছিল। ১৫ ইহারা কি ভাবিতেছে আমি প্রথমবার সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি? (আমি নিশ্চয়ই শ্রান্ত হই নাই) বরং নবসৃষ্টি সম্বন্ধে ইহারাই সন্দিগ্ধ। (১।১৫)

১৬ ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং তাহার মনস্তাহার মধ্যে কি চিন্তার উদয় করেতাহাও জানি, এবং আমি তাহার স্কন্ধ শিরা-রজ্জু হইতেও অধিক নিকটবর্ত্তী। ১৭ যখন দুইজন প্রহরী (ফেরেস্তা) এক জন তাহার দক্ষিণ দিকে এবং একজন তাহার বাম দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছে, এমত কোনও কথাই সে উচ্চারণ করে না, (যখন) তাহার নিকট প্রহরী থাকে না। ১৮ (এইরূপে জীবন অতিবাহিত করিতে করিতে) অবশ্য ঘটনীয়

মৃত্যুর মূর্চ্ছা তাহার নিকট উপস্থিত হয়, (হে মনুষ্য) ইহাই যাহার নিকট হইতে তুমি পলায়ন করিতেছিলা। ১৯ এবং সুর যন্ত্রে ফুৎকার প্রদান করা হইবে, ইহাই অঙ্গীকৃত দিবস।

২০ এবং (তখন) প্রত্যেক ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র নিকট) উপস্থিত হইবে, তাহার সহিত একজন তাড়নাকারী (ফেরেশ্‌তা) এবং (কর্ম্ম লিপির গ্রন্থসহ) একজন সাক্ষী (ফেরেশ্‌তা থাকিবে) ২১ (তাহাকে বলা হইবে) ইহা হইতে সত্যই তুমি অসতর্ক ছিলা। এখন আমি তোমার চক্ষু হইতে তোমার আবরণ খুলিয়া দিলাম, এজন্য অদ্য তোমার দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ (হইয়াছে)। ২২ তাহার সঙ্গী (সাক্ষী) বলিবে, আমার নিকট ইহা (অর্থাৎ তোমার কর্ম্মলিপি) যাহা, তাহা উপস্থিত আছে; ২৩ (আমি সেই কর্ম্মলিপি লিখক সাক্ষীদ্বয়কে আদেশ করিব) তোমরা উভয়ে (পুনরুত্থানে) অস্বীকারকারী অবাধ্য ব্যক্তিগণকে, যাহারা সুকর্ম্ম হইতে (অন্যকে) নিষেধ করিত, যাহারা গুপ্ত বিষয় সকল সম্বন্ধে সীমাতীত সন্দেহ করিত, ২৪ যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত উপাস্য সংযোগ করিয়াছিল, ২৫ তাহাদের সকলকেই মহা শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। ২৬ তখন তাহার সঙ্গী (শয়তান) বলিবে, হে আমার প্রতিপালক, আমি ইহাকে আজ্ঞা অমান্যকারী করি নাই, কিন্তু সে নিজেই বহু দূর অগ্রসর ভ্রম মধ্যে ছিল। ২৭ (তিনি) বলিবেন, আমার নিকট বাক্‌ বিতণ্ডা করিও না, ফলতঃ ইহার পূর্ব্বেই আমি তোমাদিগকে (ইহার) ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলাম। ২৮ (যে কথা স্থির হইয়া গিয়াছে যে, পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে সেই) কথা আমার নিকট পরিবর্ত্তিত হয় না, ফলতঃ আমি আমার দাসগণের উপর অত্যাচার করি না। ২।১৪=২৯

৩০ সে দিন আমি নরকেকে জিজ্ঞাসা করিব, তুমি কি পরিপূর্ণ

হইয়াছ? সে বলিবে, আরও অধিক কি আছে? ৩১ পাপ বর্জ্জন-কারিগণের জন্যও (তাহাদের) অদূরেই জন্নত প্রকাশিত হইবে। ৩২ (তাহাদিগকে বলা হইবে) ইহাই যাহা, (আল্লাহ্‌র দিকে) নত, (তাঁহার আদেশ) রক্ষাকারী, তোমাদের (এমত) প্রত্যেকের জন্য অঙ্গীকার করা হইয়াছিল।" যাহারা নিভৃত স্থলেও আল্লাহ্‌কে ভয় করিত এবং তাঁহারই দিকে অনুরক্ত হৃদয়ের সহিত (এখানে) আগত হই-য়াছে, ৩৪ (তাহাদিগকে বলা হইবে) কুণ্ঠাহীন হইয়া ইহাতে প্রবেশ কর, অদ্যই (জন্নত) প্রবেশ করিবার দিন। ৩৫ তাহারা যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই তথায় তাহাদের জন্য রহিয়াছে, (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জন্নত) (তাহাদের কল্পনারও) অধিক আমার নিকট রহিয়াছে (যাহা আধ্যাত্ম, জন্নত, সামিপ্য, সাযুজ্য, দর্শন লাভ) যাহা ভাষা প্রকাশ করিতে অক্ষম)।

৩৬ এবং (হে নবী) ইহাদের (অর্থাৎ এই আরবদের) পূর্ব্বে, ইহা-দের হইতেও শক্তিতে অধিক বহুযুগের ব্যক্তিগণকে আমি (অবাধ্যা-চরণের জন্য) ধ্বংশ করিয়াছি; (যখন তাহাদের উপরে শাস্তি অবতীর্ণ হইতেছিল,) তখন তাহারা দেশে দেশে ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা কি কোন আশ্রয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল? ৩৭ যাহাদের হৃদয় আছে, অথবা যাহারা কর্ণার্পণ করে এবং মনের সহিত শুনে, তাহাদের জন্য ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে। ৩৮ ফলতঃ স্বর্গে এবং মর্ত্তে এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহা আছে, তাহা ছয় দিবসে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং আমাকে কিঞ্চিৎও শ্রান্তি স্পর্শ করে নাই, (এমত স্থলে পুনঃ নব সৃষ্টি প্রকাশ করিতে কি আমি অশক্ত?) ৩৯ অতএব তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, (তাহারা যাহাই বলুক না কেন, তুমি সত্য পয়গম্বর, সত্য শিক্ষা-দাতা;) এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, এবং অস্তগমনের পূর্ব্বে, প্রশংসা-

বাদের সহ তাঁহার পবিত্রতাবাদ কর, ৪০ এবং রাত্রিরও কতক
অংশে তাঁহার পবিত্রতাবাদ কর, এবং সিজ্‌দা সমাপনের পরও
(তাঁহার পবিত্রতাবাদ কর।) ৪১ এবং শুনিয়া রাখ, যে দিবস
আহ্বানকারী সন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেই আহ্বান করিবে, ৪২
সে দিবস সত্যই প্রত্যেকে মহা শব্দ শুনিতে পাইবে। এই দিবসেই
বাহির হইয়া আসিবার দিবস। ৪৩ ইহাতে সন্দেহ নাই, আমিই প্রাণদান
করি, আমিই প্রাণ হরণ করি এবং আমারই দিকে পুনরাগমন।
৪৪ সে দিবস তাহাদের উপর হইতে (নবসৃষ্ট পৃথিবীর) মৃত্তিকা ত্বরিত
বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং তাহারা ধাবিত হইয়া বাহির হইবে। এই
সমবেত করণ আমার পক্ষে অতি সহজ। ৪৫ (ইহা শুনিয়া) তাহারা
যাহা বলিতেছে তাহা আমি জানি। ফলতঃ তাহাদের উপরে,
তোমাকে বল প্রকাশকারী করা হয় নাই; অতএব যাহারা আমার
শাস্তি ভয় করে (হে নবী) তুমি তাহাদিগকে কোর্‌-আন দ্বারা
সতর্ক কর। ৩।১৬—৪৫

জারিয়াত,—বিস্তীর্ণকারী।

মক্কাবতীর্ণ ৫১ সংখ্যক সূরা (৬৭।)

এই সূরার মর্ম্ম :—

১ম রুকু—ভূপৃষ্ঠ হইতে বাষ্প শোষণকারী, তৎপর জল ভারাক্রান্ত মেঘ সকলকে বহনকারী, তদনন্তর ধীরে ধীরে তাহা সকলকে যাহা ভাসাইয়া লইয়া যায়; তৎপর আল্লাহর আদেশ মত যথায় যৎ পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষণ করিতে হইবে তাহা বর্ষণ করে, সেই বিস্তীর্ণকারী বায়ুর শপথ, কেয়ামত, পুনরুত্থান, এবং কর্ম্মফল নিশ্চয় সত্য; এবং তৎসম্বন্ধে আকাশেরও শপথ, কিন্তু তোমরা কোর্-আনে কথিত এই সকল বিষয় বিশ্বাস করিতেছ না; যে অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তজ্জন্যই তোমরা এই সকলে অবিশ্বাস করিতেছ, কিন্তু যখন তাহা ঘটিবে, তখন অবিশ্বাসকারিগণের অবস্থা যন্ত্রণাদায়ক এবং বিশ্বাসকারিগণের অবস্থা সুখদায়ক হইবে। তাঁহার কথার সম্বন্ধীয় প্রমাণ মনুষ্য শরীরেতে বিদ্যমান, লওহ মোহফুজে ভবিতব্য সমস্ত ঘটনা বিদ্যমান, পুনঃ শপথ কোর্-আনে যাহা বলা হইতেছে, তাহার বিদ্যমানতা সেইরূপ সত্য, যেমন তুমি কথা বলিতেছ] সত্য।

২য় রুকু :—পয়গম্বর-বাণী অগ্রাহ্য করিয়া ইব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র লুতের উপদিষ্ট দল, মুসার উপদিষ্ট দল, ফের্-অ-উনের দল, আদের, সমুদের, নুহের, উপদিষ্ট দল ধ্বংশ হইয়াছিল।

৩য় রুকু:—পুনরুত্থান, কর্ম্মফল প্রদান প্রভৃতি যৎ বিষয় পয়গম্বর-

গণ উপদেশ করিয়াছিল তাহা ঘটান, যিনি বিশ্ব প্রকাশিত করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কঠিন নহে।

৪র্থ রুকু:—হে মনুষ্যগণ, তাঁহারই উপাসনা কর, তাঁহার সহ অন্য উপাস্য সংযোগ করিও না; হে নবী, যদিও কতকজন বিশ্বাসাবলম্বী না হয়, তথাপি তুমি কোর্-আন প্রকাশ করিতে থাক, জিন্ এবং মনুষ্য আমারই উপাসনা করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি; জিনগণ মনুষ্যগণের জীবিকাদাতা, মঙ্গলকর্ত্তা স্বরূপ উপাস্য নহে; যাহারা পয়গম্বর উপদেশ অগ্রাহ্যকারী, তাহাদের অবস্থা পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাসকারীগণের ন্যায়; পুনরুত্থানে কর্ম্মফলের অঙ্গীকার সত্য।

জারিয়াত—বিস্তীর্ণকারী।

মক্কাবতীর্ণ ৫১ সংখ্যক সূরা (৬৭। ক্রম)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ। ১।৫।১২৬

১। যাহা পৃথক করিয়া বিস্তীর্ণ করে, (অর্থাৎ যে বায়ু ভূপৃষ্ঠ হইতে জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া মেঘ সকলকে আকাশ মণ্ডলে বিস্তীর্ণ করে) তাহার শপথ ;২। তৎপর যাহা (শোষিত লক্ষ লক্ষ মণ জল) ভার বহন করিতে থাকে, (তাহার); ৩। তদনন্তর যাহা (যে মেঘ মালা আকাশ মণ্ডলে) ধীরে ধীরে ভ্রমণ করে তাহার; ৪। তদনন্তর (আল্লাহর) আদেশানুরূপ যাহা (ঐ শোষিত জল রাশিকে যথায় আবশ্যক তথায়) ভাগ করিয়া দেয় তাহার শপথ। ৫ তোমাদের নিকট যে অঙ্গীকার করা গিয়াছে তাহা সত্য, ৬ এবং কর্ম্মের বিনিময় অবশ্য সংঘটিত হইবে। (আরবগণ বলিত মোহাম্মদ সত্যবাদী যদি সে শপথ করিয়া কোনও বিষয় বলে আমরা বিশ্বাস করিব, তজ্জন্য কোর্-আনে বহু বিষয়েতে শপথেরও গুরুত্ব) রহিয়াছে। (তঃ হঃ) ৭ এবং আকাশের শপথ, যাহাতে (গ্রহ উপগ্রহ তারকা মণ্ডলীর) পথ সকল বিদ্যমান। ৮ (তথাপি) তোমরা নিশ্চয় কোর্-আনের বিরুদ্ধ বাক্যে (অটল) রহিয়াছ, (যে কেয়ামত, মরণান্তর জীবন, কর্ম্মফল, সত্য নহে।) ৯ ফলতঃ (নিয়তির অর্থাৎ রোজে আজলের দিবসে),

যাহাদিগকে ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে, তাহারাই তাহা হইতে ফিরিয়া যায়। ১০। (আল্লাহর বাণী কোর্-আনেতে) অসত্যারোপ কারিগণের মহা অমঙ্গল। ১১। ইহারাই যাহারা ভ্রম বিশ্বাস হেতু ভ্রমের মধ্যে রহিয়াছে। ১২। তোমাকে (অবিশ্বাসের সহিত) জিজ্ঞাসা করিতেছে, কর্ম্মের প্রতিফলের দিবস কখন? ১৩। সে দিবস অগ্নির উপরে তাহাদিগকে সন্তপ্ত করা হইবে। ১৪। (বলা হইবে) তোমাদের দুষ্কর্ম্মের স্বাদ গ্রহণ কর, ইহাই যাহার শীঘ্র আবির্ভাব তোমরা ইচ্ছা করিতেছিলা। ১৫। ধর্ম্মভীরুগণ নিশ্চয় (রম্যস্থান) উদ্যান এবং স্রোতস্বিনী মধ্যে বাস করিবে, ১৬। তাহাদের প্রতিপালক যাহা তাহাদিগকে প্রদান করিবেন, তাহা সম্ভোগ করিতে থাকিবে; ইহার পূর্ব্বে নিশ্চয় ইহারা সাধু কর্ম্মকারীগণের অন্তর্গত ছিল। ১৭। ইহারা রাত্রির অল্প অংশ মাত্র নিদ্রা ভোগ করিত, (অবশিষ্ট রজনী উপাসনায় নিমগ্ন থাকিত।) ১৮। এবং (জীবনের সংব্যবহার করিতে ত্রুটি হইয়াছে মনে করিয়া) প্রভাতকাল পর্য্যন্ত পাপ মার্জ্জনার প্রার্থনায় অতিবাহিত করিত; ১৯। এবং তাহাদের ধনে যাচ্ঞাকারিগণের, এবং (যাচ্ঞা করিতে অনিচ্ছুক এবং অশক্ত) অভাবগ্রস্ত (ব্যক্তি এবং নির্ব্বাক প্রাণী) গণের অংশ আছে জানিয়া তাহা হইতে একাংশ তাহাদিগকে দান করিতে ত্রুটি করিত না। ২০। যাহারা (কোর্-আন) সত্য বলিয়া জানে, তাহাদের জন্য পৃথিবীতে প্রমাণ সমূহ বিদ্যমান, ২১। এবং তোমাদের আপন শরীরেও (তাহা বিদ্যমান,) আশ্চর্য্য যে তোমরা তাহা দেখিতেছ না। ২২। আকাশেতে (অদৃশ্য লওহমহফুজে) তোমাদের জীবিকা এবং যৎ বিষয় (অর্থাৎ যে সকল ভাবী ঘটনা সম্বন্ধে) তোমরা প্রতিশ্রুত হইয়াছ তাহা বিদ্যমান। ২৩। অতঃপর আমি আকাশের এবং পৃথিবীর শপথ করিয়া বলিতেছি, কোর্-আনে যাহা আছে, তাহা এইরূপই সত্য যেমন তুমি কথা বলিতেছ। ১।২৩

(পয়গম্বরের সম্পর্ক করণ বাণী অগ্রাহ্য করিবার পরিণামের দৃষ্টান্ত) :—
২৪। (হে নবী) ইব্রাহিমের মহাসম্মানিত অতিথিগণের কথা কি তোমার নিকট আগত হয় নাই ? ২৫। যখন তাহারা তাঁহার নিকট আসিল, তাঁহাকে বলিলেন আপনার মঙ্গল হউক, তিনিও বলিলেন আপনাদের উপরে (সেলাম) কল্যাণ অবতীর্ণ হউক,(ইব্রাহীম বলিলেন,)আপনাদিগকে অজ্ঞাত কোন জাতীয় লোক বোধ হইতেছে। তাহারা বলিল, আমরা অতিথি। ২৬। ইহা শ্রবণ মাত্র ইব্রাহীম আপন জনগণের নিকট গেল, তৎপর ঘৃত পক্ব একটি গো বৎস সহ আসিল। ২৭। তৎপর তাহা তাহাদের নিকট স্থাপিত করিল। সে নিবেদন করিল, আপনারা আহার করিতেছেন না কেন ? ২৮। ইব্রাহিম তাহাদের এইরূপ কার্য্যে মনে ভীত হইয়াছিল। তাহারা বলিল, আপনি ভীত হইবেন না, আমরা অপরিচিত শত্রু নহি, আমরা ফেরেশ্তা। (তাঁহারা গো বৎস স্পর্শমাত্র তাহা পূর্ব্ববৎ হইল,) এবং জীব্রাইল তাহাকে একটী মহা জ্ঞানবান পুত্রের সুসংবাদ প্রদান করিল। ২৯। ইহা শ্রবণ করিয়া তাহার স্ত্রী তাহাদের সম্মুখবর্ত্তিনী হইল, এবং সবিস্ময়ে মুখে করাঘাত করিয়া (বলিল) আমি যে (নব নবতীবৎসরের) বৃদ্ধা এবং চিরবন্ধ্যা। ৩০। তাহারা বলিল, এইরূপই ঘটিবে, তোমার প্রতিপালক ইহাই বলিয়াছেন। তাঁহার কৌশল মহৎ, তিনি জ্ঞানী।

সপ্তবিংশতি পারা।

৩১।২।৫১।২৭

৩১। ইব্রাহিম বলিল, হে দূতগণ, কোন্ বিশেষ কার্য্য আপনাদের উদ্দেশ্য? ৩২। তাহারা বলিল, আমরা পাপিষ্ঠ একদল লোকের উপরে প্রেরিত হইয়াছি। ৩৩। আমরা মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রস্তর তাহাদের উপর বর্ষণ জন্য (প্রেরিত হইয়াছি।) ৩৪। সেই সীমা লঙ্ঘনকারিগণের (প্রত্যেকের) জন্য তাহা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নযুক্ত হইয়াছে (যে কোন্ খণ্ড প্রস্তর কাহার উপর পতিত হইবে।) (এই পাপিষ্ঠ লূত জাতির পাপভার হইতে পৃথিবীকে নির্ভার করার পর যখন ফেরেশ্তাগণ ইব্রাহিমের দেখা করিলেন, তখন বলিলেন,) ৩৫। তাহাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল, তাহাদিগকে আমরা পৃথক্ করিয়াছি, ৩৬। কিন্তু (এই পাপাচারিগণের মধ্যে) আমরা মুসলমান পরিবার একটী ব্যতীত প্রাপ্ত হই নাই, ৩৭। আমরা ঐস্থানে (ঐ পাপাচারী জাতির ক্রীড়া ভূমিতে তাহাদের সমৃদ্ধ নগর সকলের ভগ্নাবশেষ এবং বিষাক্ত জলের সাগর,) যাহারা মহা শাস্তি ভয় করে তাহাদের জন্য নিদর্শন পরিত্যাগ করিয়াছি। ৩৮। এবং মূসার (সতর্কবাণী অগ্রাহ্যের পরিণাম) যখন আমি তাহাকে প্রকাশ্য নিদর্শন সহ ফের্-অ-উনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, ৩৯। তদনন্তর ফের-অ-উন তাহার রাজ্যের অবলম্বনগণ সহ মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল, এবং, বলিয়াছিল (এই ব্যক্তি) ঐন্দ্রজালিক অথবা মহাপাগল (যে মরণের পর পুনরুত্থান প্রভৃতি অসম্ভব ঘটনার ভয় দেখাইতেছে।) ৪০। তদনন্তর

আমি তাহাকে এবং তাহার সৈন্যগণকে ধৃত করিয়াছিলাম, তদনন্তর তাহাদিগকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, তখন তাহাদের অতি মন্দাবস্থা হইয়াছিল। ৪১। এবং আদ জাতির (পরিণাম) যখন আমি তাহাদের উপর প্রবল প্রভঞ্জন প্রেরণ করিয়াছিলাম। ৪২। তাহা যাহার উপরে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাকেই বহু পুরাতন অস্থির ন্যায় জীর্ণ করিয়াছিল। ৪৩। এবং (তদ্রূপ) সমুদ জাতিঃও (ঘটিয়াছিল,) যখন তাহাদিগকে (পয়গম্বর কর্তৃক) বলা হইয়াছিল, তোমরা এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত (পার্থিব জীবন) সম্ভোগ কর (এই তিন দিবসের পর মহা শাস্তি উপনীত হইবে।) ৪৪। তথাপি তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আজ্ঞা পালনে অবাধ্যতা করিয়াছিল। তখন দেখিতে দেখিতে তাহাদিগকে মহা শব্দে (ভূমিকম্প) ধৃত করিয়াছিল। ৪৫। তখন তাহাদের দাঁড়াইয়া থাকারও শক্তি ছিল না, প্রতিশোধ লওয়ারও ক্ষমতা ছিল না। ৪৬। এবং (তদ্রূপ) ইহার পূর্ব্বে নূহর জাতি (ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল,) নিঃসন্দেহেই তাহারা অতি মন্দ কর্ম্মকারী জাতি ছিল। ২।২৩=৪৬

৪৭। (একমাত্র আল্লাহই উপাস্য তাহার যুক্তি।) আমি (গ্রহ সূর্য্য চন্দ্র যাহাতে আছে সেই) আকাশকে সৃষ্টি করিয়াছি, এ বিষয় সন্দেহ নাই যে, আমার ক্ষমতা সর্ব্বব্যাপী। ৪৮। এবং পৃথিবীকে প্রসারিত করিয়াছি, ইহা হইতেই বুঝিতে পার (অস্তিত্বশূন্য অবস্থা হইতে অস্তিত্ব প্রদান করণ রূপ) বিস্তীর্ণকারী স্বরূপ আমি মহা শক্তিবান্। ৪৯। আমি প্রত্যেকের পরস্পর সজীবয়কে সৃষ্টি করিয়াছি, উদ্দেশ্য তোমরা যেন উপদেশগ্রাহী হও। ৫০। অতএব (হে মনুষ্যগণ) আল্লাহরই দিকে ধাবিত হও, আমি তাঁহারই নিকট হইতে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। ৫১। এবং তোমরা তাঁহার সহিত অপর কোনও

উপাস্য সংযোগ করিও না। আমি তাঁহারই নিকট হইতে তোমাদের জন্ত প্রকাশ্য সতর্ককারী। ৫২। ইহাদের (আরবগণের) পূর্ব্বে যাহারা গত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের নিকটও কোনও রসুল আসে নাই, যাহাকে তাহারা এইরূপ বলে নাই যে হয় এই ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক, নয় এই ব্যক্তি মহাপাগল। ৫৩। তাহারা কি পয়গম্বরগণকে এইরূপ (বলিবার) জন্য পরস্পরকে উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছে? ফল কথা এই যে (প্রাপ্ত স্বভাব মতই) ইহারা বিরুদ্ধাচারীর দল। ৫৪। অতএব (হে নবী) তুমিও তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লও। যেহেতু (ইহাদের অবিশ্বাস, কুবিশ্বাস, কুকর্ম্ম জন্ত) তুমি নিন্দনীয় হইতে পার না। ৫৫। এবং তথাপি তুমি সদুপদেশ প্রচার করিতে থাক।

৫৬। আমি জিন এবং মনুষ্যগণকে এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা কেবল আমারই উপাসনা করুক। ৫৭। আমাকে তাহারা উপজীবিকা প্রদান করুক, আমি তাহার ইচ্ছুক নহি। আমি ইহাও ইচ্ছা করি না যে, তাহারা আমাকে অন্ন দান করুক। ৫৮। সত্য এই যে আল্লাহ্ জীবিকাদাতা, মহা ক্ষমতাশালী, মহা প্রবল। ৫৯। যাহারা পাপ করিয়াছে, তজ্জন্য, তাহাদের জন্য তদনুরূপ, যেমন তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্গীগণের জন্য (হইয়াছিল) এমতস্থলে তাহারা (প্রতিশ্রুত শাস্তির ত্বরিৎ আবির্ভাবের ইচ্ছা না করুক। ৬০। যাহারা তাহাদের (সম্বন্ধে) সেই অঙ্গীকৃত (শাস্তির দিবস) অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের জন্য মহা আক্ষেপ। ৩।১৪=৬০

তূর পর্ব্বত।

মক্কাবতীর্ণ ৫২ সংখ্যক সূরা (৭৬।)

এই সূরার মর্ম্ম :—

১ম রুকু :—কোহ্ তূরের (তূর পর্ব্বতের), এবং উন্মুক্ত পৃষ্ঠা সকলের, এবং লিখিত গ্রন্থের, সম্মানিত গৃহের, সমুন্নত ছাদের, উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের, ইহা সকলের শপথ, কেয়ামত অবশ্যই আবির্ভূত হইবে; তাহার প্রথম ভাগে দৃশ্য জগত ভগ্ন এবং বিলুপ্ত হইবে; তৎপর পুণরুত্থানে, যাহারা বিশ্বাস করিল না তাহাদের মহা অকল্যাণ; তাহা তাহাদের কর্ম্মফল; এবং সে দিবস পাপ বর্জ্জনকারিগণের মহা কল্যাণ, তাহাও তাহাদের কর্ম্মের ফল; তাহাদের সহিত তাহাদের বিশ্বাস স্থাপনকারী সন্তানগণের সম্মিলন হইবে;

২য় রুকু :—অবিশ্বাস কারিগণের কথা মত তুমি দৈবজ্ঞ, বা ক্ষিপ্ত নহ, বা কবিও নহ, কোর্-আনের রচয়িতাও নহ; কোর্-আন যদি তোমার রচিত, তাহা হইলে তাহারাও তেমন রচনা উপস্থিত করে না কেন? আল্লাহরই অনুগ্রহে ইহা তোমার উপরে অবতারিত হইতেছে; তিনিই উপাস্য; তাহারা অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব ক্রমেই এমত অবিশ্বাসকারী যে যদি আকাশের এক খণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে, তাহারা বলিবে স্তূপাকার ঘন মেঘ সকল নামিয়া আসিতেছে; হে পয়গম্বর তুমি অবিশ্বাস, নির্য্যাতন, সহ্য করিয়া থাক; প্রাতে, রাত্রিতে, দিবসে তাঁহার পবিত্রতায় জপ করিতে থাক।

তূর-পর্ব্বত।

মক্কাবতীর্ণ ৫২ সংখ্যক সূরা (৭৬।)

অসীমানুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ। ১।৫২।২৭

১। তূর (পর্ব্বতের) শপথ, (যে পর্ব্বতে মূসা পয়গম্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, অথবা তূর প্রভৃতি যাবতীয় পর্ব্বত সকলের শপথ;) ২ এবং ৩ উন্মুক্ত পৃষ্ঠা সকলেতে, ২ লিখিত গ্রন্থের (অর্থাৎ কোর্‌আনের, অথবা অবতারিত গ্রন্থ সমূহের, অথবা লওহ্ মহফুজ নামক অদৃশ্য লোকরূপ সমস্ত ঘটনার গ্রন্থের, অথবা মনুষ্যগণের কর্ম্মলিপি গ্রন্থের) শপথ, ৪ এবং সম্মানিত গৃহের (কাবার, বা সপ্তম স্বর্গস্থ ফেরেশ্‌তাগণের কাবাগৃহের, শপথ, ৫ সমুন্নত ছাদের (আকাশের, বা আল্লাহর সিংহাসন সর্ব্বব্যাপী মহাকাশের,) শপথ; ৬ এবং উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের (যে সমুদ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, অথবা আল্লাহর সিংহাসনের নিম্নে জীবনদায়িনী সমুদ্র নামক যে সমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে তাহার) শপথ, (ভাবার্থঃ—আল্লাহর বাণী শ্রবণের স্থান তূরের অর্থাৎ মনুষ্যাত্মার; লিখিত গ্রন্থের অর্থাৎ ধর্ম্ম বিশ্বাসের, উন্মুক্ত পৃষ্ঠার নিয়তির তক্‌দীরের, পবিত্র গৃহের, মহাপুরুষদের হৃদয়ের; উন্নত ছাদের অর্থাৎ পরমাত্মার যাহা মনুষ্যত্বকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে; উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের, আল্লাহর প্রেমে পূর্ণ হৃদয়ের শপথ;) ৭ নিশ্চয়ই তোমার প্রতি-পালকের (বর্ণিত) মহা যন্ত্রণা (কেয়ামত) অবশ্যই সংঘটিত হইবে; ৮ তাহা ব্যর্থ করিতে সমর্থ এমত কেহ নাই। ৯ সে দিবস আকাশ বাঁধা

কম্পনে কম্পিত হইবে, ১০ এবং গতিপ্রাপ্ত পর্ব্বত সকল চলিতে থাকিবে। ১১ যাহারা অসত্যারোপকারী, সে দিবস (সূর দ্বিতীয় নিনাদের পর) তাহাদের জন্য মহা অকল্যাণ; ১২ ইহারাই যাহারা দোষ বাহির করার কার্য্যে আমোদ অনুভব করিতেছে। ১৩ সে দিবস (তাহাদিগকে) পশ্চাৎ দেশ হইতে ধাক্কা দিতে দিতে জাহান্নমের দিকে ধাক্কা দিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। ১৪ (তাহাদিগকে বলা হইবে) ইহাই সে অগ্নি যৎসম্বন্ধে তোমরা অসত্যারোপ করিতেছিলা। ১৫ ইহা কি ইন্দ্রজাল? অথবা তোমরা কি ইহা (স্বচক্ষে) দেখিতে পাইতেছ না? ১৬ ইহাতে প্রবিষ্ট হও। তদনন্তর তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, বা অধৈর্য্য হও, উভয় তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যাহা করিতেছিলা, নিশ্চয় তাহারই বিনিময় তোমাদিগকে দেওয়া হইতেছে। ১৭ (সে দিবস) পাপ পরিবর্জ্জনকারিগণ, নিশ্চয়ই বহু উদ্যানে এবং বহু সম্পদ মধ্যে (অবস্থান করিবে), ১৮ তাহাদের প্রতিপালক যাহা তাহাদিগকে দান করিবেন, তজ্জন্য, এবং তাহাদিগকে যে জাহান্নমের অগ্নি হইতে রক্ষা করিবেন তজ্জন্য, তাহা তাহারা সম্ভোগ করিতে থাকিবে। ১৯ (তাহাদিগকে বলা হইবে,) তোমরা যাহা করিয়াছিলা তাহার বিনিময় স্বরূপ পরিতৃপ্ত হইয়া (কর্ম্মের) সুফল ভোগ এবং পান কর। ২০ তাহারা সুবর্ণমণ্ডিত সিংহাসনে উপবেশন করিবে, এবং আমি সুনয়না হূরী (দিব্যাঙ্গনা) গণকে তাহাদের সহিত উদ্বাহিত করিব। ২১ এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং যাহাদের সন্তানগণ বিশ্বাসের সহিত তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের সহিত উক্ত সন্তানগণকে সংমিলিত করিয়া দিব, তজ্জন্য তাহাদের সুকর্ম্মের পরিমাণ হ্রাস করা হইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি সে যাহা করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ২২ এবং পাপ বর্জ্জনকারিগণ যখন যে ফল এবং মাংস অভিলাষ করিবে,

তখনই তাহা তাহাদিগকে প্রদান করিব। ২৩ তথায় একজন অন্য জনকে সাদরে সুরা পাত্র প্রদান করিবে। সে সুরা এমত যে তাহাতে প্রলাপেচ্ছার উদ্রেক হয় না, এবং তাহাতে কাহারও পাপেচ্ছারও উদ্রেক হয় না।২৪ এবং তাহাদের কিঙ্করগণ (সুরা পাত্র সহ) ঘুরিয়া বেড়াইবে। (স্বর্গবাসিগণের সেই সুন্দর চিরবালক কিঙ্করগণকে দেখিয়া বোধ হইবে) যে সকল মুক্তা (সযত্নে) আবৃত (করিয়া রাখা হয়) সেই সকল (মুক্তার) ন্যায় তাহারা সুন্দর। ২৫ এবং তাহাদের এক জন অন্য জনের অভিমুখী হইয়া আলাপ করিবে। ২৬ তাহারা বলিবে, আমরা সত্য সত্যই ইতঃপূর্ব্বে আমাদের স্বগণদের মধ্যে (মন্দ কর্ম্মের মন্দফল স্মরণ করিয়া) ভীত থাকিতাম, ২৭ তজ্জন্য আল্লাহ আমাদের উপরে মহানুগ্রহ করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে উত্তপ্ত বাত্যার মহা যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ২৮ আমরা ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাকেই বারম্বার আহ্বান করিতাম, নিশ্চয়ই তিনি মহানুগ্রহকারী, মহা দয়াবান। (১।২৮)

২৯ (হে নবী) তুমি উপদেশ প্রচার করিতে থাক। তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালক যে মহানুগ্রহ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত তুমি (অপদেবতা প্রত্যাদিষ্ট) দৈবজ্ঞ নহ, এবং (জিনাশ্রিত) ক্ষিপ্তও নহ। ৩০ তাহারা বলিতেছে, বরং সে এক জন কবি, (এই শক্তি শীঘ্রই লোপ হইবে) আমরা তাহার জন্য (সেই) সময়ের অপেক্ষা করিতেছি। ৩১ (হে নবী) তুমিও বল, তোমরা অপেক্ষা করিয়া থাক, আমিও তোমাদের সহ (তোমাদের পতনের) অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম। ৩২ এমতস্থলে তাহাদের বুদ্ধি কি তাহাকে এইরূপ (মায়াবী, মন্ত্র-মুগ্ধ, বিকৃত বুদ্ধি-কবি) বলিতে বাধ্য করিতেছে? ফলতঃ তাহারা সীমাতিক্রমকারিগণের অন্তর্গত। ৩৩ (তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না) বরং বলিতেছে

মোহাম্মদ (দঃ) তাহা রচনা করিয়াছে। ৩৪ যদি তাহারা সত্যবাদী (যে, ইহা মানুষের রচনা) তাহা হইলে, তাহার অনুরূপ কথা উপস্থিত করুক, ৩৫ (তাহাদের উপাস্যগণ) কি কিছু হইতে সৃষ্ট হয় নাই? তাহারা কি স্বয়ং (স্ব) সৃষ্টিকর্ত্তা? ৩৬ তাহারা কি আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে? তথাপি তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না। ৩৭ তোমার প্রতিপালকের ধন ভাণ্ডার কি তাহাদের অধিকারে রহিয়াছে? অথবা তাহারা কি তাহার রক্ষক (যে, হে নবী আমি তোমাকে পয়গম্বর পদ দান করিতে অক্ষম?) ৩৮ তাহাদের নিকট কি (স্বর্গের) সোপান আছে যে (আল্লাহর নিকট হইতে) শুনিয়া আসিয়াছে, (যে মোহাম্মদ (দঃ) রসুল নহে? এবং কোর্-আন্ তাঁহার অবতারিত নহে?) যদি তাহাই হয় (যে এক জন স্বর্গে উঠিয়া ইহা জানিয়া আসিয়াছে) তাহা হইলে প্রকাশ্য নিদর্শন সহ তাহারা তাহাদের (সেই) শ্রোতাকে উপস্থিত করুক। ৩৯ (তাহারা কি ইহাও দেখিয়া আসিয়াছে যে) যদিও তাহাদের পুত্রও জন্মে, (কিন্তু) আল্লাহর (কেবল) কন্যা! ৪০ (হে নবী) তুমি তাহা দিগকে কি পারিশ্রমিক উপস্থিত করার আদেশ করিয়াছ যে তাহারা ঋণভারে আক্রান্ত হইয়াছে? ৪১ অথবা তাহাদের অধিকারে কি, (সমস্ত সৃষ্টি যাহাতে বিদ্যমান সেই) গুপ্ত (লওহ মহফুজ রহিয়াছে যে) তাহা হইতে তাহারা লিখিয়া লইতেছে (যে কেয়ামত, রেসালত, নবুয়ত সত্য নহে?) ৪২ (বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্ত্তে) বরং তাহারা (তোমাকে বধ করার জন্য) কৌশল অবলম্বন করিতেছে, ফলতঃ অবিশ্বাসকারিগণই কৌশলে জড়িত হইতেছে। ৪৩ আল্লাহ ব্যতীত কি তাহাদের অন্য কোনও উপাস্য আছে? তাহারা যে তাঁহার সহিত উপাস্য যোগ করিতেছে, তাহা হইতে তিনি পবিত্র। ৪৪ তাহারা প্রত্যক্ষতঃই এমত অবিশ্বাসকারী যদি তাহারা তাহাদের উপরে আকাশের

একখণ্ড অবতীর্ণ হইতে দেখে, বলিবে, বহুস্তর একত্রীভূত মেঘ (নামিয়া আসিতেছে।) ৪৫ (হে নবী) তাহারা যাবৎ তাহাদের সে দিবস যে দিবস তাহাদিগকে অচেতন করা হইবে, তাহার সাক্ষাৎ না করে, তাবৎ তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর। ৪৬ সে দিবস তাহাদের কৌশল তাহাদের কোন কাজে আসিবে না, এবং তাহারা কোনও সহায়ও পাইবে না। (বদরে এই শাস্তি কাফের শক্তির উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ সেই যুদ্ধে হত হইয়াছিল এবং তাহাদের শক্তি অতি দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল)। ৪৭ এবং যাহারা অত্যাচারী হইয়াছিল তাহাদের অর্থাৎ ঐ শত্রুগণের) জন্য এতদ্ব্যতীত (পরলোকে) আরও যন্ত্রণা, কিন্তু তাহাদের অনেকেই তাহা অবগত নহে। ৪৮ হে নবী তোমার প্রতিপালকের আদেশানুযায়ী ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, যেহেতু তুমি আমার চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছ, এবং যখন তুমি (নিশাবসানে) গাত্রোত্থান কর, তখন তোমার প্রতিপালকের গুণানুবাদ সহ তাঁহার পবিত্রতার জপ কর, ৪৯ এবং রজনীর কতক অংশে (মগরব, এশা, তহজ্জুদে) তাঁহার পবিত্রতাবাদ কর, এবং তারকা সকলের অদৃশ্য হওয়ার পরেও (তাঁহার পবিত্রতাবাদ কর।) ২।৪৯

নজ্‌ম-নক্ষত্র।

মক্কাবতীর্ণ ৫৩ সংখ্যক সূরা।

এই সূরার মর্ম্ম :—

১ম রুকু :—নক্ষত্র সকলের শপথ পয়গম্বর পথভ্রষ্ট বা ভ্রান্ত বা কাল্পনিক নহেন; তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা প্রত্যাদেশ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাণী; জিব্‌রাইল তাহা তাঁহাকে শিখাইতেছেন; তিনি তাঁহাকে দুইবার দেখিয়াছেন, প্রথম বার যখন কোর্-আন প্রথম আনয়ন করেন, দ্বিতীয় বার মেরাজের মহা রজনীতে, যখন তিনি সর্ব্বস্রষ্টাকে দর্শন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহা হইতে বহুজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; হে আরবগণ, তোমরা কি তোমাদের উপাস্য দেবী লাত, ওজ্জা, মনওয়াকে, তাহাদের প্রকৃত আকারে দেখিয়াছ? তাহারা তোমাদের কল্পিত মূর্ত্তি মাত্র, অথচ তোমাদের নিকট পথ প্রদর্শক কোর্-আন এবং পয়গম্বর আসিয়াছে; ঐ দেবীগণের নিকট হইতে কিছু আশা করা বিফল, সকল আশাই কি সফল হয়?

২য় রুকু:—স্বর্গলোকে বিদ্যমান অগণিত ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে কেবল তাহাদেরই মঙ্গল প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়, যাহাদিগকে ঐ মর্য্যাদা প্রদান করা হইয়াছে; যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাহারাই ফেরেশ্‌তাগণের পূজা করে; তাহাদের জ্ঞান কেবল এই জড়জগতে সীমাবদ্ধ; কিন্তু কর্ম্মের ফল ভোগ নিশ্চয়; যাহারা মহাপাপ যথা নাস্তিকতা, বহু উপাস্যাবলম্বন, পরকালে, কর্ম্মফলে অবিশ্বাস ত্যাগ করে, তাহারা পুরস্কৃত হইবে; যে দিশাপ তাহাকে তিনি জানেন,

তিনি তোমাদিগকে মাতৃগর্ভ হইতে জানেন, তুমি নিজকে নিষ্পাপ মনে করিও না;

৩য় রকু:—পাপীকে নিজের পাপভার বহন করিতে হইবে, অন্যে তাহা বহন করিবে না; ইব্রাহীমের গ্রন্থে এবং মুসার গ্রন্থেও এই বিধি আছে যে, ভারাক্রান্ত ব্যক্তি অন্যের ভার বহন করে না; যে, যে চেষ্টা করে তৎব্যতীত সে প্রাপ্ত হয় না, তাহার কার্য্যের ফল মরণের পর হইতে ভোগ করে, এবং কেয়ামতে পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়; তোমার প্রতিপালকই তাহার শেষ মীমাংসাকর্ত্তা; তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান, তিনিই প্রাণ দান করেন, তিনিই তাহা হরণ করেন; তিনি বীর্য্য বিন্দুকে মনুষ্যাকার প্রদান করেন, এবং তিনিই মরণের পর সমুত্থিত করেন, তিনিই ধনী করেন; তিনিই দরিদ্র করেন, যে নক্ষত্র-গণকে তাহাদের উপাসকগণ পূজা করে, তিনিই তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা; তিনি পাপিষ্ঠদল সকলকে ইহলোকে ধ্বংস করিয়াছেন, তিনিই পয়গম্বর এবং গ্রন্থ প্রদান করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার কোনটি অনুগ্রহ নহে? পয়গম্বর মোহাম্মদও তাহাদের অন্তর্গত; কেয়ামত, যৎ সম্বন্ধে তাহারা উপদেশ করিয়াছেন, নিত্য নিকটবর্ত্তী হইতেছে, হে অবিশ্বাসকারিগণ তোমরা হাসিতেছ, তোমাদের ক্রন্দন করা এবং সতর্ক হওয়া উচিত, হে মনুষ্যগণ, তাঁহাকে সিজ্দা দাও, এবং তাঁহারই উপাসনা কর।

নজ্‌ম-নক্ষত্র

মক্কাবতীর্ণ ৫৩ সংখ্যক, সূরা (২৩।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা,

আল্লাহর নামে আরম্ভ। ১।৫৩২৭

১। নক্ষত্রের শপথ যখন তাহা উদয় হয়, (বা অস্তগমন করে,, অথবা যে বিশেষ নক্ষত্র মহা পয়গম্বরের জন্ম সময় উদয় হইয়াছিল, অথবা নক্ষত্রের ন্যায় ভব সমুদ্রে পথপ্রদর্শক কোর্‌-আনের, অথবা মেরাজ রজনীতে স্বর্গ লোকে উদিত মোহাম্মদ নক্ষত্রের, অথবা একত্ববাদ গগনে উদিত মোহাম্মদ পয়গম্বরের শপথ।) ২ (হে অবিশ্বাসকারিগণ,) তোমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সঙ্গী পথভ্রষ্ট নহে, এবং পথভ্রান্তও নহে, ৩ এবং (যাহা সে বলিতেছে তাহা) কল্পনার প্ররোচনাতে বলিতেছেন, না, ৪ তাহা যাহা সে প্রত্যাদিষ্ট হইতেছে সেই প্রত্যাদেশ ব্যতীত নহে, ৫ মহাশক্তি সম্পন্ন (ফেরেশ্‌তা জিব্‌রাইল) তাহাকে শিক্ষা দিতেছে ৬ সে আকার ধারণ করিয়াছিল, তৎপর দণ্ডায়মান হইয়াছিল, ৭ এবং তখন জিব্‌রাইল আকাশ প্রান্তের উর্দ্ধে ছিল; ৮ তৎপর নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, তখন অবতীর্ণ হইল, ৯ তখন (পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে সংলগ্ন) দুই ধনুক অথবা তাহা হইতেও সন্নিকটস্থ হইয়াছিল। ১০ তদনন্তর তাঁহার দাসের প্রতি (বহুবিধ জ্ঞান) প্রত্যাদেশ করিয়াছিল, যাহা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিল। (অথবা ৮ তদনন্তর [জিব্‌রাইল স্পর্শ করণান্তর হজরত মোহাম্মদের অন্তশ্চক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছিল, তিনি আল্লাহর] সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদনন্তর তাঁহার সম্মুখে সভক্তি সিজ্‌দাতে নিপতিত হইয়া) মস্তকাবনত

করিয়াছিলেন। (ত:কা) ৯ এতদ প্রযুক্ত (পরস্পর পৃষ্ঠ সংলগ্ন) দুই ধনু, অথবা তাহা হইতেও অদূরবর্ত্তী হইয়াছিল। ১০ তদনন্তর আল্লাহ তাহার দাস (মোহাম্মদের) প্রতি (তাহা) প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন (যে মহাজ্ঞান) প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিল)। ১১ (হে অবিশ্বাসকারিগণ) যাহা সে দর্শন করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তাহার হৃদয় তাহাকে মিথ্যা বলে নাই। ১২ এমত হইলেও সে যাহা দেখিয়াছিল তৎসম্বন্ধে তাহার সহিত কেন তর্ক বিতর্ক করিতেছ? ১৩ এবং সত্যই জিব্রাইলকে মোহাম্মদ (মীরাজের উন্নতিলাভের রজনীতে ঊর্দ্ধ এবং অধঃ লোকের) সীমান্তস্থিত সাদরা নামক (মহাবৃক্ষের) নিকট পুনর্ব্বার দেখিয়াছিল। ১৫ তাহার (ঐ সীমান্তস্থিত মহা তরুর) নিকট (মহাত্মা, মহা ফেরেশ্তা মহা সাধুগণের) অবস্থানের উদ্যান। ১৬ তৎকালে ঐ সেদরা (নামক তরুবরকে যাহার মূল ভূলোকে এবং যাহার শাখা প্রশাখা দ্যুলোকে বিস্তৃত তাহাকে অবর্ণনীয় জ্যোতির্ম্ময় তাহাই) আবৃত করিয়াছিল যাহা (তাহাকে) আবৃত করিয়া লইয়াছিল। ১৭ তাহার (হৃদয়ের) চক্ষু (আল্লাহ ব্যতীত) অন্যের অভিমুখী হয় নাই, এবং তাহা সীমাও অতিক্রম করে নাই, (তৎকালে তিনি আল্লাহর সৌন্দর্য্য ব্যতীত অন্য আর কিছুতেই দৃষ্টিপাত করেন নাই। [ত:ক] ১৮ (সেই উন্নতিলাভের রজনীতে) পয়গম্বর তাহার প্রতিপালকের মহা নিদর্শন (আর্‌শ, কুর্‌সী, লওহ, কলম, জন্নত, জহীম, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ফেরেশ্তামণ্ডলী প্রভৃতি) দর্শন করিয়াছিল।

১৯। (হে ফেরেশ্তা দেবী পূজকগণ,) তোমরা বৃহৎ মূর্ত্তি লাত, (বৃক্ষাকার) উজ্জা, ২০ এবং অন্য তৃতীয় (মূর্ত্তি বৃহৎ এক খণ্ড প্রস্তর) মন্‌ওয়াকে-১৯ কি তাহাদের প্রকৃত আকারে দেখিয়াছ? ২১ (তোমরা বলিতেছ ইহারা আল্লাহের, কন্যা, তোমরা পুত্রও জন্মাও, কিন্তু তিনি কেবল

কন্যাই জন্মাইয়া থাকেন ! ২২ তোমরা যে (ইহাদের দ্বারা তাঁহার ক্ষমতা) ভাগ করিয়াছ তাহা নির্ভয় অযোগ্য, ২৩ তোমরা যাহার (পূজা কর,) তাহা নাম ব্যতীত নহে, তোমরাই (কল্পনাক্রমে) তদ্রূপ নাম করণ করিয়াছ,) তোমরা এবং তোমাদের পিতৃ-পুরুষগণ, (ঐ সকল নামার্পণ করিয়াছ,) তৎসম্বন্ধে আল্‌লাহ্‌ কোনও প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। (যাহারা তাহাদের পূজা করে) তাহারা মাত্র কল্পনার এবং মনের ইচ্ছার অনুসরণ করে ; যদিও তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের নিকট পথপ্রদর্শক আসিয়াছে (তথাপি তাহারা এই কাল্পনিক দেব দেবী পূজা হইতে নিবৃত্ত হয় না।) ২৪ (আল্‌লাহ্‌র কন্যা দেবীগণ তাহাদিগকে ইহলোকে ধন স্বাস্থ্যাদি দান করিয়া এবং পরলোকে আল্‌লাহ্‌র নিকট অনুরোধ করিয়া সাহায্য করিবে তাহারা এইরূপ আশা করিতেছে ; কিন্তু) মনুষ্যগণ যে সকল আশা করে, তাহা সমস্ত কি পূর্ণ হয়? ২৫ ফলতঃ ইহকাল এবং পরকাল আল্‌লাহ্‌র উপরে নির্ভর করে। ১।২৫

২৬ এবং (যদিও) স্বর্গলোকে অগণিত ফেরেশ্‌তা বিদ্যমান (তথাপি কাহারও জন্য) তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা কিঞ্চিতও কার্য্যকরী হইবে না, কিন্তু যাহাকে ইচ্ছা এবং যাহার প্রতি আল্‌লাহ্‌ প্রসন্ন তাহাকে অনুমতি প্রদানের পর (তাহার মঙ্গল প্রার্থনা সাহায্যকারী হইবে।) ২৭ যাহারা পরকালে বিশ্বাসী নহে, তাহারাই ফেরেশ্‌তাগণকে নারী বাচক নাম প্রদান করে, (বলে যে ইহারা ধন, স্বাস্থ্যদাতৃ, যদি পরকাল থাকে আল্‌লাহ্‌ ইহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।) ২৮ ফলতঃ তাহাদের সম্বন্ধে ইহাদের কোনও জ্ঞান নাই ; ইহারা কল্পনা ব্যতীত অনুসরণ করে না ; কিন্তু প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে কল্পনা লাভবান করিতে অক্ষম। ২৯ অতএব (হে নবী) আমার উপাসনা হইতে যাহারা মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, এবং কেবল এই পার্থিব

জীবনকেই ভালবাসে তুমি তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লও; ৩০ ইহাই (এই জড় জগতই) তাহাদের জ্ঞানের চরম সীমা। নিঃসন্দেহই তোমার প্রতিপালক, কে পথভ্রষ্ট এবং কে পথপ্রাপ্ত, তাহা ভাল করিয়া জানেন। ৩১ দ্যুলোকে এবং ভূলোকে যাহা কিছু বিদ্যমান তাহা সমস্ত তাঁহারই, এই জন্য যাহারা তাহাদের কর্ম্মের দ্বারা পাপ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহার প্রতিফল প্রদান করিতে, এবং যাহারা সুকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে যাহা উত্তম তদ্দ্বারা পুরস্কার প্রদান করিতে তিনি সক্ষম। ৩২ তাহারাই (পুরস্কৃত হইবে) যাহারা লঘু পাপ সত্বেও মহা পাপ এবং লজ্জাকর দূষণীয় কার্য্য বর্জ্জন করিয়াছে। নিঃসন্দেহই তোমার প্রতিপালকের মার্জ্জনার সীমা অতি বিস্তৃত। (মহা পাপ যথা নাস্তিকতা, বহু উপাস্যাবলম্বন, হত্যা, চুরি, মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি। লজ্জাকর দোষণীয় কার্য্য ব্যভিচার এবং তদনুরূপ কার্য্য।) হে মনুষ্যগণ, যখন তিনি তোমাদিগকে রেতঃ(বিন্দু) মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করেন। এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণ মাত্র ছিলা (তখন হইতে) তিনি তোমাদিগকে বিশেষ করিয়া জানেন; এমতস্থলে তোমাদের আত্মাকে নিষ্পাপ বলিয়া প্রকাশ করিও না। কোন ব্যক্তি পাপ পরিহারকারী তাহা তিনি উত্তমরূপে জানেন। ২।৭—৩২

৩৩ (হে শ্রোতা) তুমি কি'সে ব্যক্তিকে দেখিয়াছ যে (কোর্-আন সত্য বুঝিয়াও) মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে? ৩৪ এবং যে ব্যক্তি (তাহার পাপ ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে অঙ্গীকৃত অর্থের) অতি অল্প অংশ প্রদান করিয়া (অবশিষ্ট) স্থগিত করিয়াছে? (তুমি কি এই নির্ব্বোধ ওলিদ-বিন্-মুগিরাকে দেখিয়াছ?) ৩৫ অহো সে কি যাহা গুপ্ত তাহা অবগত হইয়াছে? তৎপর সে অর্থাৎ ওলিদ কি দেখিয়া লইয়াছে (যে সে অপর ব্যক্তির পাপ স্বস্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছে?)। ৩৬

মূসার গ্রন্থের ৩৭ এবং ইব্রাহিমের, যে (আল্লাহর সমস্ত আদেশ) সম্পূর্ণ পালন করিয়াছিল তাহারও গ্রন্থে কি আছে, ৩৬ তাহা কি অবগত করান হইয়াছে? ৩৮ (ঐ উভয়) গ্রন্থে (এই বিধি যে) ভারাক্রান্ত কোনও ব্যক্তি অন্যের ভার বহন করে না; ৩৯ এবং মনুষ্য যাহা চেষ্টা করে; তদ্ব্যতীত সে প্রাপ্ত হয় না; ৪০ এবং ইহাও যে তাহার চেষ্টা শীঘ্রই (মরণের পরই কবরলোকে) প্রদর্শিত হইবে, ৪১ তৎপর তাহাকে (কেয়ামতে) পূর্ণ পরিমাণ বিনিময় দেওয়া হইবে, ৪২ এবং ইহাও যে তোমার প্রতিপালকের দিকেই (তাহার) শেষ (মীমাংসা)। ৪৩ এবং ইহাও যে তিনিই হাসান, এবং তিনিই কাঁদান ৪৪ এবং ইহাও যে তিনিই জীবন হরণ করেন, এবং তিনিই জীবন দান করেন; ৪৫ এবং ইহাও যে ৪৬ তিনিই নিষিক্ত রেতঃ হইতে, ৪৫ মনুষ্যগণকে নরনারী দ্বিবিধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; ৪৭ এবং ইহাও যে পরবর্ত্তী সমুত্থান তাঁহারই উপর অর্পিত; ৪৮ এবং ইহাও যে তিনিই নিশ্চিন্ত করণ পরিমাণ প্রদান করিয়াছেন, এবং তিনিই ধনবান করিয়াছেন; ৪৯ এবং ইহাও যে, (শাওবা প্রভৃতি তারকা যাহার পূজা করা হয় তাহা সকলের) তিনিই রক্ষাকর্ত্তা; ৫০ এবং ইহাও যে প্রাথমিক আদগণকে তিনিই ধ্বংস করিয়াছেন, ৫১ এবং সমুদ (পরবর্ত্তী আদ) গণকে অবশিষ্ট রাখেন নাই; ৫২ এবং তৎপূর্ব্বে নূহের দলকেও, (বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারা পাপাচারী, সীমালঙ্ঘনকারীর দল ছিল। ৫৩ এবং (লূতের পাপিষ্ঠ স্বজাতীয়গণের) বিপর্য্যস্ত নগর সকলকে অধঃপাতে দিয়াছিলেন, ৫৪ তৎপর যাহা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, (অর্থাৎ মরুসাগর এবং ভগ্নাবশেষ) তাহা আচ্ছন্ন করিয়া লইয়াছিল। ৫৫ এমত স্থলে (তোমাদের মঙ্গলের জন্য গ্রন্থ এবং পয়গম্বর প্রেরণ প্রভৃতি) যে মহানুগ্রহ তিনি করিয়া-

ছেন, তাহার কোনটির সম্বন্ধে তোমরা তর্ক করিতে উদ্যত? ৫৬ (হে মনুষ্যগণ,) এই সতর্ককারী (পয়গম্বর মোহাম্মদ) পূর্ববর্ত্তী সতর্ককারি (পয়গম্বর) গণের অন্তর্গত।

৫৭ (হে শ্রোতা কেয়ামত) যাহা অবশেষে নিকটবর্ত্তী হইবে, (নিত্য নিত্য) নিকটবর্ত্তী হইতেছে; ৫৮ তাহা (অর্থাৎ তাহার ঘটিবার মুহূর্ত্ত) আল্লাহ ব্যতীত অন্যে প্রকাশ করিতে অক্ষম। ৫৯ অহো তোমরা (কোর্-আনের এই) বাণী অতি আশ্চর্য্য মনে করিতেছ; ৬০ এবং (তাহা শুনিয়া) হাসিতেছ; কিন্তু (হায়) কাঁদিতেছ না! ৬১ এবং অসতর্ক রহিয়াছ। ৬২ অতএব (হে মানবগণ) তোমরা আল্লাহ্র (আদেশ পালন রূপ) সিজ্দাতে নিপতিত হও, এবং তাঁহারই উপাসনায় রত থাক। ৩।৩০ = ৬২

ক'মর-চন্দ্র।

মক্কাবতীর্ণ ৫৪ সংখ্যক সূরা (৩৭।)

এই সূরার মর্ম্ম :—

১ম রুকু :—পয়গম্বরের অঙ্গুলি প্রদর্শন মাত্র চন্দ্র বিখণ্ডিত হইল, তথাপি তিনি যে পয়গম্বর তাহা আবু জহল বিশ্বাস করিল না, বরং ইহা মহা যাদু এই মত প্রকাশ করিল; ইহা কেয়ামত নিকট তাহারও

প্রমাণ, সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, যথা সময় প্রকাশিত হইবে, তথাপি কেয়ামতে কর্ম্ম ভোগ সম্বন্ধের সতর্ক করণ অনেককে লাভবান করিল না; সেই সময় আগত হইলে, ধ্বংশ প্রাপ্ত এই বিশ্বের পর যে আধ্যাত্ম পৃথিবী প্রকাশিত হইবে, তাহা হইতে মৃত ব্যক্তির আত্মা সকল শরীর ধারণ করিয়া বাহির হইয়া আসিবে; এবং কর্ম্ম ফল ভোগ করিবে, ইহা শুনিয়া নুহের স্বজাতীয়গণ তাহাকে মতিভ্রষ্ট, অথবা মিথ্যা বলার জন্য তিরস্কৃত হওয়ার উপযুক্ত বলিয়াছিল, তখন এই পাপাচারিগণকে জল-মগ্ন করিয়া বিনষ্ট করা হইয়াছিল; যদিও সহজ ভাষায় কোর্-আন ইহা শিক্ষা দিতেছে, কিন্তু কেহ বিশ্বাস করিতেছে না; আদগণ ও তাহাদের পয়গম্বরের সতর্ক করণ বাণী অগ্রাহ্য করিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল, কোর্-আন স্পষ্ট ভাষায় তাহা শিক্ষা দিতেছে, কিন্তু কেহ বিশ্বাস করিতেছে না;

২য় রুকু:—সমুদগণও তাহাদের পয়গম্বরের সতর্ককরণ বাণী অগ্রাহ্য করিল, তাঁহাকে পাগল মনে করিল; যদিও অবিশ্বাসকারিগণ যেমন বলিয়াছিল তদ্রূপ একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী তাঁহার প্রার্থনা মত পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছিল, ইহারাও ধ্বংস হইল; তদ্রূপ পয়গম্বরের সতর্ককরণ বাণী অগ্রাহ্য করিয়া লুতগণ মহা শাস্তিগ্রস্ত হইল; যদিও কোর্-আন স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করিতেছে, তথাপি আরবগণ সতর্ক হইতেছে না;

ক'মর-চন্দ্র।

মক্কাবতীর্ণ ৫৪ সূরা (৩৭।)

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ। ১।৫৪।২৭

১। মুহূর্ত্ত (অর্থাৎ কেয়ামত) নিকটস্থ হইয়াছে, এবং চন্দ্র খণ্ডিত হইল; ২ এবং যদি ইহারা কোনও প্রমাণ দর্শন করে তথাপি মুখ ফিরাইয়া লয়, এবং বলে ইহা প্রবল মায়া, ৩ এবং ইহারা (পয়গম্বরকে) অসত্যারোপ করে, এবং তাহাদের অভিলাষের অনুসরণ করে। ফলতঃ সমস্ত বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। (যে কতক জন নিয়তি মত বিশ্বাসকারী, কতক জন অবিশ্বাসকারী, কতক জন স্বর্গী, কতক জন নারকী হইবে)। ৪ এবং নিশ্চয়ই তাহাদের নিকট এমত সংবাদ আসিয়াছে যাহাতে ভয় করিবার বিষয় আছে, যাহা পূর্ণ জ্ঞানের কথা, তথাপি, ভয়প্রদর্শক (তাহাদের জন্য) লাভদায়ক হইল না। ৬ অতএব তুমি আপন মুখ তাহাদিগের দিক হইতে ফিরাইয়া লও; এক দিবস আহ্বানকারী তাহাদিগকে অপ্রীতিকর বিষয়ের দিকে আহ্বান করিবে। ৭ তাহাদের দৃষ্টি (চিন্তায়) নিম্নাভিমুখী হইবে; তাহারা বিচ্ছিন্ন পতঙ্গ পালের ন্যায় তাহাদের (নব প্রকাশিত) সমাধি সকল হইতে বাহির হইয়া আসিবে। (আত্মা শরীর ধারণ করিয়া পঙ্গ পালের ন্যায় ইহলোকে নিত্য আবির্ভূত হইতেছে, এবং ইহা শরীর ত্যাগ করিয়া অজড় শরীরে সমাধি লোকেও পঙ্গ পালের ন্যায় নিত্য উপস্থিত হইতেছে, আবার পঙ্গ পালের ন্যায় কেয়ামত লোকে যথোপযুক্ত শরীরে দলে দলে আবির্ভূত

হইবে।) ৮ তাহারা আহ্বানকারীর দিকে ধাবিত হইবে। অস্বীকার-কারিগণ বলিবে অত্র কষ্টকর দিবস। ৯ ইহার পূর্ব্বে নূহের (উপদিষ্ট) দল অসত্যারোপ করিয়াছিল, এবং আমার দাসের প্রতি মিথ্যাবাদী হওয়ার দোষারোপ করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল এ ব্যক্তি মতিভ্রষ্ট এবং তিরস্কৃত (হওয়ার উপযুক্ত।) ১০ তখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়াছিল, যে নিশ্চয় আমার উপরে তাহারা প্রাবল্য লাভ করিয়াছে, এমত স্থলে আমাকে সাহায্য কর। ১১ তখন আমি আকাশের দ্বার সকলকে, মুষলধারে পতিত জল সহ খুলিয়া দিলাম; এবং ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া নদী সকল প্রবাহিত করিলাম, তখন নির্দ্ধারিত কার্য্য সম্পাদন জন্য জল সকল সংমিলিত হইল। ১৩ এবং যাহাতে কাষ্ঠফলক এবং লৌহকিলক ছিল তাহার উপরে (অর্থাৎ তাহার বিরাট তরণীর উপরে) তাহাকে বহন করিয়াছিলাম; ১৪ তাহা আমার চক্ষুর সম্মুখে চলিতেছিল, যাহার বিরুদ্ধে তাহারা পাপাচারী হইয়াছিল তাহাকে অর্থাৎ নূহকে বিনিময় প্রদান জন্য (প্লাবন হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল) ১৫ এবং আমি এই ঘটনাকে (পাপাচারী জাতির সহিত কিরূপ ব্যবহার করি তাহার) প্রমাণ স্বরূপ পরিত্যাগ (অর্থাৎ চিরস্মরণীয়) করিলাম। এমত স্থলে কেহ কি উপদেশগ্রাহী আছে? ১৬ এমত স্থলে (ভাবিয়া দেখ) আমার প্রদত্ত শাস্তি কেমন (কঠিন) এবং (আমার) ভয় প্রদর্শন কেমন (সত্য হইয়াছিল)। ১৭ এবং উপদেশ প্রদান জন্য নিশ্চয় আমি কোর্-আন সহজ (বোধগম্য) করিয়াছি, এমত স্থলে, উপদেশগ্রাহী কেহ কি আছে? ১৮ আদগণ অসত্যারোপ করিয়া-ছিল, তখন আমার শাস্তি, এবং ভয় প্রদর্শন কেমন হইয়াছিল? ১৯ সত্যই আমি তাহাদের উপরে চির অশুভ এমত এক দিবসে, প্রচণ্ড বাত্যা প্রেরণ করিয়াছিলাম; ২০ তাহা মনুষ্যগণকে সমূলে উৎপাটিত

করিয়াছিল; (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তাহাদের প্রকাণ্ড মৃত শরীর দেখিয়া বোধ হইতেছিল,) যেন সমূলে উৎপাটিত খর্জ্জুর বৃক্ষের কাণ্ড সকল (পড়িয়া রহিয়াছে।) ২১ এমত স্থলে আমার শাস্তি এবং ভয় প্রদর্শন কেমন? ২২ ফলতঃ উপদেশ করণ জন্য আমি কোর্-আন সহজ বোধ-গম্য করিয়াছি, এমত স্থলে উপদেশগ্রাহী কেহ কি আছ? (১।২২)

২৩ সমূদগণ ভয় প্রদর্শক গণের উপরে অসত্যারোপ করিয়াছিল, ২৪ তাহারা বলিয়াছিল সে আমাদেরই এক জন, সে একক মাত্র, আমরা কি তাহার মতে চলিব? তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বিপথে এবং মতিচ্ছন্নতাতে (পতিত হইবে;) ২৫ আশ্চর্য্য আমাদের মধ্যে তাহারই উপর কি সতর্ককরণ বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে? বরং সে মহা মিথ্যুক এবং গর্ব্বিত। ২৬ ইহারা কল্যই জানিবে কে মহা মিথ্যাবাদী, দর্পকারী! ২৭ সত্যই আমি তাহাদের জন্য উষ্ট্রী (পর্ব্বত গর্ভ হইতে) তাহাদের পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিব, অতএব অপেক্ষা কর, এবং ধৈর্য্য ধারণ কর। ২৮ এবং তাহাদিগকে জ্ঞাত কর যে সমস্ত জল তাহাদের (অর্থাৎ অন্য প্রাণী এবং উষ্ট্রীর) মধ্যে ভাগ করা হইয়াছে, (যে উষ্ট্রী এক দিবস সমস্ত জল পান করিয়া ফেলিবে, এবং অপর দিবস অন্য সমস্ত প্রাণী তাহা প্রাপ্ত হইবে;) ২৮ পান করিবার দিবস সকলকে (পর্য্যায়ক্রমে) উপস্থিত করা হইবে। ২৯ তারপর তাহাদের সঙ্গিগণকে তাহারা আহ্বান করিল, তখন ঐ উষ্ট্রী ধৃত করিল, এবং পশ্চাৎ পদ কাটিয়া দিল। ৩০ তৎপর আমার শাস্তি এবং ভয় প্রদর্শন কেমন হইয়াছিল? ৩১ আমি একমাত্র মহা শব্দ তাহাদের উপর প্রেরণ করিয়াছিলাম, তখন তাহারা পদ দলিত তৃণের ন্যায় হইয়াছিল! ৩২ ফলতঃ উপদেশের জন্য আমি কোর্-আন সহজ করিয়াছি, এমত স্থলে উপদেশগ্রাহী কেহ কি আছে? ৩৩ লূতের স্বজাতীয়গণ সতর্ককারী

গণের উপরে মিথ্যারোপ করিয়াছিল; ৩৪ আমি লূতের পরিবারবর্গ ব্যতীত তাহাদের সকলের উপর নিশ্চয় শিলাবর্ষী ধারা প্রেরণ করিয়াছিলাম; নিশাবসান কালেই তাহাদিগকে (লূত পরিবারকে) উদ্ধার করিয়াছিলাম। ৩৫ ইহা আমার অনুগ্রহ, (যে কর্ত্তব্য পালন করিয়া) অনুগ্রহ স্বীকারকারী হয় তাহাকে এইরূপে আমি উদ্ধার করি। ৩৬ সত্যই সে তাহাদিগকে আমার আক্রমণের ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল, তথাপি তাহারা আমার ভয়প্রদর্শনকারিগণের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেছিল। ৩৭ এবং সত্য সত্যই তাহারা তাহার (সুন্দর বালমূর্ত্তিধারী ফেরেশ্‌তা) অতিথিগণকে উপস্থিত করণ জন্য তাড়না করিতেছিল, তখন আমি তাহাদের দৃষ্টি অপহরণ করিলাম,) এবং অবস্থারূপ বাক্যে বলিলাম) এখন আমার শাস্তির এবং ভয় প্রদর্শনের আস্বাদ গ্রহণ কর, ৩৮ এবং (যাবৎ তাহারা ধ্বংস হয় নাই, তাবৎ) অবস্থানকারী দণ্ড, প্রত্যুষে প্রভাত সহ তাহাদের উপরে উপনীত হইয়াছিল। ৩৯ (অবস্থারূপ বাক্যে বলিয়াছিলাম (এখন আমার শাস্তির এবং সতর্ক করণের আস্বাদ গ্রহণ কর। ৪০ ফলতঃ উপদেশার্থে আমি কোর্-আন সহজ বোধগম্য করিয়াছি, এমতস্থলে উপদেশগ্রাহী কেহ কি আছে? ২।১৮=৪০

৪১ এবং ফের্-অ-উনের স্বগণবর্গের নিকট ভয় প্রদর্শকারিগণ আসিয়াছিল; ৪২ তাহারা আমার সমস্ত নিদর্শনের উপর অসত্যারোপ করিয়াছিল, অতঃশেষে আমি তাহাদিগকে অদম্য এবং দৃঢ়ভাবে ধৃত করিয়াছিলাম। ৪৩ (হে আরবগণ,) তোমাদের ধর্ম্মদ্রোহী গণ কি তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ? অথবা আল্লাহর অবতারিত গ্রন্থে কি তোমাদের জন্য মুক্তি পত্র রহিয়াছে (যে তোমরা পয়গম্বর-বাণী অগ্রাহ্য করিয়াও চির প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রমে শাস্তিগ্রস্ত হইবানা?) ৪৪ তাহারা কি বলিতেছে, আমরা পরস্পরকে সাহায্যকারীর দল, (একতার

জন্ত হঠাৎ কেহ আমাদিগকে পরাজয় করিতে পারিবে না ; ৪৫ এই দল শীঘ্রই পরাভূত হইবে, এবং তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। (এই ভবিষ্যৎ বাণী ছয় বৎসর পর বদরের যুদ্ধে সত্য হইয়াছিল।) ৪৬ (ইহাই শেষ নহে,) বরং কেয়ামত (তাহাদের শাস্তির) অঙ্গীকৃত স্থান, সেই মুহূর্ত্ত তাহাদের জন্ত অতি কঠিন এবং অতি কটু। ৪৭ নিশ্চয় পাপাচারিগণ বিপথে এবং প্রদাহ মধ্যে রহিয়াছে ; ৪৮ যে দিবস তাহাদের বদন-মণ্ডল অগ্নির উপর দিয়া আকর্ষিত হইবে, (অবস্থারূপ বাক্যে বলা হইবে,) এখন নরক স্পর্শের স্বাদ গ্রহণ কর।

৪৯ (হে আরবগণ,) নিশ্চয় সমস্ত বস্তুকেই আমি পরিমাণ বিশিষ্ট (অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে সমস্তই নির্দ্ধারিত) করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি ; ৫০ এবং (সংঘটনীয় বিষয় সম্বন্ধে) আমার আদেশ চক্ষুর এক পলকের অতিরিক্ত নহে, ৫১ এবং সত্যই আমি তোমাদের ন্যায় দল সকলকে ইতঃপূর্ব্বে ধ্বংস করিয়াছি, এমত স্থলে উপদেশগ্রাহী কেহ কি আছে ? ৫২ এবং তাহারা যাহা সমস্ত করিয়াছে ; ৫৩ সমস্ত গুরু এবং লঘু (কর্ম্ম) লিপিত হইয়া ৫২ (লওহ মহফুজ অথবা কর্ম্ম) গ্রন্থ মধ্যে (বিদ্যমান রহিয়াছে)। ৫৪ নিশ্চয়ই ধর্ম্মভীরুগণ স্বর্গীয় উদ্যানে এবং (তাঁহার অনুগ্রহের) নদী (শোভিতরম্য স্থানে) বাস করিবে। ৫৫ তাহারা মহাপ্রভু, মহা শক্তিমানের সান্নিধ্যে সরল বিশ্বাসীগণের (অবস্থানের স্থানে) স্থান প্রাপ্ত হইবে।

[আবু জোহল বলিল, ভ্রাতুষ্পুত্র তোমার পয়গম্বরত্বের প্রমাণ স্বরূপ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখাও। পয়গম্বর অঙ্গুলি প্রদর্শন মাত্র চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া মক্কা পর্ব্বতের দক্ষিণ এবং বাম পার্শ্বে দৃষ্ট হইতে লাগিল। আবু জোহেলের সঙ্গী য়িহুদী তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস স্থাপন করিল, কিন্তু আবু জোহেল বলিতে লাগিল ইহা প্রবল মায়া মাত্র।] ৩।১৫ = ৫৫

রহমান-মহা বদান্য।

মক্কা বা মদীনাবতীর্ণ ৪৫ সংখ্যক সূরা (৯৭।)

এই সূরার মর্ম্ম :—

১ম রুকু :— তিনি মনুষ্যগণকে কোর-আন প্রদান করিয়াছেন, তাহাদিগকে সৃষ্টিও করিয়াছেন, এবং বাক্য দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করার শক্তিও প্রদান করিয়াছেন, তিনি মহা বদান্য; সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বৃক্ষ, লতা, তৃণ তাঁহার আজ্ঞা পালনরূপ সিজ্‌দায় পতিত রহিয়াছে; তিনি সর্ব্বত্র নিয়মের, কর্ত্তব্যের, ধর্ম্মের, ন্যায়ের তুলাদণ্ড স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন; এই তুলাদণ্ডের সমতা নষ্ট করিও না; এবং পরিমাপকেরও হ্রাস বৃদ্ধি করিও না; পৃথিবীকে আমি প্রাণী-বর্গের জন্য স্থাপিত করিয়াছি, এবং তাহাতে ফল. শস্য, সুরভি তৃণ পর্য্যন্ত তাহাদের অভাব পূরণ এবং সুখ সাধন জন্য সৃষ্টি করিয়াছি, কাহাকে কি পরিমাণ দেওয়া হইবে, তাহার তুলাদণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে; তাঁহার কোনওটি অনুগ্রহ কি তোমরা জিন এবং মনুষ্যগণ অস্বীকার করিতে পারে? তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া, সূর্য্যের দ্বারা ঋতু সকলের আবির্ভাব করিয়া, লবণাক্ত এবং মিষ্ট সমুদ্রদ্বয়কে পাশাপাশি প্রবাহিত করিয়া, এবং পৃথক্ রাখিয়া, তাহা হইতে মুক্তা, প্রবাল প্রদান করিয়া, তাহাতে পর্ব্বতের ন্যায় বৃহৎ অর্ণবযান সকলকে রক্ষা করিয়া, তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার কোনওটি অনুগ্রহ কি তোমরা অস্বীকার করিতে পার?

২য় রুকু :— তাঁহার স্বরূপ ব্যতীত সমস্ত বিলুপ্ত হইবে, স্বর্গস্থ, মর্ত্তস্থ সকলই বাক্য এবং অবস্থা দ্বারা তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী, এবং প্রত্যহ তিনি নব নব মহত্ব প্রকাশ করিতেছেন; যদি তিনি তৎক্ষণাৎ শাস্তি প্রদান করেন, তাহা হইতে পলায়ন করা কাহারও সাধ্য নাই; যখন পাপাচারীদল সকলকে শাস্তি দিবার জন্য ধূম এবং অগ্নি প্রেরিত হইবে, কাহারও সাধ্য নাই যে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে; কেয়ামতে সুকর্ম্মের সুফল এবং মন্দ কর্ম্মের মন্দ ফল; এমতস্থলে তাঁহার কোনটি অনুগ্রহ অস্বীকার করিতেছ?

৩য় রুকু :— নিষ্পাপ ব্যক্তিগণের পারলৌকিক উন্নতির উপর আবার উন্নতি, তাহাদের কর্ম্মই উদ্যানের, তাঁহার অনুগ্রহ প্রণালীর, সহচরী হূরীর আকারে প্রকাশিত হইবে; হে মনুষ্য তোমার প্রতিপালক মঙ্গলদাতা, মহা সম্পদাধিপ, মহা সম্পদদাতা।

রহমান-মহা বদান্য।

মক্কা বা মদীনাবতীর্ণ ৫৫ সূরা (৯৭।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১।৫৫।২৭

১। মহা বদান্য (আল্লাহ্) ২। কোর্-আন (পয়গম্বরকে) শিক্ষা দিয়াছেন, ৩ মনুষ্যগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ৪ তাহাকে মনোভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ৫ সূর্য্য এবং চন্দ্র ভ্রাম্যমান রহিয়াছে; ৬ এবং (নভোমণ্ডলস্থ) তারকাপুঞ্জ, (অথবা লতা সমূহ,) এবং (ভূপৃষ্ঠস্থ) তরুরাজি, (স্ব স্ব ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার) সিজ্‌দাতে প্রণত রহিয়াছে; ৭ এবং আকাশকে উন্নত করিয়াছেন, এবং তুলাযন্ত্র সংস্থাপন করিয়াছেন; (ব্যাঃ ২০২;) আকাশস্থ তারকা মণ্ডল হইতে ভূতলস্থ তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তকে তিনি (নিয়মরূপ) পরিমাপকের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন, কোনও স্থলে তাহার ব্যতিক্রম হয় না। নভশ্বরগণের, ভাব, গতি, পথ একই নিয়মের অধীন। উদ্ভিদ শরীরের মূল উপাদান সকল যে পরিমাণে পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত হয়, তাহার কখনও ব্যতিক্রম হইতে পারে না। সর্ব্বত্র নিয়মের তুলাদণ্ড, সুবিচারের তুলাদণ্ড, ন্যায়ের তুলাদণ্ড বিরাজ করিতেছে। ইহকাল এবং পরকালও ধর্ম্ম নীতির তুলাদণ্ডের অধীন।) ৮ এমত স্থলে (হে মনুষ্য) তোমরা এই পরিমাপকের সীমা লঙ্ঘন করিও না, (কোনও স্থলেই ন্যায়ের, কর্ত্তব্যের, তাঁহার আদেশের অন্যথা করিও না।) ৯ এবং পরিমাপক

ন্যায়ের সহিত স্থির রাখিও, এবং কখনই পরিমাপক হ্রাস করিও না, (ব্যাঃ ২০৩) আদান প্রদানে দেয় বস্তুর পরিমাণ হ্রাস করিও না, এবং প্রাপ্য বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া তুলাযন্ত্রের সমতা নষ্ট করিও না, এবং সর্ব্বত্র ন্যায়ের তুলাযন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখিও !) ১০ এবং পৃথিবীকে আমি প্রাণীবর্গের জন্য স্থাপিত করিয়াছি (তাহাতেও পরিমাপক যন্ত্র স্থির রাখা হইয়াছে, যাহাকে যে পরিমাণ যে বস্তু দেওয়া হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না ।) ১১ তাহাতে (স্থানে স্থানে) ফল, এবং (স্থানে স্থানে) আবরণাচ্ছাদিত ফলযুক্ত খর্জ্জুর বৃক্ষ ; ১২ এবং (স্থানে স্থানে) আবরণে রক্ষিত শস্য, এবং (স্থানে স্থানে) সুরভি তৃণ। ১৩ এমতস্থলে, জড় শরীর মনুষ্য, এবং তেজ শরীর জিন্‌, তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোনটি মহাদানের উপরে মিথ্যারোপ করিতেছ (যে তাহা তাঁহার প্রদত্ত নহে ?)

১৪ তিনি মনুষ্য জাতিকে দগ্ধীভূত মৃত্তিকার ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা (অর্থাৎ যাহা বিশ্লেষণ করিয়া উপাদান সকলেতে পরিণত করা যায় না, তাহার দ্বারা) নির্ম্মাণ করিয়াছেন. ১৫ এবং জিন জাতিকে নির্ধূমাগ্নির শিখা দ্বারা গঠিত করিয়াছেন. (তিনিই তোমাদের স্রষ্টা এবং তোমাদের বিদ্যমানতার কারণ ;) ১৬ এমতস্থলে তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের কোনটি মহাদানের উপরে মিথ্যারোপ করিতেছ ? (যে তাহা তাঁহার প্রদত্ত নহে !) ১৭ তিনি (সূর্য্যের) উদয়স্থানদ্বয়ের, এবং অস্তগমনের স্থানদ্বয়ের রক্ষা কর্ত্তা, (তিনি অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত উত্তরায়ণে সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকে উত্তর কোণে উদয় করিয়া, এবং পশ্চিমদিকে উত্তর কোণে অস্ত করিয়া ; এবং দক্ষিনায়ণে সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকে দক্ষিন কোণে উদয়, এবং পশ্চিম দিকে দক্ষিন কোণে অস্ত করিয়া, ঋতু সকলের আবির্ভাব করিয়া,

মনুষ্যগণের অভাব যোগাইতেছেন, এবং পৃথিবীকে সুখের স্থান করিয়াছেন;) ১৮ এমতস্থলেও (হে জিন্ এবং মনুষ্যগণ) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোনটি মহা দানের উপরে মিথ্যারোপ করিতেছ (যে তাহা তাঁহার দান নহে?) ১৯ (তিনি একটি লবণাক্ত, এবং অন্যটি মিষ্ট এমত) সমুদ্রদ্বয়কে প্রবাহিত করিয়াছেন, ঐ সমুদ্রদ্বয় পরস্পর সংমিলিত হইতেছে, (বা সংমিলিত হইবে)। *

২০ তাহা দের উভয়ের মধ্যে এমত এক যবনিকা বিদ্যমান যে, তাহা উভয়ে অতিক্রম করিতে অশক্ত। ২১ এমতস্থলেও তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোনটি মহাদানকে অস্বীকার করিতেছ (যে তাহা তাঁহার দত্ত নহে?) ২৩ ঐ উভয় সমুদ্র হইতে (বৃহৎ) মুক্তা এবং প্রবাল সমূহ (বা ক্ষুদ্র মুক্তা) বাহির হয়; এমতস্থলেও তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোনটি মহাদান (যে তাহা মহাদান নহে বলিয়া) অস্বীকার করিতেছ? ২৪ পর্ব্বতের ন্যায় বৃহৎ ভাসমান অর্ণবযান সকল তাঁহার; ২৫ এমতস্থলেও তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের কোনটি মহাদান সম্বন্ধে মিথ্যারোপ করিতেছ? (যে তাহা তাঁহার দান নহে?) (১৷২৫)

২৬ যাহা সমস্ত বিশ্বের মধ্যে বিদ্যমান তাহা সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, ২৭ এবং কেবলমাত্র, (হে শ্রোতা,) তোমার প্রতিপালকের (অস্তিত্বরূপ) আনন বিদ্যমান থাকিবে, তিনি মহা প্রতাপান্বিত, মহা বদান্য; ২৮ এমতস্থলে তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের কোনটি মহাদান সম্বন্ধে অসত্যারোপ করিতেছ? ২৯ স্বর্গে এবং মর্ত্তে যাহা আছে, (প্রকাশ্য এবং অবস্থারূপ বাক্য দ্বারা,) তাঁহার নিকট অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিতেছে, এবং প্রত্যেক দিবস তিনি (নব নব) মহত্ত্ব

* আধুনিক মতে ইহা সুয়েজ প্রণালী সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী,)

প্রকাশ করিতেছেন; ৩০ এমতস্থলেও (হে জিন্ এবং মনুষ্য,) তোমরা উভয়ে তাঁহার কোন মহাদান অস্বীকার করিতেছ? ৩১ হে (জিন্ এবং মনুষ্যের) সৃষ্টিদ্বয়, আমি তোমাদের (কর্ম্ম) সম্বন্ধে (কেয়ামতে) নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিব; ৩২ (তোমাদের প্রত্যেক কর্ম্মের পূর্ণ পরিমাণ বিনিময় প্রাপ্ত হইবা, এমতস্থলেও) তোমরা উভয়ে তাঁহার কোনটি মহাদান সম্বন্ধে অসত্যারোপ করিতেছ? ৩৩ এবং জিন্ এবং মনুষ্যের দল যদি তোমাদের শক্তি থাকে যে আকাশের এবং পৃথিবীর প্রান্তদেশ দিয়া (পাপের শাস্তি হইতে) পলায়ন করিতে পার, তাহা হইলে পলায়ণ কর, তোমরা (আমার দত্ত) ক্ষমতা (পত্র) ব্যতীত পলায়ন করিতে পারিবা না; ৩৪ এমতস্থলে তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের কোনটি মহা দানের উপরে তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৩৫ তোমাদের উভয় দলের উপরে অগ্নিশিখা এবং ধূম প্রেরিত করা হইবে, তখন তোমরা উভয় দল প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে না; ৩৬ এমতস্থলেও তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের কোনটি মহাদান অস্বীকার করিতেছ? ৩৭ অতঃপর যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে, তখন তাহা গোলাপ পত্রের রক্তিমাভা ধারণ করিবে; (সুকর্ম্মের সুফল প্রাপ্তির দিবস আসিবে,) ৩৮ এমতস্থলেও তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোনটি মহাদান অস্বীকার করিতেছ? ৩৯ তদনন্তর সে দিবস মনুষ্য এবং জিন্‌গণ (কে কি করিয়াছে তাহা) জিজ্ঞাসিত হইবে না; ৪০ এমতস্থলেও তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোনটি মহাদান অস্বীকার করিতেছ? ৪১ পাপাচারীগণকে তাহাদের ললাট দেখিয়াই চেনা যাইবে, তখন তাহারা মস্তকের কেশ, এবং পদ দ্বারা ধৃত হইবে, ৪২ এমতস্থলেও তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের কোনটি মহাদানের উপর অসত্যারোপ করিতেছ? ৪৩ (বলা হইবে) ইহাই সেই জহন্নম

(নরক,) যাহা পাপাচারীগণ বলিত যে সত্য নহে; ৪৪ তাহারা অগ্নি এবং উষ্ণ জলের মধ্যে ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে; ৪৫ এমতস্থলেও তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোনটি মহাদানের উপরে মিথ্যারোপ করিতেছ? ২।২০ = ৪৫

৪৬ এবং যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সম্মুখে (দোষীস্বরূপ) দণ্ডায়মান হইতে ভীত, তাহার জন্য (তৎকাল প্রাপ্ত শরীরের এবং আত্মার তৃপ্তিকর) দুইটি উদ্যান; ৪৭ এমতস্থলেও তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোনটি মহাদানের উপরে অসত্যারোপ করিতেছ? ৪৮ উভয় উদ্যান বহু শাখা (উদ্যান) বিশিষ্ট, ৪৯ এমতস্থলেও তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোনটি মহাদানের উপর মিথ্যারোপ করিতেছ? ৫০ ঐ উভয়ের মধ্যে (ঐশ্বরিক অনুগ্রহের) দুইটী নদী প্রবাহিত; ৫১ এমতস্থলেও তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের কোনটি মহাদানে তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৫২ ঐ উভয়ের মধ্যে (আত্মার এবং শরীরের তৃপ্তিকর প্রযুক্ত) সমস্ত ফল দ্বিবিধ; ৫৩ এমতস্থলেও তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের কোনটি অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করিতেছ? ৫৪ যে শয্যার আবরণ এমত বহু মূল্য যে তাহার আস্তর ইস্তবরক (নামক স্বর্গীয় বস্ত্র,) তাহার উপরেতে তাহারা উপাধানাবলম্বনে উপবিষ্ট থাকিবে, এবং উভয় উদ্যানের ফল সকল সন্নিকটস্থ হইয়া থাকিবে। ৫৫ এমতস্থলেও তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোনটি মহাদানে অসত্যারোপ করিতেছ? ৫৬ ঐ উভয় উদ্যানে অবনত নয়না, (তোমাদের সুকর্ম্মের মূর্ত্তি দিব্যাঙ্গনা,) বিরাজিত; (ইহারা সম্পূর্ণ নব সৃষ্টি প্রযুক্ত) জিন্‌ বা মনুষ্য (ইতঃপূর্ব্বে) ইহাদিগকে (দর্শনরূপ) স্পর্শও করে নাই; ৫৭ এমতস্থলেও তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের

কোনটি মহাদানে অসত্যারোপ করিতেছ? ৫৮ তাহারা (সেই সুকর্ম্মের মূর্ত্তি সকল অতি যত্নে রক্ষিত) লালমণি এবং প্রবালের ন্যায়; ৫৯ এমতস্থলেও তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের কোনটি মহাদানের উপরে অসত্যারোপ করিতেছ? ৬০ যাহা প্রশংসনীয় তাহার বিনিময় কি প্রশংসনীয় নহে? ৬১ এমতস্থলেও তোমাদের উভয়ের প্রতি-পালকের কোন্‌টি অনুগ্রহের উপর অসত্যারোপ করিতেছ? ৬২ এবং ঐ দুইটি উদ্যান ব্যতীত (আরও উন্নত অবস্থায়) আরও দুইটি (মহা) উদ্যান রহিয়াছে; ৬৩ এমতস্থলেও তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের কোনটি মহাদানের উপর অসত্যারোপ করিতেছ? ৬৪ ঐ দুইটি উদ্যান ঘোর শ্যামলবর্ণ; ৬৫ এমতস্থলেও তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের কোনটি মহাদানের উপর অসত্যারোপ করিতেছে? ৬৬ ঐ উভয়ের মধ্যে খরস্রোতা দুইটি স্রোতস্বিনী প্রবাহিত; ৬৭ এমতস্থলেও তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের কোনটি মহানুগ্রহের উপরে মিথ্যারোপ করিতেছ? ৬৮ ঐ উভয়ের মধ্যে ফল, খর্জ্জুর, আনার; ৬৯ এমতস্থলেও তোমাদের প্রতিপালকের কোনটি মহাদানের উপর অসত্যারোপ করিতেছ? ৭০ তন্মধ্যে (তোমাদের সুবিশ্বাস, সদেচ্ছা, ঈশা, ভক্তি, ঈশ প্রেম, বিশ্ব-প্রেম, সত্যনিষ্ঠা, সাধুতা প্রভৃতি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া) পবিত্রা, প্রশংসিতা (সঙ্গিনীরূপে) বিরাজিতা; ৭১ এমতস্থলেও তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের কোনটি মহাদানের উপর অসত্যারোপ করিতেছ? ৭২ তাহারা (জ্যোতির্ম্ময়ী) হুর, (তোমাদের স্বর্গীয়) বস্ত্রাবাস সমূহে উপবিষ্টা; ৭৩ এমতস্থলেও তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের কোনটি মহাদানের উপর অসত্যা-রোপ করিতেছ? ৭৪ তাহাদিগকে, (তাহারা তোমাদের সুকর্ম্মের নব সৃষ্ট মূর্ত্তি প্রযুক্ত) জিন্ কিম্বা মনুষ্য (দর্শনরূপ) স্পর্শও করে নাই;

৭৫ এমতস্থলেও তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের কোনটি মহাদানের উপর অসত্যারোপ করিতেছ? ৭৬ তাহারা সুদৃশ্য, দুর্ম্মূল্য, হরিৎ বর্ণ কালীনের উপরে উপাধানাবলম্বনে উপবিষ্টা থাকিবে, ৭৭ এমতস্থলেও তোমাদের উভয়ে কোনটি মহাদানকে অসত্য বলিতেছ? ৭৮ (হে শ্রোতা, আল্লাহ্‌কে যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া দিয়াছে, যে তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পাপ বর্জ্জন করে, যে এই সকল এবং এতদনুরূপ কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করিতে থাকে, তাহার পারলৌকিক অবস্থা কি উন্নত নহে?) তোমার প্রতিপালকের নাম অতি মঙ্গলপ্রদ, তিনি মহাসম্পদাধিপ, মহাসম্পদ দাতা। ৩।৩৩=৭৮

ওয়া'কে'য়া,-সংঘটনীয়।

মক্কাবতীর্ণ ৫৬ সংখ্যক সূরা (৪৬।)

এই সূরার মর্ম্ম :—

১ম রুকু :— কেয়ামতে পুনরুত্থানকালে কতক জনার আত্মা ঊর্দ্ধলোকে, এবং কতক জনার অধঃলোকে স্থান প্রাপ্ত হইবে; (প্রথমতঃ দৃশ্য এবং অদৃশ্য বিশ্ব লুপ্ত হইয়া যাইবে. অগণিত যুগের

নাস্তিত্ব অবস্থার পর পুনঃ উন্নত আকারে বিশ্ব প্রকাশিত হইবে, তখন পুনরুত্থান হইবে;) তখন আবির্ভূত আত্মাগণ তিন মূল শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে; দক্ষিণ দিকস্থ শ্রেণী, বাম দিকস্থ শ্রেণী, এবং অগ্রগামীর শ্রেণী; দক্ষিন দিকস্থ শ্রেণী মহাসম্পদে বাস করিবে; এবং বাম দিকস্থগণ মহা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে; অগ্রগামীগণই সান্নিধ্য প্রাপ্ত; ইহারা মহাদান পূর্ণ স্বর্গ লাভ করিবে; পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমানগণের বহু ব্যক্তি এবং পরবর্ত্তীগণের তদপেক্ষা অল্প ব্যক্তি এই মহা জন্নত লাভ করিবে; ইহাদের অভিলষিত ফল, মাংস, পানীয় ঐ লোকের বাল কিঙ্করগণ যোগাইতে থাকিবে; তাহাদের সুকর্ম্ম প্রীতিপ্রদ জ্যোতির্ম্ময়ী হুরী মূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত হইবে; মহা কল্যাণ, মহা কল্যাণাদি প্রীতিপ্রদ কথা ব্যতীত মনোক্ষুব্ধকর কোন কথা তাহাদের শ্রুতিগোচর হইবে না; দক্ষিণ দিকস্থ শ্রেণী ফলভারাবনত বিবিধ প্রকার বৃক্ষ শ্রেণী পূর্ণ, নির্ঝরিণী সুশোভিত স্থানে বাস করিবে, তাহাদের পুণ্যবতী পার্থিব ভার্য্যাগণকে কৌমার্য্য অর্পণ করিয়া, অনুরাগিনী করিয়া, সম বয়স্কা করিয়া, তাহাদের সহিত উদ্বাহিত করা হইবে;

২য় রুকু:— বাম দিকস্থ শ্রেণীর বাসস্থলে উত্তপ্ত বায়ু, উষ্ণ জল, তপ্ত ধূম, কষ্টপ্রদ খাদ্য জকুম ব্যতীত প্রীতিকর কিছুই নাই; ইহারা পুনরুত্থানে অবিশ্বাস করিত, কেবল পার্থিব সুখ ভোগে জীবনাতিবাহিত করিত। হে মনুষ্যগণ পুনরুত্থানে অবিশ্বাস অমূলক, যিনি মহা কৌশলে রেতঃ বিন্দুকে মনুষ্যাকারে ইহলোকে উত্থিত করিতে সক্ষম, তিনি কি তাহাকে তদ্রূপ আকারে আর এক লোকে সমুত্থিত করিতে সক্ষম নহেন? তিনিই মহা কৌশলে বীজ সকল হইতে শস্য এবং বৃক্ষ বাহির করেন, এবং বৃক্ষ বিশেষের আর্দ্র শাখা

হইতে অগ্নি বাহির করেন; তোমার মহান্ প্রতিপালকের পবিত্রতায়, যে তিনি অক্ষমতা হইতে পবিত্র, তাহার জপ কর;

৩য় রুকু:—মহা শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, কোর্-আন মহা সম্মানিত গ্রন্থ, সংগুপ্ত গ্রন্থ লওহ মহফুজে বিদ্যমান, আল্লাহর নিকট হইতে অবতারিত, ইহার প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া পাপার্জ্জন করিতেছ; তিনিই জীবন হরণ করেন যদি সত্য নহে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি মরিতেছে তাহার জীবন ফিরাইয়া আন? অগ্রগামীগণের আত্মা কবর লোকে সৌরভে এবং শান্তিতে বাস করিবে, এবং কেয়ামতে মহাজন্নতে প্রবেশ করিবে, দক্ষিণ দিকস্থ ব্যক্তিগণের আত্মা এমত সুখে আছে যে তোমাকে সালাম—অভিবাদন করিতেছে; এবং কোর্-আনে, কেয়ামতে, পয়গম্বরে অসত্যারোপ কারী অর্থাৎ বাম দিকস্থ শ্রেণীর আত্মাগণ সমাধি লোকে কষ্টের মধ্যে বাস করিবে, এবং পুনরুত্থানে জহন্নমে প্রবেশ করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ; অতএব তিনি সর্ব্ব দোষ হইতে পবিত্র, তাঁহার জপ কর।

ওয়াকে'য়া,—সংঘটনীয়।

মক্কাবতীর্ণ ৫৬ সংখ্যক সূরা (৪৬।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্‌লাহর নামে আরম্ভ।

১।৫৬।২৭

১ যখন সংঘটনীয় (কেয়ামত) সংঘটিত হইবে ; ২ তাহার সংঘটন সম্বন্ধে অসত্য মাত্র নাই ; ৩ তাহা (কতেক জনাকে অধঃ লোকে) অবনমনকারী, (কতক ব্যক্তিকে উর্দ্ধ লোকে) উত্থিত কারী (হইবে ;) ৪ যখন মহা কম্পনে পৃথিবীকে কম্পিত করা হইবে ; ৫ এবং খণ্ড খণ্ড কৃত হইয়া পর্ব্বত সকল খণ্ডিত হইবে ; ৬ তখন অণু কণাতে পরিণত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। (ব্যা ২০৩) বিশ্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাহার বহু বহু যুগান্তর পর আবার একনব সৃষ্টি প্রকাশিত হইবে, তখন মনুষ্যাত্মা ও উন্নতি প্রাপ্ত অবস্থায় তদকালোপযোগী শরীরে আবির্ভূত হইবে। তৎপর স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী কেহ উর্দ্ধ লোকে, কেহ অধঃলোকে স্থান প্রাপ্ত হইবে। পৃথিবীর ধ্বংসারম্ভ হইতে উর্দ্ধ বা অধঃ লোকে প্রবেশ পর্য্যন্ত সময় কেয়ামত, ইহাও বহু যুগ ব্যাপী। ইহার যে ভাগে মনুষ্যাত্মা সশরীর বাহির হইয়া আসিবে তাহা বিচারের, বা হিসাবের যুগ, ইহাই সমুত্থান, পুনরুত্থান। এই যুগে কে উর্দ্ধ গামী এবং কে অধঃ গামী তাহা স্থির হইয়া যাইবে। অধঃ লোকই জাহান্নম বা নরক, এবং উর্দ্ধ লোকই জন্নত বা বৈকুণ্ঠ।) ৭ এবং (তখন) তোমরা তিন (মূল) শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যাইবে। ৮ অতঃপর (এক শ্রেণী) কল্যাণের অধীশ্বর,

অথবা (দয়াময়ের সিংহাসনের) দক্ষিণ দিকের (যে দিকে অন্নত তাহার) অধীশ্বর; অথবা (যাহাদের দক্ষিণ দিক দিয়া হস্তে কর্ম্ম লিপি প্রদত্ত হইবে সেই) দক্ষিণ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি; (অহো,) দক্ষিণ দিকের অধীশ্বরগণ কেমন (কল্যাণের) অধীশ্বর, এবং (আর এক শ্রেণী) অমঙ্গলের অধীশ্বর, অথবা বাম দিকের (যে দিকে নরক তাহার) অধীবাসী; অথবা (যাহাদের বাম দিক দিয়া কর্ম্ম লিপি প্রদত্ত হইবে সেই) বাম শ্রেণী ভুক্ত; ৯ অহো যাহারা বাম দিকের অধিবাসী তাহারা কেমন (দুরবস্থা পন্ন।) ১০ এবং (অন্য শ্রেণী) অগ্রগমনকারী, অগ্রগামী শ্রেণীভুক্ত। ১১ ইহারাই (দয়াময়ের) সান্নিধ্য প্রাপ্ত, ১২ ইহারাই মহাদান পূর্ণ স্বর্গ লোক মধ্যে (প্রবিষ্ট।) ১৩ পূর্ব্ববর্ত্তীগণের বহু ব্যক্তি, এবং ১৪ পরবর্ত্তীগণের (তদাপেক্ষা) অল্প ব্যক্তি (এই অগ্রগামী দল ভুক্ত;) অথবা ১৩ পূর্ব্ববর্ত্তী (মুসলমান গণের বহু ব্যক্তি, এবং ১৪ পরবর্ত্তী (মুসলমানগণের তদাপেক্ষা) অল্প ব্যক্তি (এই আগামী শ্রেণীর অন্তর্গত।) ১৫ ইহারা স্বর্ণ তার জড়িত উচ্চাসনের উপরে, ১৬ উপাধানাবলম্বনে পরস্পরের সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিবেন, ১৭ বাল্য সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী এমত (পবিত্র চিত্ত) বালক কিঙ্করগণ, ১৮ সুরা-ধার, এবং পান পাত্র, এবং ১৯ নির্ম্মল পানীয়পূর্ণ পাত্র সহ তাহাদের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া বেড়াইবে। ২০ তাহা পান জন্য শিরঃপীড়ার উদ্রেক কিম্বা মত্ততার আবির্ভাব হয় না। ২১ এবং নির্ব্বাচিত মনোনীত ফল, ২২ এবং অভিলষিত পক্ষী মাংস, (চির বাল কিঙ্করগণ) উপস্থিত করিতে থাকিবে। ২৩ সুনয়না জ্যোতির্ম্ময়ীগণ, ২৪ যাহারা আবরণে আচ্ছাদিত মুক্তারস্থায় (অন্যের অদৃশ্য ছিল,) ২৫ তাহাদের সুকর্ম্মের বিনিময় স্বরূপ (তাহাদের সহিত উদ্বাহিত) হইবে। ২৬ তথায় অপ্রকৃত, এবং মনোকষ্ট দায়ক কিছুই তাহাদের শ্রুতি গোচর

হইবে না। ২৭ মহাকল্যাণ, মহাকল্যাণ (ইত্যাদি প্রীতিপ্রদ) কথা ব্যতীত (অপ্রিয় বাক্য তাহারা শুনিতে পাইবে) না। ২৮ এবং দক্ষিণ দিকের অধীশ্বর, দক্ষিণ দিকের অধীশ্বরগণের কেমন (সম্পদ!) ২৯ তাহারা ফল ভারাবনত সিদ্‌রা বৃক্ষ (উদ্যান) মধ্যে, ৩০ এবং স্তরে, স্তরে ফল (ভার) অবনত মোজ বৃক্ষ (উদ্যান) মধ্যে, ৩১ এবং সুবিস্তীর্ণ ছায়াতে, ৩২ এবং (তরু লতা, পুষ্প শোভিত পর্ব্বত পার্শ্ব হইতে) পতিত (ঝরণা) জলে ৩৩ এবং যাহা অবিচ্ছেদে সকল ঋতুতেই ফলিতে থাকে, এবং যাহা প্রাপ্ত হওয়ার প্রতিবন্ধক নাই, (এমত) প্রচুর ফলপ্রদ, ৩৪ এবং উচ্চাসন শ্রেণীসমূহে (শোভিত আনন্দ ধামে বাস করিবে।) ৩৫ আমি দক্ষিণ দিকস্থ ব্যক্তিগণের জন্য (পুণ্যবতী পার্থিব নারিগণকে) নিশ্চয়ই এক বিশেষ (প্রীতিপ্রদ আকারে) সৃষ্টি করিয়া উত্থিত করিব, ৩৬ তখন কৌমার্য্যার্পণ করিব, ৩৭ অনুরাগিনী করিয়া দিব, এবং (যাহার সহিত উদ্বাহিত হইবে তাহার) সমবয়স্কা করিব। (১।৩৮) ৩৯ পূর্ব্ববর্ত্তিগণের বহু ব্যক্তি, এবং পরবর্ত্তিগণের বহুব্যক্তি, (দক্ষিণদিকস্থ শ্রেণীভুক্ত হইবে।) (ব্যা ২০৪ হজরত আদম হইতে হজরত মোহম্মদ (দঃ) পর্য্যন্ত ব্যক্তিগণ পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অন্তর্গত, এবং তাঁহা হইতে কেয়ামত আরম্ভ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগণ পরবর্ত্তীগণের অন্তর্গত। সমস্ত পয়গম্বরগণের উম্মতে যত জন অগ্রগামী হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টি হজরতের উম্মতের অগ্রগামীর সমষ্টি হইতে অধিক, কিন্তু ইহাদের সমষ্টি প্রত্যেক পয়গম্বরের অগ্রগামীর সমষ্টি হইতে অধিক হইবে। জন্নত বাসিগণের অর্দ্ধেক হজরতের উম্মত) ৪০ অমঙ্গল যুক্তের বা বাম দিকস্থের দল, হায়! অমঙ্গলযুক্তের দল কেমন (দুরাবস্থাপন্ন।) ৪১ উত্তপ্ত বায়ুতে এবং উষ্ণ জলে, ৪২ এবং ৪৩ যাহা শৈত্যহীন, এবং যন্ত্রণা নিবারণে অসক্ত, ৪২ (এমত) ঘোর কৃষ্ণ তপ্ত ধূমের (অন্ধকারে)

ছায়াতে (অবস্থান করিবে।) ৪৪ ইহারা ইতঃ পূর্ব্বে (নানা উপায়ে) পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল; ৪৫ এবং গুরুতর পাপ কার্য্যে দুঃসাহসিকতা করিত; ৪৬ এবং বলিত, ৪৭ অহো যখন আমরা মরিয়া যাইব, যখন আমরা অস্থি এবং মৃত্তিকাতে পরিণত হইব তখন আমাদিগকে ৪৮ এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকেও ৪৭ উত্থিত করা হইবে? ৪৯ (হে পয়গম্বর) তাহাদিগকে জ্ঞাত কর যে নিশ্চয়ই পূর্ব্ববর্ত্তিগণকে এবং পরবর্ত্তিগণকে, ৫০ এক নির্দ্দিষ্ট দিবসেতে, যাহা (আল্লাহ) অবগত, একত্রিত করা হইবে, ৫১ তৎপর হে পথভ্রষ্ট, অসত্যারোপকারিগণ, নিশ্চয় তোমরা, ৫২ জকুম নামক বৃক্ষ ব্যতীত ভক্ষণ করিবা না; ৫৩ তাহাই দিয়া তোমাদের উদর পূরণ করিয়া; ৫৪ তদনন্তর তাহার উপরে উত্তপ্ত জল পান করিবা, ৫৫ তাহাই তৃষ্ণাতুর উষ্ট্রীর ন্যায় পান করিবা। ৫৬ সে দিবস ইহাই তাহাদের জন্য মহাভোজ বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৭ আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, এমতস্থলে (পুনরুত্থান) কেন সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর না? ৫৮ তোমরা কি সেই জল দেখিয়াছ যাহা নিষিক্ত কর? (তাহাতে মনুষ্যাকারের কিছুই নাই?) ৫৯ তুমি কি তাহাকে (অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন শিশুটিকে) সৃষ্টি করিয়াছ? অথবা আমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি? ৬০ আমি তোমাদের জন্য মরণ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছি, এবং আমি, ৬১ এ বিষয়, ৬০ অক্ষম নহি যে, (মরণের পর) ৬১ তোমাদিগকে তোমাদেরই ন্যায় (আকারে) তোমাদের স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া দেই, এবং তোমাদিগকে এমত অবস্থাতে উত্থিত করি যাহা তোমরা অবগত নহ। ৬২ তোমাদের প্রথম সৃষ্টি বিষয় তোমরা অবগত (যে আমি তোমাদিগকে আকার প্রদান করিয়াছি;)

এমতস্থলে (পুনঃ আমি শরীর প্রদান করিয়া কর্ম্মফল প্রদান জন্য উত্থিত করিব) উপদেশ বাক্যে কেন বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ না? ৬৩ তোমরা যে শস্য-ক্ষেত্র কর, তদ্বিষয় কি মনে কর? ৬৪ তোমরা কি (রোপিত বীজ সকল) অঙ্কুরিত কর? ৬৫ অথবা আমি অঙ্কু-রিত করি? ৬৬ আমি যদি ইচ্ছা করি তাহাকে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেই, তৎপর তোমরা কেবল আক্ষেপ প্রকাশ করিতে থাক, ৬৭ যে নিশ্চয় আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত, ৬৮ বরং আমাদের সর্ব্বস্ব নষ্ট। ৬৯ তোমরা যে জল পান কর, তদ্বিষয় কি (ভাবিয়া) দেখিয়াছ? ৭০ তোমরা কি তাহা মেঘ সকল হইতে অবতীর্ণ কর, অথবা আমি অবতীর্ণ করি? ৭১ যদি আমি ইচ্ছা করি, তাহা সকলকে লবণাক্ত করিয়া দিতে পারি। এমতস্থলেও তোমরা অনুগ্রহ স্বীকারকারী হও না কেন? ৭২ সেই অগ্নি যাহা তোমরা ঘর্ষণ করিয়া উৎপন্ন কর, তাহার বিষয় কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? ৭৩ তোমরা কি সেই বৃক্ষ জন্মাও, না আমি তাহা জন্মাই? (যাহার আর্দ্র শাখাও ঘর্ষণ করিলে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে?) ৭৪ আমি তাহা উপদেশ স্বরূপ করিয়াছি, এবং পথভ্রান্তগণের উপকার জনক করিয়াছি, (যে যেমন আর্দ্র শাখায় অগ্নিলুপ্ত, তদ্রূপ তোমা-দের কর্ম্মে সুখ দুঃখ লুপ্ত, এবং পথানুসন্ধানকারিগণের জন্য কোর্-আনেতে আলোক বিদ্যমান।) ৭৫ অতএব তোমার মহান্ প্রতি-পালকের নাম সহ তাঁহার পবিত্রতার জপ কর, (যে তিনি অত্যাচার করণরূপ দোষ হইতে পবিত্র, তিনি কর্ম্মেরই ফল প্রদান করেন।)
২।৩৬ = ৭৫

৭৬ অতঃপর আমি (কেয়ামতে) তারকা সমূহের অস্ত গমনের, অথবা নক্ষত্র স্বরূপ পথ প্রদর্শক কোর-আনের, অথবা আএত সকলের

পয়গম্বর হৃদয়-রাজ্যে পতনের; অথবা কেয়ামতে নক্ষত্র সকলের চিরাস্তগমনের, অথবা নক্ষত্রস্বরূপ পথপ্রদর্শক সাধু পুরুষগণের মরণরূপ অস্তগমনের শপথ করিতেছি, ৭৭ যদি তোমরা অর্থ গ্রহণে সমর্থ হও, তাহা হইলে ইহা মহা শপথ, ৭৮ নিশ্চয় তাহা, (অর্থাৎ যাহা অবতারিত হইতেছে,) মহা সম্মানিত কোর্-আন; ৭৯ সংগুপ্ত গ্রন্থে (লওহ মহফুজ রূপ অদৃশ্য অজড় লোকে) বিদ্যমান, ৮০ মহা পবিত্র (ফেরেশতা, আত্মাগণ) ব্যতীত অন্য কেহ তাহা (দৃষ্টি দ্বারা) স্পর্শ করিতে অক্ষম। (তঃ হঃ) অথবা পবিত্র শরীর ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে তাহা স্পর্শ করিতে পারে না, (অপবিত্র অবস্থায় কোর্-আন স্পর্শ করা নিষেধ।) ৮১ ইহা সৃষ্টি সকলের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট হইতে অবতারিত হইতেছে। ৮২ আহা, তোমরা এই বাণী সম্বন্ধে শিথিলতা করিতেছ, ৮৩ এবং তোমাদের (জন্য এইরূপ) উপার্জ্জন করিতেছ যে, তাহাতে অসত্যারোপ করিতেছ। ৮৪ যদি কোর্-আন বাণী যে তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই জীবন হরণ করেন, এবং পুনরুত্থিত করিবেন অসত্য,) তাহা হইলে যখন (প্রাণ) কণ্ঠাগত হয়, ৮৫ {এবং তখন তোমরা (নিজের অক্ষমতা বুঝিয়া ঔদাস্য মনে) দেখিয়া থাক; ৮৬ এবং আমি তোমাদের হইতেও তাহার অতি নিকটবর্ত্তী, তথাপি তোমরা আমাকে দেখিতে পাও না; ৮৭ যদি তোমরা এমতস্থলে অন্যের কর্ত্তৃত্বাধীন নহ, ৮৮ যদি তোমরা সত্যবাদী,} তাহা হইলে সেই প্রাণকে কেন ফিরাইয়া আন না?

৮৯ এবং যাহারা সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্তর্গত, ৯০ (মরণের পর তাহারা) শান্তিতে এবং সৌরভেতে, (কবর লোকে অবস্থান করিবে,) এবং (কেয়ামতে) মহাধন পূর্ণ স্বর্গতে (প্রবেশ করিবে) ৯১ এবং

যাহারা মঙ্গলযুক্ত—দক্ষিণ দিকস্থ, ব্যক্তিগণের অন্তর্গত হইবে, ৯২ (হে মহা পয়গম্বর, তাহারা যে আনন্দাবস্থা প্রাপ্ত হইবে) তজ্জন্য মঙ্গলযুক্ত ব্যক্তিগণ হইতে তোমাকে সালাম অভিবাদন। ৯৩ এবং যাহারা অসত্যারোপকারী পাপাচারী, ৯৪ (সমাধিলোকে) উষ্ণ জলই তাহাদের জন্য মহাভোজ, ৯৫ এবং (তৎপর) জহন্নম প্রবেশ। ৯৬ নিশ্চয় ইহা তাহা যাহা—সত্য এবং সন্দেহহীন। ৯৭ অতএব তোমার মহা প্রতিপালকের গুণকীর্ত্তনসহ তাঁহার পবিত্রতার জপ কর। ৩।২২=৯৭

হদীদ—লৌহ।

মদীনাবতীর্ণ ৫৭ (৯৪।)

এই সূরার মর্ম্মঃ—

১ম রুকুঃ—আল্লাহর স্বরূপ এবং শক্তির বর্ণনা যথাঃ—তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সকলের উপরে শক্তি প্রকাশকারী, স্বর্গে মর্ত্তে তাঁহারই আধিপত্য, তিনি প্রাণদাতা, প্রাণ হর্ত্তা, সমস্ত ঘটনা ঘটাইতে সক্ষম; তিনি আদি, অন্ত, প্রকাশ্য, গুপ্ত; তাঁহার সমস্ত ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম; তিনি তাঁহার সৃষ্ট বিশ্ব পরিচালনা করিতেছেন; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, দ্রষ্টা, সমস্ত কার্য্যের মূলকর্ত্তা, সুখ দুঃখ দাতা; অন্তর্যামী; হে শ্রোতা, তাঁহার বিদ্যমানতাতে, শক্তিতে, শিক্ষাতে বিশ্বাস

স্থাপন কর, এবং মোহম্মদ (দঃ) যিনি তাঁহার রসুল, তাঁহাতেও বিশ্বাস স্থাপন কর; তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে, এবং দান করিতে, আদেশ করিতেছেন, ইহার প্রতিদান মহৎ; তোমরা সৃষ্টির দিবসই, সেই অজড় লোকে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে তাঁহাতে বিশ্বাস করিবা, কোর্-আন তিনিই অবতীর্ণ করিতেছেন; যাহারা মক্কা জয়ের পূর্ব্বে দান এবং যুদ্ধ করিয়াছে তাহারা, তৎপর যাহারা তদ্রূপ করিয়াছে তাহাদিগের হইতে পুণ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং উভয় দল প্রশংসনীয় পুরস্কার লাভ করিবে;

২য় রুকু:—যাহারা দান করিয়া আল্লাহকে ঋণী করিবে তাহাদিগকে তাহা দ্বিগুণিত বৃদ্ধি করিয়া, এবং সম্মান প্রকাশক জীবিকা দিয়া তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন, এবং পরকালে তাঁহার অনুগ্রহপূর্ণ জন্নত প্রদান করিবেন; কপটাচারী, এবং অবিশ্বাসকারীগণের, এবং বিশ্বাসকারীগণের মধ্যে, এক প্রতিবন্ধক স্থাপিত হইবে, তাহার এক দিকে জন্নত, অপর দিকে নরক, বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ য়িহুদী এবং ঈসায়ীগণের মত না হউক, ইহাদের হৃদয় মৃত, কোর্-আন তাহাতে জীবন সঞ্চার করিতে পারে।

৩য় রুকু:—মনুষ্যগণ এই জীবন, ব্যসনে, আমোদে, প্রমোদে, কাটাইতে পারিলে, যাহাতে লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হয় এমত আড়ম্বরে জীবনাতিবাহিত করিতে পারিলে, অনেকের অপেক্ষা অধিক গৌরব এবং বহু ধন সন্তান লাভ করিতে পারিলে, নিজকে কৃতার্থভাবে, এবং ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে; কিন্তু ক্ষণস্থায়িতাতে ইহজীবনের তুলনা এই ঘটনার ন্যায়, যেমন আকাশ হইতে বৃষ্টি পাত হইল, শস্য সকল জন্মিয়া কৃষককে আনন্দিত করিল, তারপর এই সুন্দর দৃশ্য অল্প দিন মধ্যেই শেষ হইয়া গেল; এই সংসার ক্ষেত্রে যে কর্ম্ম বীজ রোপিত হইল, তাহার ফল ভোগ মরণান্তরে; হে মনুষ্য, দয়াময়ের ক্ষমা এবং জন্নত তোমার উদ্দেশ্য হউক, আল্লাহ

এবং রসুলের আদেশ মত কার্য্য করিলেই ইহা লাভ হইবে ; ইহজীবনের দুঃখ কষ্ট, সুখ সম্ভোগ, সম্বন্ধে মনে রাখিও যে তাহা ঘটিয়া গিয়াছে, যেমন লোওহ মহ ফুজে আছে তদ্রূপ ঘটিতেছে, অতএব অযথা দুঃখিত বা অযথা উল্লাসিত হইও না ; সৎকর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে থাক ; মনুষ্যগণকে উপদিষ্ট করার জন্য আমি রসুল প্রেরণ করিয়াছি, ন্যায়ের এবং শরিয়তের তুলাযন্ত্র অবতীর্ণ করিয়াছি, এবং দুষ্কৃতদিগকে দমন এবং সাধুদিগকে রক্ষা করণ জন্য লৌহ অবতীর্ণ করিয়াছি।

৪র্থ রুকু :— যেমন আমি অন্য পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করিয়াছি, তদ্রূপ ঈসাকেও পয়গম্বর করিয়াছি ; তাহার অনুবর্ত্তীগণের মধ্যে, ভাল-বাসা, সংসারের প্রতি বৈরাগ্য প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু বৈরাগ্য কর্ত্তব্য করিয়া দেই নাই; তাহাদের কতকজন বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ পরায়ণছিল তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশই এই বৈরাগ্যের অবমাননা করিয়াছিল; তোমাদের উন্নতি জন্য য়িহুদী এবং ঈসায়ীগণ প্রতিকূলতাচরণ করিতেছে, কিন্তু সমস্ত অনুগ্রহ তাঁহারই করতলস্থ, যাঁহাকে ইচ্ছা তাহাকে তাহা প্রদান করেন।

হদীদ—লৌহ।

মদীনাবতীর্ণ ৫৭ সংখ্যক সূরা (৯৪।)

অসীমানুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা আল্লাহর
নামে আরম্ভ। ১।৫৭।২৭

১ যাহা স্বর্গে এবং মর্ত্তে তাহা সমস্ত আল্লাহর পবিত্রতার বর্ণনা করিতেছে, যে তিনি সর্ব্বোপরি শক্তিমান, মহা কৌশল প্রকাশক,
২ স্বর্গের এবং মর্ত্তের আধিপত্য তাঁহার, তিনিই প্রাণ দান করেন, তিনিই প্রাণ হরণ করেন, এবং তিনি সমস্ত (ঘটনা) সংঘটিত করিতে পারগ।
৩ তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশিত, তিনিই গুপ্ত, এবং তিনি সমস্তই কার্য্যে পরিণত করিতে জানেন।
৪ তিনিই (তাঁহার) ছয় দিবসে স্বর্গ এবং মর্ত্ত সৃষ্টি করিলেন, তদনন্তর (স্বর্গ মর্ত্ত ব্যাপ্ত) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। যাহা পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, এবং তাহা হইতে বহিষ্কৃত হয়, এবং যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয়, এবং যাহা তাহাতে আরোহণ করে তাহা সমস্তকে তিনি জানেন, এবং যেখানেই তোমরা থাক না কেন, সেস্থানেই তিনি তোমাদের সহিত অবস্থান করেন, এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার দর্শক।
৫ স্বর্গের এবং মর্ত্তের আধিপত্য তাঁহার, এবং সমস্ত কার্য্যকে তাঁহারই দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় (যে তিনিই তাহা সমস্তের কর্ত্তা।)
৬ তিনি রাত্রিকে দিবসেতে পরিবর্ত্তিত করেন, এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিবর্ত্তিত করেন, এবং তিনি অন্তর্যামী।

৭ (হে, শ্রোতাগণ এই,) আল্লাহতে এবং তাঁহার রসুলেতে বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং যে বস্তুতে তিনি তোমাদিগকে উত্তরাধিকার প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে কিছু দান কর, ফলতঃ তোমাদের মধ্যে

যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী,এবং দানশীল, তাহাদের জন্ত মহা পারিশ্রমিক।
৮ কিন্তু তোমাদের কি হইয়াছে যে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ না, অথচ রসুল তোমাদিগকে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন জন্ত আহ্বান করিতেছেন, এবং যদি (এই বিষয়)তোমরা বিশ্বাস কর (তাহা হইলে তাহাই সত্য বিশ্বাস যে) সত্যই তিনি তোমাদের নিকটে, (ইহলোকে আগমনের পূর্ব্বেই) প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন (যে, তোমরা তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন কারী হইও।) ৯ তিনিই (তৎসম্বন্ধে তোমাদের নিকট আত্মা লোকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন) যিনি তাঁহার দাসের উপরে বিস্তীর্ণরূপে বর্ণিত আএত সকল অবতীর্ণ করিতেছেন, যেন তোমাদিগকে (অজ্ঞতার) অন্ধকার হইতে (জ্ঞানের) আলোকের দিকে বহিষ্কৃত করিয়া আনেন, ফলতঃ আল্লাহ তোমাদের প্রতি নিশ্চয় স্নেহভাবাপন্ন, অতি দয়ালু। ১০ এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় কর না? (ইহা তোমাদেরই মঙ্গলজনক, তিনি অভাবগ্রস্থ নহেন,) যেহেতু স্বর্গে এবং মর্ত্তে তাঁহারই ভবিষ্যৎ অধিকার। তোমাদের মধ্যে যাহারা (মক্কা) জয়ের পূর্ব্বেই দান করিয়াছে, এবং যুদ্ধও করিয়াছে, তাহারা তোমাদের সমান নহে; যাহারা তৎপর (যুদ্ধার্থে) দান করিয়াছে, এবং যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের হইতে তাহারা মর্য্যাদায় বহু অধিক। তাহাদের সকলেরই নিকট আল্লাহ প্রশংসনীয় প্রতিদানের অঙ্গীকার করিতেছেন। এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ তাহা সমস্ত অবগত হইতেছেন। (১।১০)

১১ সে কে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণে ঋণী করিবে? যেন তাহা তাহার জন্ত তিনি দ্বিগুণিত বৃদ্ধি করেন? এবং (এতদ্ব্যতীত) তাহার জন্ত সম্মান দায়ক বিনিময়ও রহিয়াছে। ১২ (তাহাদের পুরস্কারের দিবস) তুমি দেখিতে পাইবা, বিশ্বাস স্থাপনকারিগণের (এবং বিশ্বাস

স্থাপন কারিণিগণের, (সুকর্ম্মের) জ্যোতিঃ তাহাদের সম্মুখ ভাগে এবং দক্ষিণ দিকে বিস্তীর্ণ হইতেছে; (তাহাদিগকে বলা হইতেছে) "সুসংবাদ, তোমাদের জন্য অদ্য স্বর্গোদ্যান, তাহার নিম্নে (আল্লাহর অনুগ্রহের) নদী প্রবাহিত, তোমরা তাহাতে চিরকাল বাস করিবা।" ইহা মহা মনস্কামনা লাভ। ১৩ সে দিবস কপটাচারিগণ, এবং কপটাচারিণিগণ, বিশ্বাসবন্তগণকে ডাকিয়া বলিবে, আমাদের জন্য কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর (এত দ্রুত এই অন্ধকার পার হইয়া যাইও না) আমরাও তোমাদের কিঞ্চিৎ আলোক (সাহায্য) গ্রহণ করি। তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা তোমাদের পৃষ্ঠের দিকে (পৃথিবীতে) ফিরিয়া যাও, তৎপর তল্লাস করিয়া আলো লইয়া আইস। তৎপর তাহাদের মধ্যে দ্বার যুক্ত এক প্রাচীর স্থাপিত হইবে, তাহার অভ্যন্তর ভাগে অনুগ্রহ, এবং তাহার বহির্ভাগে তাহার সম্মুখে (নরক) যন্ত্রণা। ১৪ তাহারা (কপটাচারিগণ) তাহাদিগকে চীৎকার করিয়া বলিবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তাহারা বলিবে সত্য বটে, কিন্তু তোমরা তোমাদের আত্মাকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছিলা, এবং (বিশ্বাসিগণের অমঙ্গলের) অপেক্ষা করিতেছিলা, এবং সন্দেহেতে ছিলা, এবং তোমাদের মিথ্যা আশা তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল, এবং অবশেষে আল্লাহর আদেশ (তোমাদের মরণ) উপস্থিত হইয়াছিল, এবং প্রতারণাকারী তোমাদিগকে আল্লাহর (অনুগ্রহ হইতে) প্রতারিত করিয়াছিল। ১৫ অতঃপর অদ্য (হে কপটাচারি, এবং কপটাচারিণিগণ,) তোমাদের নিকট হইতে, এবং যাহারা অবিশ্বাসকারী, তাহাদের নিকট হইতে কোনও বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না। তোমাদের স্থান নরক, তাহাই তোমাদের পোষণকারী, তাহা অতি মন্দ বাসস্থান।

১৬ বিশ্বাসীদের জন্য সে সময় কি (এখনও) আগত হয় নাই যে

আল্লাহর নাম স্মরণ হেতু, এবং যে সত্য অবতীর্ণ হইতেছে তজ্জন্য, তাহাদের হৃদয় নম্র হউক? এবং ইহার পূর্ব্বে যাহাদের উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মত নাই হউক? তাহাদের উপর দিয়া দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, তৎপ্রযুক্ত তাহাদের হৃদয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাদের বহু ব্যক্তিই অপকর্ম্মকারী। (হে পূর্ব্ব গ্রন্থ ধারিগণ,) জ্ঞাত হও যে পৃথিবী (শুষ্ক হইয়া) মৃত হইয়া যাওয়ার পর, আল্লাহ (বারি বর্ষণ করিয়া তাহা) সঞ্জীবিত করেন, সত্যই তোমাদের জন্য আমি প্রমাণ সকল বর্ণনা করিলাম, উদ্দেশ্য যেন তোমরা অনুধাবন কর। (কোর্-আন রূপ মৃতসঞ্জিবনী বারি তোমাদেরও মৃত হৃদয়কে সজীব করিতে পারে।) ১৭ নিশ্চয়ই ধর্ম্মার্থে দানকারী, এবং দান কারিগণের, এবং আল্লাহকে উত্তমঋণে ঋণীকারকগণের জন্য তিনি তাহা দ্বিগুণ করিবেন, এবং তাহাদের জন্য সম্মান সূচক জীবিকাও রহিয়াছে। ১৮ এবং যাহারা আল্লাহতে এবং রসূলেতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট "সিদ্দিক্" সত্যানুসরণ-কারী, "শোহদা" দর্শন প্রাপ্ত (বলিয়া গণ্য;) তাঁহাদের জন্য তাহাদের পুরস্কার, এবং তাহাদের আলোক রহিয়াছে। * এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলকে (অর্থাৎ কোর-আন্ ও পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ সকলকে অগ্রাহ্য করিয়াছে,) এবং সে সকলের উপরে অসত্য হওয়ার দোষারোপ করিয়াছে, তাহারা অগ্নিতে বাস করিবে। ২।৮=১৮

১৯ (হে শ্রোতাগণ,) তোমরা জানিয়া রাখ যে পার্থিব জীবন, ব্যসন এবং আমোদ প্রমোদ, এবং পরস্পরের মধ্যে (পার্থিব) সৌন্দর্য্য ডম্বর, এবং আত্ম-গরিমা প্রকাশ, ধনে এবং সন্ততিতে আধিক্য প্রকাশ ব্যতীত নহে। ইহা বৃষ্টির জলের সদৃশ। (জল প্রাপ্ত হইয়া শস্য ক্ষেত্র

* আধ্যাত্ম স্বর্গ,

সকল সুদৃশ্য হয়,) কৃষককে উদ্ভিদ সকলের বৃদ্ধি, প্রীতি প্রদান করে ; তদনন্তর তাহা শুষ্ক হইয়া যায়, তখন তুমি তাহা বিবর্ণ দর্শন কর, তৎপর তাহারা (চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া) বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। (তদ্রূপ মনুষ্য পার্থিব জীবনরূপ বারিতে বর্দ্ধিত হইয়া পার্থিব সৌন্দর্য্যে শোভিত হয়। অবশেষে যখন জীবনী-শক্তি ধ্বংস হয়, তখন সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, এবং তাহার শরীর মুসলমানদিগের মতে চতুর্ভূতে বিলীন হইয়া যায়।) এবং তদনন্তর পরলোকে (কাহারও জন্য) প্রবল যন্ত্রণা, (কাহারও জন্য) আল্লাহর নিকট হইতে ক্ষমা এবং তাঁহার প্রসন্নতা ; ফলতঃ (সুব্যবহার না করিলে) এই পার্থিব জীবন প্রবঞ্চনাকারী মূল ধন।

২০ (হে মনুষ্যগণ) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে,এবং স্বর্গমর্ত্ত পরিমাণ যাহার বিস্তার সেই স্বর্গোদ্যানের দিকে ধাবিত হও। যাহারা আল্লাহতে এবং রসুলেতে বিশ্বাস করে তাহা তাহাদের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ইহা আল্লাহর মহাদান, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি (সত্য বিশ্বাসের জন্যই ইহা) দান করেন। ফলতঃ আল্লাহ মহানুগ্রহকারী।

২১ (সাধু জীবন অতিবাহিত করণস্থলেও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, এমত স্থলে জানা উচিত যে,) পৃথিবীর উপরে (মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি,) এবং তোমাদের নিজের মধ্যে (যুদ্ধ, বিগ্রহ, পরাধীনতা, রোগ,শোক, ধনক্ষয় জনক্ষয়, অভাব ইত্যাদি,) যে বিপদ আগত হয়, আমি তাহা ঘটাইবার পূর্ব্ব হইতেই তৎসমস্ত, তাহা ব্যতীত নহে, যাহা (লওহ মহফুজ নামক অদৃশ্য জগৎরূপ) গ্রন্থে বিদ্যমান থাকে। নিশ্চয় ইহা আল্লাহর নিকট অতি সহজ। (যাহা ঘটিতেছে তাহা ঘটিয়া যাছে।) ২২ এইজন্য উপদেশ হইতেছে যে, তোমরা যাহা হইতে বঞ্চিত হও, তজ্জন্য যেন (অযথা) আক্ষেপ না কর, এবং যাহা তোমা-

দিগকে দান করা হইয়াছে, তজ্জন্য যেন (অযথা) উল্লাসিত না হও।
ফলতঃ যাহারা (ধনবলে) গর্ব্বিত, এবং দম্ভ প্রকাশকারী,
২৩ যাহারা সদ্ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত, এবং অন্যকেও সদ্ব্যয় করিতে
কার্পণ্য করার আদেশ করে, তাহাদিগকে আল্লাহ ভাল বাসে
না। ২৩ এবং যে ব্যক্তি (ধর্ম্মার্থে দান করণ কার্য্য হইতে) মুখ
ফিরাইয়া লয় (তাহার জানা উচিত যে তিনি অভাবগ্রস্ত নহেন,)
আল্লাহ অভাব হীন, (এবং অভাব মোচনকারীস্বরূপ) প্রশংসিত।
২৪ আমার রসুল দিগকে প্রকাশ্য প্রমাণ সহ প্রেরণ করিয়াছি, তাহাদের
সহিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি, এবং (ন্যায়পরায়ণতার বা শরিয়তের অর্থাৎ
ধর্ম্ম শাস্ত্রের) তুলাদণ্ড অবতীর্ণ করিয়াছি, উদ্দেশ্য যে মনুষ্যগণ
(অন্যায়কারীদিগকে) যেন ন্যায়াচরণে দণ্ডায়মান করুক। এবং
(অন্যায়কারিগণকে দমনের জন্য, এবং ন্যায়বানদিগকে সাহায্যের
জন্য, আমি বিবিধ প্রকার যুদ্ধাস্ত্র এবং লৌহ শৃঙ্খলাদি নির্ম্মাণার্থে)
লৌহ অবতীর্ণ করিয়াছি ; তৎদ্বারা যে যুদ্ধ হয়, তাহা গুরুতর ; তদ্ব্যতীত
তাহাতে মনুষ্যজাতির বহু উপকারও হয়। এবং এজন্যও (তাহা
অবতীর্ণ করা হইয়াছে) যে কোন্ ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁহার
রসুলকে, তাহার অবিদ্যমানেও (তৎদ্বারা) সাহায্য করে তাহা আল্-
লাহ প্রকাশ করিয়া দেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিসম্পন্ন, অন্যকে
দমন করিতে সক্ষম। ৩।৬—২৪

২৫ আমি নূহ এবং ইব্রাহিমকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, এবং তাহা-
দের উভয়ের সন্তানগণ মধ্যে নবুয়ত এবং গ্রন্থ প্রচলিত রাখিয়া-
ছিলাম, তৎপর তাহাদের মধ্যে কতকজন সৎপথাবলম্বী, এবং অধি-
কাংশই পাপাচারী। ২৬ তদনন্তর আমার আরও রসুলগণকে
তাহাদের পরবর্ত্তী করিয়াছিলাম। এবং মর্য়্যম পুত্র ঈসাকে তাহা-

দেরও পরবর্ত্তী করিয়াছিলাম; এবং তাহাকে ইন্জিল (সুসংবাদ-দাতা নামক) গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম; এবং যাহারা তাহার অনুসরণকারী হইয়াছিল, তাহাদের মনে আমি কোমলতা, দয়া এবং বৈরাগ্য অর্পণ করিয়াছিলাম; তাহা (অর্থাৎ বৈরাগ্য) আমি তাহাদের জন্য কর্ত্তব্য করিয়া দেই নাই, কিন্তু তাহারা আল্লাহর প্রসন্নতা অনুসন্ধান জন্য তাহা অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু উচিত মত তাহা প্রতিপালন করিতে পারে নাই; তদনন্তর তাহাদের, (ঐ বৈরাগ্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের,) মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী হইয়াছিল, তাহাদিগকে আমি তাহাদের পুরস্কার দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই পাপানুষ্ঠানকারী ছিল। (চির কুমার এবং চির কুমারী-ঈসায়ী সংসার বিরাগী এবং সংসার বিরাগিনিগণ তাহাদের বৈরাগ্যের যেরূপ অবমাননা করিয়াছিল তাহা ইতিহাসে লৌহ লেখনীতে লিখিত। একটি মঠের পুষ্করিণীর পঙ্ক উদ্ধারকালে শতাধিক শিশুর মস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।)

২৭ (হে ঈশা পয়গম্বরে) বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং তাঁহার রসুলেতেও বিশ্বাস স্থাপন কর, যেন তাঁহার অনুগ্রহ হইতে দুই ভাগ অনুগ্রহ তোমাদিগকে প্রদান করেন, এবং তোমাদিগকে আলোক প্রদান করেন, যেন তাহার আলোকে পথ প্রাপ্ত হও, এবং যেন তোমাদের পূর্ব্ব পাপ দূরীভূত করিয়া দেন, যেহেতু তিনি পাপ মার্জ্জনাকারী, অনুগ্রহকর্ত্তা।

২৮ গ্রন্থধারী (য়িহুদী এবং ঈসায়ী) গণের জানা উচিত যে, আল্লাহর অনুগ্রহের উপরে তাহাদের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই এবং, সমস্ত অনুগ্রহই তাঁহার হস্তে স্থিত, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তাহা প্রদান করেন, ফলতঃ আল্লাহ মহানুগ্রহের অধিপতি। ৪।৪ = ২৮

অষ্টবিংশতি পারা

মজাদেলা-তর্কবিতর্ক।

মদীনাবতীর্ণ ৫৮ সূরা (১০৬)। ৫৮।১।২৮

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১। (হে নবী) যে নারী তোমার সহিত তাহার স্বামী সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতেছিল, এবং আল্লাহর অভিমুখী হইয়া অভিযোগ করিল আল্লাহ তাহা নিশ্চয় শ্রবণ করিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ শ্রোতা এবং দ্রষ্টা। (একজন সাহাবা তাঁহার স্ত্রীর উপরে রুষ্ট হইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন তুমি আমার মাতার পৃষ্ঠের ন্যায় অদ্য হইতে আমার জন্য অবৈধ, অজ্ঞতার যুগে এইরূপ বলিলে দাম্পত্য সম্বন্ধ ছিন্ন হইত। ইহাকে জেহার নহে তালাক বলে। ইস্লাম ধর্ম্ম শাস্ত্রে ইসলামের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কে অজ্ঞতার যুগ বলে। স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীকে ভাল বাসিত, তাহার অপোগণ্ড কয়েকটি সন্তানও ছিল, স্বাভাবিক স্নেহ বশতঃ সন্তান স্বামী কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারিতেছিল না। স্ত্রীলোকটি হজরত পয়গম্বরের নিকট আসিয়া অতি করুণ ভাষায় নিজের দুর্ভাগ্যের বিবরণ নিবেদন করিল। তখনও মূর্খতার সময় প্রচলিত এই জেহার সম্বন্ধে কোনও আজ্ঞা অবতীর্ণ হয় নাই। হজরত বলিলেন সম্ভবতঃ তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটি আরও দুঃখিত আরও কাতর হইল, এবং আকাশের দিকে মুখ করিয়া ইহার মীমাংসা প্রার্থী হইল, তখন (জেহার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইল,) ২ তোমাদের মধ্যে

যাহারা তাহাদের স্ত্রীদিগকে (তুমি আমার জন্য অদ্য হইতে আমার মাতার ন্যায় অবৈধ, বা তদনুরূপ বাক্য দ্বারা) অবৈধ করে, ঐ স্ত্রীলোকগণ (তজ্জন্য) তাহাদের মাতা হয় না; যে স্ত্রীলোকগণ তাহাদিগকে জন্মাইয়াছে তাহারা ব্যতীত অন্যে তাহাদের মাতা নহে; (যাহারা ঐরূপ কথা বলে,) নিশ্চয় তাহারা অতি ঘৃণ্য কথা বলে, এবং (তাহা) অসত্য, এবং (যাহারা তজ্জন্য) তোবা করে, তাহা করিবে না সংকল্প করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট পাপের ক্ষমা প্রার্থী হয়, আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করেন,) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পাপ মার্জ্জনাকারী। ৩ এবং যাহারা তাহাদের স্ত্রীগণকে স্বেচ্ছারক্রমে ত্যাগের পর, যাহা বলিয়াছে তাহা ভগ্ন করিয়া (দাম্পত্যে) ফিরিয়া আসে, তদবস্থায় পরস্পরকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে একজন দাসকে মুক্ত করণ (ঐ পুরুষের কর্ত্তব্য;) ইহাই যাহা তোমরা উপদিষ্ট হইতেছ। এবং (ইহা মান্য কি অমান্য) যাহা তোমরা কর, তাহা আল্লাহ অবগত হন। ৪ অতঃপর যে ব্যক্তি তাহা করিতে অক্ষম, তজ্জন্য পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্ব্বে অবিচ্ছেদে দুই মাস তাহার রোজা পালন কর্ত্তব্য; কিন্তু যে তাহাও করিতে অক্ষম তাহাকে ষাইট জন মিসকীন (নিঃসম্বল) ব্যক্তিকে ভোজন করান কর্ত্তব্য, ইহা এজন্য যেন তোমরা (ইহা পালন করিয়া) আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলেতে বিশ্বাস স্থাপনকারী হও। ইহাই আল্লাহর আদিষ্ট দণ্ড, ফলতঃ (ইহা) অগ্রাহ্যকারিগণের জন্য (পরকালে) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, ৫ যাহারা (আদেশ এবং নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া) আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার রসূলের অবাধ্যাচরণ করে, তাহাদিগকে (তদ্রূপ) হীনতাগ্রস্ত করা হইবে, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী (অবাধ্যাচারিগণকে) যেমন করা হইয়াছিল। (এবং যাহাতে মনুষ্যগণ তদ্রূপ না হয়

তজ্জন্য) আমি সহজ বোধগম্য নিদর্শন (কোর্-আন্) অবতীর্ণ করিয়াছি, এবং অমান্যকারিগণের জন্য হেয় কারক যন্ত্রনা।
৬ যে দিবস, আল্লাহ্ তাহাদের সকলকেই উত্থিত করিবেন, তখন তাহারা যাহা করিয়াছিল তাহা তাহাদিগকে দেখাইবেন, আল্লাহ্ তাহা (অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্ম) গণনা করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহারা (তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ আল্লাহ্ কর্ম্ম, বিশ্বাস ইত্যাদি) সমস্তেরই উপরে সাক্ষী। ১।৬

৭ তুমি কি (ভাবিয়া) দেখ নাই, যাহা কিছু স্বর্গে এবং যাহা কিছু মর্ত্ত্যে (ঘটে) আল্লাহ্ তাহা অবগত। এমত কোনই গুপ্ত পরামর্শ তিন জন মধ্যে হয় না, যাহার চতুর্থ তিনি নহেন; এবং পাঁচ জনার মধ্যে (কোনও কথা হয় না) যাহার ষষ্ঠ তিনি নহেন, এবং তাহাহইতে ন্যূন কিম্বা অধিক সংখ্যক (পরামর্শকারী) যে কোনও স্থানে থাকুক না কেন, যাহার সহিত তিনি বিদ্যমান নহেন। তৎপর, তাহারা যাহা করিয়াছিল, কেয়ামতের দিবস তিনি তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত বিষয় অবগত।

(কপট মুসলমান, এবং ইহুদিগণের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আএত সকল অবতীর্ণ হইয়াছিল।

৮ (হে নবী) যাহারা (অর্থাৎ যে কপটচারী মুসলমানগণ) গুপ্ত মন্ত্রণা ত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল, তুমি কি তাহাদের দিকে দৃষ্টি কর নাই? (কয়েক দিবস পরামর্শ স্থগিত রাখার) পর তাহারা উহার দিকে ফিরিয়া গিয়াছে, এবং যাহা পাপ, এবং শত্রুতা, এবং রছুলের অবাধ্যতা, এমত গুপ্ত পরামর্শ করিতেছে? অথচ (য়িহুদিগণ) যখন তোমার নিকট আসে, তখন আল্লাহ্ যে বাক্যদ্বারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেন, (যথা আস্ সালাম, তোমার মঙ্গল হউক, তাহা বিকৃত করিয়া তাহার) অনুরূপ বাক্যে (যথা আস্ সাম তোমার অমঙ্গল হউক বলিয়া)—তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে, এবং মনে মনে বলে, আমরা যাহা বলিতেছি, তজ্জন্য আল্লাহ্ আমাদিগকে শাস্তিগ্রস্ত করেন না কেন? নরকাগ্নিই তাহাদের জন্য

উপযুক্ত শাস্তি, তাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, তখন (জানিতে পারিবে) তাহা বাসের জন্য মন্দ স্থান। ৯। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, যখন তোমরা গুপ্ত মন্ত্রণা কর, তখন পাপ কার্য্যের, শত্রুতাচরণের, এবং পয়গম্বরের অবাধ্যতার মন্ত্রনা করিও না, বরং সাধুকার্য্যের, এবং পবিত্রতার, সম্বন্ধে যুক্তি করিও, এবং আল্লাহকে ভয় করিও, তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে। ১০। মন্দ পরামর্শ নিশ্চয় (দুষ্ট মতি) শয়তানের দ্বারা মনে আর্পিত হয় ব্যতীত নহে, উদ্দেশ্য বিশ্বাস স্থাপনকারিগণকে ক্ষুব্ধ করা, কিন্তু আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত ইহা কাহারও ক্ষতি কারক হইতে পারে না ; অতএব বিশ্বাসিগণের উচিত যে তাঁহারই উপর নির্ভর করুক।

১১। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, যখন সভাস্থলে (কাহারও জন্য) স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়ার জন্য তোমাদিগকে (পয়গম্বর) আদেশ করেন, তখন (তাহার জন্য) স্থান প্রশস্ত করিয়া দিও, আল্লাহ তোমাদের জন্য (তোমাদের মন, ভাগ্য, স্বর্গস্থ স্থান) প্রশস্ত করিয়া দিবেন, এবং (যখন) তোমাদিগ কে (কোন স্থানে প্রেরণ জন্য, বা সভা ভঙ্গ জন্য) দণ্ডায়মান হওয়ার আদেশ করেন, তখন দণ্ডায়মান হইও। তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন কারী (তজ্জন্য) আল্লাহ তাহাদিগকে উন্নত করিবেন, এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান (অর্থাৎ জ্ঞানী) করা হইয়াছে, তাহাদিগকে পদ মর্য্যাদায় উন্নত করিবেন, ফলতঃ তোমরা যাহা কর, আল্লাহ তাহা অবগত।

ব্যা (২০৬) এই আএতে জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হইয়াছে। আল্লাহর নিকট জ্ঞানীর (আলেমের) মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

অজ্ঞ বিশ্বাসী হইতে বিজ্ঞ বিশ্বাসীর পারলৌকিক অবস্থা উন্নত, অজ্ঞ ভক্ত এবং বিজ্ঞ ভক্ত মধ্যে তারকা এবং পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় বিভেদ, (তঃকাঃ) হজরত পয়গম্বর বলিয়াছেন, হে ইব্রাহিম, আমি সর্ব্বজ্ঞ, এজন্য আমি জ্ঞানী কে ভালবাসি। হজরত পয়গম্বর দুই মস্‌জিদে দুইটী সভা দেখিলেন, একটিতে সমস্ত ভক্তগণ সাগ্রহে উপাসনায় নিযুক্ত, অন্যটীতে বিদ্বান মণ্ডলী ধর্ম্ম তত্ত্বের সমালোচনায় রত। হজরত বলিলেন, উভয় মস্‌জিদের লোকেরা সাধুকার্য্যে রত, কিন্তু ভক্তমণ্ডলী হইতে জ্ঞানীমণ্ডলী শ্রেষ্ঠ। তিনি জ্ঞানী গনের সহিত যোগদান করিলেন।

হজরত বলিয়াছেন, আমি পয়গম্বর প্রযুক্ত যেমন শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ সাধারণ ভক্ত হইতে জ্ঞানী ভক্ত শ্রেষ্ঠ (আঃত)

১২। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, যখন তোমরা রসুলের সহিত (তোমাদের নিজের সম্বন্ধে কোনও) গোপনীয় বিষয় পরামর্শ কর, তখন তোমাদের পরামর্শের পূর্ব্বে (দরিদ্রগণকে) দান করিও, ইহা তোমাদের জন্য মঙ্গলকর এবং পবিত্র কার্য্য, কিন্তু যদি দান করায় কিছু প্রাপ্ত না হও তাহা হইলে (পাপ মার্জ্জনার প্রার্থী হইও,) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা এবং অনুগ্রহ করেণ। ১৩। তোমাদের মন্ত্রনার পূর্ব্বে (অভাবগ্রস্তকে) দান করা কি তোমরা ভয় করিতেছ? (ইহা ইচ্ছাধীন,) আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদয় হইয়াছেন, কিন্তু নমাজ স্থির রাখিও, এবং জাকাত দান করিও, এবং আল্লাহ ও রসুলের বাধ্য হইয়া চলিও, এবং তোমরা যাহা কর, আল্লাহ তাহা অবগত হন। ২।৭=২৩

১৪। (হে নবী,) তুমি কি (সেই কপটাচারী) ব্যক্তিগণকে দেখ নাই, যাহারা আল্লাহ যে (য়িহুদি) জাতির উপর অপ্রসন্ন

তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিয়াছে? তাহারা তোমাদেরও মধ্যে নহে, তাহাদেরও মধ্যে নহে, এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া (মিথ্যা) শপথ করে। ১৫। তাহাদের জন্য আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা যাহা করিতেছে, নিশ্চয় তাহা মন্দ। ১৬। তাহারা তাহাদের শপথকে ঢাল স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছে, এইরূপে (অন্যকে) আল্লাহর পথ হইতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, অতঃপর ইহাদের জন্য হীনকারক যন্ত্রণা রহিয়াছে। ১৭। তাহাদের ধন এবং সন্তান আল্লাহর (শাস্তির) বিরুদ্ধে কোনও কার্য্যে আসিবে না, তাহারা নরকবাসী, তথায় চিরকাল বাস করিবে। ১৮। যে দিবস আল্লাহ তাহাদের সকলকেই উত্থিত করিবেন, তখনও তাহারা তাঁহার নিকট মিথ্যা শপথ করিবে যেমন তোমাদের নিকট শপথ করিতেছে, মনে করিবে যে তাহারা তদ্দ্বারা কোনও কার্য্য (সিদ্ধ) করিবে। জানিয়া রাখ ইহারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী। ১৯। (দুষ্ট বুদ্ধি দাতা) শয়তান ইহাদের উপরে প্রাবল্য লাভ করিয়াছে, ঐরূপে ইহাদিগকে আল্লাহকে স্মরণ করা হইতে বিস্মৃত করিয়া দিয়াছে। ইহারা শয়তানের সৈন্য, জানিয়া রাখ, শয়তানের সৈন্য গণই যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত! ২০। যাহারা আল্লাহ এবং রসূলের অবাধ্যাচারী, তাহারা নিশ্চয় হীনতা গ্রস্ত হয়। ২১। আল্লাহ ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে, নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূল প্রাবল্য লাভ করিবে, নিশ্চয় আল্লাহ মহা শক্তিমান, মহা প্রবল।

২২। (হে নবী) তুমি আল্লাহতে এবং শেষ দিবসেতে বিশ্বাস-কারিগণকে, আল্লাহ এবং রসূলের অবাধ্যাচারী পিতা, পুত্র, ভ্রাতা বা আত্মীয়ের সহিত বন্ধুত্ব করিতে দেখিতে পাইবা না। ইহারাই তাহারা

যাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ "ইমান" অর্থাৎ বিশ্বাস অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে তিনি আত্মা দ্বারা স্বপক্ষ হইতে সাহায্য করিয়া থাকেন, এবং তাহাদিগকে তিনি স্বর্গোদ্যানে উপনীত করিবেন, তথায় স্রোত স্বিনী সকল প্রবাহিত, তথায় তাহারা চিরদিন বাস করিবে; আল্লাহ তাহাদের উপরে প্রসন্ন, এবং তাহারাও আল্লাহর (প্রসন্নতায়) তুষ্ট, ইহারাই আল্লাহর সৈন্য; যাহারা আল্লাহর সৈন্য, নিশ্চয় তাহাদের, মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে ।৩।৯=২২

হশর সৈন্য সমবেদ করণ।

মদীনাবতীর্ণ ৫৯ সূরা (১০১)।

অশেষ অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১। যাহা সমস্ত স্বর্গে এবং যাহা সমস্ত মর্ত্ত্যে, তাহারা (উচ্চারিত বা অবস্থারূপ বাক্য দ্বারা) আল্লাহর পবিত্রতার, (তিনি অক্ষমতা ও অজ্ঞতা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার দোষ হইতে পবিত্র তাহার) জপ করিতেছে; এবং তিনি মহা পরাক্রান্ত, মহা কৌশলজ্ঞ। ব্যা (২০৬) (তোওরতে বর্ণিতছিল কোরাণের অর্থাৎ মক্কার পয়গম্বর যেথরেব অর্থাৎ মদীনাতে বাস করিবেন,

এবং সহস্র সহস্র পবিত্র ব্যাক্তিগণ তাঁহার সহায় হইবেন, এই ভবিষ্যৎ বাণী মত, য়িহুদি রাজ্য ধ্বংসের পর, বনুনজীর, বনুকরিজ প্রভৃতি য়িহুদিগণ মদিনায় উপনিবেশন স্থাপন করিল। নগরের তিন মাইল মাত্র দূরে ইহারা বাস করিত। হজরত মদীনায় আশ্রয় গ্রহণের পর তাঁহার সহিত মিত্রভাবে বাস করার সন্ধি স্থাপিত হইল। মুষ্টিমেয় মুসলমানগণকে বদরে জয়লাভ করিতে দেখিয়া ইহাদের বিশ্বাস জন্মিতে আরম্ভ করিল যে ইনিই প্রতিশ্রুত পয়গম্বর। কিন্তু ওহুদে মক্কার পৌত্তলিকগণ জয়যুক্ত হওয়াতে সেই বিশ্বাস অনেক শিথিল হইয়া গেল। পয়গম্বরের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া ইহারা ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। আবুসুফিয়ান বনুনজিরদের সহিত গোপনে সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিল, সে পয়গাম্বরকে গুপ্তভাবে হত্যা করিতে আসিয়াছিল। ইহার পর উনিশজন বনিনজীর য়িহুদী, এবং চল্লিশ জন মক্কাবাসী পৌত্তলিক অশ্বারোহী, কাবার প্রাচীর স্পর্শ করিয়া মুসলমান শক্তি ধ্বংশ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। শত্রুভ্রমে একজন সন্ধিবদ্ধ য়িহুদিকে বধ করার জন্য এক জন মুসলমানকে পয়গম্বর ক্ষতি পূরণ প্রদানের আদেশ করিয়াছিলেন। বনুনজীরগণও চাঁদা প্রদান করিবার উপলক্ষে পয়গম্বরকে তাহাদের দুর্গে আহ্বান করিল। দুর্গপ্রাচীরের ছায়াতে মুসলমানগণ এবং য়িহুদিগণ উপবিষ্ট ছিলেন। পূর্ব্ব ষড়যন্ত্র মত একটা বৃহৎ প্রস্তর প্রাচীরের উপর হইতে তাঁহার উপর ফেলিয়া দেওয়া হইল। তিনি যদি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সরিয়া না বসিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় রক্ষা পাইতেন না। পূর্ব্ব সন্ধি রহিত করা হইল, এবং বনীনজীরদিগকে দশ দিবস মধ্যে তাহাদের দুর্গ সমর্পণ করিয়া নির্ব্বাসন গ্রহনের আদেশ হইল। কপট মুসলমানগণ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। বনিনজীরগণের নগর প্রাচীরে বেষ্টিত, এবং একটা দৃঢ় দুর্গে রক্ষিত ছিল। তাহারা

দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিল। ক্ষুদ্র একদল মুসলমান সৈন্ত দুর্গ অবরোধ করিল, তাহাদের পথ ঘাট বন্ধ করিল। দশ দিবস পর্য্যন্ত কোনও পক্ষই অস্ত্র সঞ্চালন করিল না। দুর্গ বহির্ভাগস্থ খর্জ্জুর বৃক্ষ সকলকে ছেদন করিয়া মুসলমানগণ আক্রমনের সুবিধা করিতে লাগিল। মুসলমানগণের ক্ষুদ্র বাহিনী উদ্যোগ এবং উৎসাহ য়িহুদিগণের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিল। তাহারা সংখ্যাতে অধিক ছিল, এবং দুর্গে প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র এবং খাদ্য ছিল। দশম দিবস তাহারা মুসলমানদিগকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল। এইরূপ সন্ধি হইল, যে, প্রত্যেক পরিবার একটি উষ্ট্র যাহা বহন করিতে পারে তাহা সহ নগর ত্যাগ করিতে পারিবে, কিন্তু সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র লইতে পারিবে না। এতৎ সম্বন্ধে নিম্নে অনুবাদিত আএত সকল অবতীর্ণ হইয়াছিল।)

২। তিনিই (য়িহুদিগণ) সৈন্ত সমবেত করার পূর্ব্বেই গ্রন্থধারী ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন; তাহারা যে নির্ব্বাসিত হইয়া যাইবে, তাহা তোমরা কল্পনাও কর নাই, এবং তাহারা এইরূপ মনে করিতেছিল যে, আল্লাহর বিরুদ্ধেও তাহাদের অবরোধক (প্রাচীর এবং দুর্গ) তাহাদিগকে রক্ষা করিবে; তদন্তর যে দিক দিয়া তাহারা মনেও করে নাই (সেই দিক দিয়া অর্থাৎ সেই ভাবে) আল্লাহ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে ত্রাশ সঞ্চারিত করিয়া দিলেন। (তাহারা গৃহের মূল্যবান কাষ্ঠ সকল সঙ্গে লইবার জন্ম) স্বহস্ত এবং (তদর্থে নিযুক্ত) মুসলমানগণের হস্ত দ্বারা তাহাদের গৃহ সকল ভগ্ন করিতেছিল। অতএব হে চক্ষুষ্মান, (ইহা হইতে) উপদেশ গ্রহণ কর (যে তিনি মহাপরাক্রান্ত, মহা কৌশলজ্ঞ।)

এবং যদি আল্লাহ তাহাদের সম্বন্ধে নির্ব্বাসন লিখিয়া না রাখিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে পৃথিবীতে (অন্য) শাস্তিগ্রস্ত করিতেন, এবং তাহাদের জন্য পরকালে নরক যন্ত্রণা। ৪। ইহার কারণ এই যে, তাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, ফলতঃ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরন কারিগণের তিনি কঠিন শাস্তিদাতা। ৫। তোমরা যে সকল খর্জ্জুর বৃক্ষ ছেদন করিয়াছ, এবং যে সকলকে উহাদের মূলের উপরে দণ্ডায়মান করিয়াছ, তাহা আল্লাহর আদেশ সূত্রে করিয়াছ, এবং ইহা এজন্য যে পাপাচারীগণ তুচ্ছ হউক। ৬। এবং আল্লাহ তাহাদের ত্যক্ত সম্পত্তির যাহা যুদ্ধে লব্ধধন স্বরূপ তাহার রসূলকে দিলেন, (তাহা যোদ্ধাগণের মধ্যে বিতরিত হইবে না), কারণ, তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে অশ্বধাবিত বা উষ্ট্র চালিত কর নাই, (তাহারা সন্নিকটেই বাস করণ জন্য তোমাদিগকে কষ্ট সহ্য এবং ব্যয় বহন করিতে হয় নাই, যুদ্ধ ও করিতে হয় নাই,) ফলতঃ যাহার উপরে ইচ্ছা তাহার উপরে আল্লাহ তাঁহার রসূলকে প্রাবল্য প্রদান করেন, এবং আল্লাহ (স্ব অভিপ্রেত) সমস্তই করিতে সক্ষম। ৭। এই নগরবাসিগণ হইতে আল্লাহ (ফএ) বিনা যুদ্ধে লব্ধ ধন স্বরূপ যাহা তাঁহার রসূলকে প্রদান করিলেন, তাহা আল্লাহর এবং তাঁহার রসূলের, এবং তাঁহার স্বগণবর্গের, এবং পিতৃহীন সন্তানগণের, এবং দরিদ্রগণের, এবং পথিকগণের জন্য। কারণ এই যে তোমাদের মধ্যে যাহারা ধনসম্পন্ন, তাহাদের মধ্যে যেন তাহা এক হস্ত হইতে অন্য হস্তের নিকট না যায়। যাহা রসূল তোমাদিগকে প্রদান করিবেন তাহা গ্রহণ করিও, এবং যাহা গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন, তাহা হইতে দূরে থাকিও, এবং আল্লাহকে ভয় করিও, নিশ্চয় তিনি কঠিন শাস্তিদাতা। ৮ (এবং) যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিগণের পীড়নে) দেশত্যাগী অর্থাৎ (হিজরত) করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা

দরিদ্র, সেই মহাজেরীণদের জন্তও (তাহা বায়িত হইবে।) ইহা-দিগকে ইহাদের গৃহ এবং সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, ইহারা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং প্রসন্নতা অনুসন্ধান করে, এবং আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলকে সাহায্য করে। ইহারাই যাহারা (তাহাদের বিশ্বাসকে) সত্য প্রমাণ করিয়াছে। ৯ এবং যাহারা পূর্ব্ব হইতে (মদীনা নগরে) বাস করিত, এবং বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, (সেই আনসারগণ,) বিধর্ম্মীদের পীড়নে) ইহাদের নিকট যাহারা পলাইয়া আসে তাহাদিগকে ভালবাসিয়া থাকে, এবং মহাজেরীণদিগকে যাহা দান করা হয়, তজ্জন্ত তাহাদের মনে কোনও প্রকার অসন্তোষ প্রাপ্ত হয় না; এবং ইহাদের নিজের অভাব থাকিলেও, আপন অভাব হইতে (দেশত্যাগী গণের অভাব) গুরুতর বিবেচনা করে, ফলতঃ যাহাদিগকে মনের সংকীর্ণতা হইতে রক্ষা করা হইয়াছে, তাহারাই অভীষ্ট লাভ করিয়াছে। ১০ এইং যাহারা তাহাদের পর (ইস্লাম ভ্রাতৃত্বে) আগমন করিয়াছে, তাহারা প্রার্থনা করে যে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়াছে তাহাদের পাপ, ক্ষমা করিয়া দাও, এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের হৃদয়ে শত্রুতার সঞ্চার করিও না, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি করুণাময়, তুমি দয়াময়।১।১০

ব্যা (২০৭) (এই সম্পত্তির আয় পূর্ব্বোক্তরূপে বায়িত হইত। এখন যেমন সাধারণ ধনাগার হইতে রাজা এবং তাঁহার পরিবারবর্গ বৃত্তি প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ এই সম্পত্তির লভ্যের কতক অংশ পয়গম্বরের এবং তাঁহার পরিবারবর্গের জন্ত ব্যয় হইত; এবং তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফা-গণেরও ব্যয় তাহা হইতে নির্ব্বাহ হইত। বণীনজীরদের নিকট হইতে প্রাপ্ত খর্জ্জুর বাগান হজরত ওকফ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার লো-

কান্তরের পর হজরত ফাতেমা তাহা উত্তরাধিকার সূত্রে দাবি করিয়াছিলেন, তখন হজরত আবুবকর খলিফা, কিন্তু তিনি এবং স্বয়ং হজরত আলী এই ওক্‌ফ রদ করিতে সাহসিক হন নাই। এই ঘটনা শিয়া এবং ঈসায়ীগণ অতি বিকৃতাকারে বর্ণনা করেন।

ব্যা ২০৮ নবুয়তের ১০ম বৎসরে ৬ জন মদিনাবাসী ইস্‌লাম গ্রহণ করিলেন, নবুয়তের দ্বাদশ বৎসরে পাঁচশত জন মদীনাবাসী মুসলমান হজ্জ করিতে আসিলেন, এবং ত্রয়োদশ বৎসরে স্বয়ং পয়গম্বর হত্যাকারিগণের পাহারা হইতে মদিনায় গমন করিলেন। তথায় ইস্‌লাম দ্রুতবেগে বিস্তারিত হইতে লাগিল।

ব্যা ২০৯ মদীনাবাসী প্রাথমিক মুসলমানদিগকে আনসার বলে, এবং মক্কা হইতে দেশত্যাগী মুসলমানগণকে মহাজ্জেরীন বলে। আন্‌সারগণের মনে দয়াময় এমত ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা মহাজ্জেরীনদিগকে প্রাণ হইতেও অধিক ভালবাসিতেন। যে আন্‌সারের দুই খানা কম্বল ছিল, তিনি তাহার এক খানা ভ্রাতা মহাজ্জেরিনকে দিয়াছিলেন। হজরত এক এক জন আন্‌সারের সহিত এক এক জন মহাজ্জেরীনের ভাই ভাই সম্পর্ক পাতিয়া দিয়াছিলেন। সমর্থ আন্‌সারগণ তাহাদের ভ্রাতা নিঃস্ব মহাজ্জেরীনগণকে তাহাদের গৃহ-উদ্যান, পরিধান বস্ত্র, ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন; এমত ঘটনাও বিরল ছিল না যে, যে আন্‌সারে দুই জন স্ত্রী, তিনি একজনকে তাঁহার ভ্রাতার পত্নিত্বে অর্পণ করিয়া দিলেন। অনেক মহাজ্জেরীন এমত অবস্থায় মদিনায় পলাইয়া আসিতেন যে ভূগর্ভে রাত্রি যাপন করিয়া শীত নিবারণ করিতেন। হজরত আবুবক্কর, উমর, ওসমান দরিদ্র ছিলেন না, কিন্তু ধন সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া আসিয়া তাঁহারও দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বনীনজীরগণের ধন মহাজ্জেরীনগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া হজরত আন্সারগণের ভার কতক লাঘব করিলেন। আন্সারগণের মধ্যে তিন জন দরিদ্র মাত্র সাহায্য পাইয়া ছিলেন, কিন্তু এতজ্জন্ত আন্সারগণ কিঞ্চিত মাত্রও ক্ষুন্ন হন নাই।

বনীনজীরগণের নির্ব্বাসনের পূর্ব্বেই নিম্নানুবাদিত ভবিষ্যৎ বাণী অবতীর্ণ হইয়াছিল।)

১১। তুমি কি জান না, কপটাচারিগণ তাহাদের ধর্ম্মভ্রষ্টভ্রাতা (য়িহুদিগণকে) বলিতেছে, যদি তোমরা নির্ব্বাসিত হও, আমরাও তোমাদের সহিত নির্ব্বাসিত হইব, এবং তোমাদের প্রতিকুলে আমরা কথনই কাহারও কথা মান্য করিব না। যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয়, আমরা নিশ্চয় তোমাদিগকে সাহায্য করিব। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তাহারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী। ১২। যদি তাহারা নির্ব্বাসিত হয়, কপটা চারিগণ তাহাদের সহিত নির্ব্বাসন গ্রহণ করিবে না, এবং যদি (য়িহুদিগণের) সহিত যুদ্ধ করা হয়, তাহারা তাহাদিগকে কখনই সাহায্য করিবে না; আর যদি তাহাদিগকে সাহায্য করে তাহা হইলে নিশ্চয় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে, তখন (য়িহুদিগণ) তাহাদের সাহায্য করিবে না। ১৩। তাহাদের অর্থাৎ কপটাচারিগণের হৃদয়ে আল্লাহর (ভয় অপেক্ষা) তোমাদেরই ভয় প্রবল, যে হেতু তাহারা অবিবেচকের দল। ১৪। (দুর্গ) রক্ষিত নগরের মধ্য হইতে, অথবা প্রাচীরের অন্তরাল হইতে ব্যতীত তাহারা একত্র হইয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না, তাহাদেরই মধ্যে তাহাদেরই যুদ্ধ ঘোর তর, তোমরা মনে করিতেছ তাহারা একমত, ফলতঃ তাহাদের হৃদয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, যে হেতু তাহারা অবিবেচকের দল। ১৫। ইহারা (এই কপটাচারিগণ) তাহাদের ন্যায়, যাহারা ইহাদের (এই য়িহুদিগণের) অনতিপূর্ব্বে (বদরে) তাহাদের

কার্য্যের কটু আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, এবং অতঃপর (পরকালে) তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি। ১৬। ইহারা শয়তানের ন্যায় (দুর্ব্বুদ্ধি দাতা;) যে এক জন (নির্ব্বোধ) ব্যক্তিকে বলিল, তুমি কাফেরের (ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট ব্যক্তির ন্যায়) কার্য্য কর; তার পর যখন সে কাফের হওয়ার কার্য্য করিল, (তখন) সে তাহাকে বলিল, নিশ্চয় আমি তোমার সঙ্গী নহি, আমি সৃষ্টির প্রতিপালককে ভয় করি। ১৭। অবশেষে তাহাদের উভয়ের পরিণাম এই হইল যে উভয়ে চির কালের জন্য নিরয়গামী হইল। ফলতঃ ইহাই পাপাচারিগণের কার্য্যের প্রতিফল। ২।৭=১৭

১৮। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, আল্লাহকে ভয় কর, এবং (তোমাদের) প্রত্যেক প্রাণের দেখা উচিত যে, সে আগামী কল্যের জন্য কি প্রকার (কর্ম্ম) পূর্ব্বেই পাঠাইয়াছে; এবং আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ তাহা অবগত হইতেছেন। ১৯। তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা আল্লাহকে বিস্মৃত হইয়াছে, তৎ প্রযুক্ত আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের নিজকে (তাহাদের মঙ্গল কর কার্য্য) বিস্মৃত করিয়া দিলেন। ইহারাই তাহারা যাহারা পাপাচারী।

২০। নরকবাসী এবং স্বর্গোদ্যান বাসী এক সমান নহে। যাহারা স্বর্গোদ্যানবাসী তাহাদেরই কামনা পূর্ণ হইবে।

২১। যদি আমি এই কোর্-আন কোনও পর্ব্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম, তাহা হইলে, তুমি দেখিতে পাইতা, তাহা দৈন্য প্রকাশ করিতে করিতে আল্লাহর ভয়েতে বিদীর্ণ হইয়া যাইত, আমি এই দৃষ্টান্ত দিতেছি যেন মনুষ্যগণ অনুধাবন করে।

২২। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তিনি ভবিষ্যত এবং বর্ত্তমান অবগত; তিনি অতি দয়াবান, অতি কৃপান্বিত। ২৩। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই। তিনি

প্রভু, অতি পবিত্র, মঙ্গলদাতা, নিরাপদকারী, রক্ষাকর্ত্তা, আয়ত্বকারী মহা প্রবল, মহত্বযুক্ত, তাঁহার যে সকল ক্ষমতাভাগী স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা হইতে তিনি পবিত্র। ২৪। তিনিই আল্‌লাহ স্রষ্টা, রচয়িতা, আকার সকলের উদ্ভাবনকর্ত্তা; উত্তমগুণ প্রকাশক সমস্ত নামই তাঁহার। যাহারা স্বর্গে এবং মর্ত্তে বিদ্যমান তাহারা তাঁহার পবিত্রতার জপ করিতেছে। তিনি আয়ত্বকারী, (অভিপ্রেত সাধনের) কৌশল সকল অবগত। ৩।৭=২৪

মুম্‌তহেনাহ্‌—পরিক্ষীতা।

মদিনাবতীর্ণ ৬০ সংখ্যক সূরা ৯১

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, যদি আমার পথে যুদ্ধ করিবার জন্য, এবং আমার প্রসন্নতা অনুসন্ধান নিমিত্ত, তোমরা গৃহত্যাগী না হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার এবং তোমাদের শত্রু (মক্কার কাফের) গণকে বন্ধু জ্ঞান করিও না; বন্ধু বিবেচনা করিয়া তোমরা তাহাদের নিকট (মক্কাভিযানের) সংবাদ প্রেরণ করিতেছ, অথচ যে সত্য তোমাদের

নিকট উপনীত হইয়াছে তাহা তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ, সেই জন্যই রসুলকে, এবং তোমাদিগকে, বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। তোমরা যাহা গোপন করিতেছ এবং তোমরা যাহা প্রকাশ করিতেছ তাহা তিনি অবগত। ফলতঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা তদ্রূপ কার্য্য করে তাহারা সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট।

ব্যা (২১০) (হজরত হিজরাব্দের অষ্টম বৎসরে মক্কার কাফেরগণকে দমনের গোপনীয় উদ্যোগ করিতেছিলেন। একজন সাহাবীর মনে কোনও রূপ দুরভিসন্ধি ছিল না, একজন মক্কাবাসী কাফের বন্ধু তাঁহার পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, তাঁহাকে তিনি সরল চিত্তে এইরূপ পত্র লিখিলেন, "হজরত পয়গম্বর যে স্থানেই অভিযান করেন, জয়শ্রী সেই স্থানেই তাঁহার পদচুম্বন করেন। মক্কাবাসিগণের উচিত যে অবিরোধে নগর তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। পয়গম্বর সৈন্য শীঘ্রই তাহাদের উপর নিপতিত হইবে" নিশ্চয়ই যে পয়গম্বর-সৈন্য মক্কা আক্রমণ করিবে তাহা তিনি জানিতেন না। পয়গম্বরদের যে বিশেষ শক্তি আছে, তৎক্রমে হজরত জানিতে পারিলেন এই সংবাদ লইয়া এক জন স্ত্রীলোক মক্কায় যাইতেছে। তিনি হজরত আলিকে তাহার আকৃতি, বর্ণ ইত্যাদি বলিয়া দিলেন, এবং যে স্থানে তাহার সহিত দেখা হইবে, তাহাও বলিয়া দিলেন। হজরত আলী অশ্বধাবিত করিয়া বর্ণিত স্থানে বর্ণনামত এক জন স্ত্রীলোককে প্রাপ্ত হইলেন। সে প্রথমতঃ স্বীকৃত হইল না, কিন্তু যখন হজরত আলী অসি নিষ্কোষিত করিলেন, তখন স্ত্রীলোকটি সাহাবীর পত্র তাঁহাকে সমর্পন করিল। এই ঘটনার কতক দিবস পর পয়গম্বর সৈন্য হঠাৎ মক্কার অদূরে শিবির স্থাপন করিল; কিন্তু তৎপূর্ব্বে মক্কা-বাসিগণ ইহার কিছুই জানিতে পারে নাই, বরং তাহার পূর্ব্ব রাত্রে

আবুসুফিয়ান দূত স্বরূপ মক্কা যাত্রা করিয়া পথে পয়গম্বর সৈন্য দর্শন করিয়া কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইল। এই আট বৎসরের মধ্যে পয়গম্বর শক্তি অদম্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তীত কয়েক আএত এই বিষয় সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।)

২। যদি তাহারা তোমাদিগকে আয়ত্বাধীন করে, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের শত্রু হইয়া যাইবে, এবং তাহাদের হস্ত সকল তোমাদের দিকে প্রসারিত করিবে, এবং তাহাদের জিহ্বা তোমাদের নির্য্যাতনের জন্য (মুক্ত করিয়া দিবে,) ফলতঃ তাহারা ইহাই ভালবাসে যে, তোমরাও কাফের হওয়ার কার্য্য কর। ৩। কেয়ামতের দিবস তোমাদের স্বগণ-বর্গ, কিম্বা সন্তানগণ, তোমাদিগকে লাভবান করিবে না, সে দিবস তোমাদের মধ্যে দূরতা স্থাপন করিবেন, ফলতঃ তোমরা যাহা করিতেছ তাহা আল্লাহ দর্শন করিতেছেন। ৪। ইব্রাহিমের এবং তাহার সঙ্গি-গণের আচরণেতে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রহিয়াছে, যখন তাহারা তাহাদের স্বগণদিগকে বলিলেন, তোমাদের উপরে, এবং তোমরা যাহা-দিগের পূজা কর তাহাদের উপরে, আমরা আন্তরিক অসন্তুষ্ট, আমরা তোমাদের সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করিলাম, এবং যাবত তোমরা আল্লা-হতে এবং একমাত্র তিনিই উপাস্য তাহাতে বিশ্বাস না কর, তাবত আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা এবং বিদ্বেষ স্থাপিত হইল। ইব্রাহিম তাহার পিতাকে যে বাক দান করিয়াছিল যে (আমি আল্লাহর নিকট) তোমার পাপ মার্জ্জনার প্রার্থনা করিব, কিন্তু তোমার জন্য আল্লাহর নিকট হইতে (পাপ ক্ষমা জন্য এতৎ ব্যতীত কিছু করার আমার ক্ষমতা নাই। (তাহারা কাফের শত্রুগণের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিল।)

হে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা আমরা কেবল তোমারই উপর নির্ভর করি,

এবং আমরা কেবল তোমারই অনুগ্রহ প্রত্যাশী, তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন ; ৫। আমাদিগকে কাফেরদের হস্তে বিপদ-গ্রস্ত করিও না, হে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, তুমি আমাদের পাপ মার্জ্জনা করিয়া দাও, নিঃসন্দেহই তুমি সমস্তই সংঘটন করিতে সক্ষম, (ঈপ্সিত কার্য্য সাধন জন্য যে কৌশল আবশ্যক তুমি সেই) কৌশলজ্ঞ। ৬। যাহারা আল্লাহর (প্রসন্নতার,) এবং পরকালের (মঙ্গলের) আশা করে, তাহাদের জন্য তাহাদের আচরণ নিশ্চয় অতি উত্তম আদর্শ ; এবং যাহারা (এই রূপ আচরণ করিতে) বিমুখ হয়, তদপ্রযুক্ত (আল্লাহর) কোনও ক্ষতি হয় না, (তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি করার সমস্তই তাঁহার নিকট আছে, অভাব পুরণকারী বলিয়া তিনি) প্রশংসিত। ১।৬

৭। (হে মুসলমানগণ,) ইহা অসম্ভব নহে যে দীর্ঘ কালের পূর্ব্বেই তোমাদের এবং যাহারা তোমাদের শত্রু তাহাদের মধ্যে আল্লাহ সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিবেন ; ফলতঃ আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ের উপরে শক্তিসম্পন্ন, এবং আল্লাহ পাপ মার্জ্জনাকারী, পরম দয়ালু, (এই শত্রুগণই তোমাদের পরম মিত্র হইবে, এবং তাহাদের সমস্ত পাপ দুরীভূত হইয়া যাইবে। এই ভবিষ্যৎ বাণী অষ্টম হিজরাতে মক্কা অধিকারের দিন সত্য হইল।)

৮। (ব্যা ২১১ যদিও শত্রুতাচরণকারী কাফেরগণের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার আদেশ অবতীর্ণ হইল, কিন্তু মুসলমানগণ অন্য ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিল। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতা একজন স্ত্রীকে হজরত আবুবকর দাম্পত্য-বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করিলেন। কতক দিবস পর তিনি মক্কা হইতে কন্যা কুতেলাকে দর্শন জন্য মদীনায় আসিলেন। কন্যাকে কতক উপহার পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু তিনি উপহার গ্রহণ করিলেন না, মাতার সহিত দেখাওকরিলেন না, মাতা হজরতের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন,

তখন আএত অবতীর্ণ হইল,) যাহারা তোমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে নাই, এবং তোমাদিগকে তোমাদের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করে নাই, তোমরা তাহাদের সহিত সংব্যবহার এবং ন্যায়াচরণ কর, তদ্বিষয় তোমাদিগকে নিষেধ করা হয় নাই। ইহাই সত্য যে আল্লাহ ন্যায়াচরণ-কারিগণকে ভালবাসেন। ৯। ইহাই সত্য যে, যাহারা তোমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস জন্য তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, এবং তোমাদিগকে তোমাদের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, এবং তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওন কার্য্যের সাহায্য করে, তাহাদের সহিত তোমরা বন্ধুত্ব কর এতৎ সম্বন্ধে তোমাদিগকে বারণ করা হইয়াছে। যাহারা ইহাদিগকে বন্ধু জ্ঞান করে, তজ্জন্য তাহারাই অন্যায়কারী।

১০। ব্যা (২১২) হুদয়বার সন্ধিতে ধার্য্য হইয়ছিল যে, মক্কা-বাসী যাহার ইচ্ছা সে ইস্লাম গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু কেহ ইস্লাম গ্রহণান্তর অভিভাবকের অনিচ্ছায় মদিনায় পলায়ন করিলে তাহাকে অভিভাবকের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। তখন মক্কা-নগরের লোকেরা দলে দলে প্রকাশ্যভাবে ইস্লাম গ্রহণ করিতে লাগিল; এবং বহু যুবক মদীনায় পলায়ন করিতে লাগিল; হজরত ইহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহারা তাহাতেও মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিল না, কিন্তু মক্কাবাসিগণের বাণিজ্য পথে এক দুর্গম গুপ্তস্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া বণিকগণকে বধ এবং লুণ্ঠন করিতে লাগিল, জনদল নামক এক যুবক ইহাদের নেতা হইল, অবশেষে মক্কা বাসিগণ বাধ্য হইয়া সন্ধির এই অংশ রহিত করিয়া দিল। হজরত অনেকবার বলিয়াছেন যে, হুদয়বীয়ার সন্ধির দিবসেই মক্কা জয় করা হইয়াছিল।

ব্যা (২১৩) নব ধর্ম্মাবলম্বিনী স্ত্রীলোকেরাও মদিনা পলায়ন করিতে লাগিলেন। সারিয়া তাঁহার স্বামীকে

ভালবাসিতেন, উভয়ের সুখে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হইতেছিল। তিনিও একদল স্ত্রীলোক সহ মদিনায় পলাইয়া আসিলেন, তাঁহার স্বামীও আসিয়া সন্ধির সর্ত্তমত কার্য্য করার প্রার্থী হইলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে কি করিতে হইবে, তাহা সন্ধিপত্রে লিখিত ছিল না, সুতরাং সারিয়াকে প্রত্যর্পণ করা হইল না, তখন আএত অবতীর্ণ হইল :—

১০ হে মুসলমানগণ, যখন বিশ্বাসস্থাপনকারিণী স্ত্রীলোকগণ (মক্কা) ত্যাগ করিয়া তোমাদের নিকট আগমন করে, তখন তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিও (যে তাহারা প্রকৃতই মুসলমান কি না, অথবা কোন যুবকের উদ্দেশে আসিয়াছে ;) তাহাদের বিশ্বাস আল্লাহ উত্তমরূপে অবগত, (তাহাদের বিশ্বাস সরল কিনা তাহা তিনিই অবগত।) তৎপর তোমরা যদি জানিতে পার যে তাহারা মুসলমান (ধর্ম্ম পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে), তাহা হইলে তাহাদিগকে কাফেরদের নিকট প্রেরণ করিও না। সেই স্ত্রীলোকগণ তাহাদের জন্য বৈধ নহে, এবং ঐ পুরুষগণও ঐ স্ত্রীলোকদের জন্য বৈধ নহে। তাহাদের স্বামিগণ তাহাদের জন্য যাহা ব্যয় করিয়াছে, তাহা তাহাদের স্বামীদিগকে প্রত্যর্পণ কর, এবং যখন তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদিগকে মোহরাণা প্রদান কর, তখন তাহাদিগকে বিবাহ করা, তোমাদের জন্য অবৈধ নহে। এবং তোমাদের বিধর্ম্মী স্ত্রীদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না, (তৎপর যদি কেহ তাহাদিগকে বিবাহ করে,) তোমরা মোহর স্বরূপ যাহা তাহাদিগকে দিয়াছ তাহা চাহিয়া লও এবং তাহারাও তদ্রূপ করুক। ইহাই আল্লাহর আদেশ (তোমাদের মধ্যে তিনি এইরূপ আদেশ প্রচার করিতেছেন, যেহেতু) তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং আদেশকর্ত্তা। (হঃ আবুবকর প্রভৃতি কয়েক জনার স্ত্রী ইস্লাম গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইল, এই আদেশ মত মুসলমান স্বামীগণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল, তাহারাও

গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। মুসলমান হওয়ার জন্ত কেহ এই স্ত্রীলোকদের উপর বল প্রয়োগ করিল না। যে ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিল, তাহারা মুসলমান স্বামিগণকে মোহরাণা ফিরাইয়া দিতে অস্বীকৃত হইল, তখন অবতীর্ণ হইল;) ১১। এবং যদি তোমাদের (পরিত্যক্তা) স্ত্রীগণের জন্ত বিধর্মীগণের দ্বারা তোমাদের কোনও ক্ষতি হয়, (যদি তাহার স্বামী মোহরানা ফিরাইয়া দিতে অস্বীকৃত হয়,) তাহা হইলে যুদ্ধ কর, তৎপর যাহাদের স্ত্রীগণ চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে তাহারা যাহা (মোহর স্বরূপ) ব্যয় করিয়াছে, তৎপরিমাণ প্রদান কর, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে সে (এতৎসম্বন্ধে) তাহাকে ভয় করুক।

১২ হে নবী, যখন কোনও নারী তোমার নিকট বএত হইতে আসে (তোমার নিকট তাহার বিশ্বাস সম্বন্ধে শপথ গ্রহণ করে,) তাহা হইলে যদি তাহারা তোমার নিকট এইরূপ শপথ করে যে তাহারা আল্লাহর সহ অন্ত উপাস্ত (কোনও প্রকারে) সংযোগ করিবে না, এবং চুরি করিবে না, এবং ব্যভিচার করিবে না, এবং জানিয়া শুনিয়া কোনও অপবাদ রটনা করিবে না, (তঃ হঃ), এবং তুমি যে সাধু কার্য্যে তাহাদিগকে উপদেশ করিবে তাহা অমান্ত করিবে না, তাহা হইলে তাহাদের নিকট বএত গ্রহণ কর, এবং আল্লাহর নিকট তাহাদের পাপ মার্জ্জনার প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মার্জ্জনাকারী, দয়াময়।

১৩। হে মুসলমানগণ, যে দলের উপরে আল্লাহ্ রুষ্ট হইয়াছেন, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না; অবিশ্বাসকারিগণ যেমন কবরস্থ ব্যক্তিগণের (পুনরুত্থান) সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছে, ইহারাও নিশ্চয় পর কাল সম্বন্ধে তদ্রূপ (হতাশ)। ২।৭=২৩

সফ—সৈন্য শ্রেণী।

মদীনাবতীর্ণ ৬১ সূরা (১১১।)

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দান কর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ। ।৬১।২৮

১। যাহা কিছু স্বর্গে এবং মর্ত্তে, তাহা সমস্ত আল্লাহর পবিত্রতার জপ করিতেছে, (যে, তিনি অক্ষমতা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার দোষ হইতে পবিত্র,) এবং তিনি ইপ্সিত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম, এবং (তাহা কার্য্যে পরিণত করণ জন্য সমস্ত) কৌশল জ্ঞাত, (ইস্‌লাম বিস্তৃত করিতে তিনি ইচ্ছুক, তিনি মহা কৌশলে তাহা বিস্তার করিবেন।) ২ হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, (আমরা আল্লাহর পথে ধন জন জীবন দিয়া যাহা চেষ্টা করিব এইরূপ) কথা যাহা কার্য্যে পরিণত কর না তাহা কেন বল ? ৩ যাহা তোমরা বল, (কিন্তু) করনা আল্লাহর নিকট তাহা গুরুতর ; (যাহারা তাহাদের এইরূপ কথা কার্য্যে পরিণত করিবে, আল্লাহ তেমন সৈন্য শ্রেণী গঠিত করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধ করিবেন।) ৪ ইহাই সত্য যে যাহারা (প্রকাশ্যতঃ বা মনে মনে পরস্পরের সহিত সংমিলিত হইয়া) ধাতু দ্বারা দৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় (অটল ভাবে ধর্ম্মের শত্রুর সহিত ধন জন জীবনের দ্বারা, এবং কুপ্রবৃত্তি সকলের সহিত নৈতিক বলের দ্বারা,) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আল্লাহ তাহাদিগকে প্রেম করেন। ব্যা (২১৪) (মন্দ প্রবৃত্তি-যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত থাকা, শত্রুতা-চরণ

কারী ধর্ম্মদ্রোহিদের সহিত সংগ্রাম করা, পরোপকারার্থে ধনের এবং প্রাণের মমতার সহিত যুদ্ধ করাই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা। ধর্ম্মের শত্রুর সহিত যুদ্ধ করাকে জেহাদে আস্গর, সাধারণ যুদ্ধ বলে, কিন্তু কুপ্রবৃত্তি সকলকে দমন করাকে, এবং দীনের, ইস্লামের, পরের হিতার্থে ধনের মমতা ত্যাগ করাকে জেহাদে আক্বর মহা যুদ্ধ বলে। লৌহ প্রাচীরের ন্যায় অটল ভাবে এই উভয় প্রকার যুদ্ধের আদেশ হইতেছে। বাহু বলে, নৈতিক বলে, বুদ্ধি বলে বলীয়ান বীরগণের দ্বারা আল্লাহ ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছেন। প্রাথমিক মুসলমানগণ যাহা ভাল তাহারই দিকে ধাবিত হইতেন, তাহাদের অনিন্দনীয় ধর্ম্ম এবং সামাজিক জীবনের প্রশংসাবাদ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণের লিপিতে আধুনিক সভ্য জগতে বিদ্যমান।

৫। (হে ইস্রাইল সন্তানগণ তোমাদের অবিশ্বাস সম্বন্ধে পয়গম্বর মূসার কথা স্মরণ কর।) যখন মূসা তাহার স্বজাতীয়গণকে বলিয়াছিল, হে আমার অনুবর্ত্তিগণ তোমরা কেন (আমার কথা পুনঃ পুন লঙ্ঘন করিয়া) আমাকে কষ্ট প্রদান করিতেছ? অথচ তোমরা জানিতে পারিয়াছ যে আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রসুল তাহা সত্য। তারপর যখন (হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাবের পর) তাহারা বক্র হইল, (হজরত মোহম্মদ এবং কোর্-আন সম্বন্ধে তাহার ভবিষ্যৎ বাণী অগ্রাহ্য করিল,) আল্লাহও তাহাদের হৃদয় বক্র করিয়া দিলেন, যেহেতু (সংশোধনাতীত) পাপাচারিগণকে তিনি সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (ইহাই তাঁহার নিয়ম।)
৬ এবং মরইয়ম পুত্র ঈসা যখন বলিয়াছিলেন, হে ইস্রাইল বংশীয় ব্যক্তিগণ আমি তোমাদের জন্য সত্য সত্যই আল্লাহর প্রেরিত রসুল, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী তওরাতকে আমি (হজরত মোহম্মদ এবং কোর্-আন সম্বন্ধে) সত্য করিতেছি এবং আমার পরে যে একজন রসুল আসিবেন

যাঁহার নাম আহমদ তাঁহারও সুসংবাদ প্রদান করিতেছি। তৎপর যখন তাহাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ (কোর্-আন্) সহ সেই আহমদ আগমন করিল, তখন তাহারা বলিতে লাগিল, ইহা প্রকাশ্য জাদু; ইহা শ্রবণ করিয়া পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করিয়া মোহম্মদের অনুচর হইতেছে। লোবেদ একজন বিখ্যাত কবি, তিনিও কোর্-আনের কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া এমত মুগ্ধ হইলেন যে উহার রচয়িতা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যে হইতে পারে না স্বীকার করিয়া ইস্লাম গ্রহণ করিলেন।)

(ব্যা ২১৫) হজরত মোহম্মদ সম্বন্ধে হজরত ঈসা যে সকল ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন তাহার কয়েকটি ইঞ্জিল হইতে উদ্ধৃত হইল। যোহনের ১৪ অধ্যায় ১৫ শ্লোক, "যদি তোমরা আমাকে প্রেম কর তবে আমার আজ্ঞা পালন করিবা। আর আমি পিতার নিকট বিনতি করিব, তাহাতে পিতা আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন। ঐ ২৬ শ্লোক, কিন্তু সেই সহায় পবিত্র আত্মা যাঁহাকে পিতা আমার নামে প্রেরণ করিবেন, তিনি সকল বিষয় তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি স্মরণ করাইয়া দিবেন। ঐ ২৯।৩০ "আর এখন আমি ঘটিবার পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিলাম, যেন ঘটিবার পরে তোমরা বিশ্বাস কর, আমি আর তোমাদের সহিত বিস্তর কথা বলিব না, কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছেন, আর আমাতে তাঁহার কিছুই নাই, কিন্তু জগৎ যেন জ্ঞাত হয় যে আমি পিতাকে প্রেম করি, এবং পিতা আমাকে যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন সেইরূপ করি। ১৫অ ২৬।২৭—কিন্তু "সেই সহায় যাহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিব, সেই সত্য স্বরূপ আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে আগমন করিবেন,

তিনি যখন আসিবেন, তখন আমার বিষয় সাক্ষ্য দিবেন। আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ তোমরা প্রথমাবধি আমার নিকট আছে।" ১৬অঃ ১৩ "তোমাদিগকে বলিবার আরও আমার অনেক কথা আছে ......তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনিবেন, তাহাই বলিবেন, এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাও তোমাদিগকে জ্ঞাত করিবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন। (বাঙ্গালা বাইবেল হইতে উদ্ধৃত।)

(বা৷ ২১৬) উপরোক্ত "সহায়" শব্দ ইংরাজী comfotter শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ, ঐ comforter শব্দ আবার গ্রীক paraclete শব্দের অনুবাদ। হয় ইচ্ছা পূর্ব্বক নয় ভ্রম পূর্ব্বক, periclyte স্থলে paraclete লেখা হইয়াছে। pereclyte অর্থ প্রশংসিত, আহমদ মোহম্মদ শব্দের অর্থও তাহাই। হজরত ঈসার মাতৃভাষা হিব্রু, তিনি হিব্রু ভাষায় তাঁহার প্রত্যাদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। এখনও হিব্রু ভাষায় কতক কতক বাইবেলে আওহমদ নাম বিদ্যমান, Godfrey Higgens ইহা বলিয়া গিয়াছেন। গ্রীকেরা নামেরও অনুবাদ করিত, তাহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান। গ্রীক ভাষায় আওহমদ নামেরও অনুবাদ করা হইয়াছিল, এবং তাহা perticlyte ছিল, অর্থ প্রশংসিত। সেণ্ট জেরম যখন বাইবেল লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন তখন pereclyte শব্দ স্থানে paraclyte করিয়াছিলেন। (ঙঃ হঃ হইতে সংক্ষিপ্ত)। সুতরাং বাইবেলের উক্ত শ্লোক সকলের সাহায় স্থলে আহমদ বসাইলে যোহনের ১৪অ ১৫ শ্লোকে এইরূপ হইবে...পিতা মোহম্মদকে তোমাদিগকে দিবেন যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন।" ইহা স্পষ্ট যে চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন অর্থ তাহার পর আর অন্য পয়গম্বর নাই। এবং ১৪অ ২৬ হইবে কিন্তু সেই মোহম্মদ পবিত্র আত্মা যাঁহাকে পিতা

আমার নামে প্রেরণ করিবেন, তিনি সকল বিষয় তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি যাহা যাহা বলিয়াছি তাহা স্মরণ করাইয়া দিবেন, ইত্যাদি।

ব্যা· ২১৭ নেস্‌টোরিয়ান খৃষ্টানদের মধ্যে যে বাইবেল প্রচলিত, তাহাতে হজরত মোহম্মদের নাম স্পষ্টই লেখা আছে! বারণবাস হজরত ঈসার একজন Apostle; তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত বাইবেলের নাম বারনাবসের বাইবেল, ইহাতে হজরত মোহম্মদের স্পষ্ট বর্ণনা আছে। প্রোটেসট্টাণ্ট এবং রোমান কাথলিকগণ এই দুই বাইবেলের সত্যতা স্বীকার করেন না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, হজরত পয়গম্বরের জন্মের পূর্ব্বের যে বারনাবসের বাইবেল পোপগণের পুস্তকালয়ে বিদ্যমান, তাহাতে ফারাণের পয়গম্বর হজরত মোহম্মদের বিষয় একইরূপ বর্ণনাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হজরত ঈসার পর একজন পয়গম্বরের আবির্ভাব সম্বন্ধে খৃষ্টানগণ ১৬৮২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিল। তং হঃ)

৭ ফলতঃ যে ব্যক্তি আল্‌লাহর উপরে মিথ্যারোপ করে, (যে বলে এই কোর-আন্ এবং এই পয়গম্বর সেই প্রতিশ্রুত গ্রন্থ এবং পয়গম্বর নহে,) ইহা হইতে অধিক পাপাচারী আর কে আছে? তাহাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হইতেছে, ফলতঃ (যে দলের জন্য আশা নাই সেই) পাপাচারীর দলকে আল্‌লাহ পথ প্রদর্শন করেন না। আল্‌লাহর আলোক (ইস্‌লামকে) ইহারা মুখের ফুৎকার দ্বারা নির্ব্বাণ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু যদিও ইস্‌লাম দ্রোহিগণের অপ্রীতিকর হয়, তথাপি আল্‌লাহ তাঁহার আলোককে (ইসলামকে) পূর্ণতা প্রদান করিবেন। ৯ তিনিই যিনি তাঁহার রসুলকে পথ প্রদর্শক এবং সত্য ধর্ম্ম সহ প্রেরণ করিয়াছেন, উদ্দেশ্য যে যদিও বহু উপাস্য অবলম্বনকারিগণের অপ্রীতিকর হয়

উহাকে (অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম্মকে) সমস্ত ধর্ম্মের উপরে শ্রেষ্ঠতা প্রদান করেন। ১।৯

ব্যা ২১৮ (হজরত মোহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে য়িহুদী, ঈসায়ী বহু উপাস্য অবলম্বনকারীগণের শোচনীয় নৈতিক অধঃপতন হইয়াছিল। পাশ্চাত্য ইতিহাসেও এই সময়কে অন্ধকারের যুগ বলে। খৃষ্টান ইউরোপে এবং এসিয়াতে এবং আফরিকাতে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া চির কুমার এবং কুমারিগণ মঠ মধ্যে বাস করিত, কিন্তু এই বৈরাগ্য ধর্ম্মের যেরূপ অবমাননা তাহারা করিয়াছেন, তাহা লৌহ লেখনীতে লিখিত, তাহা অপাঠ্য। বহু উপাস্যাবলম্বনকারী আরব নরনারী, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, দিগম্বর দিগম্বরা বেশে নাচিতে নাচিতে গাইতে গাইতে, বাঁশরী বাজাইতে বাজাইতে, শিশ তালি দিতে দিতে, কাবা প্রদক্ষিণ করাকে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ মনে করিত। সুদূর ভারতে দেবদাসী প্রথা বহু পূর্ব্ব হইতে এখনও প্রচলিত। এমত সময় ইব্রাহিম, মূসা, দাউদ, ঈসা, মহাপয়গম্বরগণের বহু শত বৎসরের ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ করিয়া কোরাণের (হজরত) আহমদ (দ) মোহম্মদের (দ) আবির্ভাব হইল। আল্লাহ তাঁহাকে যাজক, যোদ্ধা, রাজনৈতিক, সমাজ নৈতিকের গুণে ভূষিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে অসভ্য আরব-গণ, এক মাত্র আল্লাহতে বিশ্বাসী, বিশুদ্ধাচারা, এক মহা জাতি হইয়া উঠিল। আরবের বিশৃঙ্খল অনুরাগী চক্ষুর পলকে যেন এক মন এক প্রাণ হইয়া গেল। সকল আরবের হৃদয়ে এক মাত্র আল্লাহ বিরাজিত, সকলেই এক হজরত মোহম্মদের (দঃ) প্রেমে আবদ্ধ, অভিন্ন-হৃদয় ভাই ভাই, সকলেরই ধর্ম্ম ইসলাম আল্লাহতে আত্ম-সমর্পণ। তখন সকল মুসলমানগণই মিলিয়া, সেই মহা কৌশলজ্ঞের কৌশলে, সুদৃঢ় লৌহ প্রাচীরের ন্যায় অভেদ্য অটল ঐশ্বরিক সৈন্য শ্রেণীতে পরিণত

হইল। ইহারা যেমন বাহ্যিক শত্রুর সহিত সংগ্রাম অটল, তদ্রূপ অন্তরস্থ শত্রুর সহিতও যুদ্ধে স্থির। যে আলোক য়িহুদী, ঈসায়ী, বহু উপাসকাবলম্বীগণ ফুৎকার দিয়া নির্ব্বাণ করিতে আশা করিয়াছিল তাহা শত সূর্য্যের প্রতাপ বিস্তার করিতে লাগিল। ইস্‌লামের সংঘর্ষণে রোমক, গ্রীক,পারসিক, ভারত সাম্রাজ্য সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল। মথি (২১ অঃ ৪২-৪৪) শ্লোকে এখন পর্য্যন্ত যে বাণী বহন করিতেছে, তাহা সত্য হইল যথা "যিশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি কখনও শাস্ত্র পাঠ কর নাই। গাথিকেরা যে প্রস্তরখানা অগ্রাহ্য করিয়াছিল, তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল! ইহা প্রভু হইতে হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত; অতএব আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইবে, এবং এমত এক জাতিকে দেওয়া হইবে যে, তাহারা ফল দিবে; আর সেই প্রস্তরের উপরে যে পড়িবে, সে ভগ্ন হইয়া যাইবে, এবং সে যাহার উপরে পড়িবে তাহাকে চুরমার করিবে।

(বাঙ্গালা বাইবেল)

ব্যা ২১৯ অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিসক্রোধে বলিয়া উঠেন—Islam is a religion of sword. কিন্তু John Devanport বলিতেছেন—It is a monstrous error to suppose, as some have done, and others do, that the faith taught by the Quran was propogated by the sword alone" কেবল তরবারীর জোরে ইস্‌লাম বিস্তার করা হইয়াছিল ধারণা ভয়ঙ্কর ভ্রম (ডেভন পোর্ট)। Chambers' Encyclopedia "Its expedient to cure men of the prejudices namely, that Muhomedanism is a cruel sect which was propagated by putting men to the choice

of death or the abjuration of Christianity. This is no-wise true, and the conduct of the saracens was as evengelical meekness, in comparision with popery which exceeded the cruelty of the Cannibals." চেম্বারের ইনসাইক্লোপিডিয়া হইতে মর্ম্ম— তরবারীর বলে ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছে সত্য নহে। one remarkable feature of the musalman rule in Spain..............*is* their universal toleration in religious matter ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে মুসলমানগণের নিরপেক্ষতা জাজ্বল্যমান। চীন দেশে বহু কোটি মুসলমানের বাস, ম্যানচুরিয়াতে, ব্রহ্মদেশে, সিয়ামে, অনেক মুসলমান, কিন্তু মুসলমানগণ অসিহস্তে এই সকল দেশে প্রবেশ করেন নাই। ভারতে মুসলমানগণের বিস্তার অস্ত্র বলে হয় নাই ইহা এখন ঐতিহাসিক সত্য। মুসলমান প্রচারকগণ দেশীয় ভাষায় প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্ম, মুসলমান সিদ্ধপুরুষ এবং সাধু দরবেশগণের অলৌকিক কার্য্য এবং যত্ন জন্যই, ভারতে ইস্‌লামের বিস্তার হইয়াছে। বলপ্রয়োগ করিয়া কাহাকেও মুসলমান করা কোর্‌আন্‌ এবং হদিস বিরুদ্ধ তাহা এই অনুবাদেই যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।)

১০। হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, যাহা তোমাদিগকে মহা যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতে পারে, এমত বাণিজ্য বিষয় আমি তোমাদিগকে জ্ঞাত করিব, তজ্জন্য তোমরা কি উৎসুক নহ? ১১। (তাহা এই যে) তোমরা আল্লাহ্‌ এবং রসুলেতে বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং আল্লাহির পথে ধন এবং প্রাণদিয়া মহা চেষ্টা কর; যদি তোমাদের বুঝিবার শক্তি থাকে ইহা তোমাদের জন্য মঙ্গলদায়ক। ১২। (তাহা হইলে) তিনি তোমাদের জন্ত তোমাদের পাপ মার্জ্জনা

করিয়া দিবেন, এবং যে সদাস্থায়ী স্বর্গোদ্যান মধ্যে (অনুগ্রহের) জল-প্রণালী সকল প্রবাহিত, তথায় তোমাদিগকে উপনীত করিবেন, এবং যথায় মহাদান পূর্ণ উদ্যান এবং অনিন্দনীয় ভবনসকল বিরাজিত তথায় উপনীত করিবেন। ইহাই (তাঁহার সান্নিধ্য লাভের স্থান, স্বর্গোদ্যান, লাভই) মহা মনস্কামনা প্রাপ্তি। ১৩। এবং এতদ্ব্যতীত (আরও এক সম্পদ যাহা তোমরা) ইচ্ছা করিতেছ, (অর্থাৎ) আল্লাহর সহায় এবং ত্বরিৎ বিজয়, (তাহাও প্রদান করিবেন,) অতএব হে পয়গম্বর, মুসলমান গণের নিকট সুসংবাদ প্রচার কর। ১৪। হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, তোমরা (ইস্লাম ধর্ম্ম পদ্ধতি বিস্তার জন্য) আল্লাহর সাহায্যকারী হও, যেমন মর্ইয়ম পুত্র ঈসা তাহার প্রচারক হাওয়ারী গণকে বলিয়াছিলেন, আল্লাহরদিকে (মনুষ্যগণকে আহ্বান করিতে) কে আমার সাহায্যকারী হইবে? তাঁহার প্রচারক (হাওয়ারী) গণ বলিয়াছিল আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী; (তাহারা প্রচার কর্য্যে নিযুক্ত ছিল,) তৎ-প্রযুক্ত ইস্রাইল বংশীয় এক দল বিশ্বাস স্থাপন কারী হইয়াছিল, এবং আর এক দল অগ্রাহ্যকারী হইয়াছিল, তৎপর তাহাদের (অর্থাৎ ঈসায়ীগণের) শত্রুগণের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলাম, পরিণামে তাহারাই জয়যুক্ত হইয়াছিল। ২।৫ = ১৪

ব্যা ২১৯ হজরত ঈসা তাঁহার শিক্ষা প্রচার জন্য দ্বাদশ জন শিষ্যকে দেশ বিদেশে যাওয়ার আদেশ করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন,...... মথি ১৬, দেখ ব্যাঘ্র মধ্যে যেমন মেষ, তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে পাঠাইতেছি। অতএব তোমরা সর্পের ন্যায় সতর্ক এবং কপোতের ন্যায় অমায়িক হও, ১৭। লোকদের নিকট হইতে সাবধান থাক, কেন না তাহারা তোমাদিগকে বিচার সভায় সমর্পণ করিবে, এবং আপন সমাজ গৃহে কষাঘাত করিবে।...৩৯ যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিবে, সে

তাহা হারাইবে, এবং যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারাইবে সে তাহা রক্ষা করিবে।

ব্যা ২২০ যেমন হজরত ঈসার হাওয়ারী Apostleগণ মৃত্যু চিহ্ন ক্রস পৃষ্ঠে লইয়া ধর্ম্ম প্রচার জন্য বাহির হইয়াছিলেন, তদ্রূপ হজরতের সাহাবী, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীনগণও আপন আপন কফন (শব শরীর আচ্ছাদক বসন) পরিয়া অর্থাৎ মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারার্থে নিযুক্ত ছিলেন। হজরতের সাহাবী-গণের সহিত এপসটলগণের তুলনা করিয়া সার উইলিয়ম জোনস বলিয়াছেন যে সাহাবীগণের সহিত এপসটলগণের তুলনাই হইতে পারে না। এপস্‌টল য়িহুদা তাঁহাকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে উদ্ধার করিতে অপর এপসটলগণ কিছুই চেষ্টা করেন নাই। ফলতঃ হজরতের সাহাবিগণের স্বার্থত্যাগ, ধর্ম্মানুরাগ, নৈতিক পবিত্রতা, হজরতের প্রতি ভক্তি, তাহাদের পুরুষকার, অতুলনীয়। ইহারা অতি অল্প সময় মধ্যে ইতিহাস খ্যাত সমস্ত রাজ্যে ইস্‌লাম বিস্তার করিয়াছিলেন। তার পর খোল্‌কায়ে রাশেদিন, এবং সুলতান খলিফাদের সময়, আরবগণ সংস্থাপিত ইস্‌লাম সাম্রাজ্য সকল বিষয় অতুলনীয় হইয়াছিল। আধুনিক ইউরোপ মুসলমান সভ্যতার নিকট ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান সাহিত্য সম্বন্ধে কত ঋণী, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগণ অজ্ঞাত নহেন। (ভূমিকা দেখুন)

জুময়া—শুক্রবারের সমবেত হওন।

মদীনাবতীর্ণ ৬২ সংখ্যক সূরা (১০৯)

১। যিনি সকলের প্রভু, মহাপবিত্র, সকলকেই আয়ত্বকরণ সক্ষম, মহা কৌশলজ্ঞ, স্বর্গে এবং মর্ত্তে যাহা আছে তাহা সমস্ত তাঁহারই পবিত্রতার স্তুতিবাদে রত। ২। তিনিই এক অজ্ঞ জাতির মধ্যে, তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন রসুলকে উত্থিত করিলেন, তিনি তাহাদিগকে তাঁহার আয়ত সকল পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন, এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিতেছেন, এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ (কোর্‌আন) এবং জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, অথচ ইহার পূর্ব্বে তাহারা প্রকাশ্য বিপথে ছিল। ৩। এবং তাহাদিগকেও (শিক্ষা দেওয়ার) জন্যও তাহা (পাঠ করিতেছিলেন) যাহারা এখনও তাহাদের সহিত সংমিলিত হয় নাই। ফলতঃ তিনি সমস্তকেই আয়ত্ব করিতে সক্ষম, এবং মহা কৌশলজ্ঞ। ৪। ইহা (অর্থাৎ এই রেসালত,) আল্লাহর দত্ত সম্পদ, (কি ইস্‌রাইল বংশ, কি ইস্‌মাইল বংশ,) যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তাহা বিতরণ করেন, ফলতঃ আল্লাহ মহাসম্পদের অধীশ্বর। ৫। যাহাদিগকে তওরাত বহনকারী করা হইয়াছিল, তদনন্তর (তাহা সম্পূর্ণ মান্যকরণরূপ যথামত) বহন করে নাই, তাহাদের (সেই য়িহুদি আলেমগণের) দৃষ্টান্ত সেই গর্দ্দভের, ন্যায় যাহা (স্থূল কলেবর) গ্রন্থ সমূহ বহন করে। যে দল আল্লাহর আএত সমূহের উপরে অসত্যারোপ করে, (যে কোর্‌-আন এবং মোহম্মদ সম্বন্ধে তওরাতে উল্লেখ নাই)

তাহাদের দৃষ্টান্ত কেমন ঘৃণ্য; ফলতঃ আল্লাহ্ পাপাচারীদলের লোকদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না (তাহাদিগকে তদ্রূপই করিয়াছেন।) ৬। (হে পয়গম্বর, যে য়িহুদিগণ বলিতেছে তাহারা আল্লাহর প্রিয়, কোনও কার্য্যেই তাহাদের পাপ হয় না,) তাহাদিগকে বল, হে য়িহুদিগণ, যদি তোমরা বিশ্বাস কর, যে অন্য মনুষ্যগণের মধ্যে তোমারই আল্লাহর প্রিয়, (মরণের পর তোমাদের মহা সম্পদ,) যদি তোমরা সত্যবাদী, তাহা হইলে (সেই সম্পদ লাভের দাব) মরণের বাঞ্ছা কর। ৭। কিন্তু তাহাদের হস্ত যেমন কর্ম্ম পূর্ব্বে পাঠাইয়াছে, তজ্জন্য তাহারা কোনও কালেই তেমন বাঞ্ছা করিবে না, ফলতঃ পাপাচারীগণকে আল্লাহ্ বিশেষ করিয়া জানেন। ৮। (হে নবী) তাহাদিগকে বল সেই মৃত্যু যাহা হইতে তোহারা পলায়ন করিতেছে, তাহা নিশ্চয় তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তদনন্তর যিনি গুপ্ত এবং প্রকাশ্য অবগত তাঁহার নিকট তোমাদিগকে উপনীত করা হইবে, তদনন্তর তোমরা যাহা করিতেছিলা, তাহা তিনি তোমাদিগকে দেখাইবেন। ১।৮

৯। হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, জুম্মার দিবস যখন তোমরা নামাজের জন্য আহূত হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ জন্য ধাবিত হও, এবং ক্রয় বিক্রয় পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা বুঝ, তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। ১০। তদনন্তর যখন নমাজ শেষ হয়, তখন পৃথিবী পৃষ্ঠে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়, এবং আল্লাহর অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর, এবং আল্লাহকে বহু বার স্মরণ করিও যেন তোমরা মঙ্গল লাভ কর। ১১। (কিন্তু কতক জন এমত যে) যখন তাহারা বাণিজ্য দর্শন করে (যখন ডঙ্কা ধ্বনি করিতে করিতে বণিক কাফেলা নগরে প্রবেশ করে,) কিম্বা আমোদ জনক কিছু দর্শন করে, তখন সে

দিকে ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং তোমাকে নমাজে দণ্ডায়মান রাখিয়া চলিয়া যায়। তাহাদিগকে বল, যাহা আল্লাহর নিকট আছে, তাহা আমোদ এবং বাণিজ্য হইতে বহু উত্তম, এবং উপার্জ্জন দাতা স্বরূপ আল্লাহই সর্ব্বোত্তম। ২।৩=১১

(জুম্মার নমাজের খুতবা পর্যান্ত নমাজের অন্তর্গত। খুতবাতে হমদ অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসাবাদ, নাত অর্থাৎ পয়গম্বরের উপর মঙ্গল অবতীর্ণের প্রার্থনা, এবং সদুপদেশ থাকা উচিত। নমাজের তৎসহ পাঠ অংশ প্রযুক্ত আরবী ভাষায় পাঠ্য, কিন্তু তাহার অনুবাদ করাতে দোষ হয় না (ঃ হ)। অনেকের মতে আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় খুতবা পাঠ নিষেধ। মৌলবী আবদুল হাই সাহেব তাঁহার ফতুয়া সংগ্রহ গ্রন্থে লিখিতেছেন, "আরবী ব্যতীত অন্য ভাষাতেও, যথা—পারসী বা উর্দ্দুতে, খুতবা পাঠ ফেকার সমস্ত গ্রন্থ মতে বৈধ জায়েজ লেখা আছে।"

মুনাফেকুন-কপট মুসলমান।

মদিনাবতীর্ণ ৬৩ সুরা (১০৫।)

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ। ১।৬৩।২৮

যখন কপটাচারী মুসলমানগণ তোমার নিকট আইসে (তখন মুখে) বলে, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি আপনি সত্যই আল্লাহর রসুল; আল্লাহ ইহা জানেন যে তুমি সত্যই তাঁহার রসুল, এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে কপটাচারিগণ সত্যই মিথ্যাবাদী, (যাহা তাহারা বিশ্বাস করে না তাহাকেই সত্য বলিতেছে।) ২ তাহারা তাহাদের শপথ বাক্যকে ঢাল স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছে, তৎপ্রযুক্ত তাহারা (অন্যকে) আল্লাহর পথ হইতে বন্ধ করিয়া রাখিতেছে। যাহা তাহারা করিতেছে নিশ্চয় তাহা মন্দ। ৩ ইহা এই জন্য (মন্দ) যে বিশ্বাস স্থাপনের পর তাহারা কাফের হওয়ার কার্য্য করিতেছে, তৎপ্রযুক্ত আল্লাহ তাহাদের মনের উপর মোহর করিয়া দিয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না যে (তাহারা মন্দ কার্য্য করিতেছে।) ৪ (এই ভণ্ডগণ) এমত যে, যখন তুমি তাহাদিগকে দেখ, তখন তাহাদের আকার তোমাকে প্রীতি প্রদ বোধ হয়, (ইহাদের পোষাক, পরিচ্ছদ, মুখের হাব, ভাব, কথা বার্ত্তায় ধনের বোধ হয়, ইহারা অতি ভক্ত;) যদি তাহারা কিছু বলে, তাহা হইলে তাহাদের কথা তুমি (প্রীতির সহিত শ্রবণ কর। যেমন (ঠেস দেওয়ার) প্রাচীরলগ্ন কাষ্ঠ সাহায্যকারী)

তাহারাও (যেন) তদ্রূপ (ইসলামের সহায়, প্রকৃত পক্ষে তাহারা প্রতারক মাত্র) (না না অর্থ।) কোনও শব্দ হইলেই তাহারা মনে করে, তাহো তাহাদের জন্য উত্থিত করা হইয়াছে, (কোনও আগন্তুকের বা অশ্বারোহীর পদ শব্দ শুনিলেই তাহারা মনে করে যে, তাহাদের প্রতারণা প্রকাশ জন্যই তাহারা আসিতেছে।) তাহারা শত্রু, অতএব তাহাদের সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন কর ; আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন ; তাহারা কোথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছে ? ৫ যখন তাহাদিগকে বলা হয়, (ভ্রাতাগণ অনুতপ্ত হও ; আমাদের সঙ্গে) আইস, আল্লাহর রসুল তোমাদের পাপ মার্জ্জনার প্রার্থনা করুন, তখন তাহারা (অসম্মতি প্রকাশ জন্য) তাহাদের মস্তক (দক্ষিণ বামে) সঞ্চালিত করে, এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবা যে, তাহারা সগর্ব্বে নিজকে বারিত করিয়া রাখে। ৬ তুমি তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর, উভয় তাহাদের জন্য সাহান আল্লাহ কখনই তাহাদের পাপ মার্জ্জনা করিবেন না, (অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব মতই যাহারা) মন্দ কর্ম্মকারীর দল, তাহাদিগকে নিশ্চয় আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন না। ৭ ইহারাই তাহারা যাহারা বলে, আল্লাহর রসুলের সহিত যাহারা (দেশত্যাগ করিয়া আসিয়াছে) তাহাদিগকে (সাহায্যার্থে) কিছু দিও না, যাবত তাহারা পলায়ন করে না, (তাবৎ এইরূপ করিতে থাক।) ফলতঃ স্বর্গের এবং মর্ত্তের ধন সকল আল্লাহর, কিন্তু কপটাচারিগণ তাহা বুঝিতে অক্ষম। ৮ তাহারা বলে, যখন আমরা মদিনাতে ফিরিয়া যাইব, তখন তথাকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ (এই) ইতর ব্যক্তিগণকে তথা হইতে বাহির করিয়া দিবেন। ফলতঃ আল্লাহ এবং তাঁহার রসুল এবং বিশ্বাসস্থাপন-কারিগণের জন্যই শ্রেষ্ঠতা, কিন্তু কপটাচারিগণ বুঝিতে অক্ষম। ১।৮

৯। হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, তোমাদের ধন, এবং সন্তান তোমাদিগকে (এই মুনাফেকদের ন্যায়) আল্লাহকে স্মরণ করার কার্য্য (দরিদ্রগণকে সাহায্যকরা হইতে বিস্মৃত করিয়া নারেউক। ফলতঃ যাহারা (দরিদ্রদিগকে সাহায্য না করণ রূপ) আল্লাহকে ভুলিয়া যায়, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্থ। ১০। এবং (হে ধন শালী ব্যাক্তি গণ,) তোমাদের কোনও ব্যক্তির মরণ সমুপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই, আমি যে ধন তোমাদিগকে দিয়াছি, তাহা হইতে (সৎ কার্য্যে) কিছু (খয়রাত) ব্যয় কর, (যেন মরণ উপস্থি-তের) পর এমত কেহ না বলে যে, হে আমার প্রতিপালক তুমি আমাকে আর অল্প দিন অবসর দেও নাই কেন ? তাহা হইলে আমি দান করিতাম, এবং সৎকর্ম্ম কারী গণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। ১১ ফলতঃ যখন কোনও প্রাণের মরণের নির্দ্দিষ্ট সময় আগত হয়, তখন আল্লাহ তাহার সময় আর দীর্ঘ করিয়া দেন না, এবং তোমরা যাহা কর, তৎ সমস্ত তিনি অবগত। ২।৩-১১

তগাবুন-জয় পরাজয়।

মদীনাবতীর্ণ ৬৪ সুরা (১১০)

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ। ১।৬৪।২৬

১। যাহা কিছু স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে বিদ্যমান, তাহারা আল্লাহর পবিত্রতা বাদে রত, তাঁহারই আধিপত্য, তাঁহারাই সমস্ত প্রশংসা, এবং সমস্ত কার্য্যই তাঁহার ক্ষমতাধীন। ২ তিনিই যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদনন্তর (তাঁহার সৃষ্টি মতই) তোমাদের কতক জন অবিশ্বাসকারী (কাফের;) এবং কতক জন বিশ্বাসকারী (মোমিন,) এবং যাহা তোমরা করিতেছ, তাহা তিনি দেখিতেছেন। ৩ (তিনি এক, অদ্বিতীয়, সমস্তই তাঁহার ক্ষমতাধীন ইত্যাদি) সত্য প্রকাশ জন্য স্বর্গ এবং মর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে আকার প্রদান করিয়াছেন, তৎপর তোমাদের আকারকেই প্রশংসাবাদের উপযুক্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন। ৪ যাহা সমস্ত স্বর্গে এবং মর্ত্তে বিদ্যমান, এবং যাহা তোমরা গোপনে বা প্রকাশ্য ভাবে কর, তাহা সমস্ত তিনি জানেন, এবং যাহা তোমাদের অন্তরে আছে, তাহাও তিনি অবগত। ৫ (হে আরব বাসিগণ) ইতঃ পূর্ব্বে যাহারা অবাধ্যাচারী হইয়াছিল, তদ্প্রযুক্ত তাহাদের মন্দ কর্ম্ম দুষ্ট বিপদের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহাদের বিবরণ কি তোমাদের নিকট আগত হয় নাই? এবং (পরলোকে) তাহাদের জন্য

কষ্টদায়ক যন্ত্রনা। ৬ ইহা এজন্ত, তাহাদের নিকট রসুলগণ নিদর্শন সহ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎপর (তোমাদেরই মত) তাহারা বলিয়াছিল এক জন মনুষ্য কি আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবে? তৎপর তাহারা (রসুল গণের) অবাধ্যাচারী হইয়াছিল, এবং মুখ ফিরাইয়া লইয়া ছিল, এবং আল্লাহও (তাহাদের মঙ্গল সম্বন্ধে) নিশ্চিন্ত ভাবাবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং (স্বরূপতঃই) আল্লাহ (স্ব ক্ষতি সম্বন্ধে) নিশ্চিন্ত, এবং (অন্তকে নিশ্চিন্ত করেন জন্ত) প্রশংসিত। ৭ অবিশ্বাসকারিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহাদিগকে সমবেত করা হইবে না। (হে নবী, তাহাদিগকে বল, নিশ্চয়ই, এবং অমার প্রতিপালকের শপথ, সত্য সত্যই, তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে, তৎপর তোমরা যাহা করিতেছ, তহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করা হইবে. ফলতঃ ইহা আল্লাহর পক্ষে সহজ কার্য্য। ৮ অতএব তোমরা আল্লাহতে এবং তাঁহার রসুলেতে এবং আমি যে আলোক (কোর্-আন) অবতীর্ণ করিতেছি, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং তোমরা (বিশ্বাস বা অবিশ্বাস) যাহা কর, আল্লাহ তাহা অবগত হন। ৯ সমবেত করিবার দিবস, যে দিবস তিনি তোমাদিগকে সমবেত করিবেন, সে দিবস, জয় পরাজয়ের দিবস। (পার্থিব জীবন রূপ যুদ্ধে কে জয়ী এবং কে পরাজিত হইয়াছে সে দিবস তাহা সকলে জানিতে পারিবে।) ১০ ফলতঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সাধু কর্ম্ম করে, সেই ব্যক্তি হইতে (সেদিবস) তাহার অপ কর্ম্ম (সই-য়াত) সকল দূরীভূত করিয়া দিবেন, এবং যে স্বর্গোদ্যানে (তাঁহার প্রেমের, জ্ঞানের, আনন্দের) স্রোতোস্বিনী সকল প্রবাহিত, তথায় তাহাকে উপনীত করিবেন, সে তথায় চিরকাল বাস করিবে, ইহা যাহা কামনা লাভ, (যেহেতু ইহাই তাঁহার দর্শন লাভের স্থান।) এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকল অগ্রাহ্য করে, এবং তাহাতে অসত্যারোপ করে, তাহারাই সন্তাপলোক

(জহন্নাম) বাসী, তাহারাও তাহাতে চিরকাল থাকিবে, এবং তাহা অবস্থানের অতি মন্দ স্থান।২।১১

১২ (হে মনুষ্যগণ, ধনক্ষয় জনক্ষয়, রোগ, শোক প্রভৃতি) কোনও বিপদই আললাহ্‌র আজ্ঞা ব্যতীত উপনীত হয় না, এবং যে ব্যক্তি আললাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করে, তিনি তাহার হৃদয় (এমত সময়) সত্য পথে পরিচালিত করেন, ফলতঃ আল্‌লাহ্‌ সমস্ত বিষয়ই (কিরূপে করিতে হয় তাহা) অবগত। ১৩ অতএব আল্‌লাহ্‌ এবং রসুলের অনুগত হইয়া চল, ইহার পরও যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তাহা হইলে আমার রসুলের উপরে প্রকাশ্যতঃ উপদেশ উপস্থিত করিয়া দেওয়ার (ভার) ব্যতীত (অন্য দায়িত্ব) নাই। ১৪ আল্‌লাহ্‌ই উপাস্য, আল্‌লাহ্‌ ব্যতীত উপাস্য নাই, অতএব বিশ্বাসস্থাপনকারীগণের উচিত, তাঁহার উপর নির্ভর করে।

ব্যা ২২১ (আললাহ্‌র উপর নির্ভর করাকে তওক্কল বলে। চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া হাত পা গুটাইয়া থাকা দূষনীয়। চেষ্টার সফলতা সম্বন্ধে আল্‌লাহ্‌র উপর নির্ভর করাকেই প্রকৃত তওয়াক্কল বলে। চেষ্টা পরিত্যাগ যেমন মূঢ়তা, অলালাহ্‌র উপর নির্ভর না করাও তেমন মূঢ়তা; হজরত এবং তাঁহার সাহাবীগণ ইষ্ট কার্য্য সাধন জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেন, সফলতা সম্বন্ধে আল্‌লাহ্‌র উপর নির্ভর করিতেন।) তঃ হক্কাকানী॥)

১৫ হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, তোমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের (অনিষ্টকারী) শত্রু, অতএব তাহাদের সম্বন্ধে সাবধান থাকিও, যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তাহাদের দোষের উপরে দৃষ্টি না কর, এবং তাহাদিগকে মার্জ্জনা করিয়া যাও, নিশ্চয় অললাহও মার্জ্জনাকারী, দয়াবান, (আল্‌লাহ্‌ও তোমা-

দিগকে মার্জ্জনা করিয়া দিবেন, এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন।)
১৬ নিশ্চয়ই তোমাদের ধন এবং সন্তান তোমাদের মহা পরীক্ষার স্থল,
এবং (ধন এবং সন্তানেরজন্য আবার) আল্‌লাহর নিকট মহা পুরস্কার,
(তোমরা ধন এবং সন্তান সম্বন্ধে তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিলে তাহা
অবশ্যইপ্রাপ্ত হইবা।) ১৭ অতএব তোমাদের সম্পূর্ণ শক্তির সহিত
আল্‌লাহকে ভয় কর, এবং (তাঁহার আদেশ) শ্রবণ কর, এবং তাঁহার
আজ্ঞাবহ হও, এবং যাহা উত্তম (নির্দ্দোষ) তাহা তোমাদের (মঙ্গল)
জন্য ব্যয় কর; অথবা (ধন) বিতরণ কর, ইহা তোমাদের জন্য মঙ্গলকর;
ফলতঃ আল্‌লাহ্ যাহাদের মন সংকীর্ণতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন,
তাহারা মনস্কামনা প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮ যদি তোমরা আল্‌লাহকে
উত্তম ঋণে ঋণী কর, তিনি তাহা তোমাদের জন্য দ্বিগুণ করিয়া বৃদ্ধি
করিবেন, এবং তোমাদিগকে পাপ মুক্ত করিয়া দিবেন, ফলতঃ আল্‌লাহ্
উপযুক্ততার সমাদর কর্ত্তা, মহা সহিষ্ণু, (সুকর্ম্মের জন্য অবশেষে পাপ মার্জ্জনা
করিয়া দেন।) যাহা প্রকাশ্য এবং গুপ্ত তাহা তিনি জানেন, তিনি
সর্ব্ব বিষয়ের উপরে প্রবল, এবং মহা কৌশল পরিচালনাকারী। ২।৭-১৮

তালাক—বিবাহবন্ধনছিন্নকরণ।

মদীনাবতীর্ণ ৬৫ সূরা (৯৯।)

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত, দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ। ১।৬৫।২৮

১। হে সংবাদবাহক, (হে রসুল, মুসলমানগণকে বল যে) যখন তোমরা তোমাদের পত্নীগণকে তালাক দাও তখন তাহাদিগকে ইদ্দতের সময়েতে (অর্থাৎ তালাক দেওন জন্য কার্যিও সময়তে) তালাক দিও। (স্ত্রীর সহিত বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করাকে তালাক বলে ঋতু স্নানের পর অন্য ঋতু না হওয়া পর্য্যন্ত সময় মধ্যে তালাক দিতে হয়, এই সময় স্ত্রীকে স্পর্শও করিতে নাই।) এবং তোমরাই তাহাদের ইদ্দতের কাল গণণা করিও, এবং (তালাকের নিয়ম পালন সম্বন্ধে) আল্লাহকে ভয় করিও; তালাক দত্তা স্ত্রীকে তাহার বাসগৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিও না, আর ঐ স্ত্রীরও উচিত যে, সে (ইদ্দত পর্য্যন্ত) বাহির হইয়া না যায়; কিন্তু যদি ঐ স্ত্রী প্রকাশ্যতঃ নির্লজ্জতার কার্য্য করে, (তাহা হইলে তাহাকে বাহির করিয়া দিতে পার) এবং ইহাই আল্লাহর আদেশ; যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় তাহার আত্মার উপরে অত্যাচার করে। (হে তালাকদাতা) ইহার পর (শেষ তালাকের পূর্ব্বে) আল্লাহ এমত কোনও ঘটনা ঘটাইতে পারেন, যাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ না, (তৎ পূর্ব্বে তোমাদের উভয়ের মধ্যে সৎ ভাব স্থাপিত হওয়াও অসম্ভব নহে।)

ব্যা ২২২ (তালাক দিতে হইলে স্ত্রীর ঋতু স্নানের পর, তাহাকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে একবার তালাক দিতে হইবে, তৎপর ঋতু-স্নানের পর, তাহাকে স্পর্শ না করিয়াই আর এক বার তালাক দিতে হইবে, তৃতীয় ঋতু স্নানের পূর্ব্বে তৃতীয় তালাক দিতে হইবে। এই তালাক সম্পূর্ণ এবং শেষ তালাক, তখন বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়, এবং ঐ স্ত্রী অবৈধ হইয়া যায়, কিন্তু এই তৃতীয় তালাকের পূর্ব্বে স্বামী স্ত্রীকে যখন ইচ্ছা তখন দাম্পত্যে গ্রহণ করিতে পারে।)

২। তৎপর যখন সেই স্ত্রী তাহার নির্নীত সময়তে উপস্থিত হয়, (যখন তৃতীয় ঋতুস্নান করে,) তখন (তৃতীয় তালাক দেওয়ার পূর্ব্বেই) সৎব্যবহারের সহিত গ্রহণ করিতে পার, কিম্বা (তৃতীয় তালাক দিয়া) সেই স্ত্রীকে সদ্ব্যবহারের সহিত পৃথক করিতে পার, এবং (পুনঃ গ্রহণই কর, বা পরিত্যাগই কর) তোমাদের মধ্যে হইতে দুই জন সাক্ষী রাখিও, এবং (আবশ্যকস্থলে ঐ সাক্ষী গণের কর্ত্তব্য যে,) আল্লাহর জন্য তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করে। যাহারা আল্লাহতে এবং পরকালে বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে এই সকলেতে উপদেশ করা গেল। ফলতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তাহার জন্য (এই বিপদ হইতে) বাহির হওয়ার পথ প্রস্তুত করিয়া দেন ; এবং যে স্থান হইতে সে গণনাও করে নাই. সেই স্থান হইতে তাহাকে ব্যয় নির্ব্বাহের উপায় প্রদান করেন ; ফলতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে, তৎপ্রযুক্ত তাহার সম্বন্ধে তিনিই যথেষ্ট, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার (অভীষ্ট) কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম। এবং (অভাব এবং স্বচ্ছলতাদি) সমস্ত বিষয়ের পরিমাণ (সীমা) আল্লাহ স্থির করিয়া দিয়াছেন। ৪। তোমাদের ভার্য্যাদের মধ্যে যে স্ত্রীগণ ঋতুর আশা করে না, তাহাদের (ইদ্দত পুনঃ স্বামী গ্রহণ সময় সম্বন্ধে তোমাদের) সন্দেহ হইয়া থাকিলে, তাহাদের ইদ্দত

(তালাকের পর) তিন মাস, এবং যাহারা ঋতু দর্শন করে নাই তাহাদের ও (তিন মাস।) এবং যাহারা (গর্ভ) ভারাক্রান্ত তাহাদের ইদ্দত যাবৎ সন্তান প্রসব না করে, তাবত পর্য্যন্ত। এবং যে ব্যক্তি (তালাকের নিয়ম প্রতি পালন সম্বন্ধে আল্লাহকে ভয় করে, তাহার কার্য্য তিনি সহজ করিয়া দেন। ৫ ইহাই আল্লাহর আদেশ যাহা তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করিলেন। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তাহার মন্দ কার্য্য (পাপ) তাহা হইতে তিনি দূর করিয়া দেন, এবং তাহার পুরস্কার গুরুতর করেন। ৬ (তালাক দত্তা) ভার্য্যা গণকে, তোমরা যথায় বাস কর, তথায় তোমাদের স্বচ্ছলতা মত স্থানে প্রদান করিও, নির্য্যাতন করিবার নিমিত্ত যন্ত্রণা দিও না। যদি তাহারা গর্ভাবস্থায় থাকে, তাহা হইলে সন্তান প্রসব না করা পর্য্যন্ত তাহাদের জন্য ব্যয় করিও। যদি তাহারা তোমাদের সন্তানগণকে স্তন পান করায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের বেতন প্রদান করিও, এবং পরস্পরের সহিত সৎ ব্যবহার করিও, এবং যদি স্তন্য প্রদান তোমরা ভার বোধ কর, তাহা হইলে শিশুকে অন্যের স্তন্য পান করাইও। ৭ (তালাক দাতা যেন) আপন সচ্ছলতা মত (তালাক দত্তা ভার্য্যার জন্য) ব্যয় করে, এবং যাহার জীবিকা সংকীর্ণ করা হইয়াছে, তাহাকে আল্লাহ যাহা দিয়াছেন, তাহা হইতে (যেন তাহার ত্যক্তা স্ত্রীর জন্য ব্যয় করে।) আল্লাহ যাহা দিয়াছেন কোনও প্রাণীকে তাহার অতিরিক্ত কষ্ট প্রদান করেন না, আল্লাহ কষ্টের পর সহজ সময় আনয়ন করেন।

ব্যা তালাক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য তফসীর হক্কানী হইতে অবিকল অনুবাদিত করা হইল, "ইসলাম ও তালাকের সীমা সংকীর্ণ করিয়াছে, এবং প্রবল কারণ ব্যতীত অন্য স্থানে তালাকের অনুমতি দেয় নাই; এবং স্ত্রী

লোকের অসদ্ব্যবহার স্থলে পুনঃ পুনঃ ধৈর্য্য ধারণের আদেশ করিয়াছেন। নবী বলিয়াছেন আমি স্ত্রী লোকদের সহিত সুব্যবহার জন্ম পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিতেছি। স্ত্রী পুরুষের পঞ্জরাস্থি হইতে উৎপন্ন, পঞ্জরের বক্রাস্থিগুলি উপরের দিকেই আছে, যদি তুমি সরল করিতে চেষ্টা কর, তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, আর যদি ভাঙ্গিতে ইচ্ছা না কর, বক্র হইয়া থাকিবে; এই হেতু স্ত্রীলোকদের সহিত সৎ ব্যবহার জন্ম আমি পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিতেছি। (সর্ব্ব সম্মত) তিনি আরও বলিয়াছেন "বিশ্বাস স্থাপন কারী স্বামীর উচিত যে বিশ্বাস স্থাপনকারিণী ভার্য্যাকে তাচ্ছিল্য না করুক; যদি তাহার এক কথায় সে অসন্তুষ্ট হয়, অন্য কথায় তুষ্ট হইতে পারে।" (দারকুৎনী) আর একস্থলে বলিয়াছেন, "তোমাদের কোনও ব্যক্তি যেন তাহার স্ত্রীকে বাঁদীর মত প্রহার না করে, সন্ধ্যা হইলেই আবার তাহার সহিত গলায় গলায় জড়িত হইয়া শয়ন করিতে হইবে।" (সর্ব্ব সম্মত) আবার বলিয়াছেন, "আল্লাহার নিকট তালাক সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত কার্য্য।" (দারকুত্নী।) নবী বলিয়াছেন, "ভ্রষ্টাচরণের সন্দেহ না হইলে স্ত্রীকে তালাক দিওনা, আস্বাদগ্রাহী পুরুষ বা স্ত্রীকে আল্লাহ ভালবাসেন না।" (তিব্রাণী দারকুত্নী।) ... ... যে কাণ্ডজ্ঞানহীন অসভ্য ব্যক্তিগণ অকারণে তালাক দিয়া স্ত্রীর প্রতি অসদাচরণ করে তাহাদের কার্য্যের জন্ম ইস্লাম দোষী নহে।" ১।৭

৮। বহু গ্রামবাসিগণ, তাহাদের প্রতিপালকের; এবং তাঁহার রসুলের আজ্ঞার অবাধ্য হইয়াছিল, আমি কেয়ামতে তাহাদের বিচার অতি কঠিনতার সহিত করিব; এবং (ইহলোকে) তাহাদিগকে আমি অতি ভয়ঙ্কর শাস্তিতে শাস্তিগ্রস্ত করিয়াছি। ৯। তদপ্রযুক্ত (অর্থাৎ অবাধ্যতার জন্ম) তাহারা তাহাদের কর্ম্মদুষ্ট বিপদের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, এবং তাহাদের কার্য্যের পরিণাম ক্ষতিকর হইয়াছে। ১০।

আল্লাহ তাহাদের জন্ত কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, অতএব হে বুদ্ধিমান বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয়ই তোমাদের জন্ত আল্লাহ উপদেশক অবতীর্ণ করিয়াছেন। ১১। রসুল তোমাদিগকে আল্লাহর প্রকাশ্ত নিদর্শন আএতসকল (অর্থাৎ কোর্আন) পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন, উদ্দেশ্ত বিশ্বাস স্থাপনকারী সুকর্ম্মকারীকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনয়ন করেন;—এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সুকর্ম্মকারীকে আল্লাহ স্বর্গোদ্যানে উপনীত করিবেন, তাহাতে জল প্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহারা চিরকাল বাস করিবে, সত্যই তাহাদের জন্ত আল্লাহ অতি উত্তম ভোগ্য যাহা যাহা (প্রীতিকর তাহা তাহা) প্রস্তুত রাখিয়াছেন। ১২। তিনিই আল্লাহ যিনি সপ্ত (সংখ্যক বা স্তর) স্বর্গ, এবং পৃথিবীকেও তদ্রূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের উভয়ের উপরে তাঁহার আদেশ অবতীর্ণ হইতেছে; উদ্দেশ্ত তোমরা যেন শিক্ষা কর যে, আল্লাহ সকলেরই উপরে ক্ষমতা পরিচালনা করেন, এবং আল্লাহ সমস্ত বস্তুকে তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। ২।৫ = ১২

তহরীম—অবৈধকরণ।

মদীনাবতীর্ণ ৬৬ সূরা (১০৮)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা

আল্লাহর নামে আরম্ভ। ১।৬৬।২৮·

১। হে নবী, আল্লাহ্ যাহা বৈধ (হালাল) করিয়াছেন, তাহা তুমি (তোমার জন্য) কেন অবৈধ (হারাম) করিলা? তুমি তোমার পত্নি-গণের প্রসন্নতা অনুসন্ধান করিতেছ, (তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করণ জন্য মধু পান না করার শপথ করিয়াছ,) (অথচ যাহা তুমি হারাম করিলা আল্লাহ্ তাহা হালাল করিয়াছেন, তজ্জন্য অনুতপ্ত হও;) যেহেতু আল্লাহ ক্ষমাশীল, অনুগ্রহকর্ত্তা। ২। (অনুচিত) শপথ হইতে মুক্ত হওয়া; আল্লাহ তোমাদের জন্য কর্ত্তব্য করিয়া দিয়াছেন, ফলতঃ (তাঁহার আজ্ঞা পালনীয়,) তিনি তোমাদের প্রভু, এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ, এবং কৌশল প্রকাশকারী (ব্যা ২২৪' হজরত মধু মিশ্রিত সরবত ভাল বাসি-তেন, মুসলমান মাতা হজরত জয়নব তজ্জন্য মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, হজরত পয়গম্বর নিত্য প্রাতে তজ্জন্য তাঁহার প্রকোষ্ঠে গমন করিতেন। ইহা মাতা আয়েশা এবং হফজাকে ঈর্ষান্বিতা করিয়াছিল।· ইঁহারা উভয়ে এক যুক্তি স্থির করিলেন, একদিন সুযোগও ঘটিল। সে দিবসের মধুতে মগফুর কুসুমের দুর্গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল, অনেক সময় এরূপ হইয়া থাকে ☞ হজরত মোসলেম মাতা হজরত হফজাকে দেখিতে গেলেন, হজরত মাতা হফজা বলিলেন, আপনার মুখ হইতে মগফুরের

দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, সম্ভবতঃ মধুতে মগফুর নির্য্যাস ছিল। হজরত দুর্গন্ধ ঘৃণা করিতেন, যাহাতে ভবিষ্যতে এইরূপ সম্ভাবনা না হয়, তজ্জন্য শপথ করিলেন যে, আর কখনও মধু গ্রহণ করিবেন না। এইরূপ স্থলে শপথ অনুচিত, তাহা প্রথম আএতের প্রথম ভাগে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ঈর্ষান্বিতা মুসলমান মাতাগণকে সন্তুষ্ট করণ জন্যও তিনি মধু গ্রহণ না করার শপথ করিয়াছিলেন ইহাও সম্ভব। ফলতঃ কোন বিষয় হজরত শপথ করিয়াছিলেন এবং খেলাফতের বা অন্য কোন গুপ্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কোর্‌-আন এবং হাদিসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা তফসীরকারীগণের অনুমান মাত্র। কিন্তু ইহাতে কোন ভুল নাই যে, দাসী-পত্নী মাতা মারিয়া সম্বন্ধে যে সকল গল্প প্রচলিত তাহা অমূলক। (তঃ হঃ এবং নঃ আঃ।)

৩। যখন নবী তাহার একজন পত্নীকে কোনও কথা গোপনে বলিয়াছিলেন, তৎপর তিনি ঐ কথা (একজন সপত্নীর নিকট গোপনে) প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং আল্লাহ তাহা তাঁহার (পয়গম্বরের নিকট) প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তিনি তাহার এক অংশ (যাহার নিকট গোপনীয় কথা প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহার নিকট) প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং অপর অংশ প্রকাশ করিতে বিরত হইয়াছিলেন। যখন তিনি ইহা তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন, তখন তিনি (আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে কে এই সংবাদ দিয়াছে? তিনি বলিলেন মহা জ্ঞানী সর্ব্বজ্ঞ ইহা আমাকে অবগত করিয়াছেন। ৪। (হে পয়গম্বর ভার্য্যাদ্বয়) যদি তোমরা অনুতপ্ত হও, (তোমাদের মঙ্গল,) কারণ তোমাদের হৃদয় বক্র হইয়াছে, (তোমরা খেলাফত, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অনেক গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া বিভ্রাট উপস্থিত করিতে পার।) আর যদি তোমরা উভয়ে (পরস্পরকে) সাহায্য কর (তাহা হইলেও)

আল্লাহ্, এবং জীবরাইল, এবং শুদ্ধাচারী মুসলমানগণ তাঁহার সহায়, এবং এতদ্ব্যতীত ফেরেশতাগণও তাঁহার সাহায্যকারী। ৬। যদি তোমাদিগকে তিনি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অসম্ভব নহে যে, শীঘ্রই তাঁহার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তাঁহাকে এমত ভার্য্যা প্রদান করিবেন যে তাঁহারা তোমাদিগের হইতেও উত্তম আজ্ঞাবতী, অনুগতা, আল্লাহতে সমর্পিতা, উপাসনারতা, পাপভীতা, আধ্যাত্ম জগতে এক উচ্চ পদ হইতে অন্য উচ্চ পদে উন্নতিকারিনী, পূর্ব্ববিবাহিতা অথবা কুমারী হইবেন। (তঃ হঃ)

৭। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, যে অগ্নির ইন্ধন মনুষ্য এবং (যদ্দ্বারা মূর্ত্তি সকল গঠিত হয় সেই) পাষাণ, তাহা হইতে তোমাদের আত্মা এবং পরিজনবর্গকে রক্ষা কর! নরক রক্ষকগণ পরাক্রান্ত এবং নির্দ্দয় ব্যবহার-কারী (ফেরেশতা) তাহাদিগকে যাহা আদেশ করা হয়, তৎ সম্বন্ধে তাহারা আল্লাহর অবাধ্য হয় না, এবং যাহা তাহাদের প্রতি আদিষ্ট হয়, তাহাই তাহারা কার্য্যে পরিণত করে। (১।৭) ৮। (তাহারা বলিবে,) হে বিরুদ্ধাচারিগণ, অদ্য আপত্তি উত্থাপন করিও না, তোমরা যাহা করিতেছিলা তাহারই বিনিময় তোমাদিগকে দেওয়া হইতেছে।

৯। হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, বিশুদ্ধ অনুতাপ করিয়া আল্লাহর দিকে ফিরিয়া আইস, সম্ভব যে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের হইতে তোমাদের পাপ দূর করিয়া দিবেন, এবং যে স্বর্গোদ্যানে প্রণালী সকল প্রবাহিত, তথায় উপনীত করিবেন। সে দিবস আল্লাহ তাঁহার নবীকে এবং যাহারা তাঁহার সহিত বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিল তাহাদিগকে নিন্দিত করিবেন না। তাহাদের (বিশ্বাসের) আলোক তাহাদের দক্ষিণে এবং সম্মুখে ধাবিত হইবে। তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের আলোককে পূর্ণতা প্রদান কর, এবং আমাদের পাপ হরণ

করিয়া লও, ইহা সত্য যে সকল বিষয়ের উপরে তোমারই আধিপত্য।

১০। হে নবী, ধর্ম্মদ্রোহিদের এবং কপটাচারিগণের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত থাক, এবং তাহাদের সহিত কঠিনাচরণ কর; ফলতঃ তাহাদের স্থান অগ্নিলোক, তাহা অবস্থানের জন্য মন্দ স্থান। ১১। যে (স্ত্রীলোক গণ) ধর্ম্মদ্রোহী, তাহাদের সহিত আল্লাহ নূহের স্ত্রীর এবং লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাহারা আমার সৎ কর্ম্মকারী দাসগণের মধ্যে দুই জন দাসের অধীনস্থা ছিল, তদনন্তর তাহারা দুই জনেই অনিষ্টকর কার্য্য করিল, তৎপর আল্লাহর (শাস্তি) হইতে (রক্ষার্থে তাহাদের পয়গম্বর স্বামিগণ) তাহাদের দুই জনার জন্য প্রচুর হয় নাই, পরন্তু তাহারা দুই জনেই আদিষ্ট হইয়াছিল, প্রবেশকারিগণের সঙ্গে তোমরাও উভয়ে অগ্নিতে প্রবেশ কর। ১২। যাহারা বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে তাহাদের সহিত আল্লাহ ফের্-অ-উনের স্ত্রী (আসিয়ার) দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। (আল্লাহ তৎনই তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছিলেন,) যখন তিনি বলিয়াছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক, তোমার সান্নিধ্যে স্বর্গোদ্যানে আমার গৃহ প্রস্তুত কর, এবং আমাকে ফের্-অ-উন এবং তাহার মন্দ কর্ম্ম হইতে রক্ষা কর, এবং এই পাপাচারী জাতি হইতে আমাকে উদ্ধার কর।" ১৩। এবং এম্-রান কন্যা মর্-ইয়মেরও (দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,) সে তাহার জননেন্দ্রিয় রক্ষা করিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত আমি তাহার মধ্যে আমার আত্মা সকলের এক আত্মাকে ফুৎকার করিয়া দিয়াছিলাম, এবং সে তাহার প্রতিপালকের বাক্য এবং তাঁহার গ্রন্থ সকলকে সত্য বিশ্বাস করিয়াছিল, এবং আল্লাহর আজ্ঞা পালনকারিণিগণের অন্তর্গত ছিল। ২।৬=১৩

উণত্রিংশ পারা।

মূলক—আধিপত্য।

মক্কাবতীর্ণ ৬৭ সংখ্যক সূরা (৭৭।)

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দান কর্ত্তা

আল্লাহর নামে আরম্ভ। ১।৬৭।২৯

১। যাঁহার হস্তে (সমস্ত বিষয়ের) আধিপত্য, তিনি উন্নতিদাতা, এবং তিনি সমস্ত বিষয় কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম, (তিনি ইস্লাম আধিপত্য বিস্তার করিতে, তাহাদিগকে উন্নতি প্রদান করিতে অক্ষম নহেন ;) ২ তিনিই যিনি মরণ এবং জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন ; উদ্দেশ্য তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন, যে তোমাদের মধ্যে কাহারা তাহাদের কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশংসনীয় ; ফলতঃ তিনি সমস্তেরই উপরে ক্ষমতা পরিচালনা করিতে সক্ষম, (অথচ) পাপ মার্জ্জনাকারী, (কেয়ামতে তোমাদিগকে কর্ম্মফল প্রদান করার কার্য্য হইতে তাঁহাকে অশক্ত করার শক্তি কাহারও নাই) ৩ (পুনরুত্থিত করা কি তাঁহার শক্তির অতীত ?) তিনিই যিনি এক স্তরের উপর, আর এক স্তর স্থাপন করিয়া সপ্ত স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন ; ব্যা২২৫ অনন্ত অসীম স্থান সপ্ত স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে ; তাহার সীমা মনুষ্যচক্ষু, মনুষ্য বুদ্ধি নির্ণয় করিতে অক্ষম, তাহার অনন্ত গর্ভে অনন্ত গ্রহ উপগ্রহ, নক্ষত্র, অনন্ত কাল হইতে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে।

যদিও তাহারা ধারণাতীত দ্রুত বেগে ভ্রাম্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের একটিও স্বকক্ষ অতিক্রম করিতে সক্ষম নহে, তাহারা এমত এক ঐশিক নিয়মে আবদ্ধ যে, তাহার অন্যথা করার শক্তি তাহাদের নাই। তাহারা তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তার অপার কৌশল, অসীম ক্ষমতা, অনন্ত জ্ঞান, অবস্থা-রূপ বাক্য দ্বারা, অনন্ত কাল হইতে ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। এই নভো-গর্ভাস্থিত তারকার সংখ্যা অধিক কি বালুকণার সংখ্যা অধিক, মনুষ্য শক্তি এপর্য্যন্ত তাহা নির্ণয় করিতে পারে নাই, আবার অনেক নক্ষত্রই এত বৃহৎ যে বহু শত সূর্য্য তুমি তাহাদের কোনও টীর মধ্যে সারি সারি বসাইয়া দিতে পার। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে, অনেক নক্ষত্র এতদূরস্থিত যে, তাহার আলোক এই পৃথিবীতে আসিতে শতাধিক বৎসর গত হয়, এখন তুমি তাহার দূরত্ব কত লক্ষ মাইলের ন্যূন নহে গণনা করিয়া দেখ। * তাঁহার অসীম শক্তির, অপার কৌশলের, অনন্ত জ্ঞানের নিদর্শন এই নভোমণ্ডলের দিকে নয়নোত্তলন কর; (৩) তুমি দয়াময়ে (এই বিস্ময়কর) সৃষ্টিতে কোনও বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাইবে না; আবার দৃষ্টিপাত কর, অহো তুমি কি কোনও বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাইতেছ? ৪ তুমি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত কর তোমার দৃষ্টি অশক্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে, এবং তাহা ক্লান্ত হইয়া যাইবে, (অথচ তুমি তাহাতে কোন দোষ দেখিতে পাইবে না। (যিনি এই সৃষ্টিকে নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব প্রদান করিয়াছেন, মনুষ্য জাতির অস্তিত্ব লোপের পর কি তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করিতে তিনি অক্ষম?) ৫ এই পৃথিবীর আকাশকে আমি (নক্ষত্র রূপ) প্রদীপ (মালা) দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি, সেই সকলকে আমি শয়তানগণের উপর নিক্ষেপ জন্য প্রহরণ

* বোগদাদের একজন মুসলমান বৈজ্ঞানিক আলোকের বেগ কত তাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন (তঃ হঃ)।

করিয়াছি, (প্রকৃত অর্থ সেই মহাজ্ঞানী অবগত নঃ আঃ) শয়তানগণের জন্ত আমি অগ্নি সন্তাপ প্রস্তুত রাখিয়াছি। (আধুনিক তফসীরকারিগণ ইহার অর্থ এইরূপ করার চেষ্টা করিয়াছেন:—মনুষ্য ভাগ্যের উপর, পার্থিব ঘটনা সকলের উপর, সৃষ্টি কর্ত্তার কোন ক্ষমতা নাই, কিন্তু তাহা সকল সূর্য্য, চন্দ্র, এবং গ্রহাদির অবস্থানুযায়ী ঘটিয়া থাকে, এইরূপ কথা বিশ্বাসী জ্যোতির্ব্বিদ শয়তানগণের উপর, যখন তাহাদের গণনা মিথ্যা প্রমাণ হয়, যথা অমুক রাজপুত্র শত বর্ষ জীবী হইবে, অমুক রাজকন্যা কখনও বিধবা হইবে না ইত্যাদি, তখন ঐ নক্ষত্র সকল অগ্নিশিখা রূপে তাহার উপর নিক্ষিপ্ত হয়, অর্থাৎ মনুষ্যগণ তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতারক বলিয়া ঘৃণা করে। মোহম্মদ আলীর ইং অনুবাদ।)

৬ (ব্যা ২২৬ এই দৃশ্য জগতে যেমন মনুষ্য প্রভৃতি বহু শ্রেণীর প্রাণী বিদ্যমান, অদৃশ্য জগতেও তদ্রূপ বহু শ্রেণীর প্রাণী আছে, তাহাদের কোন ও শ্রেণী স্বভাবতই ভাল, কেহ স্বভাবতই মন্দ, কেহ মিশ্রিত স্বভাব প্রাপ্ত, যাহারা স্বভাবতঃই ভাল তাহারা মলায়েক, ফেরেশতা নামে খ্যাত, যাহারা স্বভাবতই মন্দ, তাহারা জিন্, শয়তান, অপদেবতা। জিন্গণ আবার বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, কেহ ফেরেশতাদের ন্যায় উন্নত। এই জিন্-গণ মনুষ্যগণের ন্যায় কর্ম্মফল ভোগ করিবে। মলায়েক বা ফেরেশতা-গণ যে লোকে বাস করে, তাহা জিন্ লোক হইতে বহু উন্নত, তথায় ইহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। যাহা যাহা ঘটিতেছে বা ঘটিবে, তাহা অদৃষ্ট লোক লওহে মহফুজে বিদ্যমান, ঐ লোক জিনগণ দর্শনে সক্ষম নহে, ঘটনীয় বিষয় ফেরেশতাগণ যে আলোচনা করে, তাহাও জিনগণ শুনিতে পায় না, কিন্তু কতক জন জিন কোনও উপায়ে তাহা দেখিলে বা শুনিলে ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্ত এক প্রকার প্রহরণ নিক্ষেপ করে, তাহা প্রজ্জলিত হইয়া নক্ষত্রের মত দৃষ্ট হয়। এই জিন অপদেবতা

বা শয়তানগণ ঐ সকল ঘটনা তাহাদের সেবকগণের মনে অর্পণ করে, এজন্য এই শ্রেণীর দৈবজ্ঞদের কতক কথা সত্য হয়। মনুষ্য এবং জিন উভয়কে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়।) ৬ এবং যে ব্যক্তি (জিন এবং মনুষ্য) গণ তাহাদের প্রতিপালকের অবাধ্যাচারী হইবে, তাহাদের জন্য জহন্নমের যন্ত্রণা, এবং (ঐ যন্ত্রণা ভোগের স্থান জহন্নম) বাসস্থান স্বরূপ অতি মন্দ স্থান। ৭ যখন অবাধ্যাচারিগণ তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহারা ঘোর নিনাদ শুনিতে পাইবে, এবং তখন তাহা উদ্বেলিত হইতে থাকিবে, ৮ তাহা যেন সক্রোধে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, যখনই তাহাতে কোন দল নিক্ষিপ্ত হইবে, (নরক) রক্ষকগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, (হে নারকিগণ) তোমাদের নিকট কি কোন উপদেশক আগমন করে নাই? ৯ তাহারা বলিবে ইহা সত্য যে আমাদের নিকট সতর্ককারিগণ আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে আমরা বলিয়াছিলাম, আল্লাহ কোনও সতর্ককরণ বাণী অবতীর্ণ করেন নাই, (তোমরা পুনরুত্থান, কর্ম্ম ফল, জন্নত, জহীম, বহু ঈশ্বরোপাসনা অবৈধ ইত্যাদি বিষয় যাহা বলিতেছ তাহা মিথ্যা,) নিশ্চয় তোমরা মহা-ভ্রমে পতিত রহিয়াছ। ১০ এবং তাহারা বলিবে যদি আমরা সতর্ক-কারীর বাক্য শ্রবণ করিতাম, তাহা হইলে নরকবাসিগণের সঙ্গী হইতাম না। "তদনন্তর তাহারা স্ব স্ব মন্দ কর্ম্ম (যে প্রকৃতই মন্দ তাহা) স্বীকার করিবে, এমত স্থলে নরকবাসিগণ (নরকে) দূর হউক। ১২ যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে নিভৃতেও ভয় করে, তাহাদের জন্য পাপের মার্জ্জনা, এবং তাহাদের জন্য পুরস্কারও রহিয়াছে। ১৩ তোমরা স্বকার্য্য গোপনই কর, বা প্রকাশই কর, তোমাদের হৃদয়ে যাহা আছে, তাহা পর্য্যন্ত তিনি অবগত ১৪ যিনি (সমস্ত) সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি

(তাহা) অবগত নহেন? তিনি (স্বরূপতই) অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ। ১।১৪

১৫। তিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্ত স্বঅধীনস্থ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা তাহার (উপরে পথ প্রস্তুত করিয়া নালা কাটিয়া) গমনাগমন কর, এবং (তাহা কর্ষণ করিয়া) তাহা হইতে (উৎপন্ন) জীবন ধারণোপায় ভক্ষণ কর, এবং (এই জীবন যাত্রার পথ) তাঁহারই দিকে তোমাদের পুনরুত্থান; (এই পৃথিবী পর কালেরও বাণিজ্য স্থান এবং ক্ষেত্র।) ১৬ (ব্যক্তিগত এবং জাতীয় কর্ম্মের ফল অনেক সময় এই পৃথিবীতেও ভোগ করিতে হয়, এমত স্থলে, হে মনুষ্যগণ,) যিনি স্বর্গে (বিদ্যমান, সর্ব্বস্রষ্টা, সূক্ষ্মদর্শী, যদি তিনি তোমাদিগকে কম্পিত ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া ফেলেন, তৎসম্বন্ধে তোমরা কি নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছ? ১৭ অথবা যিনি স্বর্গে বিদ্যমান তিনি যদি তোমাদিগের উপরে প্রস্তরের বৃষ্টি ধারা প্রেরণ করেন, তাহা হইতে কি তোমরা নির্ভীক? শীঘ্রই (মরণের পরই) যে (কর্ম্মফল) সম্বন্ধে তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি তাহা কেমন (তাহা) জানিতে পারিবে। ১৮ ইতঃপূর্ব্বে তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ (পয়গম্বর বাণীতে অসত্যারোপ করিয়াছিল, তজ্জন্ত আমার প্রদত্ত তাহাদের শাস্তি কেমন (যথোপযুক্ত) হইয়াছিল?

তোমাদের সর্ব্ব বিষয়ের উপরে তাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে:—

১০ যে সকল পাখী * পাখা প্রসারিত এবং সঙ্কুচিত করিয়া উড্ডীয়মান থাকে, তাহাদের দিকে তাহারা দৃক্‌পাত করে না কেন? দয়াময় ব্যতীত কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে আকাশের চূড়ায় (শূন্যমার্গে) স্থির করিয়া রাখে? প্রত্যেক বিষয়ের উপরে তাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে; ২১ (যদি তিনি তোমাদিগকে শাস্তি

* অথবা অগ্নকাদি নক্ষত্র যাহা আকাশ গর্ভে উড্ডীন হইতেছে (অনুবাদক।)

প্রস্ত করেন, তাহা হইল,) তাহারা কে যাহারা তোমাদের সৈন্য স্বরূপ দয়াময়ের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম? ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে যে, ধর্ম্মদ্রোহিগণ অমূলক আশায় ভ্রান্ত রহিয়াছে, (যে তাহাদের উপাস্যবর্গ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে;) ২১ আল্লাহ (যদি পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি অপহরণ করিয়া) তাঁহার প্রদত্ত (জীবিকা) স্থগিত করিয়া দেন, এ মত কে আছে যে, তোমাদিগকে জীবিকা প্রদান করিতে সক্ষম? (অপ্রকৃত উপাস্যগণ নিশ্চয় ইহা করিতে অক্ষম,) তথাপি তাহারা (অর্থাৎ অপ্রকৃত উপাস্যের উপাসকগণ, পয়গম্বরবাণী অগ্রাহ্য করণ রূপ) ঔদ্ধত্যাচারে এবং অবাধ্যাচরণে অটল রহিয়াছে। ২২ যে ব্যক্তি মুখের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া (বিপরীতভাবে) চলে, সে ব্যক্তির গম্যপথ প্রাপ্তির সম্ভাবনা অধিক, কিম্বা যে ব্যক্তি সরল পথের উপরে স্বাভাবিক রূপে অগ্রসর হয়, সে ব্যক্তির (গম্যস্থানের পথ প্রাপ্তির সম্ভাবনা অধিক?)

২৩। (হে নবী,) তুমি তাহাদিগকে বল, তিনি তোমাদিগকে (মনুষ্যাকারে) দণ্ডায়মান করিয়াছেন, তোমাদিগকে কর্ণ, চক্ষু, এবং হৃদয় প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু তোমরা (এই সকলের সৎব্যবহার করিয়া) অতি সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক। ২৪ তাহাদিগকে বল তিনিই যিনি তোমাদিগকে ধরাপৃষ্ঠে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে তাঁহারই নিকট সমবেত করা হইবে; ২৫ এবং (তথাপি অবিশ্বাসকারিগণ বলিতেছে,) যদি তোমরা সত্যবাদী, কখন সেই প্রতিশ্রুত কাল (কেয়ামত) উপনীত হইবে? ২৬ তুমি তাহাদিগকে বল, এই সংবাদ আল্লাহই অবগত, এবং আমি স্পষ্ট ভাষায় (এতদ্বিষয়) সতর্ককারী ব্যতীত নহি। ২৭ অতঃপর

যখন ধর্মদ্রোহীগণ দেখিতে পাইবে, তাহা (অর্থাৎ দণ্ড প্রাপ্তির সময়) নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন ধর্মদ্রোহীদের বদন মণ্ডল বিবর্ণ হইয়া যাইবে, এবং তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, ইহাই তাহা (সেই পুনরুত্থান) যাহা তোমরা (অবিশ্বাসের সহিত পুনঃ পুনঃ) দেখিতে চাহিতেছিলা।

২৮ (হে পয়গম্বর,) তাহাদিগকে বল, আমাকে এবং আমার সঙ্গীদিগকে যদি তিনি ধ্বংশ করিয়া ফেলেন, কিম্বা অনুগৃহীত করেন, (তাহা তাঁহার ক্ষমতাধীন ; কিন্তু) তোমরা কি সে ব্যক্তিকে দেখিয়াছ, যে ব্যক্তি ধর্মদ্রোহীদিগকে মহা যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম ? এমত কেহ নাই, ২৯ (হে নবী তুমি) বলিয়া দাও, "যিনি রহমান দয়াময়, আমি তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবং তাঁহারই উপর আমার নির্ভর, অতঃপর শীঘ্রই ধর্মদ্রোহীগণ (মরণের পরই) জানিতে পারিবে, কোন ব্যক্তিগণ স্পষ্টতঃ বিপথগামী হইয়াছিল। ৩০ (হে পয়গম্বর) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, যদি (তোমাদের পানীয়) * জল (কল্য) প্রাতঃকালে শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা এমত কোন ব্যক্তিকে কি দেখিয়াছে যে ব্যক্তি তাহাদের নিকট নির্ম্মল জল (প্রবাহিত করিয়া) আনিতে সক্ষম ? ২।১৬=৩০

---

* অথবা চক্ষুর মধ্যস্থ জল, (তঃ হুঃ)

ক, লম—লেখনী।

মক্কাবতীর্ণ ৬৮ সূরা। (৩)

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর

নামে আরম্ভ। ১।৬৮।২৯

১। ন্‌—আল্লাহর স্বরূপের বা জ্ঞানালোকের, বা অজ্ঞাত তত্ত্বের, এবং লেখনীর বা (তাঁহার ইচ্ছার, বা আলোক বিস্তারকারী পয়গম্বরের, বা ঐশ্বরিক নিয়মের;) এবং লিপির (তাঁহার সৃষ্টির, বা তাঁহার মহা জ্ঞানের বা সৃষ্টিতে স্রষ্টার প্রমাণের) শপথ; ২ তোমার প্রতিপালক (আল্লাহ) তোমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, (তোমাকে যে পয়গম্বর পদ প্রদান করিয়াছেন,) তৎপ্রযুক্ত, (হে নবী ষড়যন্ত্রকারী এই মক্কার ধর্মদ্রোহীগণের প্রবঞ্চণাপূর্ণ কথা মত,) তুমি নিশ্চয় উন্মাদগ্রস্ত নহ; ৩ এবং তোমার নিমিত্ত, (এই মহা কার্য্যের জন্য ইহ এবং পরকালে,) অশেষ পুরস্কার রহিয়াছে; ৪ এবং তুমি (পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত পয়গম্বরগণের সাধু চরিত্রের উত্তরাধিকারী প্রযুক্ত) মহা সাধুচরিত্রের অনুসরণকারী, (তুমি সত্যভাষী, প্রিয়ভাষী, কোমল স্বভাব, শুদ্ধাচারী, সৌজন্যতাচারী, সর্ব্বগুণে ভূষিত, বলিয়া খ্যাত হইয়া আসিতেছে।) ৫ ইহার পর (ভবিষ্যতে যখন ইসলাম, যাহা তুমি শিক্ষা দিতেছ, তাহা দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে, তখন,) তুমিও দেখিতে পাইবা, এবং (যাহারা তোমাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিতেছে,) তাহারাও দেখিতে পাইবে, ৬

তোমাদের মধ্যে কে উন্মাদ গ্রস্ত; ৭ (হে নবী তোমার এবং কোর-আনের সম্বন্ধে, মক্কার এই ধর্ম্মদ্রোহীগণকে বল,) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক বিশেষ করিয়া জানেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, এবং ইহাও তিনি বিশেষ করিয়া জানেন, কোন ব্যক্তিই বা তাঁহার পথ প্রাপ্ত হইয়াছে; ৮ এমত স্থলে তুমি (নির্য্যাতনকারী এই) অসত্যবাদীগণের অনুসরণ করিও না; ৯ (ইহাদের নেতাগণ স্বদলভুক্ত করিবার নিমিত্ত তোমাকে তোমার মনোমত সুন্দরীকন্যা, প্রচুর ধন, স্বজাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে; তুমি দারিদ্র্য এবং দৈন্য মনোনীত করিয়া স্বকর্ত্তব্য পালনে অটল রহিয়াছ,) তাহারা অভিলাষী হইয়াছে যে, যদি তুমি (তাহাদের কল্পিত উপাস্যের উপাসনা, পাপাচরণ, ভ্রম বিশ্বাস সম্বন্ধে) শিথিলতা প্রকাশ কর, তাহা হইলে তাহারাও (তোমাদের নির্য্যাতন সম্বন্ধে) শিথিলতা প্রদর্শন করিবে, ১০ (তুমি কখনই তাহাদের কথা স্বীকার করিও না,) এবং (সেই) ব্যক্তিরও. ১৪ (যে) ধন এবং পুত্র সম্পন্ন প্রযুক্ত বহু (মিথ্যা) শপথ করিয়া থাকে, যাহার কথা ভারহীন, ১১ (যে) ছিদ্রান্বেষী, অপবাদরটনাকারী, পরস্পরের মধ্যে কলহ উত্থাপনকারী, ১২ সুকর্ম্মে নিষেধকারী, দুর্ব্বলের পীড়নকারী, মন্দকর্ম্মশীল, ১৩ কর্কশ স্বভাব, এবং এতদ্ব্যতীত পাপার্জ্জনকারী, ১৪ তাহারও কথা মান্য করিও না; (কেহই এই ওলিদ-বিন-মুগেরার কথা মান্য না করুক।) ১৫ এই ব্যক্তির নিকট যখন আমার নিদর্শন (কোর-আন) পঠিত হয়, সে বলে ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণের কথিত কাহিনী ব্যতীত নহে; ১৬ আমি শীঘ্রই তাহার (সুবৃহৎ নাসিকারূপ) শুণ্ডে (মুসলমান যোদ্ধার

অদি চিহ্নে) চিহ্নিত করিব। (এই ভবিষ্যৎ বাণী প্রায় দ্বাদশ বৎসর পর বদরের যুদ্ধে সত্য হইয়াছিল।)

১৭ আমি তাহাদিগকে, এই (ধর্মদ্রোহী আরবদিগকে,) সত্য সত্যই উদ্যান স্বামীদের ন্যায় পরীক্ষা করিতেছি। (এই উদ্যানস্বামী ভ্রাতাগণ উত্তরাধিকার ক্রমে একটি উদ্যান পাইয়াছিল, তাহাতে বহুবিধ ফল উৎপন্ন হইত। তাহাদের পিতা পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, তিনি প্রত্যেক ফসলে, উহার এক নির্দ্দিষ্টাংশ দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন, ফসল সংগ্রহের সময় দীন দরিদ্রগণ তাঁহার বাগানে দলে দলে উপস্থিত হইত। পিতার মরণের পর ভ্রাতাগণ এইরূপ সংকল্প করিল যে, তাহাদের বহু পরিবার, তাহারা আর ফল শস্যের কোনও অংশ দরিদ্রদিগকে দান করিবে না। তাহাদের মধ্যে এক জন ভ্রাতা ইহার প্রতিবাদ ও করিয়াছিল, কিন্তু অপর ভ্রাতাগণের যুক্তিমত এইরূপ ভিক্ষা দান করা রহিতকরা হইল, এবং) তাহারা শপথ করিল যে, আমরা অতি প্রত্যুষেই (ভিক্ষুকগণটের পাওয়ার পূর্ব্বেই) ফসল সংগ্রহ করিয়া ফেলিব, (তাহারা দীন দুঃখিগণকে সাহায্য করিয়া আল্লাহর অনুগ্রহস্বীকার করা দূরে থাকুক,) ১৮ বরং দরিদ্রদিগকে অভাব মুক্ত করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিল ; (তঃ হঃ) ১৯ (তাহাদের এইরূপ মন্দ সঙ্কল্পের জন্য) তোমার প্রতিপালক (আল্লাহর প্রেরিত ঘূর্ণায়মান বায়ু, ঐ (উদ্যান) ঘেরিয়া লইয়াছিল, এবং যৎকালে তাহারা নিদ্রা যাইতেছিল ; ২০ তৎপর তাহা প্রাতঃকালে ফলহীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২১ তৎপর উক্তরূপ পরামর্শের পর তাহারা উষাকালে জাগরিত হইয়া পরস্পরকে ডাকিতে লাগিল ; ২২ যদি তোমরা পূর্ব্ব (পরামর্শমত) ফল সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক, তাহা হইলে, অমুদয় ক্ষুলই ক্ষেত্রে যাত্রা করা যাউক। ২৩ তদনন্তর তাহারা যাত্রা করিল, এবং (যাহাতে) ২৪ সে দিবস যেন (কোনও) অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হয়, ২৩ তদনন্তর

অস্ফুটস্বরে কথোপকথন করিতে করিতে যাইতে লাগিল, ২৫ এবং তাহারা অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই, সবলে ধাবিত হইল। ২৬ তারপর যখন তাহারা ঐ উদ্যান দেখিল, (তখন প্রথমতঃ চিনিতে পারিল না, তৎপর) বলিতে লাগিল, নিশ্চয় নিশ্চয় আমরা পথ ভুলিয়া (অন্য কোনও বাগানে) আসিয়াছি; ২৭ (যখন ভ্রমদূর হইল, তাহারা বলিতে লাগিল,) বরং (আমাদের সঙ্কল্প দোষে) আমরাই বঞ্চিত হইলাম। ২৮ তাহাদের মধ্যে জ্ঞানশ্রেষ্ঠ (ভ্রাতা যে এইরূপ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বলিয়াছিল) বলিল, আমি কি সতর্ক করি নাই যে, কেন তোমরা (দরিদ্রদিগকে দান করিয়া) ধন্যবাদ প্রকাশকারী হও না? ২৯ তাহারা বলিতে লাগিল, আল্লাহ স্বরূপতঃই পবিত্র, (তিনি যে দরিদ্রগণকে দান করার আদেশ করিয়াছেন, তাহা মঙ্গলদায়ক আজ্ঞা,) নিশ্চয় আমরাই অন্যায় কাজ করিয়াছি। ৩০ তদনন্তর একজন আর এক জনার সম্মুখীন হইয়া (পরস্পরকে) ভৎর্সনা করিতে লাগিল, '৩১ তাহারা (অনুতপ্ত হইয়া) বলিতে লাগিল. আমাদের দুর্ভাগ্য নিশ্চয় আমরা অবাধ্যাচারী হইয়াছিলাম, ৩২ আমরা (অনুতপ্ত হইয়া) আমাদের প্রতিপালকের দিকে অনুরাগী হইলাম; অসম্ভব নহে যে তিনি আমাদিগকে ইহার পরিবর্ত্তে এই উদ্যান হইতেও উৎকৃষ্ট (উদ্যান) প্রদান করিবেন, (আমাদিগকে সংশোধন করার জন্যই তিনি এই বিপদরূপ কষাঘাত বর্ষণ করিয়াছেন) (আবদুল খালেক ইমানী স্বচক্ষে এই উদ্যান দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেছেন, উদ্যানস্বামীদের সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তনের সহিত উদ্যানের অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল, তাহা অধিকতর ফল শস্য প্রদান করিতেছিল।) ৩৩ (হে নবী) বিপদ এই রূপেই, (মন্দ কর্ম্ম, মন্দ সঙ্কল্প জন্য) আগত হয়। (যখন আরবগণ মুসলমানগনকে নির্য্যাতন করিতেছিল, তখন সাতবৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, যখন তাহারা পবিত্রতা-

চারী হইল. তখন সুসময় আসিল,) এবং পরকালের যন্ত্রণা (ইহলোকের যন্ত্রণা হইতেও) গুরুতর : হায় যদি (আল্লাহদ্রোহীগণ) ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত(যে পয়গম্বর উপদেশের অসমাদর অনুচিত তাহা হইলে ভাল হইত।) ব্যা ২২৮ দয়াময় আমাদিগকে স্বাস্থ্য, ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি, হস্ত, পদ প্রভৃতি বহু মহা দানে অনুগৃহীত করিয়াছেন, আমরা তাহার অপব্যবহার, অসমাদর, করিলে অবশ্যই তাহার কুফল ভোগ করিব। স্বাস্থ্যের অপ-ব্যবহার করিয়া কতযুবক কুৎসিত পীড়া ভোগ করিতেছে, কত প্রকার রোগী রুগ্নশয্যায় শায়িত হইয়া রহিয়াছে। কত জন উত্তরাধিকার ক্রমে বিপুল ধন প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় এবং সামাজিক সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। আমাদের শক্তি আমরা বহু প্রকারে অপচয় করিতেছি। আমরা ধর্ম্মকরী, অর্থকরী বিদ্যা উপার্জ্জনে উদাসীন। আমরা ধৈর্য্য, সাহস, অধ্যবসায় প্রভৃতি মহাদান সকলের অপব্যবহার করিয়া উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিতেছি।

আমরা যে সকল ব্যবসাবাণিজ্য করিতেছি, তাহাতে আমাদের সত-তার অভাব সঙ্কল্পের কুটিলতা বিদ্যমান। এমত উপার্জ্জনের স্থান নাই, যে স্থানে আমরা দয়াময়ের নিকট দোষী নহি। ক্রেতা বিক্রেতার, উত্তমর্ণের এবং অধমর্ণের, মনিব এবং চাকরের, গুরু এবং শিষ্যের, উপদেশক এবং উপদিষ্টের, মধ্যে সর্ব্বত্র অসততা রাজত্ব করিতেছি, আমাদের সঙ্কল্প সর্ব্বত্র দূষিত। অনুতাপের সময় আসিয়াছে, এস ভ্রাতৃগণ আমরা অনুতপ্ত হঃ, আমাদের সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন করি, অসম্ভব নহে যে আমরাও উদ্যান-স্বামীদের ন্যায় অনুগৃহীত হইব। আমরা পয়গম্বরের মহা শিক্ষার অসমাদর করিয়া আসিতেছি।১।৩১

৩৪। যাহারা পাপ ভীরু, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট (পরকালে) মহা দানপূর্ণ (নন্দন নামক) উদ্যান, (কর্ম্মের ফল

ভোগের স্থান ;) ৩৫ আমি কি (আত্ম সমর্পিত ধর্ম্মভীরু) মুসলমানগণকে পাপাচারীগণের ন্যায় করিব ? ৩৬ (হে ধর্ম্মদ্রোহিগণ তোমরা বলিতেছ, যেমন পূর্ব্ব কর্ম্মফল না থাকা স্বত্বেও তোমরা ইহ জীবনে সম্পদ ভোগ করিতেছ, মরণের পর জীবন থাকিলেও তদ্রূপ সম্পদ ভোগকরিবা) তোমা দেরকি হইয়াছে যে তোমরা এমত অসঙ্গত মত প্রকাশ করিতেছ ? ৩৭ তোমাদের নিকট কি (ঐশ্বরিক কোনও) গ্রন্থ আছে যাহাতে (তাহা) পাঠ করিতেছ ? ৩৮ তোমাদের জন্য যাহা (যেমন পারলৌকিক সম্পদ) তোমরা মনোনীত করিয়াছ তাহা কি তাহাতে (লেখা রহিয়াছে ?) ৩৯ কিম্বা তাহা আমি তোমাদিগকে দিব, এইরূপ অলঙ্ঘনীয় প্রতিজ্ঞার কি আমি কেয়ামত পর্য্যন্ত আবদ্ধ রহিয়াছি, (তাহাও কি ঐ গ্রন্থে আছে ?) ৪০ (হে নবী, তাহা দিগকে জিজ্ঞাসা কর, তৎসম্বন্ধে কেহ কি (তাহাদের নিকট) আমার প্রতিভূ হইয়াছে ? ৪১ অথবা তজ্জন্য কি (তাহাদের কল্পিত) আমার ক্ষমতাভাগী (কোনও ফেরেশতা, বা পয়গম্বর) তাহাদের অনুকূলে রহিয়াছে ? তাহারা যদি সত্যবাদী, তাহা হইলে, যাহাকে তাহারা আমার ক্ষমতাভাগী স্থির করিয়াছে, তাহাকে উপস্থিত করুক। ৪২ সে দিবস (কেয়ামতের সে শুভ যুগে যখন (দয়াময়ের) পদ গুলফ পর্য্যন্তের (মাত্র) আবরণ উন্মুক্ত করা হইবে, এবং তাঁহার সম্মুখে সিজদা প্রদান জন্য আহ্বান করা হইবে, (সে উন্নতির যুগে অন্য উপাস্য পূজকগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে) সিজদা করিতে সক্ষম হইবে না। (বহু উপাস্যাবলম্বিগণ তাঁহাকে তাঁহার স্বরূপে ধারণা করিতে সক্ষম হইবে না ; আল্লাহ উপাসকগণের অবস্থানের স্থান নন্দিম নামক আনন্দ ধাম, অপ্রকৃত উপাস্য পূজক গণের স্থান অধঃলোক।) ৪৩ তাহাদের নয়ন দ্বয় নিম্নাভিমুখী হইবে, হীনাবস্থা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে ; (মর লোকে) তাহাদিগকে আল্লাহকে সিজদা প্রদান জন্য আহ্বান

করা হইত, এবং তখন তাহারা খাদ্য ও ভোগ করিত (তাহাদের আল্লাহকে ধারণা করার শক্তি বিনষ্ট হইয়া ছিল না।) (ব্যা ২২৯ দেবোপাসনা সম্বন্ধে এস্থলে গীতার মত উদ্ধৃত হইতেছে,) :—

১২ অধ্যায় ১—৪ শ্লোক।

"অর্জুন কহিলেন, সতত ভক্তির সহিত যে যোগী তোমার উপাসনা করেন, এবং যে যোগী তোমার অক্ষয় অব্যয় রূপের আরাধনা করেন, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম কে? ভগবান বলিলেন, যিনি আমাতে নিবিষ্টমনা হইয়া, শ্রদ্ধার সহিত আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী। যাহারা সর্ব্বত্র সর্ব্ববুদ্ধি জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূত হিত তৎপর হইয়া অক্ষয়, অনির্দ্দেশ্ত, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব স্বরূপ আমার উপাসনা করে, তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৯ অঃ ১৩ শ্লোঃ হে পার্থ যে সকল মহাত্মা দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত, তাহারাই আমাকে সর্ব্বভূতের কারণ, অব্যয় পুরুষ বলিয়া বিদিত, তৎ নিবন্ধন তাহারা আমাকেই ভজনা করেন। ২৩ হে কৌন্তেয়, যাহারা শ্রদ্ধার ভক্তির সহিত অন্য দেবতার আরাধনা করেন, তাহারা অবিধিমত আমারই সেবা করিয়া থাকেন। ২৫ যাঁহারা দেব পূজা করেন, তাঁহারা দেবলোকে গিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা পিতৃ পূজা করেন, তাঁহারা পিতৃ লোকে গিয়া থাকেন, এবং যাহারা ভূত যোনীর পূজা করেন, তাঁহারা ভূত লোকে গমন করেন। আর যাহারা কেবল আমার আরাধনা করেন, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৪ অঃ যে যোগী অনন্য চিত্তে নিয়ত আমাকে স্মরণ করে, হে পার্থ, সেই সিদ্ধ যোগী আমাকে সুলভে প্রাপ্ত হন; ৭ অঃ ২০ শ্লোঃ স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া সামান্য উপাসকেরা পুত্র, কলত্র, ধনাদি বিষয় বাসনায় হতবুদ্ধি হইয়া দেবোপাসনা রূপ নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ভূত প্রেত, যক্ষ, প্রভৃতির

আরাধনা করিয়া থাকে। ২২ সেই ভক্তগণ দৃঢ়তর শ্রদ্ধা দ্বারা স্বীয় স্বীয় উপাস্ত দেবতাগণের উপাসনা পূর্ব্বক বাঞ্ছিত ফল গ্রহণ করেন, কিন্তু দেবগণ আমার অধীন, সুতরাং অন্তর্যামী স্বরূপে সেই ফল আমিই প্রদান করিয়া থাকি। ২৩ সেই ফল সামান্ত এবং তাহা বিনশ্বর। ফলতঃ দেব ভক্তগণ দেবলোকে, এবং আমার ভক্তগণ আমার সমীপে আগমন করিবে। ২৪ আমি অব্যক্ত, (প্রপঞ্চাতীত,) কিন্তু মন্দমতি ব্যক্তিগণ আমার উৎকৃষ্ট অব্যয় স্বরূপ অবগত না হইয়া, আমাকে মনুষ্য মীন ও কূর্ম্মাদি সামান্ত ভাবে অনুভব করে।")

৪৪ অতএব (হে নবী,) যাহারা এই (মহা) বাক্যে (কোর্‌-আনে অসত্যা রোপ করিতেছে, (তাহার ফল প্রদান জন্ত) আমাকে, এবং (তাহার ফল ভোগ জন্ত) তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, আমি তাহাদিগকে তাহাদের অজ্ঞাত ভাবে ধৃত করিব ; ৪৫ এবং আমি শাস্তির সময় আগত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদেব বন্ধন শিথিল করিয়া দিব, নিশ্চয় আমার কৌশল অভেদ্য। ৪৬ (তুমি যে তাহাদিগকে সত্য শিক্ষা দিতেছ,) তুমি কি (তজ্জন্ত) তাহাদের নিকট বেতন যাচ্ঞা করিতেছ যে অভাবের জন্ত, তাহার ভারে তাহারা ভারগ্রস্ত হইয়াছে ? ৪৭ অথবা ভবিষ্যৎ কি তাহাদের নিকট আছে যে, তাহারা তাহা (দৃষ্টি করিয়া) লিপিবদ্ধ করিতেছে (যে তাহদের পরকালও সুখের হইবে ?)

৪৮ (হে পয়গম্বর ধর্ম্মদ্রোহিগণের পীড়নে, ব্যবহারে, উত্তেজনাতে ও) তোমার প্রতি পালকের আদেশ মত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, মৎস্যোদর গত (ইউনস পয়গম্বরের) ন্তায় হইও না, (ঐশ আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই মক্কা পরিত্যাগ বা শত্রু গণকে বল প্রয়োগে দণ্ডিত করিও না।) ব্যা ২৩০ (হজরত ইউনসকে নিনিভীবাসিগণকে সতর্ক করিবার জন্ত পয়গম্বর নিয়োজিত করা হইয়াছিল, কিন্ত তাহারা তাঁহার

উপদেশ গ্রাহ্য করিল না ; তিন দিবস মধ্যে ঐশ্বরিক কোপ তাহাদের উপরে নিপতিত হইবে বলিয়া তিনি ঐ নগর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। ঐশ্বরিক কোপ পতিত হওয়ার পূর্ব্ব লক্ষণ সকল দর্শন করিয়া নগরবাসিগণ তাঁহার উপদেশ মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল, তাহাদের শাস্তি স্থগিত হইল। হজরত ইউনস শুনিতে পাইলেন, তিনদিন গত হইয়াছে, কিন্তু ঐশ্বরিক কোপ নিনিভাবাসীগণের উপর অবতীর্ণ হয় নাই। নিনিভাবাসিগণ তাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ভাবিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে মনে করিয়া ঐশ্বরিক আদেশ প্রাপ্তির পূর্ব্বেই তিনি পলায়ন করিয়া সমুদ্রগামী এক অর্ণবযানে আরোহন করিলেন। সমুদ্রে মহা ঝড় আরম্ভ হইল, আরোহিগণ ইহাকেই এই বিপদের কারণ মনে করিয়া সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিল, তখন এক বৃহৎ সামুদ্রিক মৎস্য তাঁহাকে উদরস্থ করিয়া ফেলিল ;) তখন সে মৎস্য গর্ভে আল্লাহকে আহ্বান করিতে লাগিল, এবং (অনুতাপে) তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। ৪৯ যদি তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাহাকে রক্ষা না করিত, তাহা হইলে (ঐ মৎস্য) তাহাকে মন্দ অবস্থায় মরুভূমিতে উদগীর্ণ করিয়া দিত। কিন্তু দয়াময়ের কৃপায় মৎস্য গর্ভ হইতে উৎসারিত ইউনস বৃহৎ পাত্রযুক্ত অলাবু লতার ছায়ায় আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল ;) ৫০ তদনন্তর তাহার প্রতিপালক আল্লাহ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন, (পুনঃ নিনীভাতে তাহাকে পয়গম্বর স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন) এবং তাহাকে সাধু ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। ৫১ যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী তাহারা যখন (কোর্-আন) শ্রবণ করিতে ছিল, তখন তাহাদের (সক্রোধ) দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে প্রায় স্থানচ্যুত করিয়াছিল, এবং তাহারা বলিতেছিল, নিশ্চয় নিশ্চয় এই ব্যক্তি জিন গ্রস্ত হইয়াছে। (তখন হে পয়গম্বর তুমি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া ইহাদিগকে প্রতিফল দান করিতে এবং অভিসম্পাত

দ্বারা ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক হইয়া ছিল, এই ধর্ম্ম দ্রোহিগণের অধিকাংশই যথা সময় ইস্লামের পরম ভক্ত হইবে, তুমি ইউনসের ন্যায় হইও না ;) ৫২ ফলতঃ কোর্-আন সমস্ত পৃথিবীর জন্য সদুপদেশ ব্যতীত নহে, (তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া তাহা প্রচার করিতে থাক।) ২।১৯—৫২

হক্কা—সত্যই হইবে।

মক্কাবতীর্ণ ৬৯ সংখ্যক সূরা (৭৮।)

অসীম-অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা

আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১।৬৯।২৯

১। নিশ্চয়ই সংঘটনীয় (মহা প্রলয় কেয়ামত,) ২ নিশ্চয় নিশ্চয় সংঘটনীয় (মহা প্রলয় কেয়ামত) কি ? ৩ তোমাকে (হে শ্রোতা,) কেহ কি জ্ঞাত করিয়াছে ঐ অবশ্য অবশ্য সংঘটনীয় (মহা প্রলয় কেয়ামত) কি ? ৪ (মহা পরাক্রান্ত, মহা ঐশ্বর্য্যশালী, পর্ব্বত গর্ভদেশে খোদিত বৃহৎ হর্ম্ম্য মালায় বাসকারী) সমুদ (জাতি), এবং (মহাবীর, মহা কায়,) আদ (জাতি পয়গম্বর কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াও) ঘন ঘন আঘাতকারী; (ঘন ঘন আঘাতে, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, সহ সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস কারী কেয়ামত) সম্বন্ধে মিথ্যারোপ করিয়াছিল। (ব্যা ২৩০ এই উত্তর

জাতি আরব দ্বীপে বাস করিত, যে প্রদেশে তাহারা বাস করিত, তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঐ উভয় জাতি এক সময় অতিসমৃদ্ধ এবং সভ্য জাতি ছিল। সমুদগণ পর্ব্বত খনন করিয়া তাহার গর্ভে সুদৃশ্য সুবৃহৎ হর্ম্ম্য মালা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিত। আদ জাতি এমন প্রদেশে রাজত্ব করিত, তাহারা অতি উন্নত দেহ বলবান জাতি ছিল। এই উভয় জাতি আল্লাহর আস্তিত্বে, পরকালে, কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিত না, সুতরাং এই পৃথিবী সম্ভোগ সম্বন্ধে তাহাদের যথেচ্ছাচারের সীমা ছিল না। তাহাদের ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গল সম্বন্ধে রসুলগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা আল্লাহর বিদ্যমানতা, কেয়ামত, পুনরুত্থান, কর্ম্মফল প্রভৃতি সম্বন্ধে যে উপদেশ করিতেছিলেন, তজ্জন্য তাহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী অবধারিত করিয়াছিল। যখন ইহাদের পাপ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, তখন পূর্ব্বাপর প্রচলিত ঐশ্বরিক বিধান মত ইহাদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মিশাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছিল) ৫ সুতরাং ঐ যে সমূদ জাতি, তাহাদিগকে সীমাতীত শব্দকারী (ভূকম্প) দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল। ৬ এবং ঐ (যে মহাকায়) আদ জাতি, তাহাদিগকে মহাবেগবান, সীমাতীত প্রবল বাত্যা দ্বারা বিনষ্ট করা হইয়াছিল। ৭ (তাহাদিগকে) সমূলে বিনাশ করণ জন্য সপ্তরাত্রি এবং অষ্ট দিবস পর্য্যন্ত ঐ বাত্যা তাহাদের উপরে নিয়োজিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। (হে দর্শক, যদি তুমি ঐ ঘটনা স্বয়ং দর্শন করিতা তাহা হইলে) দেখিতে পাইতা, ঐ বাত্যায় ঐ জাতীয় ব্যক্তিদের (শব) চতুর্দ্দিকে পতিত রহিয়াছে; (তাহাদের প্রকাণ্ড শরীর চতুর্দ্দিকে পতিত দেখিয়া বোধ হইতেছিল,) যেন অন্তঃসারশূন্য খর্জ্জুর বৃক্ষ কাণ্ড সকল (দেশ ব্যাপিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।) ৮ অতঃপর তোমরা কি কেহ দেখিতে পাইতেছ তাহাদের

কেহ কি অবশিষ্ট রহিয়াছে? এবং ফের-অ-উন, এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে জাতির নগর সকলকে তাহাদের পাপের জন্য বিপর্য্যস্ত করা হইয়াছিল, ১০ এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের রসুলগণের অবাধ্যাচারী হইয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে (আল্‌লাহ্‌) দৃঢ়ভাবে ধৃত করিয়াছিলেন। ১১ (এবং নূহ্‌ পয়গম্বরের সতর্ক করণ অগ্রাহ্য করণ জন্য যখন) জল (রাশি) সীমাতিক্রম করিয়া (মহাপ্লাবন সংঘটিত) করিয়া ছিল, তখন আমি তোমাদিগকে নৌযানে বহন করিয়া (রক্ষা করিয়া) ছিলাম; ১২ উদ্দেশ্য যে ঐ সকল ঘটনাকে (হে আরবগণ) তোমাদের জন্য উপদেশপ্রদ করি, এবং তাহা যেন স্মরণকারী কর্ণ স্মরণ করিয়া রাখে। ১৩ (যদিও ইহা তোমাদের মধ্যে কেহ বিশ্বাস না করে, কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে) যখন (আস্‌রাফীলের) সুর-যন্ত্রে (প্রথম) ফুৎকার দেওয়া হইবে, ১৪ এবং (তৎপ্রযুক্ত) ভূভাগ এবং পর্ব্বত সকলকে (স্বস্থান হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া) বহন করা হইবে, তজ্জন্য উভয়ে (অর্থাৎ আঘাতকারী এবং আঘাতপ্রাপ্ত পর্ব্বত,) এক সঙ্গে ভগ্ন হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, ১৫ তখন সে দিবস অবশ্য সংঘটনীয় (কেয়ামত) সঙ্ঘটিত হইবে। ১৬ এবং আকাশ বিদীর্ণ হইবে, এবং তাহা শিথিল হইয়া যাইবে। ১৭ (ব্যা ২৩১ এই রূপে দৃশ্য এবং অদৃশ্য সৃষ্টি ধ্বংস এবং বিলীন হওয়ার বহু বহু যুগের পর, আস্‌রাফীল চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সুর অর্থাৎ আকার প্রদানকারী যন্ত্রে আবার ফুৎকার প্রদান করিবেন, তখন বিলীন সৃষ্টি নব এবং উন্নত আকারে প্রকাশিত হইবে।) এবং ফেরেশতাগণ, (নব প্রকাশিত আকাশের) প্রান্তভাগে আবির্ভূত হইবে, তোমার প্রতিপালক (মহিমান্বিত আল্‌লাহের) সিংহাসন সে দিবস (সে যুগে) আটজন ফেরেশতা (তাহাদের মস্তকের) উপরে বহন করিতে থাকিবে। (ব্যা ২৩২ একদা

চারিজন ফেরেশতা তাঁহার সিংহাসন বহন করিতেছে। বিজ্ঞব্যক্তিগণের মতে সৃষ্টিই, বিশ্বই, তাঁহার সিংহাসন। পুনঃ প্রকাশিত সৃষ্টি এত উন্নত হইবে যে, তাহা আটজন ফেরেশ্‌তা (মালাএক) বহন করিতে থাকিবে। মালা এক, মলক শব্দের বহু বচন, মলক অর্থ শক্তি, সুতরাং মলক, মালা এক, অর্থ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। নব প্রকাশিত সৃষ্টি কেমন উন্নত হইবে, তৎ সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে, তৎকালে সমস্তই পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে। (তঃহ) ১৮ সে দিবস তোমাদিগকে (তোমাদের প্রভুব বা কর্ম্মের) সম্মুখীন করা হইবে, তোমাদের নিকট হইতে (কোনও গুপ্ত বিষয়) গুপ্ত থাকিবে না। (মৌজু-অল-কোর্‌-আন।) ১৯ অতঃপর সেই ব্যক্তি যাহাকে তাহার (কর্ম্মলিপির) গ্রন্থ দক্ষিণদিক হইতে দেওয়া হইবে, সে ব্যক্তি (সাহ্লাদে তাহার সঙ্গিগণকে বলিবে,) এই লও, আমার কর্ম্মের গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখ; ২০ আমি দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলাম, নিশ্চয় নিশ্চয় আমি আমার হিসাব বুঝিয়া পাইব। ২১ তৎপর সে, ২২ উন্নত উদ্যানে ২৩ যাহার (বৃক্ষ সকল কর্ম্ম ফলভারাবনত প্রযুক্ত) ফল সকল সন্নিকটস্থ, ২১ (তথায়) মন তুষ্টিকর আনন্দ ভোগ করিবে। ২৪ (তাহাদিগকে বলা হইবে, হে আনন্দধাম প্রাপ্ত সুভাগাগণ,) তোমরা ইতঃপূর্ব্বে (মরলোকে যে) কর্ম্ম করিয়াছ, তজ্জন্য তৃপ্ত হইয়া (তাহার ফল) ভক্ষণ কর, এবং (পানীয়) পান কর। ২৫ এবং সেই ব্যক্তি যাহাকে তাহার (কর্ম্ম লিপির) গ্রন্থবাম দিক হইতে দেওয়া হইবে, সে তৎপর বলিবে, হায়, যদি আমার লিপি আমাকে দেওয়া না হইত, ২৬ এবং (আমার পাপের) পরিমাণ যদি আমি জ্ঞাত না হইতাম, ২৭ হায়, যদি তাহা (অর্থাৎ আমার মরণ সমস্ত) নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিত, (তাহা হইলে আমার জন্য ভাল হইত।) ২৮ আমার ধন (আমার অবিশ্বাস এবং

অপ কর্ম্ম জন্য) আমার কোনও সাহায্যকারী হইল না, ২৯ আমার (পার্থিব) আধিপত্য, (তাহার অপব্যবহার জন্য) আমার কর্তৃত্ব হইতে ধ্বংস হইল। ৩০ (ফেরেশ্‌তাগণকে আদেশ করা হইবে,) তাহাকে ধৃত কর, তৎপর (তাহারাই কর্ম্ম গঠিত) গলবন্ধন তাহার গলদেশে আবদ্ধ করিয়া দাও, ৩১ তদনন্তর (তাহার মন্দকর্ম্ম গঠিত) শৃঙ্খলেতে, যাহার দৈর্ঘ্য সপ্ততি হস্ত প্রমাণ, তাহাতে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর; ৩৩ (যেহেতু) ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এই ব্যক্তি মহিমান্বিত আল্লাহতে বিশ্বাস করিত না; ৩৪ এবং অতি দীন ব্যক্তিকেও অন্নদান জন্য কাহাকেও অনুরাগী করিত না, ৩৫ তৎপ্রযুক্ত (তাহার আস্তিকতার এবং সহৃদয়তার অভাব হেতু) অদ্য এস্থানে, (সহানুভূতি প্রকাশক সাহায্যকারী) তাহার কোনও বন্ধু নাই; ৩৬ এবং (সে যে অন্তের হৃদয় ক্ষত করিয়াছিল, তজ্জন্য, সেই বা নারকী গণের) ক্ষত প্রবাহ ব্যতীত তাহার জন্য অন্য খাদ্য নাই; ৩৭ (এই ঘৃণ্যখাদ্য) পাপাচারী ব্যতীত অন্য কেহ উদরস্থ করে না। ১।৩৭

৩৮ তোমরা যাহা দেখিতেছ (সেই দৃশ্য সৃষ্টির,) ৩৯ এবং যাহা তোমরা দেখিতে পাও না, (সেই অদৃশ্য সৃষ্টির,) ৩৮ আমি শপথ করিতেছি, ৪০ (যে, কোর্‌-আন যাহা তোমাদিগকে আল্লাহর, কর্ম্ম ফলের, সমুত্থানের, কেয়ামতের সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছে,) তাহা সত্য সত্যই সম্মানিত বার্ত্তাবহ (জিব্‌রাইল দত্ত আমার) বার্ত্তা ৪১ এবং তাহা কবির কবিতা নহে, (তথাপি) তোমরা তাহার অল্প কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ, ৪২ তাহা দৈবজ্ঞ (কাহেন) দের কথা নহে, (তথাপি) তোমরা তাহার অতি অল্প উপদেশ গ্রহণ করিতেছ; ৪৩ (ফলতঃ পরকালে এবং ভবিষ্যতে যে সকল ঘটনা ঘটিবে, তাহা অবগত-কারী এই গ্রন্থ) সৃষ্টির প্রতিপালক আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ

হইতেছে। ৪৪ (হে শ্রোতাগণ) যদি (আমার রসুল মোহম্মদ আমার অবতারিত) বাণীতে কিছু সংযোগ করিয়া আমার বাণী বলিয়া উপস্থিত করিত, ৪৫ আমি (দৃঢ় মুষ্টিতে) তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিতাম, ৪৬ তৎপর তাহার কণ্ঠের মূল শিরা ছিন্ন করিয়া দিতাম, ৪৭ তখন তোমাদের মধ্যে এক জনও আমাকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইত না। ৪৮ কোর্-আন নিশ্চয় নিশ্চয় পাপবর্জ্জন কারীদের জন্ত উপদেশ। ৪৯ (কোর্-আন আল্লাহর বাণী যদিও পুনঃ পুনঃ বলা হইতেছে, তথাপি) তোমাদের মধ্যে অনেকে তাহাতে অসত্য হওয়ার দোষারোপকারী বিদ্যমান তাহা আমি জানি, ৫০ (আমি ইহাও জানি যে) তাহা ধর্মদ্রোহীদের জন্য নিশ্চয় মহা ক্ষোভের কারণ হইবে। ৫১ নিশ্চয় ইহা সত্য এবং সর্ব্বতো-ভাবে বিশ্বাসযোগ্য ; ৫২ অতএব তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত (আল্লাহর) নাম সহ তাঁহার পবিত্রতার জপ কর। ২।১৫ = ৫২

মা, আ রেজ—সোপানশ্রেণী।

মক্কাবতীর্ণ ৭০ সংখ্যক সূরা (৭৯।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা

আল্লাহর নামে আরম্ভ। ১৭০।২৯

১। একজন (কেয়ামতে বিশ্বাসহীন) আহ্বানকারী (অর্থাৎ আবু জহলের দল) (ক্রমশঃ উর্দ্ধগমনের) সোপান শ্রেণীর অধিপতি আল্লাহর নিকট হইতে, নিশ্চয় যে সংঘটনীয় শাস্তি, ২ অবিশ্বাসকারীগণের উপর হইতে নিবারণ করার শক্তি কাহারও নাই, ১ তাহা (তাহাদের উপরে অবতীর্ণ হউক বলিয়া পুনঃ পুনঃ) আল্লাহকে আহ্বান করিল। (ব্যা ২৩২ তাহারা সগর্ব্বে বলিতে লাগিল, মোহম্মদ আল্লাহর বিশ্বমানবতা, পরকাল, পুনরুত্থান, কর্ম্মফল ভোগ, কেয়ামত, কোর্ আন, সম্বন্ধে যাহা বলিতেছে, তাহা যদি সত্য, তাহা হইলে হে সেই আল্লাহ তুমি সেই কেয়ামত আবির্ভূত করিয়া, শিলাখণ্ড বর্ষণ করিয়া, এখনই আমাদিগকে বধ কর। তখন আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হইল।) ৪ সে দিবস, (সে যুগে বিশ্বের পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত) মালাএক (শক্তি শরীর ফেরেশতা) গণ, এবং (সর্ব্ব প্রকার সৃষ্টির উপরে অধিষ্ঠানকারী) আত্মা (সেও) (ক্রমাবরে) তাঁহার দিকে সমারূঢ় হইবে, (তৎপর তাঁহাতে বিলীন হইয়া যাইবে) সে দিবসের পরিমাণ, (তাঁহার) পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসর। তঃ হঃ (ব্যা ২৩৩ (যেমন দৃশ্য সৃষ্টি মরলোক সহ ধ্বংস হইয়া যাইবে, তদ্রূপ অদৃশ্য সৃষ্টি, আত্মলোক সহ বিলীন হইবে ; তিনি সমস্ত সংহার করিয়া লইবেন।

জিবরাইল, মিকাইল, আজরাইল, আস্রাফিল প্রভৃতি মালাএক গণেরও মরণ * হইবে। জড়রাজ্য, উদ্ভিদ রাজ্য, প্রাণীরাজ্য, মনুষ্যরাজ্য এবং ইহাদের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক রাজ্যকে, স্ব স্ব অবস্থায় রক্ষা করণ, এবং তাহার মঙ্গল সাধন জন্য তদুপযুক্ত আত্মা, এবং ফেরেশতাগণ নিযুক্ত রহিয়াছে, এবং ফেরেশ্তাগণ বিশ্বপরিচালনার কার্য্যেও নিযুক্ত আছে। কেহ ক্ষিতি, কেহ অপ, কেহ তেজ, কেহ মরুতের উপরে আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশ্ব ধ্বংস কালে ইহারা আল্লাহতে বিলীন হইবে। এই ঘটনা কেয়ামতে অর্থাৎ বিশ্ব বিলোপে ঘটিবে। এই ঘটনার জন্য যে অগণিত যুগের আবশ্যক, তাহার সীমা নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে, অবিশ্বাস কারীগণের সহস্র সহস্র আহ্বানেও তাহা যথাসময়ের পূর্ব্বে কখনই আগত হইবে না, এবং যখন তাহা ঘটিবার সময় আগত হইবে, তখন তাহা এক নিমেষও বিলম্ব করিবে না। (তঃ হঃ, আঃ ত) বিশ্ব ধ্বংসের আরম্ভ হইতে স্বর্গ বা নরক প্রবেশ পর্য্যন্ত সময় কেয়ামত, তাহার যে ভাগে মনুষ্যাত্মাগণ আবির্ভূত হইবে তাহা হশর, একত্র করণ, "বাস" "পুনরুত্থান"।)

৫ (হে পয়গম্বর, তুমি ধর্ম্মদ্রোহিগণের তর্ক-বিতর্ক শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইও না,) অতএব তুমি প্রশংসনীয় ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক ; ৬ তাহারা তাহা বহু দূরে দেখিতেছে, (তাহা ঘটিবে বিশ্বাসই করিতেছে না,) ৭ এবং আমি তাহা সন্নিকট দর্শন করিতেছি। ৮ সে দিবসে, (তাহার প্রারম্ভে) আকাশ গলিত তাম্র স্তূপের ন্যায় (ক্রমশঃ অন্তর্হিত) হইয়া যাইবে ; ৯ এবং পর্ব্বত সকল (অনুকণাতে পরিণত, এবং বিবিধ বর্ণের শিলাণু সকল একত্রে মিশ্রিত হইয়া) বিবিধ বর্ণের ধুনিত উলের ন্যায় (লঘুতা প্রাপ্ত) হইবে। (ক ২৩৪ কোনও কোনও খগোলবিৎ পণ্ডিত বলেন,

* বা অচেতনাবস্থা।

এমত এক সময় সমাগত হওয়ার সম্ভব যখন আণবিকাকর্ষণ এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি শ্লথ হইয়া যাইবে, এবং যেমন সমুদ্রে জোয়ার ভাটার সঞ্চার হয় পৃথিবীর শিথিল অণুরাশিতেও তদ্রূপ হইবে।)

১০ (বিশ্ব ধ্বংসের পর যথা সময় এক নব সৃষ্টির বিকাশ হইবে, আল্লাহ পুনঃ আস্রাফীলকে চেতনা প্রদান করিবেন, তিনি সুরযন্ত্রে, আকার প্রদানকারী যন্ত্রে, ফুৎকার প্রদান করিতে আদিষ্ট হইবেন, ইহা দ্বিতীয় সুর নিনাদ। এই পুনঃ প্রকাশিত সৃষ্টি এক প্রকারে পূর্ব্বসৃষ্টি হইতে অভিন্ন, কিন্তু অন্য প্রকারে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহা এত সমুন্নত যে, তৎপ্রযুক্ত উভয় সৃষ্টির মধ্যে মহা পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। তখন প্রত্যেকে স্ব স্বরূপানুযায়ী উৎকর্ষের চরমতা প্রাপ্ত হইবে। শুভ আধ্যাত্মিক উন্নতি উৎকর্ষতার, এবং অশুভ আধ্যাত্মিক উন্নতি অপকর্ষতার চরমত্ব লাভ করিবে। (তঃ হ) মনুষ্যগণ তাহাদের ধন এবং জন বলে অনেক পাপ কার্য্য সিদ্ধ করিতেছে, অথচ সৎকর্ম্মে তাহা ব্যয় করিতে অতি কুণ্ঠিত; আমরা দেখিতেছি, বলবান জাতিগণ দুর্ব্বল জাতির বিরুদ্ধে মহাভিযান করিতে ইতস্ততঃ করে না; প্রবল ব্যক্তিগণ দুর্ব্বলকে নির্য্যাতন করিবার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনবলে অন্যের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছে, যাহার মস্তক সঞ্চালনে সহস্র সহস্র ব্যক্তি অগ্রসর হইতে বদ্ধ পরিকর, এমত ব্যক্তিগণ তাহাদের শক্তির অপব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত নহে, কিন্তু কর্ম্মফল প্রাপ্তির যুগে যদিও) বন্ধুগণ, (পরস্পরের সাহায্যকারী একপ্রাণ একমন ব্যক্তিগণ,) ১১ পরস্পরকে দৃষ্টি করিবে, ১০ কেহ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না; ১১ এবং অত্যাচরণকারী ব্যক্তিগণ, অতি আগ্রহের সহিত বাঞ্ছা করিবে যে, তাহাদের পাপের বিনিময়ে তাহাদের সন্তান, ১২ এবং তাহাদের সহধর্ম্মিণী, এবং ভ্রাতা, ১৩ এবং তাহাদের স্ববংশীয় আশ্রয়দাতা,

১৪ এবং পৃথিবীতে তাহাদের যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্ত, ১১ পাপের বিনিময়ে প্রদান করে, ১৪ এবং ইহা তাহাদিগকে উদ্ধার করে; ১৫ (কিন্তু) তাহা কখনই হইবে না। ১৬ (কর্ম্মভোগ অপরিহার্য্য জন্ত তাহাদের পাপ ইন্ধন প্রজ্জলিত,) মহা সন্তাপে বদন মণ্ডলের চর্ম্ম স্খলন কারী, ১৫ নরকাগ্নি শিখাযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭ যাহারা (আল্-লাহর বাণী শ্রবণ করিয়াও সাহঙ্কারে, বা ভিক্ষাপ্রার্থিকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল, এবং (তুচ্ছ, তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বা বিরক্ত হইয়া) মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল, ১৮ এবং (যে কোনও ভাবে এবং উপায়ে হউক) ধন সঞ্চয় করিয়াছিল, এবং তৎপর আবদ্ধ করিয়াও রাখিয়াছিল, ১৭ তাহা (অর্থাৎ প্রজ্জলিত নরক) তাহাদিগকে আহ্বান করিবে।

১৯ মনুষ্য জাতিকে নিশ্চয় অল্প ধৈর্য্যশীল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, (তাহারা ধর্ম্মের আদেশে স্থির হইয়া থাকিতে অনিচ্ছুক, যাহা আপাততঃ ভাল বোধ হয়, তাহারই দিকে ধাবিত হয়,) ২০ যখন তাহাকে কোনও মন্দ (যথা দারিদ্র্য) স্পর্শ করে, তখন সে অধীরতা প্রকাশ করে; (যথা আমরা এখন দরিদ্র হইয়াছি, এখন শরামত স্ত্রীলোকগণের মধ্যে সম্পত্তি বিতরণ অনুচিত,) ২১ এবং যখন তাহাকে সুখ স্পর্শ করে, (যখন সে ধনবান হয়) তখন সে (ধর্ম্ম কার্য্যের) নিষেধকারী হয়, (ধর্ম্মার্থে দান করে না;) (অন্ত অর্থ) ১৯ মনুষ্যকে হলুওয়া (নামক পশুর ন্যায় উদর পরায়ণ এবং অধৈর্য্য করিয়া) সৃষ্টি করা হইয়াছে, (যে জন্ত কোহ্ কাফ ককেসস পর্ব্বতের সপ্ত মাঠস্থ বৃক্ষ, তৃণ, লতা, সমূলে প্রত্যহ আহার করে, এবং তৎপর সপ্ত নদীর জল শুষ্ক করে, তথাপি তৃপ্তি লাভ করে না, আগত কল্য কি আহার করিবে তদ্বিষয়ে সমস্ত রাত্রি চিন্তিত থাকে,) ২০ যখন তাহাকে কোন মন্দ (যথা দারিদ্র্য) স্পর্শ করে, তখন সে অস্থিরতা প্রকাশ করে, এবং যখন তাহাকে সুখ স্পর্শ করে (যথা প্রাচুর্য্য) সে

(কার্পণ্যাদি মন্দ প্রবৃত্তি সকলকে দমন করণ সম্বন্ধে) নিষেধকারী হয় না, (তঃ কাঃ)। ২২ যাহারা তদ্রূপ (অধীর) হয় না তাহারা এমত নমাজ প্রতিপালনকারী, ২৩ যে তাহারা সতত নমাজ স্থির রাখে, ২৪ তাহারা যাজ্ঞাকারীদের জন্য এবং যাহারা (যাজ্ঞা করে না এমত) অভাবগ্রস্ত (মনুষ্য এবং অন্য প্রাণীদের) জন্য, ২৫ তাহাদের ধনে অংশ নির্দ্ধারিত আছে বলিয়া অবগত ; ২৬ এবং তাহারা তাহাদের কর্ম্মের বিনিময় প্রাপ্ত হওয়ার সময় আগত হইবে বিশ্বাস করে, ২৭ এবং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি ভয় করে, ২৮ (যেহেতু) ইহা নিশ্চিত যে তাহাদের প্রতিপালক (আল্লাহর) দণ্ড হইতে কাহাকেও নিষ্কৃতি প্রদান করা হয় নাই ; ২৯ এবং তাহারা ৩০ তাহাদের (বৈধ) সঙ্গিনী কিম্বা যাহারা তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অধীনস্থা (বৈধ বান্দী.) ব্যতীত অন্যত্র ২৯ স্বকীয় ইন্দ্রিয় সংযত রাখে ; ৩১ কিন্তু যাহারা তাহা ভিন্ন (অবৈধভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য) অন্য উপায় (যথা পরদার, আত্মা-বমাননাদি) অনুসন্ধান করে, তাহারা সীমাতিক্রমকারী ; ৩২ এবং তাহারা তাহাদের নিকট (আল্লাহ বল, বুদ্ধি, ক্ষমতা, ধন প্রভৃতি তাঁহার দান এবং মনুষ্যগণ ধনাদি যাহা) গচ্ছিত রাখিয়াছে তাহার প্রতি, এবং তাহারা যে বিষয় অঙ্গীকার করিয়াছে (তৎপ্রতি) দৃষ্টি রাখে, ৩৩ এবং তাহারা (গোপন না করিয়া কর্ত্তব্য বোধে) সাক্ষ্য প্রদান জন্য দণ্ডায়মান হয়, ৩৪ এবং তাহারা তাহাদের নমাজ (যথা সময়, যথা বিধি সম্পন্ন হইল কিনা তৎপ্রতি) দৃষ্টি রাখে, (তাহারা ধর্ম্মের আদেশ পালনে, অভাবের তাড়নায়, গচ্ছিত ধনের রক্ষায়, প্রতিজ্ঞা পালনে, সত্য বাক্য কথনে, ধর্ম্মের আজ্ঞা পালনে ধৈর্য্যচ্যুত হয় না।) ৩৫ ইহারাই (কর্ম্মের সুফল ভোগের স্থান) উদ্যানে সম্মানিত হইবে। ১।৬৫

৩৬ (হে মহা পয়গম্বর উক্ত রূপ ব্যক্তিগণের পারলৌকিক

সম্পদের বিষয় শুনিয়া) অবিশ্বাসকারিগণের কি হইয়াছে যে, তাহারা তোমার দিকে, ৩৭ দক্ষিণ এবং বামদিক হইতে দলে দলে, ৩৬ ধাবিত হইয়া আসিতেছে ? (তাহারা দলে দলে আসিয়া উপহাস করিয়া বলিতেছে, যদি পরকাল সত্য, তাহা হইলে এখন যেমন, তখনও তেমন, তাহারা সম্পদ ভোগ করিবে,) ৩৮ তাহাদের প্রত্যেক জনই কি এরূপ লোভ করিতেছে যে, তাহাদের সকলকেই মহাদানপূর্ণ উদ্যানে উপনীত করা হইবে ? ৩৯ তাহা কখনই হইবে না, তাহারা ইহা বিশেষরূপে অবগত যে, আমি কেমন বস্তু দ্বারা তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, (আমি তাহাদিগকে এবং জন্নত বাসিগণকে একই বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত করিয়াছি, কিন্তু জন্নতবাসিগণ তাহাদের সুবিশ্বাস, সুকর্ম্ম, সাধুব্রত দ্বারা নিজকে জন্নতবাসোপযোগী করিয়াছে, এবং ইহাদের কর্ম্ম এবং বিশ্বাস তৎ-বিপরীত প্রযুক্ত ইহারা পরস্পর বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।) ৪০ আমি পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের অধিপতি (আমার স্বরূপের) শপথ করিতেছি, ৪১ যে তাহাদিগকে (অর্থাৎ উক্তরূপে আল্লাহতে সমর্পিত ব্যক্তিগণকে) তাহাদের (বর্ত্তমান) অবস্থা হইতে উত্তম অবস্থাতে (ইহ এবং পরকালে) পরিবর্ত্তিত করিতে, ৪০ নিশ্চয় আমি সক্ষম, ৪১ এবং এইরূপ কার্য্য করিতে আমি অশক্ত নহি। (এই ভবিষ্যৎবাণী সত্য হইয়াছে।)

৪২ (হে মহাপয়গম্বর,) এই (উপহাসকারী, অবিশ্বাসকারী প্রপীড়ক) দলকে আমাকে সমর্পণ কর, যাহা প্রতিশ্রুত করা হইয়াছে, (অর্থাৎ ইহ জগতে তাহাদের শাস্তির সেইকাল এবং পরকালে তাহাদেরকর্ম্মভোগের সেই সময়) যাবত আগত না হয় তাবত তাহারা গল্পে এবং কৌতুকে জীবনাতিবাহিত করিতে থাকুক। ৪৩ যে দিবস তাহারা সমাধি হইতে ধাবিত হইয়া বহিষ্কৃত হইবে,) তাহাদিগকে দেখিয়া (বোধ হইবে) যেন তাহারা তাহাদের (সমবেত হওয়ার স্থান নরক নির্দ্দেশক) নির্দ্দিষ্ট

(পতাকা) চিহ্নের দিকে ধাবিত হইতেছে ; ৪৪ (তথায় তাহাদের অধঃ-গতি দর্শন করিয়া) তাহাদের নয়ন নিম্নাভিমুখী হইবে, এবং হুরবস্থা তাহাদিগকে আবৃত্ত করিয়া লইবে। (তাহাদিগকে বলা হইবে) ইহাই (সেই পুনরুত্থান, সেই কর্ম্মভোগের কাল, সেই নরক,) যৎসম্বন্ধে তাহাদের নিকট অঙ্গীকার করা হইয়াছিল। (রূপকে মক্কার আল্লাহ্‌-দ্রোহিগণের পতনের ভবিষ্যৎবাণী।) নবুয়তের ১২শ ১৩শ বৎসর।
২।৯—৪৪

নূহ্ নামক পয়গম্বর।

মক্কাবতীর্ণ ৭১ সংখ্যক সূরা (৭১।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা

আল্লাহর নামে আরম্ভ। ১।৭১।২৫

১। আমি নূহ্‌কে তাহার স্বজনগণের (বা দলের) নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, এই জন্য যে, (হে নূহ্,) মহাশাস্তি (মহাপ্লাবন) তাহাদের উপর অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই, তোমার স্বজাতীয়গণকে সতর্ক কর। (ব্যা ২৩৫ হজরত নূহ একজন মহাপয়গম্বর, তিনি কোন স্থানে জন্ম

গ্রহণ করিয়াছিলেন নির্ণীত হয় নাই, কিন্তু বাবল নগরে এবং নিনিভীতে তিনি আল্লাহর বাণী প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন, অনেকে ইহা অনুমান করেন। হজরত আদমের ১৬০০ বৎসর পর হজরত নূহ প্রচার আরম্ভ করেন, ইহার মধ্যে মানবজাতি পৃথিবীর বহুস্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল, ইহাদের সকলকেই নূহর স্বজাতি বলা হইয়াছে। ইহারা ক্রমে ক্রমে মুশ্রেক হইয়াছিল, অর্থাৎ বিষয় বিশেষে আল্লাহর সমান ক্ষমতা পরিচালক উপাস্যের উপাসনা করিত; কেহ স্রষ্টা, কেহ পালন কর্ত্তা, কেহ ধ্বংস কর্ত্তা, কেহ ধনদাতা, কেহ পুত্র দাতা স্বরূপ উপাসিত হইত। আদম পুত্র হজরত শিশ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বর এবং সাধু পুরুষগণের মরণের পর, স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহাদের মূর্ত্তি এবং চিত্র উপাসনাগৃহে রক্ষিত হইত, তাহাদের প্রতিকৃতি দেখিয়া, তাহাদের পবিত্র জীবন বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, উপাসকমণ্ডলির মনে ধর্ম্ম ভাব জাগরিত হইত, আল্লাহর উপাসকগণ সম্ভ্রম প্রদর্শনার্থে ঐ সকল মূর্ত্তির এবং চিত্রের হস্ত পদ স্পর্শ এবং চুম্বন করিত, তখনও কিন্তু মনুষ্যগণ একমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করিত। কালক্রমে মনুষ্যগণ মহাপুরুষ দিগকেই সিদ্ধিদাতা, বিপদুদ্ধার কর্ত্তা বিশ্বাস করিয়া তাহাদের প্রতিকৃতির পূজা আরম্ভ করিল, ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব পুরুষ পূজা, আত্মা পূজা, কল্পিত দেবদেবী পূজা, জিন্ ভূত, পিশাচ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, প্রস্তর, বৃক্ষ, ফেরেশ্তা পূজা আরম্ভ হইল, মনুষ্যগণ একমাত্র আল্লাহর উপাসনা ভুলিয়া গেল, মরণান্তর পুনরুত্থানও বিস্মৃত হইল, তৎ সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার পাপাচার, পাপবিশ্বাস পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল, সুতরাং আদম সন্তানগণের মঙ্গলের জন্য হজরত নূহের আবির্ভাব হইল।

হজরত নূহ ৯৫০ বৎসর * বাঁচিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই টনি

---

* সাকুল্যে ১৪০০ বৎসর জীবিত ছিলেন।

আধ্যাত্ম জ্ঞান স্বতঃই লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অতি পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিতেন। পয়গম্বরত্ব লাভের পর তিনি অপ্রকৃত উপাস্যের উপাসনা, ভ্রমবিশ্বাস, পাপাচরণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, একমাত্র আল্লাহই সর্ব্ববিষয় উপাস্য, এই সনাতন ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। ইহাব জন্য তাঁহাকে বহু পীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইল; বালক বৃদ্ধ, যুবক তাঁহাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল, বহুবার তাঁহার মস্তক, নাসিকা, কপোল সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল, কিন্তু তিনি নিরস্ত হইলেন না। তখন লোকেরা তাঁহাকে পাগল বলিয়া স্থির করিল। আল্লাহ বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত পয়গম্বর নূহর মুখে মনুষ্য জাতিকে ইহ এবং পরকাল সম্বন্ধে উপদেশ করিলেন, জাতীয় জীবন এবং ব্যক্তিগত জীবন সংশোধন জন্য তাহাদিগকে সুদীর্ঘ অবসর প্রদান করা হইল, কিন্তু যখন তাহারা নিজকে সংশোধন করিল না, তখন সর্ব্বদেশব্যাপী মহাপ্লাবন এই পাপিষ্ঠ জাতিকে পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে ধুইয়া ফেলিল।) তঃ হঃ

২। নূহ বলিল—হে আমার স্বজাতীয়গণ, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী পয়গম্বর, ৩ (আমার স্পষ্ট উপদেশ) এই যে, তোমরা (একমাত্র) আল্লাহরই উপাসনা কর, এবং তাঁহাকে ভয় কর, এবং আমার কথা মান্য কর; (যদি তোমরা আমার উপদেশ মত চল,) তোমাদের কতক পাপ তিনি মার্জ্জনা করিবেন, এবং এক নির্দীত সময় পর্য্যন্ত তোমাদিগকে জীবিত রাখিবেন, ইহা নিশ্চয় যে আল্লাহর নির্দ্ধারিত (মরণ) সময় যখন আগত হয়, তখন তাহা দীর্ঘ করিয়া দেওয়া হয় না. যদি তোমরা ইহাতে বিশ্বাস করিতে তবে মঙ্গল হইত। (মনুষ্য জীবনের দুই সীমা, এক সীমা লঙ্ঘনীয়, অন্য সীমা অলঙ্ঘনীয়। পুণ্যকার্য্যদ্বারা লঙ্ঘনীয় সীমা অতিক্রম করা যাইতে পারে. কিন্তু পাপ কার্য্য করিলে তাহা কখনই পার হওয়া যায়

না। হজরত নূহ্ যখন বহু শত বৎসর চেষ্টা করিয়াও লোকদিগের মতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না, তখন তিনি সকাতরে,) ৫ বলিতে লাগিলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার স্বজাতীয়গণকে দিবা রাত্রি আহ্বান করিলাম, ৬ কিন্তু (আমার নিকট হইতে) পলায়ন ব্যতীত তাহাদের জন্য (আমার) আহ্বান (আর কিছুই) বৃদ্ধি করিল না; ৭ এবং তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, এ জন্য যখনই আমি তাহাদিগকে (তোমার দিকে) আহ্বান করিলাম, তখনই তাহারা তাহাদের কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন করিল, এবং (যাহাতে উপদেশ বাক্যের শব্দ পর্য্যন্ত না শুনে, তজ্জন্য) বস্ত্রদ্বারা (আপাদমস্তক) ঢাকিয়া দিল। (তাহারা ঐশ বাণী তুচ্ছ করিয়া আমাকে প্রস্তরাঘাত করিয়া) ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিল, এবং (আমাকে বিকৃত মস্তিষ্ক প্রকাশ করিয়া স্বকীয়) গুরুত্ব জ্ঞাপন করিল। ৮ তৎপরও আমি তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে (তোমার দিকে) আহ্বান করিলাম, (যখন তাহারা ইহাতেও কর্ণপাত করিল না,) ৯ তৎপরও আমি তাহাদিগকে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে (প্রকাশ্যে), এবং গোপনে (গুপ্ত-তত্ত্ব সম্বন্ধে) উপদেশ করিলাম; ১০ (যখন ভাবিলাম তাহারা উপদেশগ্রাহী হইয়াছে,) তৎপর বলিলাম, (এখন) তোমাদের (প্রকৃত) প্রতিপালক (আল্লাহর) নিকট অনুতপ্ত হও, তিনি ক্ষমাশীল, ১১ (তোমাদের পাপকার্য্য এবং পাপ বিশ্বাস জন্য বহুবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষে এবং অনাবৃষ্টিতে তোমাদের বহুজনক্ষয় হইয়াছে,) তিনি মেঘ সকলকে তোমাদের উপরে প্রেরণ করিয়া মুষলধারে বারিবর্ষণ করিবেন; ১২ তিনি তোমাদিগকে ধন এবং পুত্র দ্বারা সাহায্য করিবেন। (তোমাদের ফলের বাগান সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে,) তিনি তোমাদের জন্য ফলের বাগান সকল উৎপন্ন করিবেন; (তোমাদের জল-প্রণালী সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে) তিনি তোমাদের জন্য জল-প্রণালী সকল প্রবাহিত করিবেন।

১৩ তোমাদের কি হইয়াছে? তোমরা আল্লাহর মহত্বে বিশ্বাস করিতেছ না? ১৪(তোমাদের নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখ,)নিশ্চয় তিনিই তোমাদিগকে, বিবিধ প্রকার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, (তাঁহাকে ব্যতীত কি তোমরা অন্য সৃষ্টিকর্ত্তা বাহির করিতে পার?) ১৫ (তোমাদের মস্তকের উপরে যে অনন্ত আকাশ বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহার বিষয় পর্য্যালোচনা কর,) তোমরা কি দেখিতেছ না, আল্লাহ (কেমন জ্ঞান, শক্তি, কৌশল প্রকাশ করিয়া) স্তরে স্তরে আকাশ রচনা করিয়াছেন? ১৬এবং তন্মধ্যে চন্দ্রকে রশ্মিবিতরণকারী করিয়াছেন, এবং সূর্য্যকে (তাপ এবং আলো প্রদানকারী) প্রদীপ করিয়াছেন, ১৭(তোমাদের শরীরের বিষয় আরও ভাবিয়া দেখ,) আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষিতি হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন, উদ্ভিদ সকলের ন্যায়, (তোমাদিগকে) জন্মাইয়াছেন, ১৮ অতঃপর তিনি পুনঃ তোমাদিগকে তাহাতেই (সেই ক্ষিতিতেই) পরিবর্ত্তিত করিবেন, এবং (কেয়ামতে পুনঃ তোমাদিগকে তৎকালের প্রবাশিত ক্ষিতি হইতে এক প্রকার) নিষ্ক্রান্ত করিবেন। ১৯ (তোমরা যে পৃথিবীতে বাস কর, তাহার বিষয় পর্য্যালোচনা কর,) আল্লাহ পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যার ন্যায় বিস্তারিত করিয়াছেন, ২০ তোমরা যেন তাহার সুপ্রশস্ত পথে যাতায়াত করিতে পার। (তোমরা যদি এই সকল বিষয় চিন্তা কর, তাহা হইলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সৃষ্টিকর্ত্তা, অভাবপূর্ণকারী, মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলজ্ঞ, পালনকর্ত্তা স্বরূপ উপাস্য প্রাপ্ত হইবা না।) ১।২০

২১ নূহ বলিল,—হে আমার প্রতিপালক (যদিও আমি এই দীর্ঘকাল, দিবারাত্রি ইহাদিগকে ডাক করিবার জন্য আমাকে নিয়োজিত রাখিয়াছি,) তথাপি তাহারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছে; এবং তাহারা সেই ব্যক্তিগণের অনুসরণ করিতেছে, যাহাদের ধন এবং

পুত্র তাহাদের জন্ত অমঙ্গল ব্যতীত কিছুই বৃদ্ধি করে নাই ; ২২ এবং অতি প্রবল প্রবঞ্চনায় তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে, ২৩ এবং তাহারা (সর্ব্ব সাধারণকে) উপদেশ করিয়াছে যে, তোমরা তোমাদের উপাস্য-দিগকে, (প্রণয়ের এবং অভিলাষের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা পুরুষ মূর্ত্তি) ওদ্দকে, এবং (বিশ্ব পালনকারিণী স্ত্রী মূর্ত্তি দেবী) সওয়াকে এবং (মনকামনা পূর্ণ-কর্ত্তা বিপদত্রাতা অশ্বমূর্ত্তি দেবতা) ইয়াগুসকে, এবং (শক্তির দেবতা সিংহাকার) ইয়াগুসকে, এবং (প্রাণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা গৃধ্রাকার) নস্‌রকে কখনই পরিত্যাগ করিও না। ২৪ ইহা নিশ্চয় যে এই (ধনবান) ব্যক্তিগণ অসংখ্য ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। (হে আমার প্রতিপালক আল্লাহ,) তুমি অত্যাচারীদিগের জন্ত বিপথ ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না (যেন তাহারা ধ্বংসোপযুক্ত হয়।) ২৫ (তদনন্তর) তাহাদের মহা পাপের জন্ত তাহাদিগকে জলমগ্ন করিয়া ধ্বংস করা হইয়াছিল ; (ইহলোকে তাহাদের এইরূপ শাস্তি, মরণের পর) তৎক্ষণাৎ তাহারা মহাগ্নি সন্তাপে আনীত হইয়াছিল, তখন তাহারা আল্লাহ ব্যতীত (তাহাদের উপাস্য কাহাকেও) সাহায্যকারী প্রাপ্ত হয় নাই। ২৬ এবং (নূহ প্রার্থনা করিয়াছিল,) হে আমার প্রতিপালক, কোনও ধর্ম্মদ্রোহী কেই ভূপৃষ্ঠ বাসকারী স্বরূপ পরিত্যাগ করিও না, ২৭ ইহা নিশ্চয় যে তুমি যদি ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে জীবিত রাখ, তাহা হইলে তাহারা তোমার উপাসকবৃন্দকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং পাপ কর্ম্মশীল ধর্ম্মদ্রোহী ব্যতীত অন্যরূপ (সন্তান) উৎপন্ন করিবে না।

২৮। (যখন মহাপয়গম্বর নূহ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, পাপগ্রস্ত মনুষ্যজাতিকে ধ্বংস করিবার জন্ত পৃথিবীব্যাপী মহাপ্লাবন ধাবিত হইয়া আসিতেছে, তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,) হে আমার প্রতিপালক আল্লাহ, (আমি কোনও পাপ করিয়া থাকিলে,) আমার পাপ মার্জ্জনা

করিয়া দাও, এবং (হে দয়াময়) আমার জনক জননীর পাপ ক্ষমা কর ; এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী হইয়া আমার (নৌ) গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাদের এবং (ভবিষ্যতে আগমনকারী) সমস্ত বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং বিশ্বাস স্থাপনকারিণীগণের পাপ মার্জ্জনা করিয়া দাও, কিন্তু যাহারা পাপাচারী তাহাদিগকে বিনাশ ব্যতীত বৃদ্ধি করিও না।

২।৮—২৮

জিন্—অপদেবতা।

মক্কাবতীর্ণ ৭২ সংখ্যক সূরা ((৪০।)

(অনুয়ভের একাদশ বৎসর।)

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১। ব্যা ২৩৬ জিন্ * অদৃশ্য প্রাণী। আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহাদিগকে অনুভব করিতে পারি না, এমত বহু প্রাণী এবং বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের বিদ্যমানতার বহু বিশ্বাস্য প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে,

---

* জিন অর্থ অদৃশ্য, গুপ্ত (মাঃ আলা মতে আরবগণ ব্যতীত অন্য দেশীয় লোক, নিসিবসের ইহুদিগণ।

হিন্দুগণও ইহাদের বিদ্যমানতা স্বীকার করেন, ইহারা জিনদিগকে—দেবতা, অপদেবতা, যক্ষ, দৈত্য, ইত্যাদি নাম দিয়াছেন। শয়তানগণ এক শ্রেণীর জিন। ইহারা আত্মা শ্রেণীর অন্তর্গত, মালায়েক অর্থাৎ—ফেরেশ্তাগণ হইতে ইহারা বহু নিম্ন শ্রেণীতে স্থিত। মালায়েক শব্দ আরবী, এই শব্দের মূল অর্থ শক্তি, ইহার অনুবাদ শক্তি পুরুষ হইতে পারে; ইহার বাঙ্গালা প্রতি শব্দ তল্লাস করিয়া পাওয়া যায় না। দেবতা শব্দ সম্পূর্ণরূপে ইহার অর্থ প্রকাশ করে না। কারণ মালায়েকগণ স্ত্রীও নহে, পুরুষও নহে, স্ত্রীভাব এবং পুরুষভাব ইহাদিগেতে নাই, ইহার ইংরাজী প্রতি শব্দ Angel। জিনগণের মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় শ্রেণী বিদ্যমান। ইহারা সু এবং কু উভয় প্রবৃত্তি পরিচালিত, মালায়েকগণ কেবল সুপ্রবৃত্তি পরিচালিত। ইহাদের সর্বোর্দ্ধ শ্রেণী প্রায় মালায়েকদের ন্যায় উন্নত ইহাদের কোনও শ্রেণী স্বভাবতই অনিষ্টকর প্রবৃত্তি পরিচালিত। মনুষ্যগণের পক্ষে ইহারা অদৃশ্য, কিন্তু ইহারা মনুষ্যগণকে দেখিতে সমর্থ। মনুষ্যগণের মধ্যে যেমন উত্তম অধম বহু প্রকার লোক আছে, তদ্রূপ ইহাদেরও মধ্যে বহু স্বভাবের, বহু ধর্ম্মের জিন বিদ্যমান।

মরণের পর আত্মাগণ স্বকীয় উৎকর্ষতানুযায়ী মালায়েক, জিন্, শয়তানগণের সহিত মিলিত হয়। (তঃ হঃ।) মালায়েক গণ মনে সুভাব, এবং জিন্‌গণ কুভাব অর্পণ করে। মালায়েকগণ যে লোকে বাস করে তাহা জিন লোক হইতে বহু উন্নত। হজরত পয়গম্বরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জিনগণ মালায়েকলোকের কোনও কোনও স্থানে যাতায়াত করিতে পারিত, তখন তাহারা তথাকার সংবাদ তাহাদের সেবাইত পূজকগণের মনে অর্পণ করিত। আরবদেশে ইহাদিগকে কাহেন অর্থাৎ দৈবজ্ঞ, দৈবজ্ঞা বলিত। যথানিয়মে জিন্‌দিগকে বশীভূত করিলে অনেক অলৌকিক

কার্য্য করা যাইতে পারে, কটক দেশীয় কলিকাতা নিবাসী হাসান খাঁ জিন্না তাহার দৃষ্টান্ত। হজরতের আবির্ভাবের পর জিন্‌গণ ফেরেশ্‌তালোকের নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহারা তাহাদের উপর অগ্নিশিখা বর্ষণ করিয়া তাড়াইয়া দিত, সুতরাং কাহেনগণ আর অদৃশ্য লোকের সত্য সংবাদ প্রকাশ করিতে পারিত না, এজন্য কাহেনদের উপরে লোকের বিশ্বাস কমিয়া গেল। এই জিনগণ কখনও কখনও কোন ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিত, এখনও আমরা স্পিরিটের অর্থাৎ মনুষ্যাত্মার লিখিত কবিতার এবং বক্তৃতাব কথা শুনিতে পাই। (তঃ হঃ হইতে সংগৃহীত।)

(জিন্‌গণের একদল কোর্-আন শুনিয়া, কোর্-আনে এবং হজরত পয়গম্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিল, তাহারা জিন্‌লোকে তাহা প্রকাশ করিল, এই ঘটনা প্রত্যাদেশ ক্রমে আল্লাহ তাঁহার পয়গম্বরকে অবগত করিতেছেন) :—

১। (হে নবী) তুমি (মনুষ্যগণকে) বল যে আমার প্রতি এই প্রত্যাদেশ হইতেছে যে, জিন্‌গণের একদল (কোর্-আন) শ্রবণ করিল, তখন তাহারা (জিন্‌গণের নিকট) বলিল, আমরা অতি বিস্ময়কর কোর্-আন শুনিয়াছি; ২ তাহা সৌভাগ্যের পথ প্রদর্শন করিতেছে, তজ্জন্য আমরা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, এবং (তজ্জন্য) আমরা আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহর) সহিত কাহাকেও (কার্য্য বা বিশ্বাস দ্বারা) তাঁহার ক্ষমতা ভাগকারী করিব না, ৩ এবং ইহাও (ওহি হইয়াছে) যে, আমাদের পালনকর্ত্তা আল্লাহর মহত্ব (এমত) উন্নত যে, তাঁহার কোনও সঙ্গিনী বা সন্তানের বিদ্যমানতা নাই; (কোনও কোনও জিন তাঁহার পুত্র এবং কন্যা, ইহা অতি অমূলক কথা;) ৪ এবং ইহাও যে, তোমাদের মধ্যে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ আল্লাহর সম্বন্ধে বহু অপ্রকৃত

কথা প্রচার করিয়াছে ; ৫ এবং ইহাও যে, আমরা ভাবিতাম যে মনুষ্য এবং জিনগণ আল্লাহর সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না ; ৬ এবং ইহাও যে, মনুষ্যগণের কতক জন জিনগণের কোনও কোনও ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থী হইত, এইজন্য জিনগণের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ৭ এবং ইহাও যে, তোমরা যেমন বিশ্বাস কর, সেইরূপ মনুষ্যগণও বিশ্বাস করিত, যে (মরণের পর) আল্লাহ্ কাহাকেও উত্থিত করিবেন না ; ৮ এবং ইহাও যে (মালায়েকগণের অবস্থানের স্থান) স্বর্গ আমরা স্পর্শ করিয়া দেখিলাম, (পূর্ব্বের অভ্যাস মত তাহাতে প্রবেশের চেষ্টা করিলাম,) কিন্তু তাহা পরাক্রান্ত প্রহরিগণে এবং অগ্নিশিখাতে পূর্ণ প্রাপ্ত হইলাম ৯ এবং ইহাও যে আমরা তাহার শুনিবার স্থানে (মালায়েকদের কথা) শ্রবণ জন্য উপবিষ্ট হইতাম, কিন্তু এখন যাহারা (তাহা) শ্রবণ করিতে অভিলাষী তাহারা, তাহাদের জন্য প্রতীক্ষাকারী অগ্নিশিখা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ১০ এবং ইহাও যে (আমাদের এইরূপ প্রতিরোধ) ধরাবাসীদের অমঙ্গলের জন্য (ইচ্ছা করা হইয়াছে) অথবা তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের কল্যাণের জন্য (ইচ্ছা করিয়াছেন।) আমরা অবগত নহি ১১ এবং ইহাও যে আমাদের মধ্যে সাধুতাচরণকারী, এবং তাহার বিরুদ্ধাচরণকারী (জিন রহিয়াছে,) আমরা ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণকারী ; ১২ এবং ইহাও যে আমরা ধরাতলে আল্লাহকে অশক্ত করিতে সমর্থ নহি, এবং আমরা পলায়ন করিয়াও তাঁহাকে অশক্ত করিতে অক্ষম, ১৩ যখন আমরা পথপ্রদর্শক কোর্-আন শুনিলাম, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম যেহেতু, যে তাহার প্রতিপালকে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে ক্ষতির বা অতিরিক্ত দণ্ডের ভয় না করুক ; ১৪ এবং ইহাও যে আমাদের মধ্যে কতক জন বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং কতক জন অবাধ্যাচারী ; যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী, তাহারা মঙ্গলের পথ

অনুসরণকারী ; ১৫ এবং যাহারা অবাধ্যাচারী, তাহারা অগ্নির (অর্থাৎ নরকের) ইন্ধন।"

১৬ এবং (ইহাও আমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে যে) যদি মনুষ্যগণ (তাহাদের পরীক্ষা স্থলেও) সত্য পথে থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে (তাহাদের বৈধ কামনা পূর্ণ করণরূপ) প্রচুর বারি পান করাইতাম, (তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতাম) ১৭ যেন আমি—(তৎপূর্ব্বে) তাহাদিগকে পরীক্ষা করি যে (তাহারা আমার দান সকলের উপযুক্ত ব্যবহার এবং আমার আজ্ঞা পালন করিতেছে কি না ;) যেহেতু যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালককে স্মরণ করার কার্য্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহাকে তিনি কঠিন যন্ত্রণায় উপস্থিত করিবেন। ১৮ এবং (ইহাও আমার প্রতি ওহি হইয়াছে) যে মস্‌জিদ সকল, (যে স্থান সকলেতে সিজ্‌দা দেওয়া হয়, অর্থাৎ ধরাতল,) তাঁহার, এমত স্থলে (এই মস্‌জিদ সকলে, এই ধরাতলে,) আল্‌লাহর সহ অন্য কাহাকেও (উপাস্য স্বরূপ) আহ্বান করিও না ; ১৯ এবং ইহাও (প্রত্যাদেশ হইয়াছে) যে যখন আল্‌লাহর দাস (মোহম্মদ, তাঁহাকে আহ্বান জন্য অর্থাৎ নমাজে দণ্ডায়মান হয়, তখন মনুষ্য এবং জিন্‌গণ তাঁহাকে দলে দলে ঘেরিয়া লয়, (বিশ্বাস স্থাপন কারী মনুষ্য এবং জিনগণ দলে দলে তাঁহার সহিত নমাজে দণ্ডায়মান হয়, অবিশ্বাসকারিগণ উপহাস, বিদ্রূপ. নির্য্যাতন, জন্য চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া ফেলে।) ১।১৯

২০ (হে নবী, তুমি মনুষ্যদিগকে) বল, আমি আমার পালন কর্ত্তা (আল্‌লাহ) ব্যতীত আর কাহাকেও আহ্বান করি না, এবং তাঁহার সহিত ক্ষমতা ভাগকারী কাহারও বিদ্যমানতা প্রকাশক কার্য্য (শিরুক্) করি না। ২১ তুমি (তাহাদিগকে) বল, (হে মনুষ্যগণ,) তোমাদের অমঙ্গল করিবার, কিম্বা তোমাদের মঙ্গল করিবার, ক্ষমতা আমার নাই

২২ তুমি (তাহাদিগকে) বল, আল্লাহর বিরুদ্ধে আমাকে আশ্রয় দিতে কেহই সক্ষম নহে, এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমি আশ্রয় স্থল প্রাপ্ত হইব না ; ২৩ ইহা ব্যতীত আমার অন্য ক্ষমতা নাই যে, আমি আল্লাহর বার্ত্তা, এবং আদেশ, (তোমাদের নিকট) উপস্থিত করি ; এবং তৎপরও যে ব্যক্তি আল্লাহর এবং রসুলের অবাধ্য হইবে, সে ব্যক্তির জন্য জহন্নমের অগ্নি, সে ব্যক্তি তাহাতে চিরকাল বাস করিবে ; ২৪ (ইহলোকেই) ইহা পর্য্যন্ত (ঘটিবে) যে যখন তাঁহার অঙ্গীকৃত দিবস (মরণ বা বদর প্রভৃতির যুদ্ধ) দেখিবে, তখন জানিতে পারিবে কাহার সাহায্যকারিগণ অশক্ত, এবং গণনায় যৎসামান্য ; ২৫ (তাহাদিগকে) বল (হে ধর্ম্মদ্রোহিগণ) যাহা তোমরা অঙ্গীকৃত হইয়াছ, (কেয়ামত বা ধর্ম্মদ্রোহী শক্তি ধ্বংস) তাহা অতি নিকট, কিম্বা আমার পালনকর্ত্তা তাহার সীমা দীর্ঘ করিয়া দিবেন, তাহা আমি জানি না ; ২৬ তিনিই গুপ্ত বিষয় অবগত ; ২৭ রসুলগণের মধ্যে যাহাকে তিনি নির্ব্বাচিত করেন, সেই রসুল ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট গুপ্ত প্রকাশিত হয় না ; সেই রসুলের নিকট, (সংবাদ বহন জন্য,) অগ্রপশ্চাৎ (ফেরেশ্তা) প্রহরী নিযুক্ত থাকে, ২৮ এই জন্য যে (রসুল) যেন জানিতে পারে যে, এ বার্ত্তা তাহাদের পালনকর্ত্তার পক্ষ হইতে তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাই তাহারা তাহার নিকট আনিয়াছে। যাহা তাহাদের নিকটে আছে, (তাহা) তিনি ঘেরিয়া লইয়াছেন, এবং সমস্ত বিষয় গণনা করিয়া গণিত করিয়াছেন ; (ঘটণীয় সমস্ত ঘটনা তিনি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।) ২।৯=২৮

মুজ, মুমেল—বস্ত্রাবৃত।

মক্কাবতীর্ণ ৭৩ সংখ্যক সূরা (৩)

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১। (ব্যা ২৩৭ প্রথমতঃ ৯৬ সংখ্যক সূরার প্রথম পঞ্চ আএত অবতীর্ণ হইল, তারপর ছয় মাস গত হইয়া গেল তখন প্রথম সূরা ফাতেহা অবতীর্ণ হইল; (তঃ হঃ ;) তারপর সুদীর্ঘ আড়াই বৎসর চলিয়া গেল ইহার মধ্যে কোনও সূরা অবতীর্ণ হইল না। এই সময় পয়গম্বরের মন এমত উদ্বিগ্ন হইয়াছিল যে তিনি পর্ব্বত চূড়া হইতে নিজকে নিম্নে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করিতেন, "তখন জিবরাইল তাঁহাকে দেখা দিতেন, এবং বলিতেন, হে মোহম্মদ নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসুল, ইহা শুনিয়া তাঁহার চাঞ্চল্য দূর এবং মন শান্তি প্রাপ্ত হইত," (মিশকাত ;) তারপর কোর্-আন অবতীর্ণের সম্বন্ধে হজরত স্বয়ং এইরূপ বলিতেছেন, "আমি একবার হিরা পর্ব্বতের গুহায় দিবানিশি অবিচ্ছেদে একমাস যাপন করিলাম, যখন পর্ব্বত হইতে নামিতেছিলাম, তখন আমাকে আহ্বান করার শব্দ শুনিতে পাইলাম; যাহা উর্দ্ধদিকে দেখিলাম, তাহা দেখিয়া খদিজার নিকট আসিলাম, তাহাকে বলিলাম, খদিজে, আমাকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দাও, আমাকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দাও, আমার উপরে শীতল জলের ছিটা দাও, আমার উপরে শীতল জলের ছিটা দাও। এই অবস্থায় এই সূরা অবতীর্ণ হইল।" (মিশকাত) তারপর অত্যাধিক বিরামের

পর কোর্-আন অবতীর্ণ হইতে লাগিল। ইস্লামের প্রথম ভাগে যে সকল সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল, ঐ সকলেতে তৎকালের ইস্লামের পবিত্রতা, নির্যাতন, শত্রুগণের ঔদ্ধত্য পরিস্ফুট ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। হজরত পয়গম্বর একখানি কম্বলে শরীর আবৃত্ত করিয়া রাখিতেন।)

১ হে (আপাদ মস্তক কম্বল বা) বস্ত্রাবৃত (পুরুষ) ২ অতি অল্প সময় ব্যতীত সমস্ত রজনী (নমাজে) দণ্ডায়মান থাক; (ব্যা ২৩৮ এই আদেশ মত হজরত পয়গম্বর এবং তাঁহার তৎকালের কতিপয় মাত্র সঙ্গী সমস্ত রাত্রি আল্লাহর ধ্যানে দণ্ডায়মান থাকিতেন। "কেয়াম" অর্থাৎ আল্লাহকে ধ্যান করিয়া দণ্ডায়মান থাকা, "রুকু" অর্থাৎ সমস্তক পৃষ্ঠ অবনত করিয়া থাকা, সিজ্দা, ভূমি সংলগ্ন মস্তকে তাঁহাকে স্মরণ করাতে তখন সালাত উপাসনা অর্থাৎ নমাজ সম্পন্ন হইত। সমস্ত মক্কা নগর সুষুপ্ত, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, সকলে নিদ্রার মরণে মৃত, কিন্তু মহাপুরুষ এবং তাঁহার পবিত্র সঙ্গিগণ শারীরিক সুখ অগ্রাহ্য করিয়া সমস্ত রজনী আল্লাহর ধ্যানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; এইরূপে কতক দিবস গত হইয়া গেল, এই কঠোর ব্রতের ফল প্রকাশ হইতে লাগিল. তাঁহাদের মধ্যে যে আধ্যাত্ম শক্তি ছিল, তাহা জাগরিত হইতে লাগিল, তঃ হঃ; তখন আদেশ হইল) ৩ (হে নবী,) অর্দ্ধ রাত্রি, অথবা তাহা হইতেও কিঞ্চিৎ ন্যূন, ৪ অথবা তাহা হইতেও কিঞ্চিৎ অধিক রজনী পর্য্যন্ত, (তোমার ইচ্ছামত অর্দ্ধ রজনী, অথবা তাহারও অধিক দুই তৃতীয়াংশ রজনী পর্য্যন্ত নমাজে দণ্ডায়মান থাক;) এবং ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে (নমাজে) কোর্-আন পাঠ করিতে থাক; ৫ ইহা নিশ্চয় যে শীঘ্রই আমি তোমার উপরে এক গুরুভার অর্পণ করিব, ৬ ইহা নিশ্চয় যে রাত্রি কালে সমুত্থান অভিলাষ দমন করিতে বিশেষ শক্তিমান, এবং তাহা (হৃদয়ের প্রার্থনা) বাক্য সরলভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ; ৭ ইহা

নিশ্চয় যে দিবাভাগে তুমি (লোক হিতার্থে) সুদীর্ঘ কার্য্যে ব্যস্ত থাক, ৮ (তখনও) তোমার পালনকর্ত্তাকে স্মরণ করিও, এবং তোমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহারই দিকে ছিন্ন হইও, (সংসারে থাকিয়াও সংসার নির্লিপ্তভাবে জীবনাতিবাহিত করিও,) ৯ তিনি পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিকের পালনকর্ত্তা. তিনি ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্য নহে, অতএব তাঁহাকেই কার্য্য সম্পাদক স্বরূপ অবলম্বন কর ; ১০ এবং (ধর্ম্মদ্রোহিগণ) যাহা বলিতেছে, তাহাতে তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, এবং (যখন তাহারা উপহাস, বিদ্রূপ, অপব্যবহার করে তখন,) প্রশংসনীয় ব্যবহারের সহিত তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কর ;" ১১ এবং সম্পদ হেতু (তোমার উপদেশে) অসত্যারোপকারী ব্যক্তিগণকে, (তাহাদের উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ জন্য, এবং উপযুক্ত দণ্ড প্রদান জন্য,) আমাকে ছাড়িয়া দাও ; এবং তাহাদিগকে অতি অল্প অবসর প্রদান কর ; ১২ ইহা সত্য যে (পরকালে তাহাদের জন্য) আমার নিকট (তাহাদের পাপ কর্ম্ম গঠিত) পদ শৃঙ্খল, জলন্ত অনল, ১৩ এবং কণ্ঠাবরোধকারী ভক্ষ্য, এবং কষ্টদায়ক যন্ত্রণা রহিয়াছে ; ১৪ (ইহা সে দিবসের জন্য রহিয়াছে) যে দিবস পৃথিবী এবং পর্ব্বত কম্পিত হইবে, এবং পর্ব্বত সকল বালুকা স্তূপে পরিণত হইবে।

১৫ (হে আরবের ধর্ম্ম দ্রোহিগণ,) আমি তোমাদের নিকট, (পয়গম্বর মোহম্মদকে আমার বার্ত্তাবহ) রসুল স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি, তিনি তোমাদের (কার্য্য কলাপের) সাক্ষ্য দাতা ; আমি যেমন (মুসাকে) রসুল স্বরূপ ফের্-অ উনের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, (তদ্রূপ তাহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি ;) ১৬ তৎপর ফের্-অ-উন রসুলের উপদেশে অমান্য করিয়াছিল, তদন্তর আমি তাহাকে মহা বলে ধৃত করিয়াছিলাম ; ১৭ যদি তোমরাও (ফের্-অ-উনের মত) অবাধ্যাচারী হও, তাহা হইলে যে দিবসের (আতঙ্ক) বালককে বৃদ্ধ করিয়া ফেলিবে,

সে দিবস কি প্রকারে রক্ষা প্রাপ্ত হইবে ? ১৮ (সে কেয়ামতে) আকাশ বিদীর্ণ হইবে, (যে হেতু কেয়ামত সম্বন্ধে) তাঁহার অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে ; ১৯ সত্য সত্যই ইহা উপদেশ বাক্য, এমত স্থলে যাহার ইচ্ছা হয় সে তাহার পালনকর্ত্তা (আল্লাহর) দিকে পথাবলম্বন করুক। ১।১৯

২০ (হে নবী,) নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্ত্তা ইহা অবগত যে, তুমি রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এবং অর্দ্ধ, এবং একতৃতীয়াংশ কাল (উপাসনায়) দণ্ডায়মান থাক, এবং তোমার এক দল সঙ্গীও (তদ্রূপ করে,) এবং (কতক্ষণ এই কঠিন উপাসনায় নিযুক্ত থাকে, তাহা তিনি জানেন, যেহেতু) নিশ্চয় আল্লাহ্ রাত্রি এবং দিবা, (সকল সময়েরই) পরিমাণ করিয়া থাকেন ; তিনি ইহা জানেন যে, তোমরা (এই নৈশ নামাজের) পরিমাণ নিশ্চয় ঠিক রাখিতে পারিবেনা ; এজন্য তিনি (সদয় ভাবে) তোমাদের অভিমুখী হইয়াছেন ; অতঃপর, কোর্-আনের যৎ পরিমাণ সহজ হয়, তাহা (ঐ নমাজে) পাঠ কর ; তিনি জানেন যে, তোমাদের কেহ পীড়িত হইবে, আবার কতক জন ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর অনুগ্রহের অনুসন্ধান করিবে, কতক জন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিবে ; অতএব কোর-আনের যৎ পরিমাণ সহজ হয়, তাহা পাঠ কর, এবং নমাজ স্থির রাখ, এবং ধনের কতক অংশ দান কর, এবং আল্লাহকে ঋণ দান করিয়া মঙ্গলপ্রদ ঋণে ঋণী কর ; এবং তোমরা আপন মঙ্গলার্থে (পুণ্য কার্য্য স্বরূপ) যাহা (মৃত্যুর) অগ্রে প্রেরণ করিবা, তাহা তোমরা আল্লাহর নিকট বহু গুণে উৎকৃষ্ট, এবং বহু গুণ গুরুতর প্রাপ্ত হইবা ; এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হও, নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মার্জ্জনা করেন, তিনি দয়াময়। ২।১ = ২০

মুদস্-সের্—বসনাবৃত।

মক্কাবতীর্ণ ৭৪ সংখ্যক সূরা (৪)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি।

১ হে (পয়গম্বরের) বসন পরিহিত (মহাপুরুষ মোহম্মদ) ২ (এখন) তুমি (পয়গম্বরের কার্য্যে) দণ্ডায়মান হও, এবং (মনুষ্যগণকে) উপদেশ কর; ৩ এবং তোমার পালনকর্ত্তা (আল্লাহ্‌র) মহত্ত্ব ঘোষণা কর, (আল্লাহোআক্‌বর, আল্লাহ্ ধারণাতীত মহৎ প্রচার কর; এখন তুমি মনুষ্যগণকে একত্ববাদের দিকে আহ্বান কর;) ৪ এবং তোমার বসন, (তোমার আত্মার আবরণ তোমার শরীর, এবং তোমার শরীরের আবরণ তোমার পরিহিত বসন) পবিত্র কর; ৫ এবং (মনুষ্যগণের হৃদয় হইতে) মলিনতা দূর কর, ৬ এবং তুমি যে অনুগ্রহ করিতেছ তজ্জন্য কাহারও নিকট হইতে ধন বৃদ্ধির লোভ করিও না; ৭ এবং (পীড়ন নির্য্যাতন, সহ্য করিয়া) তোমার প্রতিপালকের (প্রীতিলাভ) জন্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাক, (তোমার অনুবর্ত্তিগণ তাহাদের শরীর, মন, বস্ত্র, অধিকৃত বস্তু, সর্ব্ব প্রকার অপবিত্রতা হইতে পবিত্র রাখুক; তোমাদের শরীরে, বস্ত্রে, বস্তুতে, কোনও অপবিত্র বস্তু লাগিলে যেমন তাহা দূষিত হয়, তোমাদের অধিকৃত বস্তু অসদুপায়ে লাভ করিলে তাহাও তদ্রূপ অপবিত্র হইয়া যায়।)

৮ অতঃপর যখন ফুৎকার প্রদান করার যন্ত্রে (দ্বিতীয়) ফুৎকার দেওয়া

হইবে, তখন সে দিবস অতি কঠিন দিবস হইবে; ১০ ধর্ম্ম দ্রোহিদের উপরে তাহা অসহনীয় হইবে। ১১ যে ব্যক্তিকে আমি একায় সৃষ্টি করিয়াছি, ১২ এবং যাহাকে আমি বিস্তৃত ধন প্রদান করিয়াছি; ১৩ এবং যাহার পুত্রগণকে, তাহার নিকট সতত উপস্থিত থাকে, এমত করিয়াছি; ১৪ এবং যাহার জন্য বিস্তীর্ণ ভাবে (সমস্ত সুখোপাদান) বিস্তৃর্ণ করিয়াছি; ১৫ সে ব্যক্তিকে, (উপযুক্ত দণ্ড প্রদান জন্য,) আমাকে ছাড়িয়া দাও; ১৫ (সে ব্যক্তি অবিশ্বাসকারী হইয়া) তৎপরও লোভ করিতেছে যে, (আল্লাহর বিদ্যমানতা, পরকাল, কর্ম্মফল, যদি সত্যও হয়, তাহা হইলে, যেমন ইহলোকে, তেমন পরলোকেও,) আমি তাহার ধন সম্পদ আরও বৃদ্ধি করিব; ১৬ ইহা কখনই হইবে না; এই ব্যক্তি আমার নিদর্শন, (কোর-আনের আএত,) সকলকে অবিশ্বাস করিয়াছে; (ব্যা ২৩৯ যখন এই ওলিদ-বিন্‌-মুগেরাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ, আমাদের একজন নেতা, কোর্‌-আন এবং পয়গম্বর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি? তখন সে বলিল, আমি মনুষ্য এবং জিনগণের সাহায্যে লিখিত গদ্য পদ্য বহু পুস্তক পাঠ করিয়াছি, কিন্তু কোর্‌-আনে এমত লালিত্য, মাধুর্য্য, তেজ আছে যে তাহা জিন্‌ বা মানুষের রচনা হইতে পারে না; মোহম্মদকে আমি কবিও বলিতে পারি না, কোর্‌-আনে কোনও ছন্দ দৃষ্ট হইতেছে না; ইহা কাহন দৈবজ্ঞগণেরও বাক্য নহে, তাহারা অনেক সময় মিথ্যা প্রকাশ করে, কিন্তু মোহম্মদের মুখ হইতে কখনও মিথ্যা কথা বাহির হয় না। তখন আবু-জহল বলিল, হে শ্রদ্ধাস্পদ, আপনার কথায় কোর্‌-এশগণ তুষ্টি লাভ করিতে পারিল না। তখন ওলিদ অনেক ভাবিয়া, অনেক চিন্তা করিয়া বলিল, এখন আমি ঠিক করিতে পারিয়াছি, মোহম্মদ এক জন মায়াবী, যাহা সে পাঠ করিতেছে তাহা মন্ত্র, তাহা শ্রবণ করিলে মন বিচলিত হয়,) ১৭

আমি শীঘ্রই তাহাকে সউদা (নামক নরকের পর্ব্বতে, যাহা মহাকষ্টে আরোহণ করিতে, এবং ততোধিক কষ্টে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহাতে) আরোহণ করাইব; ১৮ এই ব্যক্তি চিন্তা করিয়া দেখিল, এবং অবশেষে স্থির করিল, ১৯ সে যাহা স্থির করিল তাহা তাহার সর্ব্বনাশ সংঘটিত করিল, ২০ সে যাহা নির্দ্ধারিত করিল, তাহাতে তাহার সর্ব্বনাশ হইল; ২১ সে পুনঃ পুনঃ এ বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিল, ২২ তার পর কপোল সঙ্কুচিত করিল, এবং মুখ বিকৃত করিল, ২৩ তৎপর (যে সত্য বিশ্বাস তাহার মনে প্রকাশ হইতেছিল, তাহাকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল, এবং নিজকে মহা জ্ঞানী বলিয়া স্থির করিল; ২৪ তখন বলিল ইহা মন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহা (এ যাবৎ মায়াবিগণের মধ্যে গুপ্ত ভাবে) পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। ২৫ ইহা মনুষ্য বাক্য ব্যতীত নহে। ২৬ আমি ইহাকে শীঘ্রই নরকাগ্নিতে উপনীত করিব, ২৭ তুমি কি জান নরকাগ্নি কি? ২৮ তাহা কিছুই অবশিষ্ট রাখে না, এবং কিছুই ত্যাগ করে না, ২৯ তাহার উত্তাপে শরীর অঙ্গারে পরিণত হয়; ৩০ তাহার উপর উনবিংশতি (জন নরক পাল নিয়োজিত। (ব্যা ২৩০ আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ, সন্তোষ, ভালবাসা, যে লোকে প্রকাশিত হইবে, তাহা স্বর্গ বা জন্নত; তাহার ক্রোধ, অসন্তোষ, যে লোকে প্রকাশিত হইবে তাহা নরক, অগ্নি, জহন্নম। এই উনবিংশতি জন নরক পাল সম্বন্ধে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে আল্লাহর মূল সৃষ্টি (১) আ, রশ, ইহাতে সমস্ত সৃষ্টি অভিন্ন ভাবে স্থিত; (২) কুরসী, ইহাতে তাহা বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে; ৩ সপ্ত স্বর্গ, ৪ চারি মৌলিক পদার্থ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, আব, আতশ, খাক, বাদ; ৫ তিন মূল রাজ্য, জড় রাজ্য, উদ্ভিদ রাজ্য, প্রাণী রাজ্য এবং কাম,

ক্রোধ, বুদ্ধি এই উনবিংশ মূল সৃষ্টি বা মূল তত্ব। ইহাদের প্রত্যেকের উপর এক এক জন ফেরেশ্‌তা অধিষ্ঠান করিতেতেছে, এইরূপ উনবিংশতি ফেরেশ্‌তা নরকেতেও অধিষ্ঠান করিবে। নরকের প্রত্যেকের অধমতার চরম অপকৃষ্টতা, এবং জন্নতে প্রত্যেকের উত্তমতার চরম উপকর্ষতা প্রকাশ হইবে। নরকের ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ অপকৃষ্টতার চরম সীমা প্রাপ্ত, তথাকার জড়, উদ্ভিদ, প্রাণী নিকৃষ্টতাতে সাদৃশ্য রহিত; জন্নতের জড়, উদ্ভিদ, প্রাণী সমস্তই প্রীতিপদ।

কেহ কেহ বলেন, মনুষ্যগণকে যে সকল শক্তি প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদের অপব্যবহার জন্য আত্মার যে নিকৃষ্ট অবস্থা তাহাই নরক বা জাহন্নম; তাহাদের সুব্যবহার জন্য আত্মার যে উৎকৃষ্ট অবস্থা তাহাই স্বর্গ বা জন্নত। মনুষ্যগণের উনবিংশতি শক্তি যথা পঞ্চ বাহেন্দ্রিয়, চক্ষু' কর্ণ, নাশা, জিহ্বা, ত্বক্; পঞ্চ অন্তরেন্দ্রিয়, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, আস্বাদন, আর দুই শক্তি কাম, ক্রোধ; আর সাতটি শক্তি, পোষণ শক্তি, আশ্চর্য্য ধারণা করিয়া রাখার শক্তি, পরিপাক শক্তি, অসার দ্রব্য দূরীভূত করার শক্তি, সার পদার্থ শরীরে সঞ্চার করিবার শক্তি, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার শক্তি, এবং উৎপাদিকা শক্তি। এই সকল শক্তিকে উনিশ জন ফেরেশ্‌তা রক্ষা করিতেছে; নরকে, এই শক্তি সকল কষ্টপ্রদ হইবে।) (তঃ হঃ হইতে।) ৩১ আমি ফেরেশ্‌তা ব্যতীত অন্যকে নরক পালের কার্য্যে) নিয়োজিত করি নাই; অবিশ্বাসকারীদের চিত্ত উদ্বেলিত হউক জন্যই (আমি নরক পালগণের) সংখ্যা অবগত করিয়াছি। যাহা দিগকে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদের বিশ্বাসের জন্য, এবং যাহারা বিশ্বাসস্থাপনকারী, তাহাদের বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্যও তাহা করা হইয়াছে। যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদান করা হইয়াছে, তাহারা এবং বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করে না,

কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি, এবং যাহারা আল্লাহ দ্রোহী তাহারা জিজ্ঞাসা করে এইরূপ বর্ণনা দ্বারা আল্লাহ কি কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক? এইরূপে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পথ প্রদর্শন করেন; তোমার পালনকর্ত্তা (আল্লাহের আজ্ঞা কার্য্যে পরিণতকারী), সৈন্য দলের সংখ্যা, (কেবল উনিশ সংখ্যক নহে,) তাহা কত তিনি ব্যতীত অন্য কেহ অবগত নহে। ইহা (এই কোর্‌-আন) মনুষ্যগণের জন্য প্রকৃতই মহা উপদেশ। ১।৩১

৩২ না না, (তাহাদের কথা সত্য নহে, কেয়ামত, কর্ম্মফল, কোর্‌-আন, রসুল, সমস্তই সত্য;) আমি চন্দ্রমার শপথ করিতেছি, ৩৩ এবং যখন রজনী অবসান হয়, সে সময়ের শপথ করিতেছি, ৩৪ এবং প্রাতঃ-কালের শপথ করিতেছি, ৩৪ যখন তাহা উজ্জ্বল হইতে থাকে, ৩৫ নিশ্চয় ইহাদের প্রত্যেকটি গুরুতর (নিদর্শন;) (ব্যা ২৩১ চন্দ্র ষোড়শ কলা অতিক্রম করিয়া আবার অমাবস্যায় অদৃশ্য হইয়া যায়, রজনীও প্রভাত হয়, সূর্য্যালোকে দিবামান দীপ্ত হইয়া উঠে। ইহা সমস্ত একজন সৃষ্টি-কর্ত্তার, তাঁহার অসীম শক্তির, অপূর্ব্ব কৌশলের, অসীম জ্ঞানের নিদর্শন। রজনী বলিয়া দিতেছে, ইহ জীবন রজনী, প্রাতঃকাল বলিয়া দিতেছে ইহ জীবনের পর আলোকময় জীবন; সূর্য্যালোক পূর্ণ দিবামান মহোন্নতিকর কেয়ামতের নিদর্শন, চন্দ্রকলা ক্রমোন্নতি (তঃ হঃ) ৩৬ ইহা সমস্ত মনুষ্যগণের জন্য উপদেশ; ৩৭ অতএব যাহার ইচ্ছা হয় সে (আল্লাহের দিকে) অগ্রসর হউক, অথবা পশ্চাৎ পড়িয়া থাকুক। ৩৮ যাহা তাহারা করিয়াছে তাহাতে সমস্ত মনুষ্যগণ আবদ্ধ, ৩৯ কিন্তু যাহারা দক্ষিণ দিকের অধিকারী, (অর্থাৎ স্বর্গবাসী,) ৪০ তাহারা উদ্যানে অবস্থান করিবে, ৪১ তাহারা পাপীদিগকে ৪২ জিজ্ঞাসা করিবে,

(হে নারকিগণ, তাহা কি যাহা তোমাদিগকে নরকে আনয়ন করিল? ৪৩ তাহারা বলিবে, আমরা নমাজ করিতাম না, ৪৪ দীন ব্যক্তিগণকে অন্নদান করিতাম না, ৪৫ এবং দোষানুসন্ধানকারিগণ-সহ আমরাও (কোর্-আনের এবং রসূলের) দোষানুসন্ধান করিতাম, ৪৬ এবং কর্ম্মের বিনিময় পাওয়ার দিবসে, (পুনরুত্থানে,) অসত্যারোপ করিতাম, ৪৭ এইরূপে জীবনাতিবাহিত করিতে করিতে আমাদের নিকট মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। ৪৮ এই সকল কারণে উদ্ধারকারিগণের উদ্ধারের প্রার্থনা তাহাদের কোনও উপকারে আসিল না। ৪৯ তাহাদের কি হইয়াছে, (অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফেরদের,) যে তাহারা উপদেশ বাণী হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেছে? ৫০ তাহারা যেন পালাতক গর্দ্দভ, ৫১ (যেন) সিংহ দেখিয়া পলায়ন করিতেছে; ৫২ বরং তাহাদের সকল ব্যক্তিই ইহার অভিলাষী হইয়াছে যে, উন্মুক্ত (ঐশ্বরিক) গ্রন্থ তাহাদিগকেও প্রদত্ত হউক; ৫৩ এমত কখনই হইতে পারে না, বরং, (ইহারা এমত অপবিত্র জীবন অতিবাহিত করিতেছে যে,) পরকাল ভয় করে না; ৫৪ (তাহারা যেমন বলিতেছে ইহা মনুষ্য রচিত) তাহা কখনই নহে, নিশ্চয় তাহা (ঐ কোর্-আন আল্লাহ্র) উপদেশ বাক্য; ৫৫ এই কারণে যাহার ইচ্ছা হয়, তাহা সে স্মরণ করিয়া রাখুক, ৫৬ কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেহই উহার উপদেশগ্রাহী হয় না; তাঁহাকে (মনুষ্যগণ) ভয় করুক, তিনি তাহারই উপযুক্ত, এবং তাঁহারই পাপ ক্ষমা করারও উপযুক্ততা আছে। ১।২৫=৫৬

কে, য়া, মত—পুনরুত্থান।

মক্কাবতীর্ণ ৭৫ সংখ্যক সূরা (৩১।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১।৭৫।২৯

১ আমি কেয়ামতের দিবসের, (পুনরুত্থান কালের,) শপথ করিতেছি, ২ এবং (নিজকে) তিরস্কারকারী মন, (অর্থাৎ ধর্ম্মভীরু ব্যক্তির,) শপথ করিতেছি ; (ব্যা ২৩১ জীবন কালের এক সময় মন সুখ ভোগের এবং আস্বাদ গ্রহণের দিকে ধাবিত হয়, এইরূপ মনকে "আম্মারা" উত্তেজনাকারী মন বলে ; তারপর আবার এমত অবস্থা হয় যে, সে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারে নাই, জন্য মনে এইরূপ তাব্র গ্লানি উপস্থিত হয়, এইরূপ মনকে "লো-আম্-মা" তিরস্কারকারী মন বলে ; তারপর আর এক অবস্থায় কেবল সুকর্ম্মের ইচ্ছা প্রবল হয়, তখন মনুষ্য সমস্ত সুকার্য্যে লিপ্ত থাকে, তখন মনকে "মত্ ম-য়েন্-না" শান্তি প্রাপ্ত মন বলে, মৌঃ কোঃ) ৩ মনুষ্য কি ভাবিতেছে, (কর্ম্মফল প্রদান জন্য) আমি তাহার অস্থি সকলকে সংযোজিত করিব না ? ৪ না, না, (তাহারা যদ্রূপ মনে করিতেছে) তদ্রূপ নহে ; (তাহারা ইহা অস্বীকার করিতে পারে না যে,) আমি তাহাদের (শরীরের) সংযোগ স্থান সকলকে কথাশ্রুত সংযুক্ত করিতে সক্ষম ; (ব্যা ২৩২, মনুষ্য শরীরের আদি উপাদানে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গই ছিল না, আল্লাহ মাতৃ গর্ভে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করিয়া, তাহা সকলকে যথাযত সংযোজিত

করিয়া মনুষ্য শরীর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা জ্ঞান, বুদ্ধি, উদ্দেশ্য, চেতনা শূন্য স্বভাবের কার্য্য হইতে পারে না; ইহা এবং অন্যান্য কার্য্য দেখিয়া স্বীকার করিতে হয় যে, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার শক্তি অসীম, যিনি এই শরীর প্রদান করিতে সক্ষম, ইহার ধ্বংসের পর পুনঃ তাহা প্রদান করিতে অক্ষম নহেন; তিনিই বলিয়া দিতেছেন, এই সম্ভাবনা সত্য ঘটনায় পরিণত হইবে, এবং কর্ম্ম ফল ভোগ করিতে হইবে;) ৫ এমত স্থলেও (বিশ্বাসহীন) মনুষ্যগণ আল্লাহর সম্মুখে পাপ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক; ৬ (তাহারা অবিশ্বাস হেতু পুনঃ পুনঃ) জিজ্ঞাসা করিতেছে, কখন সেই পুনরুত্থানের কাল আগত হইবে? ৭ (ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে তখনই আরম্ভ হইবে) যখন চক্ষু দৃষ্টি করিতে অক্ষম হইবে, (অর্থাৎ যখন সে মরিয়া যাইবে;) ৮ এবং (বিশ্ব সম্বন্ধে তখন ইহা খাটিবে যখন) চন্দ্ররশ্মি হীন হইবে; ৯ এবং চন্দ্র এবং সূর্য্য একত্র মিশিয়া যাইবে; (কতক জন জ্যোতির্ব্বিদের মত যে পৃথিবী ক্রমাগত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতেছে।) (এই শরীর এবং বিশ্ব অর্থাৎ দৃশ্য জগৎ ধ্বংসের পর অজড় বিশ্ব প্রকাশিত হইবে, এবং মনুষ্যাত্মা অজড় শরীরে তদুপযোগী ইন্দ্রিয় সহ সমুত্থিত হইবে;) ১০ মনুষ্যগণ সেদিবস (সেকালে) বলিবে, আমাদের পলায়নের স্থান কোথায়? ১১ না, না, তাহারা পলায়নের স্থান প্রাপ্ত হইবে না; ১২ সে দিবস তোমাদের প্রতিপালকের দিকেই অবস্থানের স্থান, ১৩ মনুষ্যগণ যাহা যাহা করিয়াছিল, এবং তাহাদের যে সকল কার্য্য প্রচলিত রাখিয়া আসিয়াছিল, (যাহার সুফল বা কুফল কার্য্য করিতেছিল,) সে দিবস সে সংবাদ তাহাদিগকে অবগত করান হইবে, (যত দিন তাহাদের কৃতকর্ম্ম কার্য্য করিতেছিল, ততদিন তাহারা কর্ম্মার্জ্জন করিতেছিল বলিয়া গণ্য হইবে।) ১৪ মনুষ্যগণ, ১৫ যদিও (নিজকে মিথ্যা প্রবোধ দেওয়ার জন্য) প্রবোধ বাক্য উদ্ভাবিত

করে, ১৪ কিন্তু তাহারা তাহাদের হৃদয় দেখিতে সক্ষম; (তাহারা ভাল কি মন্দ করিতেছে তাহা তাহাদের মনই বলিয়া দিতে পারে,) ১৬ (হে মনুষ্য) এতৎ সম্বন্ধে, (অর্থাৎ কেয়ামত সম্বন্ধে) তাহার সত্বর আবির্ভাব জন্য তোমার জিহ্বা সঞ্চালিত করিও না; ১৭ ইহা নিশ্চয় যে তাহা, (অর্থাৎ তোমার কর্ম্ম,) একত্রিত করিবার, এবং পাঠ করাইবার ভার আমার উপরে; ১৮ তারপর যখন আমি তাহা পাঠ করিব, (তোমার কর্ম্ম তোমাকে অবগত করিব,) তখন তুমি আমার পাঠের অনুসরণ করিও; ১৯ তৎপর তাহার অর্থ করার ভার আমার উপর; (তঃহ) ২০ না, না, তুমি ইহা বিশ্বাস করিতেছ না, বরং তুমি এই ত্বরাকে, (এইক্ষণ স্থায়ী পৃথিবীকে,) ভালবাস, ২১ এবং (চিরস্থায়ী) পরকালকে পরিত্যাগ কর; ২২ (ফলতঃ) সেই (কর্ম্মের ফল প্রাপ্তিরযুগে) বহু ব্যক্তির বদন মণ্ডল সমুত্তা প্রকাশিত হইবে, ২৩ তাহারা তোমার প্রতিপালকের দর্শন প্রত্যাশী হইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে; * ২৪ এবং সে দিবস বহু ব্যক্তির বদন মণ্ডল মলিনতা ধারণ করিবে, ২৫ সে দিবস তাহাদের উপরে কোনও মহা ভার নিপতিত হইবে, এমত আশঙ্কা করিতে থাকিবে।

২৬ ইহার অন্যথা হইবে না যে, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে, ২৭ এবং (স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু, বান্ধবগণ কর্ত্তৃক অশ্রুপূর্ণ নয়নে, হৃদয় স্পর্শীস্বরে,) কথিত হইবে, (এমত) মন্ত্রজ্ঞ (কেহ কি) আছে, (যে এই মুমূর্ষুর জীবন দীর্ঘ করিয়া দিতে পারে?) ২৮ এবং, (মুমূর্ষু ব্যক্তি) জানিতে পারিবে যে, ইহা (এখন প্রিয়তমা স্ত্রী, প্রাণাধিক পুত্র কন্যা, ক্রীড়া সঙ্গী ভ্রাতা ভগিনী, সুখ দুঃখ সহচর বন্ধু বান্ধব, সঞ্চিত ধন সম্পত্তি, উপার্জ্জিত মান সম্ভ্রম, পার্থিব সমস্ত প্রিয় বস্তু হইতে) বিচ্ছেদের সময়, ২৯ এবং (তৎ-

* যেমন চতুর্দ্দশীর পূর্ণচন্দ্র দৃষ্ট হয়, তিনিও তদ্রূপ স্পষ্ট দৃষ্ট হইবেন (বিশ্‌কাত।)

পর প্রাণ শূন্য দেহের) এক পদ আর এক পদের সহিত গুল্‌ফে গুলফে সংমিলিত হইবে, ৩০ সে দিবস তোমার প্রতিপালকের দিকে (হে মনুষ্য) তোমার মহাযাত্রা। ১।৩০

৩১ (এই ব্যক্তি ধনসম্পন্ন হইয়াও দীন দরিদ্রগণকে, এবং অপর যথা স্থলে দান করে নাই, এবং তাঁহার নিত্য উপাসনা) নমাজও করে নাই, ৩২ পরন্তু (আল্লাহর বাণীতে) অসত্যারোপ করিয়াছে, এবং তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, ৩৩ তদনন্তর (তাহারই ন্যায় অসাধু জীবনাতিবাহিতকারী যাহারা) তাহার দলের দিকে সাহংকারে ফিরিয়া গিয়াছে; ৩৪ (হে এইরূপে জীবনাতিবাহিতকারী মনুষ্য,) তোমার জন্য (সমাধি-লোকে) অমঙ্গলের পর অমঙ্গল, ৩৫ তদনন্তর, (কেয়ামত লোকে,) অমঙ্গলের পর অমঙ্গল। ৩৬ মনুষ্যরা কি এইরূপ ভাবিতেছে যে, তাহারা ইচ্ছা মত মুক্ত থাকিবে? (কর্ম্মফল ভোগ জন্য তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে না?) ৩৭ তাহারা কি রেতঃ বিন্দু ছিলনা যাহা নিষিক্ত করা হইয়াছিল? (তাহাতে মানবাকারের কোনও চিহ্নই ছিল না।) ৩৮ তৎপর তাহা মাংস পিণ্ডাকার ধারণ করিয়াছিল, তৎপর তিনি (তাহাকেই) মনুষ্যাকার প্রদান করিয়াছিলেন, তদনন্তর তাহা যথোপযুক্ত করিয়াছিলেন; ৩৯ তৎপর (সেই আকার প্রাপ্ত মাংস-খণ্ডকেই তিনি) পরস্পরের সঙ্গী নর কিম্বা নারী করিয়াছেন! ৪০ অহো, (যিনি ইহা করিতে সক্ষম,) তিনি (পুনরুত্থান) কালে মৃতব্যক্তিকে (যথোপযুক্ত শরীরে) সচেতন করিতে কি সক্ষম নহেন? ২।১০=৪০

দহর—কাল।

মক্কাবতীর্ণ ৭৬ সংখ্যক সূরা (৯৮)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১।৭৬।২৯

ইহা নিশ্চয় যে মনুষ্যের উপর দিয়া, (অনন্ত) কালের এমত এক সময় চলিয়া গিয়াছে, (যখন) সে বর্ণনার উপযুক্ত কিছুই ছিল না ; (ব্যা ২৩৩ এক সময় মনুষ্যের অস্তিত্বই ছিল না, সে যে জড়রাজ্য হইতে উদ্ভিদ্-রাজ্যে এবং উদ্ভিদ রাজ্য হইতে প্রাণীরাজ্যে এবং প্রাণীরাজ্য হইতে মনুষ্যরাজ্যে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাও নহে, দৃশ্য জগতে তাহার নাস্তিত্বের অবস্থায় আল্লাহ তাহার আদি পুরুষ আদমকে অস্তিত্ব প্রদান করিলেন, এবং যথা সময় তাহার শরীর হইতে মানব জননী হাওয়াকে বিচ্ছিন্ন করিলেন, ইহা মনুষ্য-সৃষ্টির অসাধারণ নিয়ম, তৎপর সাধারণ নিয়ম মত আদম এবং হাওয়া হইতে মনুষ্যজাতি বিসৃত হইল ;) ২ আমি (নানা উপাদান মিশ্রিত) রেতঃ হইতে মনুষ্য গঠিত করিয়াছি ; (সেই রেতঃ বিবিধপ্রকার আহার্য্য-দ্রব্যের সার ভাগ হইতে পরিস্রুত : তাহাতে, ক্ষিতি, অপঃ, তেজ, মরুৎ সমস্ত সংমিশ্রিত, * তাহাতে এমত শক্তি সন্নিহিত যে তাহা বিবিধ অবস্থা অতিক্রম করিয়া মনুষ্যাকার ধারণ করিতে সমর্থ।) ৩ তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য (সৃষ্টি করিয়া,) তাহাকে আমি দর্শনক্ষম, শ্রবণক্ষম করিয়াছি, (তদ্ব্যতীত) ৪ তাহাকে আমি (তাহার হিতাহিতের) পথ

---

* আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় অক্সীজেন, নাইট্রোজেন, কারবন ইত্যাদি।

দেখাইয়াছি ; তজ্জন্য কতক জন, (মঙ্গলের পথানুসরণ করিয়া,) অনুগ্রহ স্বীকারকারী হইয়াছে, এবং কতকজন, (তাহার বিপরীত পথাবলম্বন করিয়া,) অনুগ্রহে অস্বীকারকারী হইয়াছে ; ৫ (কর্ত্তব্য অগ্রাহ্যকারী) অবাধ্যাচারীদের জন্য আমি শৃঙ্খল, গলবন্ধন, এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, প্রস্তুত রাখিয়াছি, (তাহাদের কর্ম্মই শৃঙ্খলাদি আকার ধারণ করিয়াছে ;) ৬ (যাহারা তাহাদের শক্তির সংব্যবহার করিয়াছে, যাহারা আদেশ এবং নিষেধমানা করিয়াছে, সেই ইব্‌রার) সাধু কর্ম্মকারিগণ, যাহাতে (স্বর্গীয়) কর্পূর বাসিত বারি সংমিশ্রিত, সেই পান পাত্র হইতে (অপূর্ব্ব পানীয়) পান করিবে ; ৭ (সেই কর্পূরবাসিত) স্রোতস্বিনী বারি হইতে আল্‌লাহর দাসগণ পান করিয়া থাকে, তাহারা যথা ইচ্ছা তথা প্রবাহিত করিয়া লইয়া যায় ; ৮ তাহারা (তাঁহার) প্রীতিলাভ প্রত্যাশায় (তাহাদের) সঙ্কল্প পূর্ণ করে, এবং সেই দিবসকে ভয় করে, যাহার মন্দ প্রভাব চতুর্দ্দিক বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িবে ; ৯ এবং কেবল তাঁহারই প্রীতির কামনায় দরিদ্রগণকে, পিতৃহীন সন্তানগণকে, যাচ্ঞা করিতে অকর্মদিগকে, (যথা বন্দী, অন্ধ, রুগ্ন, নির্ব্বাক প্রাণীদিগকে,) অন্নদান করিয়া থাকে ; ১০ (তাহারা মনে মনে বলে,) আমি কেবল আল্‌লাহর প্রসন্নতা লাভ জন্যই তোমাদিগকে অন্ন দান করিতেছি, তদ্ব্যতীত তোমাদের নিকট হইতে আমি কোনও প্রতিদানের আশা করিনা, কিম্বা তোমরা আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহারও ইচ্ছুক নহি ; ১১ সে উদাসজনক ভয়ঙ্কর দিবসে আমার প্রতিপালক (আল্‌লাহকে আমি প্রীত করিতে পারি কিনা) নিশ্চয় (তাহার) ভয় করি। ১২ এইজন্য আল্‌লাহ তাহাদিগকে সে দিবসের অমঙ্গল হইতে মুক্তি প্রদান করিবেন, এবং তাহাদিগকে প্রফুল্লতা এবং প্রসন্নতা প্রদান করিবেন ; ১৩ এবং তাহারা যে ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিল,

তজ্জন্য তাহাদিগকে উদ্যান (রাজ্য,) এবং কৌষিক (রাজ-পরিচ্ছদ,) পুরস্কার প্রদান করিবেন; তাহারা তথায় সিংহাসন সকলের উপরে উপাধানাবলম্বনে আসীন থাকিবে; তথায় তাহারা সূর্য্যোত্তাপ, বা শীত দেখিতে পাইবে না; ১৪ তাহাদের নাতিঊর্দ্ধে স্বর্গের ছায়া, এবং (তাহাদের কর্ম্মের) ফল অনতিদূরে অবনত হইয়া থাকিবে; ১৫ এবং রজতপাত্র, মদিরাধার, তাহাদের নিকট পুনঃ পুনঃ আনীত হইবে; ১৬ সেই (রজত পাত্র) রৌপ্য-স্ফটিক নির্ম্মিত, মনোহর গঠনে গঠিত; ১৭ যে পান পাত্রের (পানীয়ের উপাদান) "জনজবীল" তাহা হইতে তাহাদিগকে পান করান হইবে; ১৮ (সেই জনজবীল বারি) সেই নদীর যাহা সল্‌সবীল, (সৎ পথপ্রদর্শনকারিণী স্রোতস্বিনী) নামে খ্যাত; ১৯ এবং (সদা প্রফুল্ল সদা সরল) বালক (কিঙ্করগণ) তাহাদের নিকট (পান পাত্রসহ) ঘুরিয়া বেড়াইবে; ২০ যখন তাহারা তোমার দৃষ্টি গোচর হইবে, তোমাকে বোধ হইবে, তাহারা যেন মুক্তা সকলের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে; ২১ যখন তুমি (এই অমৃত লোক) দর্শন করিবে, তখন মহাদান, এবং মহা রাজত্ব, তোমার দৃষ্টি গোচর হইবে, তাহাদের শরীরের উপরে (মহা মর্য্যাদাজ্ঞাপক) হরিৎ বর্ণ সুন্দুস, এবং আস্তবরক পরিচ্ছদ (দৃষ্ট হইবে,) এবং তাহাদিগকে, (বিশেষ সম্মানের চিহ্ন) রজত বলয় দ্বারা ভূষিত করা হইবে, এবং তাহাদের প্রতিপালক (স্বয়ং) তাহাদিগকে পবিত্রকারী সুরা পান করাইবেন; (তাহাদিগকে বলা হইবে,) ইহা তোমাদের কর্ম্মের বিনিময়, এবং তোমাদের চেষ্টা সমাদৃত হইয়াছে। ১।২২

২৩ (হে প্রিয় নবী,) নিশ্চয় আমি তোমার উপরে ক্রমশঃ কোর্‌-আন অবতীর্ণ করিতেছি, ২৪ অতএব তোমার প্রতিপালকের আদেশ মত *

* (প্রলোভনে)।

ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, এবং পাপ কর্ম্মশীল কিম্বা অনুগ্রহ অস্বীকারকারী ধর্ম্মদ্রোহিদের কোনও ব্যক্তির অনুসরণ করিও না, * ২৫ এবং (বরং) তুমি প্রভাত কালে, এবং সন্ধ্যার সময়, তোমার প্রতিপালককে, (এক অদ্বিতীয় আল্লাহকে,) স্মরণ কর, (ফজর এবং জোহর, এবং আসরের নমাজ সম্পন্ন কর) ২৬ এবং রাত্রির এক ভাগে তাঁহাকে সিজ্দা কর; (রাত্রির প্রথম ভাগে মগরব এবং এশার নমাজে তাহার সম্মুখে মস্তকাবনত করিয়া দাও;) এবং রজনীর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহার পবিত্রতার জপ কর, (মধ্য রাত্রির পর অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ রজনী পর্য্যন্ত তহজ্জুদ নমাজে নিমগ্ন থাক।

২৭ এই ব্যক্তি সকল শীঘ্রতাকে, (এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনকে,) ভাল বাসিতেছে, এবং সে গুরুভার দিবসকে, (পারলৌকিক সুদীর্ঘ জীবনকে,) পৃষ্ঠের দিকে নিক্ষেপ করিতেছে; ২৮ আমিই ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং ইহাদের (অঙ্গ প্রত্যঙ্গের) বন্ধন সকল সুদৃঢ় করিয়াছি, এবং যখন আমি ইচ্ছা করিব, তখন, (অর্থাৎ পুনরুত্থানে,) তাহাদিগকে তাহাদের অনুরূপ পরিবর্ত্তনেতে পরিবর্ত্তিত করিব। ২৯ এই কোর্-আন নিশ্চয় মহোপদেশ, অতএব যাহার ইচ্ছা হয় সে আল্লাহর দিকে পথা-বলম্বন করুক; ৩০ কিন্তু আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহার অনুরূপ তোমরাও ইচ্ছা কর না; (কোন ব্যক্তির পরিণাম কিরূপ হইবে তাহা তিনিই জানেন,) তিনি নিশ্চয় সর্ব্বজ্ঞ, এবং (কেন যে তদ্রূপ হওয়া উচিত তাহার রহস্য তিনিই অবগত, তিনি) কৌশল প্রকাশক। ৩১ (সেই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, মঙ্গলময় আল্লাহ) যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে

* ওলিদ-বিন-মুগেরা প্রভৃতির কথামত সুন্দরী কন্যা, ধন, রত্ন, গ্রহণ করিয়া সত্য প্রচারে বিরত হইও না।

অনুগৃহীত করেন, এবং যাহাকে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অনুগৃহীত করেন না! সেই মন্দকর্ম্মকারিদের জন্য তিনি অতি গুরুতর কষ্টের বিধান করিয়াছেন। ১,৯=৩১

মুর্‌সলাত—গমনশীল।

মক্কাবতীর্ণ ৭৭ সংখ্যক সূরা (৩৩।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্‌লাহর নামে আরম্ভ।

১।৭৭।২৯

১ যাহা ধীরে ধীরে চলিতে থাকে তাহার, (সেই ধীরগামী বায়ুর, অথবা যাহা ক্রমশঃ অবতীর্ণ হইতেছে সেই কোর্‌-আনের, অথবা যে শান্ত প্রকৃতি ফেরেশ্‌তাগণ বিশ্বের হিত সাধনে নিয়োজিত তাহাদের অথবা সাধুব্যক্তিগণের মনে প্রথম অবস্থায় যে জ্যোতিঃ ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতে থাকে তাহার;) ২ তদনন্তর প্রচণ্ড বেগে যাহা প্রবাহিত হয় তাহার, (সেই প্রবল বাত্যার, অথবা অসত্যের উপরে প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত কোর্‌-আন সত্যের, অথবা যে ফেরেশ্‌তাগণ প্রচণ্ড বিক্রমে ধ্বংসকরণ কার্য্যে, এবং বিপ্লব সংঘটনে নিয়োজিত তাহাদের, অথবা সাধুব্যক্তিগণের দ্বিতীয় অবস্থায়, যাহা তাহাদিগকে সবলে আল্‌লাহর দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে তাহার; ৩ যাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া

চতুর্দ্দিক বিক্ষিপ্ত করে তাহার, (মেঘ সকলকে বিক্ষিপ্তকারী সেই বায়ুর, অথবা কোর-আনের জ্যোতিঃ যাহা চতুর্দ্দিকের অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করিতেছে তাহার; অথবা অসাধু ব্যক্তিগণের কঠোর সাধনা যাহা অসাধারণ শক্তি তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সম্প্রসারিত করিয়া দেয় তাহার; অথবা সেই ফেরেশ্‌তাদের যাহারা সংঘটনীয় গুরুতর ঘটনা, যথা জাতি বিশেষের অভ্যুদয়, পতন, সংঘর্ষণ, আভ্যন্তরীন বিপ্লব, দেশব্যাপী বিপদ, ভূপৃষ্ঠে সংঘটিত করে তাহাদের;) ৪ তৎপর যাহারা পৃথককারী, তাহাদের, (সেই বায়ুর যাহা মেঘ সকলকে পৃথক করিয়া দেয়; অথবা সত্যকে মিথ্যা হইতে পৃথককারী কোর-আনের, অথবা পৃথক করণ কার্য্যের নিযুক্ত ফেরেশ্‌তাগণের, যাহারা জড়কে উদ্ভিদ্ হইতে, উদ্ভিদ্‌কে প্রাণী হইতে, প্রাণীকে মনুষ্য হইতে, সাধুকে অসাধু হইতে, জেতাকে পরাজিত হইতে, পৃথক রাখে তাহার; অথবা সাধু ব্যক্তিগণের সেই জ্ঞান যাহা প্রকৃত তত্ত্বকে অপ্রকৃত হইতে পৃথক রাখে তাহার;) ৫ তৎপর যাহারা মনেতে সাধু চিন্তা অর্পণ করে তাহাদের (সেই কোর্-আনের, সাধু-আত্মাগণের, ফেরেশ্‌তাগণের,) ৬ (যে সাধু চিন্তা তদনুসরণকারিগণের জন্য) মুক্তির উপায়, অথবা (যাহারা তাহা অগ্রাহ্য করে তাহাদের জন্য মাত্র) সতর্ককারী চিন্তা; (ইহাদের) শপথ; ৭ ইহা নিশ্চয় যে যাহা তোমাদের নিকট অঙ্গীকার করা হইয়াছে, (সেই কেয়ামত,) অবশ্যই ঘটিবে। ৮ অতঃপর যখন তারকা সকলকে জ্যোতিঃ হীন করা হইবে, ৯ যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে, (অপসারিত হইয়া যাইবে,) ১০ যখন পর্ব্বত সকল (অণুকণাতে পরিণত হইয়া বালুকা স্তূপাকারে ইতস্ততঃ) সঞ্চালিত হইতে থাকিবে, (তখন কেয়ামত সংঘটিত হইবে;) ১১ এবং (তখন) যখন রসুলগণের জন্য সময় নির্ণয় করা হইবে। (ব্যা ২৩৩ মানব জাতির আবির্ভাব হইতে কোর-আনের অবতরণ

পর্য্যন্ত বহু রসুলের আবির্ভাব হইয়াছে, সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতিতে রসুলের আবির্ভাব হইয়াছে। হজরত মোহম্মদ শেষ রসুল, তাঁহার প্রচারিত আল্লাহর বিধান শেষ পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিবে, ইতোমধ্যে প্রত্যেক শতাব্দীতে এক এক জন সংস্কারক Centurian শতাব্দীপতি মুজদ্দেদ্ আবির্ভূত হইবেন, ইঁহারা কোর-আন এবং হদিস মত আবশ্যকীয় সংস্কার সম্পন্ন করিবেন। ভারতবর্ষে অনেক পয়গম্বর জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আমরা তল্লাস করিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিতে অক্ষম। একত্ববাদ শিক্ষা দেওয়া পয়গম্বরের প্রধান লক্ষণ, তাঁহারা আশৈশব পবিত্র জীবন অতিবাহিত করেন, কখনও এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করেন না, এবং ইঁহারা অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন। পুনরুত্থানকালে প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ সহ, তাঁহার জন্য নিরূপিত সময় আবির্ভূত হইবেন, এবং আপন উম্মতের উদ্ধার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকিবেন (তঃ হঃ)

.২ (বা ২৩৪ বিশ্বাসহীন ব্যক্তিগণ বলিতেছে, এই চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্র, পৃথিবী যুগযুগান্তর হইতে বিদ্যমান, এখনও ইহাদের ধ্বংস হইল না, ইহা সকল কখনও ধ্বংস হইবে না; মনুষ্যজাতিও নির্ম্মূল হইবে না, কর্ম্মফল প্রদান জন্য পুনরুত্থানও হইবেনা, তাহারা অবিশ্বাসের সহিত বলিতেছে) কোন দিনের জন্য ইহা (এই পুনরুত্থান) স্থগিত রাখা হইয়াছে? ১৩ পৃথক করণের দিবসের জন্যই, (যে সময় পাপিগণকে পুণ্যবান হইতে পৃথক করা হইবে, সেই সময়ের আবির্ভাব জন্যই ইহা স্থগিত রহিয়াছে;) ১৪ সেই পৃথক করণের দিবস কি, তাঁহা কি কেহ তোমাকে অবগত করিয়াছে? (তাহার বিস্তৃত বিবরণ, গূঢ় রহস্য, বিলম্বের কারণ, তোমরা জ্ঞাত নহ, কিন্তু তাহা নিশ্চয় ঘটিবে;) ১৫ (এমতস্থলেও যাহারা আল্লাহর

বাণী) অসত্য বলে, তাহাদের জন্ম সে দিবস মহা অমঙ্গল ; ১৬ পূর্ব্ববর্ত্তী মনুষ্যগণকে কি আমি সংহার করি নাই ? ১৭ তৎপর পরবর্ত্তিগণকেও আমি তাহাদের অনুবর্ত্তী করিতেছি, ১৮ পাপাচারিগণের সহিত আমি এইরূপই আচরণ করিয়া থাকি ; ১৯ (যাহারা আল্লাহ্র বাণীতে) অসত্যারোপ করে, তাহাদের জন্ম সে দিবস মহা অমঙ্গল ; ২০ (কেয়ামতে মৃত ব্যক্তিগণকে পুনরুত্থিত করা কি আমার সাধ্যাতীত ?) আমি কি তোমাদিগকে ঘৃণ্য জল হইতে উৎপন্ন করি নাই ? (উভয় জল সম্মিলনের পূর্ব্বে তোমাদের শরীরের বিদ্যমানতাই ছিল না,) ২১ যথা সময় পর্য্যন্ত তাহা আমি এক সুরক্ষিত স্থানে (জরায়ুতে) রক্ষা করিয়াছিলাম ; ২২ এক নির্ণীত গণিত সময় পর্য্যন্ত ; ২৩ তদনন্তর (তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তি, স্বভাব, সুখ, দুঃখ, আয়ু, সর্ব্ববিষয় তাহাকে) পরিমাণ বিশিষ্ট করিয়াছি, আমি সর্ব্ব মহৎ পরিমাণ নির্দ্ধারণ কর্ত্তা ; ২৪ (এমত স্থলেও যাহারা আল্লাহ্র বাণীতে) অসত্যারোপ করে, তাহাদের জন্ম সে দিবস মহা অমঙ্গল। ২৫ আমি কি (নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব প্রদান করিয়া) পৃথিবীকে, ২৬ সজীব এবং নির্জ্জীব (সকলের জন্ম) ২৫ প্রচুর পরিমাণ প্রশস্ত করি নাই ? ২৭ এবং তাহার উপরে কি উচ্চ, উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী সৃষ্টি করি নাই ? এবং (তাহা হইতে নদ নদী ঝরণা প্রবাহিত করিয়া) তোমাদিগকে কি পিপাসা নিবারণকারী বারি পান করাই নাই ? ২৮ (এমত স্থলেও যাহারা আল্লাহ্র বাণীতে) অসত্যারোপ করে, তাহাদের জন্ম সে দিবস মহা অমঙ্গল ; ২৯ (পুনরুত্থানে, কর্ম্মফলে, অসত্যারোপকারিগণকে কেয়ামতে আদেশ করা হইবে, এখন) তোমরা তাহার (সেই নরকের) দিকে অগ্রসর হও, যৎবিষয়ে তোমরা অসত্যারোপ করিতেছিলা ; ৩০ (তোমাদের অযথা পরিচালিত শক্তিত্রয় কাম, ক্রোধ, লোভ, যে অগ্নি প্রজ্বলিত

করিয়াছে সেই) তিন শাখাযুক্ত যাহা (তাহার) ছায়ার দিকে অগ্রসর হও ; ৩১ তাহা শীতল ছায়া নহে, এবং তাহা অগ্নি-শিখার (তাপ) হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত নহে ; ৩২ তাহা অট্টালিকার ন্যায় স্ফুলিঙ্গ সকল নিক্ষেপ করিতে থাকে ; ৩৩ (তাহা এত শীঘ্র শীঘ্র নিক্ষিপ্ত হয়) যেন হরিদ্রা বর্ণের উষ্ট্রশ্রেণী (ধাবিত হইয়া আসিতেছে ;) ৩৪ (এমত স্থলেও যাহারা আল্লাহর বাণীতে) অসত্যারোপ করে, তাহাদের জন্য সে দিবস মহা অমঙ্গল ; ৩৫ সে দিবস এমত সময় যে তাহারা কোনও কথা বলিতে সক্ষম হইবে না ; ৩৬ নির্দোষীতার কারণ প্রদর্শন জন্যও অনুমতি প্রাপ্ত হইবে না ; ৩৭ (এমত স্থলেও যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীতে) অসত্যারোপ করে, তাহাদের জন্য সে দিবস মহা অমঙ্গল ; ৩৮ এই দিবস পৃথক করণের দিবস, (এই দিবস) আমি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্ত্তিগণকে একত্রিত করিব ; ৩৯ অতঃপর, (পুনরুত্থান স্থগিতের,) কোনও কৌশল যদি তোমাদের সাধ্যায়ত্ত থাকে, তাহা হইলে তাহা আমার প্রতি প্রয়োগ কর ; ৪০ (যাহারা আল্লাহর বাণীতে) অসত্যারোপ করে, তাহাদের জন্য সে দিবস মহা অমঙ্গল । ১।৪০

৪১ পাপ পরিহারকারী ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই, (আল্লাহর অনুগ্রহের শীতল) ছায়া, এবং (দয়ার) স্রোতস্বিনী সম্ভোগ করিবে ; ৪২ এবং তাহার (অর্থাৎ জন্নতের) যে ফল ইচ্ছা তাহা প্রাপ্ত হইবে ; ৪৩ (তাহাদিগকে সাদরে, সস্নেহে, বলা হইবে, হে পাপ পরিহারকারী মহাজনগণ,) তোমরা যাহা করিয়াছিলা, তাহার বিনিময়ে তোমরা পরিতৃপ্ত হইয়া ভোগ এবং পান কর ; ৪৪ সুকর্ম্মকারিগণকে আমি নিশ্চয় এইরূপ বিনিময় প্রদান করি ; ৪৫ (যাহারা আল্লাহর বাণীতে) অসত্যারোপ করে, তাহাদের জন্য সে দিবস মহা অমঙ্গল ; ৪৬ (যাহাদের পৃথিবীই যথা

সর্ব্বস্ব সেই) তোমরা (এই পৃথিবীর ফল) ভোগ কর, এবং অতি অল্প (দিবসের) জন্য (ইহা) সম্ভোগ কর, নিশ্চয় তোমরা (পরকালে) শাস্তিগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছ ; ৪৭ (যাহারা আল্লাহর বাণীতে) অসত্যারোপ করে তাহাদের জন্য সে দিবস মহা অমঙ্গল ; ৪৮ যখন তাহাদিগকে বলা হয়, (আল্লাহের সম্মুখে) মস্তক অবনত কর, (তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য কর,) তাহারা মস্তক অবনত করে না ; ৪৯ (যাহারা আল্লাহর বাণীতে) অসত্যারোপ করে, তাহাদের জন্য সে দিবস মহা অমঙ্গল ; ৫০ (এই ব্যক্তিগণ যদি আল্লাহরই বাণী কোর্-আনে বিশ্বাস স্থাপন না করে,) তাহা হইলে অতঃপর তাহারা কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে ? ২।১০=৫০

ব্যা ২৩৫ (কোনও বৃত্তের একটি লম্ব ব্যাস কল্পনা করুন, তাহার উর্দ্ধ বিন্দু উ সর্ব্বোর্দ্ধ লোক, এবং অধঃ বিন্দু অ-সর্ব্বাধঃ লোক ; এই বৃত্তের সমান্তরাল ব্যাস উভয় লোককে পৃথক করিতেছে ।

অ হইতে অবস্থা, অবস্থা প্রাপ্ত

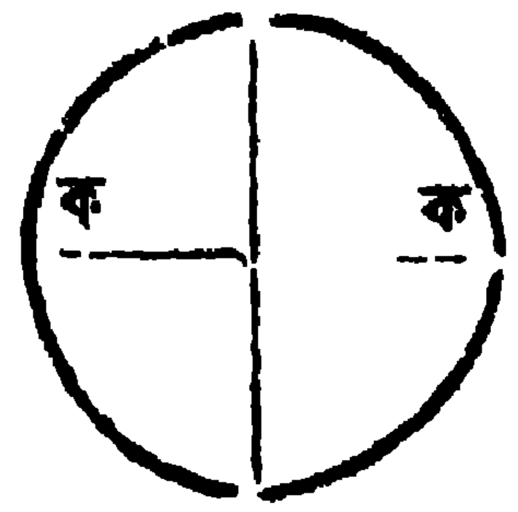

উ ক্রমশঃ উন্নত ইহার মধ্যে বহু আত্মার স্থিতি।

সমান্তরাল ব্যাস (কক)র উপরে জন্নত, উদ্যান, স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, বেহেশ্ত ঊর্দ্ধ লোক : ঐ ককর নিম্নে জহন্নম, অগ্নি, দোজখ, নরক অধঃলোক (সং সং)

নবা—মহা সংবাদ, বা অ,ম্ নামক পারা।

মক্কাবতীর্ণ ৭৮ সংখ্যক সূরা (৮০।) ১।৭৮।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১। (হে নবী,) তাহা কি যৎসম্বন্ধে তাহারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছে? (তাহারা কি সেই) মহা সংবাদ (কেয়ামত, পুনরুত্থান *) সম্বন্ধে (তর্ক বিতর্ক করিতেছে,) ৩ যৎসম্বন্ধে তাহারা বিভিন্ন মত প্রকাশ করিতেছে? ৪ (অবিশ্বাসকারিগণ যে মত প্রকাশ করিতেছে) কখনই তাহা নহে, শীঘ্রই তাহারা (ইহার সত্যতা সম্বন্ধে) জানিতে পারিবে; ৫ আবার (সতর্ক করা হইতেছে, তাহাদের মত যে মরণান্তর পুনরুত্থান, অসত্য) কখনই সত্য নহে, অতি শীঘ্রই তাহারা (ইহার সত্যতা) জানিতে পারিবে; (মরণের পর হইতেই প্রত্যেকের কর্মফল ভোগ অর্থাৎ কেয়ামত আরম্ভ হয়, মিশ্কাত।)

৬ (আমি কি মৃত ব্যক্তিকে সশরীর সমুত্থিত করিতে সক্ষম নহি?) আমি কি (নাস্তিত্ব হইতে) পৃথিবীকে (শয্যা স্বরূপ) প্রসারিত করি নাই? ৭ এবং পর্ব্বত সমূহকে কি কিলক (স্বরূপ) করি নাই? ৮ এবং আমি কি তোমাদিগকে যুগলে যুগলে, বা বিবিধ প্রকার, করিয়া সৃষ্টি করি নাই? (নাস্তিত্ব হইতে তোমাদিগকে অস্তিত্ব প্রদান করিয়াছি তাহা দেখিতেছ, এমতস্থলে সেইরূপ নাস্তিত্ব হইতে তোমাদিগকে পুনঃ অস্তিত্বে

* বা পয়গম্বর মোহম্মদ (দঃ), বা কোরআন, (৩৪)

আনায়ন করা কি আমার শক্তির অতীত ?) ৯ এবং আমি নিদ্রাকে তোমাদের শ্রমাপহারী করিয়াছি, (মরণ তোমাদের নিদ্রা, তঃ হঃ) ১০ এবং আমি রাত্রিকে (তোমাদের জন্য) আবরণ স্বরূপ করিয়াছি, ১১ এবং দিবসকে জীবিকা অর্জ্জনের সময় করিয়াছি, (কেয়ামত তদ্রূপ রাত্রির পর দিবস;) এবং আমি তোমাদের মস্তকোপরি সপ্তদৃঢ় (স্বর্গ বা গ্রহ) স্থাপিত করিয়াছি, ১৩ এবং আমিই সূর্য্যকে সমুজ্জল প্রদীপ (আলোক দাতা) করিয়াছি, (যাহা পৃথিবী এবং চন্দ্রকে আলোকিত করে।) ১৪ এবং ১৫ শস্য এবং উদ্ভিদ, ১৬ এবং শাখা-প্রশাখা জড়িত উদ্যান সকল ১৫ উৎপাদন জন্য আমি ১৪ মেঘমালা হইতে বারিধারা অবতীর্ণ করিয়াছি; (যিনি বিশ্ব প্রকাশিত করিয়াছেন, আহার্য্য শস্য এবং ফলে এমত শক্তি রাখিয়াছেন, যাহা সকল হইতে পরিস্রুত হইয়া শুক্র বীজ উৎপন্ন হইয়া মানব শরীর উৎপন্ন করে, তাঁহার পক্ষে মরণের পর আত্মাকে যথোপযুক্ত শরীর প্রদান করা কি অসম্ভব ?)

১৭ (অবিশ্বাসকারিগণ বলিতেছে, কেয়ামতের আবির্ভাব এই পাপপূর্ণ ধরাতলে এখনই কেন হয় না ? পাপী এবং পুণ্যবানের) পৃথককারী দিবস, (ঐ কেয়ামতের আবির্ভাবের সময়) নিশ্চয়ই নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে; ১৮ (আস্‌রাফীলের প্রথম সুর ধ্বনিতে বিশ্বধ্বংস এবং বিলীন হওয়ার বহুযুগ যুগান্তর পর) যখন (দ্বিতীয়বার) সুর ফুৎকারিতে হইবে, সে দিবস তোমরা (আপন আপন বিশ্বাস এবং কর্ম্মানুযায়ী ভিন্ন পদস্থ পুণ্যাত্মা, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পাপাত্মার দলে পৃথক পৃথক বিভক্ত হইয়া দলে দলে শরীর ধারণ করিয়া) উপনীত হইতে থাকিবা; ১৯ এবং (কেয়ামতের প্রথমভাগে) আকাশ উন্মুক্ত হইয়া বহুদ্বার যুক্ত হইবে; ২০ এবং পর্ব্বত সকল চালিত হইয়া তৎপর রেণু রাশিতে পরিণত হইবে। ২১ (এই ধ্বংস এবং পুনঃ প্রকাশ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করা সত্বেও

ধর্ম্মদ্রোহিগণ তাহা গল্প মাত্র মনে করিয়া অসংযত জীবন অতিবাহিত করিতেছে, কিন্তু) ইহা নিশ্চয় যে নরক (ইহাদের জন্য) প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে; ২২ (ঐ নরক) ধর্ম্মদ্রোহিগণের অবস্থানের স্থান, ২৩ তাহাতে তাহারা বহু যুগ বাস করিবে; ২৪ তথায় তাহারা কোনও স্নিগ্ধতা বা পানীয় আস্বাদন করিবে না; ২৫ (কিন্তু) তাহাদের পানীয় ফুটিত উষ্ণ জল, এবং গলিত পূয হইবে; ২৬ ইহাই তাহাদের কর্ম্মের অনুরূপ বা পূর্ণ বিনিময়; ২৭ ইহাদের কৃতকর্ম্মের হিসাব হইবে, ইহারা তাহার আশাও করে নাই; ২৮ এবং আমি তৎসম্বন্ধে যে সকল আয়েত অবতীর্ণ করিয়াছি তাহা মিথ্যা অবধারিত করিয়া বলিতেছে তাহা অসত্য; ২৯ কিন্তু আমি প্রত্যেকটি কথা গণিয়া গণিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ৩০ (বিচারের পর তাহারা আদিষ্ট হইবে,) এখন (তোমাদের মন্দ-কর্ম্মের ফলের) স্বাদ গ্রহণ কর; আমি (তোমাদের) কষ্ট ভোগের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ব্যতীত তোমাদের জন্য আর কিছুই করিব না।১।৩০

৩১ নিশ্চয়ই পাপ পরিহারকারী ব্যক্তিগণের বাসনা পূর্ণ হইবে, ৩২ (তাহাদের জন্য রমণীয়) উদ্যান, এবং দ্রাক্ষাসমূহ (পূর্ণ বাগান,) ৩৩ এবং (তাহাদের পুণ্যবতী পার্থিব) স্ত্রীগণ তরুণী এবং সমবয়স্কা হইবে, ৩৪ এবং (তাহাদের জন্য) আকণ্ঠপূর্ণ পানপাত্র; ৩৫ কোনও অপ্রীতিকর এবং অসত্য বাক্য তাহাদের শ্রুতিগোচর হইবে না; ৩৬ (তাহারা শুনিতে পাইবে এই বিবিধ সম্পদ) তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কর্ম্মের বিনিময়ে, তোমাদিগকে গণিয়া গণিয়া প্রত্যার্পণ করিয়াছেন।

৩৭ তিনি স্বর্গের এবং পৃথিবীর এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহা, তাহার প্রতিপালক, মহা দয়াবান; সে দিবস (পাপীদের উদ্ধারার্থে) তাঁহার সহিত কথা বলিতে কেহই সক্ষম হইবে না; ৩৮ সে দিবস আত্মা (নায়ক ফেরেশতাগণ, অথবা মনুষ্যাত্মাগণ,) এবং মালায়েক (ফেরেশতা) শ্রেণ

(তাঁহার সম্মুখে) শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইবে, দয়াময় যাহাকে অনুমতি প্রদান করিবেন, সে ব্যতীত অন্য কেহ, (পাপ ক্ষমার অনুরোধ জন্য) কথা বলিবে না, এবং (ঐ অনুমতি প্রাপ্তপুরুষ) গ্রাহ্যযোগ্য কথাই বলিবে; ৩৯ এই দিবস সত্য; অতএব যাহার ইচ্ছা সে আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাগমনের পথ অবলম্বন করুক। ৪০ আমি (যাহা মৃত্যুর পর হইতেই আরম্ভ হইবে, পাপিগণকে এমত) নিকটবর্ত্তী শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছি, তাহার হস্ত পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে, প্রত্যেক মনুষ্য সে দিবস তাহা দেখিতে পাইবে, (এবং স্বকর্ম্মের ভয়ানক পরিণাম দেখিয়া আল্লাহদ্রোহী অর্থাৎ কাফের বলিবে, (হায়) আমার এমত কেন হয় নাই যে আমি মাটি হইয়া যাই নাই? ২।১০।৪১

নাজে,য়া,ত—আকর্ষণকারী।

মদিনাবতীর্ণ ৭৯ সংখ্যক সূরা (৮১ ।) ১।৭৯।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ।

যে বিচ্ছিন্নকারিগণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া (সবলে) বিচ্ছিন্ন করে, (অর্থাৎ যে সাধকগণ আধ্যাত্ম উন্নতিলাভ জন্য কঠিন সাধনার পর আত্মাকে সমস্ত প্রতিবন্ধক এবং কলুষ ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করে; অথবা যে জ্ঞানলাভাকাঙ্খী, এবং বিদ্যার্থিগণ, মহা চেষ্টা এবং মহাগ্রন্থের সহিত জ্ঞান এবং বিদ্যালাভ করে; অথবা যে ফেরেশ্‌তাগণ, আল্লাহদ্রোহিগণের

শরীরে প্রবেশ করিয়া কাঠিণ্যতার সহিত তাহাদের আত্মা সকলকে বিচ্ছিন্ন করে,) তাহাদের শপথ ; ২ এবং যে সহজে বিচ্ছিন্ন কারিগণ সহজে বিচ্ছিন্ন করে, (অর্থাৎ যে সাধকগণ আধ্যাত্ম এক উচ্চপদ লাভের পর, পরবর্ত্তী উন্নতপদ অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে লাভ করে : অথবা যে জ্ঞানার্থী, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠকারী, বা বিদ্যার্থীগণ, ধর্ম্মশাস্ত্রে জ্ঞান, এবং অভিপ্রেত বিদ্যালাভের পর, কঠিনতর বিষয় সকল সহজে আয়ত্ত করে ; অথবা যে ফেরেশ্‌তাগণ বিশ্বাসবন্ত গণের আত্মা সহজে বাহির করে,) তাহাদের শপথ ; ৩ তৎপর দ্রুতবেগে অগ্রগমনকারিগণের (অর্থাৎ যে সাধকগণ অনায়াসে আরও আধ্যাত্ম উচ্চপদ সকল অতিক্রম করিতে থাকে , অথবা যে জ্ঞানার্থী এবং বিদ্যার্থিগণ, আরও কঠিনতর বিষয় সকল আরও সহজে আয়ত্ত করিতে থাকে ; অথবা যে ফেরেশ্‌তাগণ আল্‌লাহদ্রোহিগণের, কাফেরদের, আত্মাসহ নরকের দিকে ধাবিত হয়,) তাহাদের শপথ, ৪ তৎপর যে অগ্রগামিগণ, অগ্রভাগে গমন করে, (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধকগণের মধ্যে যে সাধকগণ আরও উচ্চ আধ্যাত্মপদ আয়ত্ত করে ; অথবা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ এবং বিদ্যানগণের যাহারা আচার্য্য অর্থাৎ শিক্ষাদাতার পদ লাভ করে, অথবা যে ফেরেশতাগণ, বিশ্বাসবন্তগণের আত্মাসহ জন্নতের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়,) তাহাদের শপথ ; ৫ তদনন্তর কার্য্যবিশেষের তত্ত্বাবধানকারিগণের, (অর্থাৎ যে সাধুপুরুষগণের আত্মা এত উন্নতি লাভ করে যে, তাহারা বিশ্বের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নিয়োজিত হয়, যথা গওস, আবদাল, কুৰ্দ্দ, কুতুব, কামেলিন, অথবা যে সকল ফেরেশ্‌তাগণ বিশ্বপরিচালনার কার্য্যে নিযুক্ত,) তাহাদের শপথ ; (কেয়ামত নিশ্চয়ই সংঘটিত হইবে তঃ হঃ) ৬ সে দিবস (অর্থাৎ প্রথম সুর বাজে,) কম্পনকারী (পৃথিবী) কম্পিত হইতে থাকিবে, ৭ তৎপর পরবর্ত্তী

কম্পন আবির্ভূত হইবে। সে দিবস (অর্থাৎ দ্বিতীয় শৃঙ্গনাদে,) বহু হৃদয় (অর্থাৎ পুনরুত্থিত ব্যাক্তিগণের হৃদয়,) কম্পিত হইতে থাকিবে; ৯ তাহাদের নয়ন সকল নিম্নাভিমুখী হইবে। ১০ (পুনরুত্থানে অবিশ্বাস কারিগণ) বলিতেছে, আমরা কি নিশ্চয় প্রাথমিক অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইব? ১১ অহো, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তখন যে আমরা গলিত অস্থি-মাত্রেতে পরিণত হইব? ১২ তাহারা বলিতেছে পুনরুত্থান এমতস্থলে অতি ক্ষতিকর পরিবর্ত্তন। ১৩ (সত্য ঘটনা এই যে) উহা (পুনরুত্থান, দ্বিতীয় শৃঙ্গনাদের) পর ব্যতীত নহে, ১৪ তৎপর তৎক্ষণাৎ তাহারা সাহারা (নামক এক) উজ্জল লোকে (আবির্ভূত হইবে; এই পৃথিবী অজড় উজ্জল পৃথিবীতে পরিবর্ত্তিত হইবে। (অথবা আত্মা শরীরে সংযোজিত হইবে, বা সে জাগরিত হইয়া উঠিবে, ৩৯ সুরা ৬৯ আএত)।

১৫ (যখন আল্‌লাহ দ্রোহীতা চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন পাপী দিগের জাতিকে সতর্ক করণ জন্য আল্‌লাহ পয়গম্বর আবির্ভূত করেন, তৎসম্বন্ধে হে নবী,) তোমার নিকট কি মূসার বিবরণ আগত হইয়াছে? ১৬ (ইহা সে সময়ের কথা,) যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে তূয়া (নামক) প্রান্তরে আহ্বান করিয়াছিলেন, ১৭ (এবং আদেশ করিয়াছিলেন, হে মূসা,) ফের্‌-অ-উনের নিকট যাও, নিশ্চয়ই সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে; ১৮ তৎপর তাহাকে বল যে, (হে ফের্‌-অ-উন্) তুমি পবিত্র হও এবং সম্বন্ধে (তোমার) কি প্রবৃত্তি হয়? ১৯ এবং তোমাকে কি তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ দেখাইব, যেন তুমি তাঁহাকে ভয় কর? ২০ তদনন্তর, (মরণবৎ অবস্থা হইতে জীবন প্রাপ্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার নির্জীব যষ্টিকে সজীব সর্পে পরিণত করিয়া, এবং তাহার দ্বারা জ্ঞানালোক প্রকাশ হইতে পারে তাহার প্রমাণ স্বরূপ তাহার হস্তকে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ কারী করিয়া, পয়গম্বরত্বের এবং নির্জীবের জীবক

প্রাপ্তির) মহা প্রমাণ সকল মূসা প্রদর্শন করিল, ২১ তৎপর (ফেরআউন) তাহাতে অসত্য হওয়ার দোষারোপ করিল, এবং উহা অগ্রাহ্য করিল, (যে ইহা কোনই প্রমাণ নহে, ইহা মায়া মাত্র) ২২ তদনন্তর (প্রকাশ্য সভা হইতে) প্রত্যাবর্ত্তন করিল, এবং (মূসার কার্য্য সকল ইন্দ্র জাল প্রমাণ জন্য,) চেষ্টান্বিত হইল, ২৩ তদনন্তর (যথা সময় লোকদিগকে) একত্র করিল, তৎপর উচ্চ স্বরে আহ্বান করিল, ২৪ তখন বলিল, (মূসা যে বলিতেছে একজন আল্লাহ সকলেরই প্রতিপালক তাহা মিথ্যা,) আমিই তোমাদের সর্ব্ব মহৎ প্রতিপালক; ২৫ তদনন্তর (তাহার নানা প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তাহাকে সসৈন্য সাগর সমুদ্রগর্ভে ডুবাইয়া দিয়া) তাহাকে পরকালের যন্ত্রণায় আবদ্ধ করিলেন, এবং ইহকালেরও (শাস্তি প্রদান করিলেন,) ২৬ যাহারা (পাপ করিতে) ভয় করে, তাহাদের জন্য নিশ্চয়ই ইহাতে উপদেশ বিদ্যমান। (হে আরব দেশস্থ আল্লাহ্‌দ্রোহী, এবং পয়গম্বরদ্রোহী, এবং মুসলিম প্রপীড়কগণ, ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ কর।) ১।২৬

২৭ (হে পুনরুত্থানে অবিশ্বাসকারী আরবগণ,) তোমাদিগকে সৃষ্টি করা দুঃসাধ্য, কিম্বা আকাশকে সৃষ্টি করা (দুষ্কর?) (অন্যের পক্ষে উভয় কার্য্য সাধ্যাতীত, কিন্তু) তিনি উহা অর্থাৎ আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন, ২৮ উহার ছাদ উচ্চ করিয়াছেন, এবং তৎপর উহাতে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন; (নভোমণ্ডলস্থ গ্রহ, উপগ্রহ, তারকা সকল অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে;) ২৯ রাত্রিকে (অন্ধকারে) আবৃত করিয়াছেন, (তখন সূর্য্যোদয় করার ক্ষমতা কাহারও নাই;) এবং উহার দিবসকে সমুজ্জল করিয়াছেন; (দিবাভাগে সূর্য্যোদয় নিবারণ করারও শক্তি কাহারও নাই;) ৩০ এবং এতদ্ব্যতীত পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন. ৩১ তাহা হইতে তাহার জল বহির্গত করিয়াছেন, তাহা হইতে

পশুদের আহার্য্যও (বহির্গত করিয়াছেন,) ৩২ এবং পর্ব্বত সকলকে প্রোথিত করিয়াছেন, ৩৩ (ইহা সমস্ত) তোমাদের এবং তোমাদের গৃহ পালিত প্রাণীদের লাভের জন্য করা হইয়াছে। (যিনি সৃষ্টি রহস্য অবগত তাহার পক্ষে মরণান্তর তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা দুষ্কর কার্য্য নহে)।

৩৪ অতঃপর যখন (পুনরুত্থান) মহা বিপদ উপস্থিত হইবে, ৩৫ সে দিবস, মনুষ্যগণ যাহা চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিবে, ৩৬ (নরক) দর্শনকারীর জন্য নরকলোক প্রকাশিত হইবে; ৩৭ এমত স্থলেও যে উচ্ছৃঙ্খল হয়, ৩৮ এবং এই পৃথিবীর জীবনকেই লক্ষ্য মনে করে, ৩৯ তজ্জন্য নিশ্চয়ই অগ্নিই, তাহাই, (তাহার) বাসস্থান, ৪০ এবং যে আল্লাহর নিকট (কর্ম্মফল গ্রহণ জন্য) দাঁড়াইতে হইবে এতৎ সম্বন্ধে ভীত, এবং মনকে মন্দ বাসনা হইতে নিবারিত রাখিল, ৪১ তজ্জন্য নিশ্চয়ই উদ্যান, (সুফল ভোগের স্থান,) তাহাই, (তাহার) বাসস্থান।

৪২ (হে নবী লোকেরা) তোমাকে কর্ম্ম ভোগের কথা অর্থাৎ কেয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, উহা কখন আবির্ভূত হইবে? ৪৩ তুমি যৎ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ স.র্ক করিতেছ, (তাহা কখন উপনীত হইবে?) ৪৪ তোমার প্রতিপালক (আল্লাহর) নিকট তাহার শেষ (উত্তর;) ৪৫ যে উহাকে ভয় করে, তুমি তাহাকে সতর্ককারী মাত্র, ৪৬ যে দিবস তাহারা তাহা দর্শন করিবে, (মরণের পর হইতে ঐ কাল এত দীর্ঘ মনে হইবে যে, তাহাদের (পৃথিবীতে) বাস(কাল তৎ তুলনায় যেন,)দিবসের শেষ ভাগ অথবা প্রথম ভাগ (যৎ পরিমাণ সময় যেন তৎ) পরিমাণ মাত্র ছিল। ২,২০—৪৬

এই সূরার আরও দুই প্রকার অর্থ দেওয়া যাইতেছে :—

১ (গগনস্থ সমস্ত নক্ষত্রই) ডুবিয়া যাওয়ার (অর্থাৎ অস্তগমনের) পর (স্ব স্ব শরীর সবলে) আকর্ষণ করিয়া বাহির করে, (তখন উদয় হয়;) (২ এবং একস্থান হইতে অন্যস্থানে (অর্থাৎ ক্রমাগত বাহন

রাখিতে) গমন করে; ৩ এবং (তাহারা স্ব কক্ষে যেন) সন্তরণ করিয়া চলে; ৪ তৎকালে (দ্রুতগতি তারকা সকল স্ব স্ব পথে) অগ্রগমন করে; ৫ তৎকালে (আলোক, উত্তাপ প্রদান, ঋতুর আবির্ভাব, ফল, শস্য, উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে সমর্পিত) কার্য্য-নির্ব্বাহ করে, (ইহাদের শপথ, পুনরুত্থান, মরণের পর, পুনর্জ্জীবন নিশ্চয়।)

(এই মহাগ্রন্থের অনেক স্থলে বলা হইয়াছে সমস্ত নক্ষত্রগণ স্ব স্ব কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে। জড় বিজ্ঞান ইহা সত্যপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং উহাদের গতি, বেগ, ভ্রমণপথ, শরীরের আয়তনও ধার্য্য করিয়াছে। সূর্য্যও একটি নক্ষত্র, এবং তাহা এত বড় যে কয়েক শত পৃথিবী তাহার মধ্যে বসাইয়া দিতে পারা যায়; ঐ বিরাটকায় সূর্য্য হইতেও বিরাট বহু মহাসূর্য্য, যাহারা নক্ষত্রের ন্যায় ক্ষুদ্র দেখায়, আকাশগর্ভে মহাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। যিনি এই প্রকাণ্ড শরীর সকলকে, এমত বেগ প্রদান করিয়াছেন, যে তাহা মস্তিষ্ক ধারণা করিতে অক্ষম, তিনি মহাশক্তিমান, মহা জ্ঞানবান, মহা কৌশলজ্ঞ, তাহা সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন। ঐ প্রকাণ্ডকায়, প্রচণ্ড বেগে ধাবিত, সূর্য্য সকল একদিকে ছুটিয়া চলিয়া যায় না কেন? কিন্তু প্রায় গোলাকার পথ সকলে ভ্রমণ করিতেছে কেন? কে ইহাদিগকে, ইহাদের বল সমষ্টি যত তাহা হইতেও অধিক বলে এবং নির্দ্দিষ্ট পথে আটকাইয়া রাখিয়াছেন? কে ইহাদিগকে এই মহাবলে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন? তিনি এই সকল সূর্য্যেতে এক সরল রেখা পথে ছুটিয়া যাওয়ার যে বেগ অর্পণ করিয়াছেন, কতকত কোটি বৎসর গত হইয়া গেল, তথাপি তাহা ক্ষয় হয় নাই। এই নক্ষত্র সকল প্রমাণ করিতেছে, যে স্বরূপ উহাদিগকে এইরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার ক্ষমতা অসীম, মৃত মনুষ্য জাতিকে পুনঃ সজীব এবং সাকার উত্থিত করা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য

জাতিকে পুনঃ সজীব এবং সাকার উত্থিত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর কার্য্য, তিনি স্বয়ং বলিয়া দিতেছেন তোমাদের পুনরুত্থান নিশ্চয়। এই বেগ একজন বেগ দাতার বিদ্যমানতাও প্রমাণ করিতেছে।)

উক্ত পঞ্চম আএতের কথিত তত্ত্বাবধানকারী, কার্য্য নির্ব্বাহকারী, কথায় কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার আবশ্যক। মহা ফেরেশ্তা জিব-রা-ইল, বায়ুর উপরে, সময় ক্ষেত্রের উপরে, ঈশ প্রেরণা ও হী আনয়নের উপরে নিয়োজিত, তিনি স্বয়ং এতৎ বিষয় স্বাধীন নহেন, কিন্তু ঐশ প্রেরণা মত কার্য্য করেন। হজরত মিকাইল মহা ফেরেশতা জলের, উদ্ভিদের, জীবন ধারণোপায় প্রদানের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত; তিনিও স্বাধীন নহেন, ঐশ প্রেরণামত কার্য্য করেন। হজরত আস্রাফীল প্রাণী বর্গের অন্নের, জীবনী শক্তির, আয়ুর, আয়ের, সূর ফুৎকারের, তত্ত্বাবধারক, তিনিও ঐশ প্রেরণা মত কার্য্য করেন। হজরত আজরাইল, আত্মা সকলকে আবদ্ধ, প্রাণাপহরণ, রোগ, শোক, বিপদাবতরণ কার্য্যে নিযুক্ত, ঐশ প্রেরণা মত তিনিও স্বকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উৎকর্ষপ্রাপ্ত আত্মাগণ দেহ-ত্যাগের পর, মনুষ্যজাতির ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গলকর কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন, এবং জীব মানেও তদ্রূপ করিয়া থাকেন, যথা, ওলি, গওস, কুতুব, পয়গম্বর, স্বয়ং হজরত মহম্মদ (দঃ) উক্তরূপ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। মৃত ব্যাক্তির আত্মা স্ব উপকর্ষতা, বা অপকর্ষতা মত ফেরেশ্তা বা জিন্‌দলে মিলিত হয়, এবং তাহাদের মত কার্য্য করে।

নভস্থ নক্ষত্র সকলও কার্য্য বিশেষের উপরে নিয়োজিত, তাহা সকলকে যে গুণ প্রদান করা হইয়াছে, তৎমতে কার্য্য করে, যথা চন্দ্র সূর্য্যের অবস্থান মত ঋতু সকলের আবির্ভাব, জোয়ার ভাটা উদ্ভিদ সকলের গুণের তারতম্য, এবং পৃথিবীর বহু মঙ্গল সাধিত হয়। উদ্ভিদ, প্রাণী, জল, স্থল, দেশ, জাতি, সমস্তেরই তত্ত্বাবধারক নিয়োজিত আছে।

এই স্থরার উপসংহারে উক্ত পঞ্চ এবং পরবর্ত্তী কয়েকটী আএতের আরও একটী হৃদয়গ্রাহী অর্থ সংযুক্ত করা যাইতেছে :—

১ (যে অশ্বারোহী গাজী সৈন্য) সবলে তীর আকর্ষণ করিয়া (ধর্ম্ম-দ্রোহীগণের উপরে) উহা নিক্ষেপ করিতে থাকে, ২ এবং ইস্‌লাম রাজ্য হইতে ইসলামদ্রোহী রাজ্যে ধাবিত হয়, ৩ এবং আল্‌লাহর পবিত্রতা বাদ করিতে থাকে, ৪ অগ্রমনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, ৫ এবং (জয় লাভের পর বিজিতরাজ্যের এবং প্রজাবৃন্দের) তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত হয়, (তাহাদের শপথ ;) ৬ যে দিবস (এই গাজী সৈন্যগণের অশ্বের পদাঘাতে) কম্পিত মেদিনী কম্পিত হইতে থাকিবে, ৭ তৎপর (এক দলের পর আর একদল অশ্বারোহীর আগমনে) ধরা পৃষ্ঠ পুনঃ পুনঃ কম্পিত হইতে থাকিবে, ৮ সেই দিবস (পরাজয় অনিবার্য্য দর্শন করিয়া আক্রান্ত শত্রুগণের) হৃদয় সকল কম্পিত হইতে থাকিবে, (এবং পরাজিত এবং বন্দীদলের) নয়ন সকল (লজ্জায়) অধঃমুখ হইবে।

(রূপকে দিকবিজয়ী মোসলেম সৈন্যের এবং ইস্‌লামরাজ্য বিস্তারের এবং সুশাসনের ভবিষ্যত বাণী।)

অবস=অসন্তোষ প্রকাশ করণ।

মক্কাবতীর্ণ ৮০ সংখ্যক সূরা (২৪।)   ১।৮০।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ (পয়গম্বর আব্দুল্লাহ্ বিন-আম মকতুম অন্ধের প্রতি) অসন্তুষ্ট হইল, এবং মুখ ফিরাইয়া লইল; ২ এই জন্য যে (যখন নবী ওলিদ বিন্ মুগেরা প্রভৃতি অবিশ্বাসকারী নেতাদের সহিত ইস্‌লাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, তখন) তাহার নিকট (দরিদ্র আব্দুল্লাহ্ বিন্-আম্ মকতুম) অন্ধ আসিল, (এবং একাগ্রতার সহিত কোর্-আনের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,) ৩ (হে নবী) তুমি জ্ঞাত নহ যে (এই অন্ধ আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইবে না?) এমত হওয়া অসম্ভব নহে যে সে মহা পবিত্রতা লাভ করিতে পারে; ৪ অথবা যদি তোমার উপদেশ শুনিত তখন ঐ উপদেশ তাহাকে লাভবান করিত; * ৫ কিন্তু যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করে না, ৬ এমতস্থলেও তুমি তাহার জন্য চেষ্টা প্রকাশ করিতেছ (যে, সে ইস্‌লামভুক্ত হইলে ইস্‌লাম গৌরবান্বিত হইবে;) ৭ ফলতঃ সে যদি পবিত্রতা লাভ না করে, তাহা হইলেও তোমার উপর কোন (অভিযোগ) নাই; ৮ কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার নিকট ধাবিত হইয়া আসিয়াছে, ৯ এবং (ধর্ম্মভীরু-প্রযুক্ত) সে ত্রাসিত, ১০ এমতস্থলেও তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছ;

---

* নগণ্য ব্যক্তিগণ কোর্-আনের প্রভাবে উচ্চপদে উন্নীত হইবে, ইঙ্গিতে তাহার ভবিষ্যৎ বাণী। তঃ হঃ

১১ সাবধান, উহা (কোর্-আন্) নিশ্চয়ই মহা উপদেশ, ১২ অতএব যাহার ইচ্ছা হয় সে উহা গ্রহণ করুক, ১৩ (ইহা) সম্মানিত গ্রন্থে (লওহ্-মহ ফুজে, অদৃশ্য লোকে,) লিখিত রহিয়াছে; ১৪ (তাহা) অতি মহৎ, অতি পবিত্র; ১৬ (এবং ঐ লোকের রয়তুল্ ইজ্জত অর্থাৎ সম্মানিত গৃহে) সম্মানিত এবং শ্রেষ্ঠ ১৫ লেখকের হস্তে সমর্পিত (রহিয়াছে।)

১৭ (কোর্-আনে বিশ্বাসহীন) মনুষ্য (যথা আবুলাহাব প্রভৃতি) বিনষ্ট হইয়াছে, সে (কোর্-আনরূপ মহাদান) কেমন অগ্রাহ্যকারী? ১৮ (পুনরুত্থান, বংবিষয় কোর্আন পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতেছে, তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না, তাহারা অনুধাবন করিয়া দেখে না কেন?) তাহাকে কোন পদার্থের দ্বারা গঠিত করিয়াছেন? ১৯ রেতঃ হইতে তিনি মনুষ্যকে গঠিত করিয়াছেন; তৎপর তাহার পরিমাণ (অর্থাৎ তাহার ক্ষমতা, বুদ্ধি, ধন, আয়ু, সুখ, দুঃখ, প্রত্যেকের পরিমাণ) নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; (তঃ কঃ) তৎপর (পাপপুণ্যের) পথ তাহার জন্য (তাহার প্রাপ্ত স্বভাবানুযায়ী,) সহজ করিয়া দিয়াছেন; (তঃ কঃ); তৎপর তিনিই তাহাকে (তাহার প্রাপ্ত আয়ুর শেষে তাহাকে) জীবনহীন করেন, তদনন্তর তাহাকে, (পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত স্থানে) কবরস্থ করেন, ২২ তৎপর যখন ইচ্ছা তখন তাহাকে পুনরুত্থিত করিবেন। ২৩ না, না, যাহা তাহাকে আদেশ করা হইয়াছিল তাহা সে পালন করে নাই, (তাহার ফল পুনরুত্থানে তাহাকে ভোগ করিতে হইবে।)

২৪ (মরণের পর পুনরুত্থিত করণ আমার শক্তির অন্তর্গত,) অতএব (ইহার প্রমাণ জন্য) মনুষ্য তাহার আহার্য্য বস্তুর বিষয় অনুধাবন করুক, ২৫ (তাহা উৎপাদন জন্য) প্রচুর জল আমি পুনঃ পুনঃ সিঞ্চন করিয়াছি, ২৬ তৎপর (অঙ্কুরিত করণ জন্য) ভূমি বিদারিত করিয়াছি, ২৭ তৎপর উহার উপরে শস্য উৎপন্ন করিয়াছি, ২৮ এবং দ্রাক্ষা, শাক সবজী

(জন্মাইয়াছি,) ২৯ এবং জয়তুন, খর্জ্জুর, ৩০ এবং (সহজে উৎপাটিত হয় না এমত) বৃক্ষের সুরক্ষিত উদ্যান, ৩১ এবং ফল, এবং তৃণ জন্মাইয়াছি, ৩২ (তাহা) তোমাদের এবং তোমাদের পশু সকলের (জীবন ধারণের) সম্বল। (উদ্ভিদ্, বৃক্ষ, তৃণাদির উৎপত্তির সহিত তোমাদের শরীরের উৎপত্তির সাদৃশ্য রহিয়াছে, যে কৌশলে তিনি উদ্ভিদ্ শরীর, প্রাণী শরীর, তোমাদের শরীর উৎপন্ন করিয়াছেন, সেইরূপ কৌশলে, অন্য শরীরে, অন্য এক লোক তোমাদিগকে দণ্ডায়মান করা তাঁহার ক্ষমতার অন্তর্গত।)

৩৩ অতঃপর যখন কর্ণবিদীর্ণকারী (অর্থাৎ কেয়ামত) উপস্থিত হইবে, ৩৪ সে দিবস মনুষ্য তাহার ভ্রাতা হইতে, ৩৫ এবং তাহার মাতা হইতে, এবং পিতা হইতে ৩৬ এবং তাহার সঙ্গিনী হইতে, এবং কন্যাগণ হইতে, পলায়নপর হইবে; ৩৭ সে দিবস প্রত্যেকের এমত অবস্থা হইবে যে সে স্ব চিন্তা হইতে অবসর প্রাপ্ত হইবে না। ৩৮ সে দিবস অনেকের বদন মণ্ডল উদ্দীপ্ত, হসিত এবং হর্ষিত হইবে; ৪০ আবার অনেকের বদন মণ্ডল সে দিবস ধূলিকাবৃত হইবে, ৪১ কালিমা তাহা আবৃত করিয়া ফেলিবে। ৪২ ইহারাই তাহারা যাহারা (ঐশবাণীতে, পয়গম্বর উপদেশে) অবিশ্বাসকারী, এবং কুকর্ম্মানুষ্ঠানকারী হইয়াছিল। ১।৮২

(১—১০ আএত, দীন দরিদ্র অতিতুচ্ছ ধর্ম্মভীক মুসলমানকে উপেক্ষা করিও না। পয়গম্বর যখন আরবের সম্রাট, তখনও দীন দরিদ্র ব্যক্তির ন্যায় জীবনাতিবাহিত করিতেন, তিনি দরিদ্রগণকে ভাল বাসিতেন, তিনি বলিয়াছেন, "যে আমাকে ভালবাসে সে দারিদ্র্য অবলম্বন করুক।" মিশকাত।)

তক্‌ভীর—রশ্মিহীন করণ।

মক্কাবতীর্ণ ৮১ সংখ্যক সূরা (৭।) ১।৮।১।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্‌লাহর নামে আরম্ভ

১ যখন সূর্য্যকে রশ্মিহীন করা হইবে; ২ এবং যখন তারকা সকল দীপ্তিহীন বা স্খলিত হইবে; ৩ এবং যখন পর্ব্বত সকল চালিত হইবে; ৪ এবং যখন (মনুষ্যগণ এমত ভয়বিহ্বল হইবে যে) প্রসবোন্মুখী উষ্ট্রী, (অযত্নে যথা তথা) ভ্রমণ করিতে থাকিবে; ৫ এবং যখন (সর্ব্বাদিত) বন্য পশু সকলকে, (গৃহপালিত পশু এবং মনুষ্যসহ) একত্রিত করা হইবে; ৬ এবং যখন সমুদ্র সকল (উত্তপ্ত জলের ন্যায়) স্ফুটিত হইতে থাকিবে; ৭ এবং যখন (দ্বিতীয় স্বরনাদে) আত্মা সকল, (স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী স্ব স্ব দলে, বা তৎফলপ্রাপ্ত শরীরে) সংযোজিত হইবে; অথবা কর্ম্মকর্ত্তা তাহার কর্ম্মের সহিত বিবাহিত হইবে, (সুকর্ম্ম সুন্দরী সঙ্গিনী, এবং কুকর্ম্ম কুৎসিত সঙ্গিনী স্বরূপ কর্ম্ম কর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিবে না, (হঃ হঃ।) ৮ এবং যখন (জীবন্তে) প্রোথিতা কন্যাকে, অথবা যে সকল শক্তির অব্যবহার করা হইয়াছিল, সেই বিনষ্ট শক্তি সকলকে, জিজ্ঞাসা করা হইবে, ৯ কোন পাপের জন্য তোমাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে? (তঃ হঃ) ১০ এবং যখন (মনুষ্যগণের কর্ম্মের এবং মনস্থ বিষয়ের) গ্রন্থ খুলিয়া দেওয়া হইবে; ১১ এবং যখন আকাশকে অপসারিত করা হইবে, (অর্থাৎ আকাশরূপ আবরণ দূরীভূত করাতে সু, কু, কর্ম্ম আকার ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইবে;) ১২ এবং যখন

নরককে প্রজ্জলিত করা হইবে ; ১২ এবং যখন জন্নতকে নিকটবর্ত্তী করা হইবে ; ১৪ (তখন) প্রত্যেক আত্মা জানিতে পারিবে, সে কিরূপ কর্ম্ম উপস্থিত করিয়াছে।

১৫ অতঃপর আমি (কখনও) পশ্চাৎগামী, ১৬ (কখনও) সম্মুখ-গামী, (কখনও) স্থির, (মঙ্গল, বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি, শনি গ্রহের) শপথ করিতেছি, ১৭ এবং রাত্রিকালের শপথ করিতেছি, যখন তাহা অবসান হইতে থাকে, ১৮ এবং উষাকালের শপথ করিতেছি, (যখন প্রাণিগণ জাগরিত হওয়াতে) উহা নিশ্বাস গ্রহণ করিতে থাকে, ১৯ নিশ্চয় উহা অর্থাৎ কোর-আন, একজন সম্মানিত বার্ত্তাবাহক (জিব্-রাইলের) আনীত বার্ত্তা ; ২০ সে মহাশক্তি সম্পন্ন, আরশের অধিপতির নিকট বিশেষ সম্মানিত, ২১ সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ, তৎসহ সম্পূর্ণ বিশ্বাসী । ২২ ফলতঃ (হে অবিশ্বাসকারিগণ) তোমাদের (শ্রদ্ধাসম্পদ) সঙ্গী (মোহম্মদঃ) উন্মাদগ্রস্ত নহে, ২৩ যেহেতু, নিশ্চয়ই সে তাহাকে অর্থাৎ জিব্রাইলকে, আকাশের উজ্জল প্রান্তঃভাগে দৃষ্টি করিয়াছে, ২৪ এবং সে (পয়গম্বর মোহম্মদ) অদৃশ্য বিষয় সকল (জ্ঞাত করণ) সম্বন্ধে কৃপণ নহে ; (পয়গম্বর নরক, জন্নত, পুনরুত্থান, ইত্যাদি বহু বিষয়ের সত্য বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন ; কোর্-আনে এবং হদিসে বহুশত ভবিষ্যৎবাণী বিদ্যমান, যাহার বহুবাণী ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট বাণী যথা সময় সত্য হইবে।) ২৫ এবং তাহা (অর্থাৎ কোর্-আন) প্রতাড়িত শয়তানের বার্ত্তা নহে। ২৮ ইহা সত্ত্বেও, (হে অবিশ্বাসকারিগণ) তোমরা কোনদিকে ধাবিত হইতেছ ? ২৭ ইহা সমস্ত পৃথিবীরই জন্য উপদেশ ব্যতীত নহে, ২৮ তোমাদের মধ্যে যে সরলপথে চলিতে ইচ্ছুক (ইহা তাহাদের সকলের জন্যই উপদেশ ;) ২৯ কিন্তু (ইহা সত্য যে,) সৃষ্টির প্রতিপালক আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করিয়া-

ছেন, তোমরা তদ্ব্যতীত অন্তরূপ ইচ্ছা করনা, (তোমরা তোমাদিগেতে অর্পিত স্বভাব মত কার্য্য কর।) ১।২৯

প্রথম চতুর্দ্দশ আএত।

(কতকজন তফ্‌সীর কর্ত্তা বলেন এই সূরার প্রথম চতুর্দ্দশ আএত মরণ কালের এবং তৎপরের ঘটনার চিত্র, মরণের পর হইতেই মৃত-ব্যক্তির কেয়ামতের অবস্থার অনুরূপ অবস্থা আরম্ভ হয়, মরণ ক্ষুদ্র কেয়ামত বলিয়া গণ্য।)

১। যখন (আত্মারূপ) সূর্য্য রশ্মিহীন হইবে, (যখন স্ব শরীরের উপর উহার কার্য্য করার শক্তি বিলুপ্ত হইবে,) ২ এবং যখন তারকা (রূপ তাহার শারীরিক এবং মানসিক ইন্দ্রিয় সকল) দীপ্তিহীন বা স্খলিত অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য হইবে, (দর্শন, শ্রবণ, চেতনা, বুদ্ধি ইত্যাদি লোপপ্রাপ্ত হইবে ;) ৩ এবং যখন পর্ব্বত সকল (অস্থি এবং সন্ধি সকল,) সঞ্চালিত (অকর্ম্মণ্য) হইবে, ৪ এবং যখন প্রসবোন্মুখী উষ্ট্রী (রূপ তাহার সফল-প্রায় চেষ্টা,) অযত্নে যথা তথা ভ্রমণ করিতে থাকিবে, (অর্থাৎ উপেক্ষিত হইবে,) ৫ এবং যখন পশু সকলকে, (অর্থাৎ সে পশুবৎ যে সকল কার্য্য করিয়াছিল ঐ সকলের মূর্ত্তিমান কুফল সকলকে) একত্রিত করা হইবে, (অর্থাৎ তাহার সম্মুখীন করা হইবে ;) ৬ আর যখন সমুদ্র সকল, (সমুদ্রের স্থায় অসীম অকূল তাহার অভিলাষ, আশা, আকাঙ্খা) উদ্বেলিত (অর্থাৎ আক্ষেপের তরঙ্গ সকল উত্থিত) হইতে থাকিবে ; ৭ এবং যখন আত্মা সকল, (সুকর্ম্মের পরিবর্ত্তিত আকার জ্যোতির্ম্ময়ী সুন্দরিগণের, এবং কুকর্ম্মের কুৎসিত মূর্ত্তির সহিত) সংযোজিত (চির-বিবাহিত) হইবে ; ৮। ৯ এবং যখন জীবন্তে প্রোথিত কন্যাকে, (অর্থাৎ ঐশ্বরিক যে মহাদান এবং ক্ষমতা সকলকে অপব্যবহাররূপ হত্যা করা

হইয়াছিল,) জিজ্ঞাসা করা হইবে, কি দোষে তোমাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে? (অর্থাৎ হে মনুষ্য কেন তুমি এই সকলের অপব্যবহার করিয়াছ?) ১০ এবং যখন গ্রন্থ খুলিয়া দেওয়া হইবে, (অর্থাৎ যখন কর্ম্ম জন্নত, বৈকুণ্ঠ, জহীম, নরক, মানসিক শান্তি, শারীরিক সুখ, বা তৎবিপরীত আকারে দৃষ্ট হইবে,) ১১ এবং যখন আকাশ অপসারিত হইবে, (যখন মৃতব্যক্তির আত্মার চক্ষু হইতে পর্দ্দা সরাইয়া দেওয়াতে তাহার জীবন কালের আদ্যোপান্ত ঘটনা মরণকালে সে দেখিতে পাইবে, *) ১২ এবং যখন নরক পাপীদের জন্য উত্তপ্ত করা হইবে, (অর্থাৎ যখন সিজ্জীন হইতে কেয়ামতে প্রকাশিত নরক লোক জহীমে প্রবেশ করা হইবে,) ১৩ এবং যখন পুণ্যবানদের জন্য জন্নত সন্নিকটস্থ করা হইবে; (যখন ইল্লিন হইতে জন্নত লোকে প্রবেশ করা হইবে) ১৪ তখন প্রত্যেকে প্রাণ জানিতে পারিবে, সে কেমন কর্ম্ম উপস্থিত করিয়াছে।

ব্যাখ্যা:—১৫।১৬ আএত:—মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, এই পাঁচটি গ্রহের গতি এইরূপ যে কখন ইহাদিগকে স্ব স্ব পথে মেষ হইতে বৃষে, বৃষ হইতে মিথুনে, অর্থাৎ সূর্য্যের যে গতি সেই গতিতে যাইতে দেখা যায়, আবার কখনও কখনও উহার বীপরিত দিকে যাইতে দেখা যায়. অর্থাৎ মেষ হইতে বৃষে, তৎপর মিথুনে, কর্কটে, না গিয়া বীপরিত দিকে বৃষ হইতে মীনে তৎপর কুম্ভ ইত্যাদিতে যাইতে দেখা যায়, আবার কখনও একই রাশিতে স্থির হইয়া থাকিতে। পুরাতন নক্ষত্রবিৎগণ ইহার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক, সূর্য্যের স্বাভাবিক গতির ন্যায় ইহাদেরও গতি, কিন্তু ইহাদের এবং পৃথিবীর বেগের বিভিন্নতা জন্য এই দৃষ্টি ভ্রম জন্মে, যেমন একভিমুখগামী এবং [illegible]

* জলমগ্ন এবং ফাঁস লাগাইয়া আত্মহত্যার চেষ্টাকারী ব্যক্তি, [illegible] প্রকাশ করিয়াছে যে, সে জীবন কালের সমস্ত ঘটনা দেখিতে পাইয়াছিল

মুখাভিগামী ট্রেনে দৃষ্টি ভ্রম জন্মে, ইহাদেরও সম্বন্ধে তদ্রূপ দৃষ্টি ভ্রম জন্মে, প্রকৃতপক্ষে গ্রহ সকলের গতির ব্যতিক্রম হয় না। এই পাঁচটি গ্রহের, এবং সূর্য্য, চন্দ্রের পূজা, এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকায় প্রচলিত ছিল, এবং ভারতে এখনও প্রচলিত আছে, এই নভস্থ ধারণাতীত বেগবান সুবৃহৎ ট্রেন সকলের উপাসনার মন্দফল, অপতত্য উপাসনার ফল ভোগ করিতে হইবে বলা হইতেছে। যিনি উক্ত গ্রহ সকলকে প্রকাশিত করিয়াছেন, উহাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে প্রথম সুরনাদে বিলুপ্ত চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, সকলকে, বিলুপ্ত মনুষ্য জাতিকে, পুনঃ অস্তিত্বার্পণ করা তাঁহার ক্ষমতার অন্তর্গত প্রমাণ করা হইতেছে; কোর্‌-আনে কথিত পুনরুত্থান, পুনরাবির্ভাব, সম্ভবপর ঘটনা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে, ঐশ বাক্য শিক্ষা দিতেছে উহা নিশ্চয়ই ঘটিবে।)

ইন্ফেতার—বিদীর্ণ হওন।

মক্কাবতীর্ণ ৮২ সংখ্যক সূরা (৮২।)

১।৮২।৩০

১ যখন (প্রথম সুরনাদে) আকাশ বিদীর্ণ হইবে; ২ এবং যখন তারকা সকল স্খলিত হইবে, ৩ এবং যখন সমুদ্র সকল (উচ্ছ্বসিত কূল) প্লাবিত করিয়া ফেলিবে; ৪ এবং যখন (দ্বিতীয় সুরনাদে) সমাধিস্থগণকে পুনরুত্থান করা হইবে; ৫ তখন প্রত্যেক প্রাণ জানিতে পারিবে, যাহা সে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছিল, এবং যাহা সে পশ্চাৎ ছাড়িয়া আসিয়াছিল।

(যেমন তাহার সৎ, অসৎ, সু, কু, যে সকল কার্য্য তাহার মরার পরও পৃথিবীতে কার্য্য করিতেছিল, যথা তাহার স্থাপিত মস্‌জিদ, অতিথিশালা তাহার লিখিত গ্রন্থাবলী ইত্যাদি।) ৬ হে মনুষ্য, তোমার অনুগ্রহকার প্রতিপালক, ৭ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তোমাকে যথোপযুক্ত (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদান) করিয়াছেন, তৎপর তোমাকে (পশু হইতে ভিন্ন করিয়া মনুষ্যজাতির) সমতুল্য করিয়াছেন, (তঃ কঃ); ৮ তোমার প্রতিপালক তোমাকে (নর নারী) যে রূপ ইচ্ছা সেরূপ আকার প্রদান করিয়াছেন, ৯ (এমতস্থলে) তাহা কি যাহা তোমাকে তোমার প্রতিপালকের (অযথা অনুগ্রহ) সম্বন্ধে ভ্রান্ত করিয়া দিল, (যে তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি অযথা অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন?) ৯ কখনই না; (উক্ত রূপ মিথ্যা আশা করিয়া) বাস্তবিক তোমরা কর্ম্মের বিনিময় প্রাপ্তি সম্বন্ধে অসত্যারোপ করিতেছ; (হজরত মনসুর আম্মার বলিয়াছেন, ইহার উত্তরে আমি বলিব গর্ব্বাণী-রক্ষতকা প্রভো, তোমার অনুগ্রহই আমাকে ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে;) ১০ বরং নিশ্চয়ই (তোমাদের কর্ম্মের ইতিহাস রক্ষার জন্য,) তোমাদের উপরে প্রহরিগণ (নিযুক্ত রহিয়াছে,) ১১ তাহারা সম্মানিত লেখক; ১২ তোমরা যাহা কর তাহারা তাহা অবগত। (তোমাদের কৃত সু, কু, সমস্ত কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিবে, তাহা ধ্বংস এবং বিলুপ্ত হইবে না।)

১৩ ইহা নিশ্চয় যে ইব্‌রারগণ অর্থাৎ সুবিশ্বাস সৎকর্ম্মকারিগণ, নইমে, আনন্দোদ্যানে বাস করিবে, ১৪ এবং ইহা নিশ্চয় যে ফুজ্জার অর্থাৎ অবিশ্বাসকারী কুকর্ম্মকারিগণ জহীমে নরকে থাকিবে। ১৫ যখন কর্ম্মের ফল প্রাপ্তিরকাল (কেয়ামত) উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা তথায় প্রবেশ করিবে; ১৬ এবং তথা হইতে আর তাহারা অনুপস্থিত হইতে পারিবে না। (ব্যা ২৪৯ মরণের পর কেয়ামত অর্থাৎ

পুনরুত্থান পর্য্যন্ত আত্মাগণ যে লোকে বাস করে, তাহাকে কবর লোক, সমাধি লোক, আরবীতে আলমে-বর্‌জখ্‌ বলে। বর্‌-জ,খ, অর্থ পর্দ্দা, মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। কবরের সাধারণ অর্থ মৃত শরীর পুতিয়া রেখবার ক্ষুদ্র গর্ত্ত, ইহার প্রকৃত অর্থ মধ্যবর্ত্তী আত্মালোক। ইহা জন্নত এবং জহীমের অনুরূপ, এজন্য ইহারও সুখবস্থা ইল্লিনকে জন্নত, এবং কু অবস্থা সিজ্জীনকে নরক বলে। ইহা হিন্দুগণের প্রেতলোক, এবং খৃষ্টিয়ানগণের স্পীরিট উয়ারল্‌ড (spirit World) ১৭ তোমাকে কি কেহ অবগত করিয়াছে ঐ কর্ম্ম ফল প্রদানের দিবস কি? ১৮ পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, ঐ বদলা দেওয়ার দিবস কি? (কেহ কি তোমাকে অবগত করিয়াছে?) ১৯ সে দিবস, (তজ্জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত,) কোনও প্রাণ (সাফায়ত ক্রমে কাহারও) সাহায্য করিতে কিঞ্চিত সক্ষম হইবে না; এবং সে দিবস সর্ব্ব বিষয় আল্লাহ্‌ই আজ্ঞা দাতা। ১;১৯

মুতফ-কেফীন—পরিমাণ হ্রাসকারী।

মক্কাবতীর্ণ ৮৩ সংখ্যক সুরা (৮৬।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ যাহারা পরিমাণ হ্রাস করে, (যাহার যৎপরিমাণ যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা অপেক্ষা কম দেয়,) তাহাদের পরিণাম শোচনীয়; ২ ইহারা যখন কোনও ব্যক্তির নিকট তৌল করিয়া লয়, তখন পূর্ণ পরিমাণ গ্রহণ করে; ৩ এবং অন্তকে যখন (তাহার প্রাপ্য) মাপ করিয়া দেয়,

বা তৌল করিয়া দেয়, তখন (কম দিয়া) তাহাদের ক্ষতি করে ; ৪
তাহারা ইহা ভাবেও না যে, ৫ সে মহা দিবসে, ৬ যে দিবস মনুষ্যগণকে
সৃষ্টির প্রতিপালক (আল্লাহর) সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে, ৪ যে,
ইহাদিগকে (কর্ম্ম ফল গ্রহণ জন্য) সমুত্থিত করা হইবে। ৭ ইহার
অন্যথা হইবে না যে, (মরণের পর হইতে পুনরুত্থান পর্য্যন্ত,) ফুজ্জার
অর্থাৎ বিশ্বাসহীন কুকর্ম্মকারিগণের কর্ম্মলিপি সিজ্জীনে, (শাস্তিভোগের
স্থানে,) কারাগারে রক্ষিত থাকিবে ; (তাহাদিগকে, তাহাদের কর্ম্ম
পত্রে লিখিত, মন্দ কর্ম্মের শাস্তিভোগ জন্য, ঐ শাস্তি ভোগের স্থানে
কবর লোকের সিজ্জীনে, পুনরুত্থান পর্য্যন্ত বাস করিতে হইবে ;) ৮
এবং সেই সিজ্জীন কি তাহা কি কেহ তোমাকে জানাইয়াছে ? ৯
(সেই সিজ্জীন কারাগারই তাহাদের) কর্ম্মের উন্মুক্তগ্রন্থ, (সে স্থানে
যাহা ঘটিবে তাহা চিত্রাক্ষরে লিখিত ;) যাহারা(কর্ম্মভোগ জন্য পুনরুত্থানে)
মিথ্যা হওয়ার দোষারোপ করে, সে দিবস তাহাদের জন্য শোচনীয়
অবস্থা ; ১১ ইহারাই বলিত কর্ম্মের প্রতিফলদানের দিবসের কথা অসত্য।
১২ ফলতঃ সীমাতিক্রমকারী, পাপকর্ম্মকারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ ইহা
অসত্য বলে না ; ১৩ যখন তাহার নিকট আমার আএত সকল (অর্থাৎ
কোর্‌-আন) পঠিত হয়, সে বলে, (ইহা) পূর্ব্বতন ব্যক্তিগণের গল্প ব্যতীত
নহে ; ১৪ নিশ্চয় অন্যরূপ হয় নাই, বরং তাহারা যাহা করিত তজ্জন্য
উহা তাহাদের হৃদয় মলিন করিয়া দিয়াছে ; ১৫ ইহার অন্যরূপ হইবে
না, নিশ্চয় সে দিবস তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে
(দূরতার) আবরণের মধ্যে থাকিবে, ১৬ পরন্তু তাহারা (সিজ্জীন
হইতে) নিশ্চয় জহীমে অর্থাৎ নরক লোকে প্রবিষ্ট হইবে ; ১৭ তখন
তাহাদিগকে বলা হইবে, ইহাই তাহা যাহা তোমরা অসত্য বলিতা।
১৮ ইহার অন্যথা হইবে না, নিশ্চয় ইব্‌রারের অর্থাৎ সবিশ্বাস সুকর্ম্মকারীর

ব্যক্তিগণের কর্মলিপির গ্রন্থ ইল্লীন নামক উর্দ্ধ লোকে, (কবর লোকের জন্নতে, মরণের পর হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত,) রক্ষিত থাকিবে. (তাহারা ঐ কর্মগ্রন্থ লিখিত সুকর্ম্মের সুফল ঐ কবর লোকে পুনরুত্থান না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগ করিবে।) ১৯ ঐ ইল্লিউন, উর্দ্ধলোক সকল কি তাহা কি তুমি জান? ২০ (উহা তাহাদের কর্ম্ম সুন্দর আকারে প্রকাশ হওয়ার স্থান প্রযুক্ত, উহাই তাহাদের সুকর্ম্মের চিত্র) লিপিগ্রন্থ; ২১ যাহারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে, তাহারা তাহা দৃষ্ট করে; ২২ (পুনরুত্থানের পর) সেই ইব্রারগণ অর্থাৎ বিশ্বাসবন্ত সুকর্ম্মকারিগণ, (ইল্লিউন হইতে) নিশ্চয় নঈম নামক (মহাদান পূর্ণ) জন্নতে বাস করিবে; ২৩ তাহারা উচ্চাসনে আসীন হইয়া (স্ব সম্পদ) দর্শন করিবে; ২৪ তুমি তাহাদের বদনে মহাদান সকলের (চিহ্ন) সদা প্রফুল্লতা দেখিতে পাইবে, ২৬ (আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণের তত্ত্বজ্ঞানরূপ) মৃগনাভী মোহরযুক্ত, ২৫ (ঐশ প্রেম প্রমত্তকারী) রহীক (নামক পূত সুরা) তাহাদিগকে পান করান হইবে; ২৬ উচিত যে (এই সম্পদ লাভের) জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক; ২৭ (ঐ ঈশ প্রেমপ্রমত্ততা সঞ্চারকারী) সুরাতে, ২৮ আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত (মহাপুরুষগণ,) তস্নীম নামক (যে স্বর্গীয় স্রোতস্বিনীর) বারি পান করে, ২৭ (ঐ বারি) ঐ সুরার উপাদান স্বরূপ মিশ্রিত থাকিবে। (তঃ হঃ)

২৯ যাহারা (কোর-আনরূপ সত্যে) বিশ্বাস স্থাপন করিত, সত্যই পাপাচারিগণ তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্য করিত, ৩০ এবং যখন তাহাদের নিকট দিয়া যাইত, তখন পরস্পর (উপহাস সূচক) ইঙ্গিত করিত; ৩১ এবং যখন স্ব দলে ফিরিয়া আসিত, তখন উপহাসজনক আন্দোলন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিত; ৩২ এবং যখন তাহাদিগকে (সম্মুখে)

দেখিত, তখন বলিয়া উঠিত, (দেখ, দেখ, ইহারাই) যাহারা পথ ভ্রষ্ট হইয়াছে ; ৩৩ অথচ ইহাদিগকে তাহাদের প্রহরী নিযুক্ত করা হয় নাই (যে ইহারা তাহাদের মিথ্যা দোষানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিত ;) ৩৪ ফলতঃ যাহারা বিশ্বাসস্থাপনকারী হইয়াছিল, অদ্য তাহারা আল্লাহ-দ্রোহিগণকে দেখিয়া হাসিবে ; ৩৫ তাহারা উচ্চাসনে আসীন হইয়া দেখিবে, ৩৬ অহো, আল্লাহদ্রোহিগণ যাহা করিত, তাহার ফল কি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে ? ১।৩৬

ইন্-শ-কাক,—বিদীর্ণ হওন।

মক্কাবতীর্ণ ৮৪ সংখ্যক সূরা (৮৩।) ১।৮৪।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে, (লুপ্ত হইয়া যাইবে,) ২ এবং তাহার প্রতিপালকের আদেশ শ্রবণ করিবে, (বিলুপ্ত হওয়ার আদেশ শ্রবণমাত্র বিলুপ্ত হইয়া যাইবে,) এবং উহা তদুপযুক্তই বটে, (তাঁহার আজ্ঞার অন্যথা করার যোগ্যতা উহার নাই ;) ৩ এবং যখন পৃথিবীকে বিস্তারিত করা হইবে, (যখন স্ব আকার রক্ষা করার শক্তি উহাতে থাকিবে না ;) ৪ এবং উহার গর্ভস্থ সমস্ত উদ্গীরণ করিয়া দিবে, এবং শূন্য হইয়া যাইবে ; ৫ এবং তাহার প্রতিপালকের আদেশ উহা শ্রবণ করিবে, এবং উহা তদুপযুক্তই বটে, (তাহা অমান্য করার ক্ষমতা উহার নাই, তখন মহাপ্রলয় কেয়ামত আবির্ভূত হইবে।)

৬ হে মানব, তুমি সম্পূর্ণ শক্তির সহিত তোমার প্রতিপালক (আল্‌লাহর) দিকে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে, অতঃপর তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইবা ; ৭ তখন যে ব্যক্তিকে তাহার কর্ম্মলিপি দক্ষিণ হস্তের দিক হইতে দেওয়া হইবে, ৮ সত্যই তখন তাহার নিকট সহজে হিসাব লওয়া হইবে ; ৯ এবং সে স্বদল মধ্যে আনন্দিত চিত্তে ফিরিয়া আসিবে ; ১০ এবং যাহাকে তাহার কর্ম্মলিপি পৃষ্ঠের দিক হইতে (বাম হস্তে) দেওয়া হইবে, ১১ নিশ্চয়ই এখন সে মৃত্যুকে আহবান করিবে, ১২ এবং সে সঈরা নামক নরকে প্রবেশ করিবে ; ১৩ সত্যই সে (অপকর্ম্মকারী) স্বদলের মধ্যে আনন্দের (অসংযত) জীবন অতিবাহিত করিত, ১৪ সে ভাবিত যে (কর্ম্মফল ভোগ জন্য আল্‌লাহর নিকট) নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিতে হইবে না ; ১৫ (তাহার ধারণা সত্য ছিল) না, নিশ্চয়ই তাহার প্রতিপালকের দৃষ্টি তাহার উপরে ছিল।

১৬ এখন আমি গোধূলির রক্তিম সময়ের শপথ করিতেছি ; ১৭ এবং রজনীর এবং রজনী যাহা (সমস্ত) একত্রিত করে (তাহা সমস্তের শপথ করিতেছি ;) ১৮ এবং চন্দ্রের, যখন তাহা (ক্রমশঃ) পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে থাকে, (তাহারও শপথ করিতেছি। যেমন গোধূলির পর ক্রমশঃ রজনী, এবং অমাবস্যার পর ক্রমশঃ চন্দ্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে) তোমরাও (মরণান্তর ক্রমশঃ পারলৌকিক) এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় আরোহণ করিবা। *

(ব্যা ২৪০ মরণের পর কতক দিবস মৃতব্যক্তি যে অবস্থায় থাকে, তাহার সহিত গোধূলির সময়ের তুলনা হইতে পারে, তখন সূর্য্য অস্ত,

* ১৬—১৮ আয়াত, সত্যদ্রোহী আরব শক্তির অস্তগমনের সময় আগত ; ইসলাম শক্তি চন্দ্রের ন্যায় ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। ইসলাম আধিপত্যের ভবিষ্যৎ বাণী। (মাঃ আলী)

কিন্তু রাত্রির অন্ধকারও আবির্ভূত হয় নাই। এই সময়কে রাত্রিও বলা যাইতে পারে, দিবসও বলা যাইতে পারে। মৃতব্যক্তির মরণের প্রথম অবস্থা এইরূপ, প্রথম প্রথম তাহাকে বোধ হয় সে যেন মরে নাই, কিন্তু পার্থিব জীবনে সে যেরূপ বোধ করিত তদ্রূপও সে বোধ করেনা, (তঃ হঃ।) তৎপরের ক্রমাগত অবস্থার সহিত রজনীকালের ক্রমাগত গভীর নিস্তব্ধতার তুলনা হইতে পারে, তখন তাহার পার্থিব ভাব সকল দূর, এবং কবর লোকের অবস্থা প্রবল হইতে থাকে। মরণান্তর কেয়ামত পর্য্যন্ত আত্মা আপন কর্ম্মানুযায়ী সিজ্জীনে, কবর লোকের নরকে, বা ইল্লিনে, ঐ লোকের স্বর্গে বাস করে। যে যেরূপ পবিত্র, সে সেইরূপ ফেরেশতাগণের সঙ্গী হয়, (তঃ হঃ।) অপবিত্র ব্যক্তির আত্মা জিন্নাত অর্থাৎ অপদেবতাগণের সঙ্গে মিশে। (তঃ হঃ;) কেয়ামতের আরম্ভে প্রথম সুর ফুৎকারে, এই আত্মা লোকও বিলীন হইয়া যাইবে, তখন সর্ব্বশ্রেণীর আত্মা অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। আস্‌রাফীল চেতনা-প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় বার সুর অর্থাৎ আকার প্রদানকারী যন্ত্রে ফুৎকার প্রদান করিবে. তখন সমস্ত বিশ্ব পুনঃ উন্নত আকারে প্রকাশিত হইবে ; মনুষ্য আত্মা সকলও সশরীর আবির্ভূত হইবে, ইহাই পুনরুত্থান, বিচারের যুগ। যে আত্মাগণ সিজ্জীনে ছিল তাহারা জহীমে, এবং যাহারা ইল্লিনে ছিল, তাহারা জন্নতে যাইবে, অর্থাৎ কবর লোকের নরক এবং বৈকুণ্ঠ হইতে পুনরুত্থানে প্রকাশিত নরকে এবং বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিবে। এইকালে সমস্তই পূর্ণত্ব অর্থাৎ অপকর্ষতার বা উপকর্ষতার চরমত্ব প্রাপ্ত হইবে, (তঃ হঃ।)

২০ ইহা সত্বেও তাহাদের কি হইয়াছে যে তাহারা (পুনরুত্থান সম্বন্ধে কোর্‌-আনের কথায়) বিশ্বাস করিতেছে না ? ২১ এবং যখন তাহা-দিগকে কোর্‌ আন পাঠ করিয়া শুনান হয়, তখন তাহারা (আল্লাহ্‌কে)

সিজ্‌দা প্রদান করে না; (অর্থাৎ কোর্-আন সত্য মানিয়া লয় না;) ২২ বরং যাহারা আল্লাহদ্রোহী (কাফের,) তাহারা (সত্য জ্ঞাতকারী কোর্-আনে,) অসত্য হওয়ার দোষারোপ করে। ফলতঃ তাহাদের হৃদয়ে যাহা গুপ্ত আল্লাহ তাহাও অবগত, ২৪ অতএব তাহাদিগকে সন্তাপদায়ক যন্ত্রনার সুসংবাদ দাও; ২৫ তাহাদিগকে ব্যতীত, যাহারা বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে, এবং (তৎসহ) সুকর্ম্মও করিয়াছে, তাহাদের জন্য অশেষ বিনিময় রহিয়াছে।১।২৫

বরূজ—রাশি সমূহ।

মক্কাবতীর্ণ ৮৫ সংখ্যক সূরা (২৭।) ১।৮৫।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ

১ আকাশের শপথ যাহাতে রাশি সকল সংস্থাপিত; (ব্যা ২৪১ আকাশের বৃত্ত বারভাগে বিভক্ত; এক এক ভাগকে বুরূজ অর্থাৎ রাশি বলে, সূর্য্য এক এক রাশি এক এক মাসে অতিক্রম করে, এবং এক এক রাশি পার হইতে চন্দ্রের দুই এবং এক চতুর্থাংশ দিন লাগে, এই রাশিচক্রে সূর্য্যের অবস্থানানুযায়ী দিবা রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি, এবং গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, প্রভৃতি ছয় ঋতুর আগমন হয়। এই রাশিচক্র আমাদিগকে অবস্থারূপ বাক্যে বলিয়া দিতেছে, রাত্রির অর্থাৎ দুঃখের পর, দিবসের অর্থাৎ সুখের আগমন হয়; শীতের কষ্টকর সময়ের পর, সুখের সময় বসন্তের, এবং

প্রাচুর্য্যের সময় বর্ষার আগমন হয়; তদ্রূপ হে প্রপীড়িত, দীন দরিদ্র, আত্ম-সমর্পিত মুস্লেমগণ, তোমাদেরও প্রাধান্যের, ঐশ্বর্য্যের দিন যথা সময় আসিবে ইহা শপথ করিয়া বলা হইতেছে, তঃ হঃ) ২ এবং যে (কর্ম্মফল প্রাপ্তির) দিবসের অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তাহার শপথ, ৩ এবং (যে মানব জাতি কেয়ামতের সময় আমার সম্মুখে) উপস্থিত হইবে, এবং যাহার সম্মুখে (তোমাদিগকে) উপস্থিত করা হইবে, (সেই পয়গম্বর মোহম্মদ (দঃ) বা প্রত্যেক জাতির পয়গম্বরগণের) শপথ; (পয়-গম্বরের অনুসরনকারিগণকে যাহারা নির্য্যাতন করে তাহারা শাস্তিগ্রস্ত হয়।) ৪ (হে প্রপীড়িত আল্লাহ পরায়ণগণ, ইতঃপূর্ব্বেও আল্লাহ পারায়ণগণকে আল্লাহ নির্য্যাতন হইতে উদ্ধার, এবং নির্য্যাতনকারি গণকে বিনষ্ট করিয়াছেন, যথা আল্লাহ্ পরায়ণ বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে দগ্ধ করিবার জন্য, এমন দেশাধিপ জুনোয়াস এবং তাহার আজ্ঞাবহগণ,) যাহারা বহু খাদ খনন করিয়া, ৫ তাহাতে (রাশিকৃত) কাষ্ঠখণ্ড (পূর্ণ করিয়া) অগ্নি (প্রজ্জলিত) করিয়াছিল; ৬ (এবং) যখন তাহারা (ঐ অগ্নি কুণ্ড সকলের) অদূরে উপবিষ্ট ছিল, ৭ এবং (তাহাদের আজ্ঞাবহগণ) আল্লাহ্ পরায়ণগণের সম্বন্ধে কি করিতেছিল, (দেখিবার সুখ ভোগ জন্য) উপস্থিত ছিল, ৮ (তখন হঠাৎ প্রবল ঝ্যাতা উত্থিত হইয়া ঐ জলন্ত কাষ্ঠ সকল তাহাদেরই উপর নিক্ষেপ করায়) খাদস্বামীগণই ভস্মসাৎ হইয়া নিহত হইল, (তঃ হঃ)। ৮ ফলতঃ (সেই প্রপীড়কগণ) তাহাদের মধ্যে কোনও দোষ প্রাপ্ত হয় নাই, (কিন্তু ইহাই তাহাদের মহাপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিল যে,) তাহারা সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্ব পূজ্য আল্লাহ, ৯ যিনি স্বর্গের এবং মর্ত্তের অধিপতি, ৮ তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল; ৯ (আল্লাহ বিশ্বাসবন্তগণকে ভুলিয়া যান নাই,) বরং যাহা সমস্ত ঘটিতেছিল, আল্লাহ তাহা দর্শন করিতেছিলেন;

১০ যে ব্যক্তিগণ আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ এবং স্ত্রীলোকগণকে বিপদ গ্রস্ত করে, এবং তৎপর এই পাপ জন্য অনুতপ্ত হয় না, নিশ্চয় তাহাদের জন্য (পরকালে) নরকের, এবং অগ্নি প্রদাহের যন্ত্রণা। ১১ যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং সৎ কর্ম্মও করিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য (আল্লাহর মহাদান সকলের) স্রোতস্বিনী শোভিত উদ্যান; ইহা মহা মনস্কামনা লাভ। ১২ (দণ্ড প্রাপ্তির উপযুক্ত স্থির করিয়া) আল্লাহ যাহাকে ধৃত করেন, নিশ্চয়ই সে অতি দৃঢ়ভাবে ধৃত হয়; ১৩ (ইহা তাঁহার পক্ষে কঠিন নহে, যেহেতু) নিশ্চয়ই তিনিই প্রথম সৃষ্টি কর্ত্তা, তিনিই পুনঃ সৃষ্টি কারক। ১৪ এবং (অনুতপ্তের প্রতি তিনি সদয় যেহেতু) তিনি পাপ মার্জ্জনাকারী, স্নেহময়; ১৫ তিনি (তাঁহার বিশ্বব্যাপ্ত রাজাসন) সম্মানিত আরশের অধিপতি, (মোঃ কোঃ) ১৬ তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম।

১৮ (পয়গম্বর অগ্রাহ্যকারী, প্রপীড়ক, পাপাচারী জাতি ইহ এবং পরকালে দণ্ড ভোগ করে তৎসম্বন্ধে আরও দৃষ্টান্ত) (ফের-অ-উন, এবং সমুদগণের, ১৭ সৈন্য দলের বিবরণ তোমার নিকট কি আগত হয় নাই? (কোর্-আনে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে;) ১৯ কিন্তু যাহারা অবিশ্বাস কারী, (অর্থাৎ মক্কার মুসলেম প্রপীড়কগণ,) তাহারা তাহাতে অসত্য হওয়ার দোষারোপ করিতেছে; ২০ ফলতঃ আল্লাহ তাহাদিগকে, (ঐ আল্লাহদ্রোহী, মোসলেম প্রপীড়কগণকে) চতুর্দ্দিক হইতে ঘেরিয়া লইয়াছেন। ২১ (কোর্আন তাহারা গ্রাহ্য করিতেছে না,) বরং কোর্ আন মহা সম্মানিত গ্রন্থ, ২২ তাহা লওহ মহফুজে (অদৃশ্য লোকে) বিদ্যমান রহিয়াছে, (তাহাতে যাহা যাহা আছে তাহা অতি সত্য। যথা সকল প্রপীড়কগণ ইহ এবং পরকালে শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।) ১।২২

তারেক—রাত্রিতে আগমনকারী।

মক্কাবতীর্ণ ৮৬ সংখ্যক সূরা (৩৬।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা আল্‌লাহর নামে আরম্ভ।

১ আকাশের শপথ, এবং রাত্রিতে আগমনকারীর শপথ; ২ এবং তুমি কি জান রাত্রিতে আগমনকারী কি? ৩ তাহা দীপ্তমান নক্ষত্র; (অর্থাৎ ধ্রুব নক্ষত্র, বা নক্ষত্র সকল;) (ব্যা ২৪৩ নক্ষত্র সকলকে তিনিই অস্তিত্ব প্রদান করিয়াছেন, চিন্তাশীল ব্যক্তি এই সত্যে স্বয়ং উপনীত হয়; তদ্রূপ মনুষ্যকেও নাস্তিত্বের অবস্থা হইতে অস্তিত্বের অবস্থা প্রদান করিয়াছেন, এবং সেই আকাশ, এবং নক্ষত্র, এবং মনুষ্য জাতিকে রক্ষা করিতেছেন;) ৪ এমত কোনও প্রাণ নাই, কিন্তু যাহার উপরে (স্বয়ং তিনি, বা ফেরেশতা) রক্ষক নাই। ৫ (তিনি যে নাস্তিত্ব হইতে মনুষ্যকে অস্তিত্ব প্রদান করিয়াছেন, এবং মরণান্তর পুনঃ অস্তিত্ব প্রদান করিতে সমর্থ,) তৎ সম্বন্ধে মনুষ্যগণ (অনুধাবন করিয়া) দেখুক, কোন বস্তু দ্বারা (কিরূপে) তাহারা (অর্থাৎ তাহাদের দৃশ্য শরীর) গঠিত হইয়াছে; ৬।৭ যে জল (পিতৃ মাতৃ) পৃষ্ঠ এবং বক্ষ (অর্থাৎ স্নায়ুমণ্ডল এবং রক্ত সঞ্চারক যন্ত্র অতিক্রম করিয়া) সবেগে বিনিঃসৃত হয়, তাহারা তদ্দ্বারা গঠিত হইয়াছে; (ব্যা ২৪৪ আহার্য্য পদার্থ হইতে তিনি অপূর্ব্ব কৌশলে পিতৃ মাতৃ শুক্র উৎপন্ন করিয়াছেন, এবং ঐ সংমিলিত পদার্থকে মনুষ্যাকার ধারণ করার গুণ প্রদান করিয়াছেন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কুক্কুটী এবং হংসী ডিম্বের উপাদান এক, এবং ঐ উপাদান সকলের পরিমাণও এক,

কিন্তু তথাপি হংসী ডিম্বে কুক্কুট শাবক, কিম্বা কুক্কুটী ডিম্বে হংস শাবক কখনও জন্মে না, ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে প্রাণী বীর্য্যে স্বস্ব আকার রক্ষা করার শক্তি রক্ষিত আছে।) ৮ (এমত স্থলে ইহা কি সম্ভাবনা বিরুদ্ধ যে) তিনি মনুষ্যকে (মরণান্তরের নাস্তিত্ব প্রাপ্ত অবস্থা হইতে পুনঃ) পূর্ব্বাকারে পরিবর্ত্তন করিতে নিশ্চয়ই সক্ষম? ৯ (যখন তিনি তাহাদিগকে পুনঃ আকার যুক্ত করিয়া উত্থিত করিবেন,) সে দিবস তাহাদের (মনে এবং মনুষ্য দৃষ্টি হইতে,) গুপ্ত বিষয় সকল পরীক্ষিত হইবে, (যে সে সকলের ফল সু কিম্বা কু;) ১০ (তখন তাহা গোপন করিবার এবং তাহার ফল রোধ করিবার) তাহার শক্তি (হইবে) না; এবং (তজ্জন্য) কোন সাহায্যকারী (প্রাপ্ত হইবে) না।

১১ আকাশের শপথ, যাহাতে জল (বর্ষণকারী মেঘ,) ১২ এবং পৃথিবীর শপথ যাহাতে (বীজ অঙ্কুরিত করণ জন্য) বিদীর্ণতা সকল (বিদ্যমান; আমি মনুষ্যকে পুনঃ পূর্ব্বাকারে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে সক্ষম। মাতৃ গর্ভস্বরূপ পৃথিবী গর্ভে, মাতৃ ডিম্ব (ovum) স্বরূপ উদ্ভিদ বীজে, পিতৃ শুক্র স্বরূপ আকাশ হইতে জল পতিত হইয়া, ঐ বীজের এবং জলের সংমিশ্রণে অঙ্কুরের ন্যায় ভ্রূণ জন্মে। উদ্ভিদ বীজ বৃক্ষে এবং শস্যে পরিণত হয়, এবং মনুষ্য শুক্র মনুষ্যাকার ধারণ করে, ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে মৃত মনুষ্যকে পুনঃ শরীর প্রদান করা এইরূপ কার্য্য।) ১৩ নিশ্চয় উহা অর্থাৎ কোর্-আন, নিষ্পত্তিকারী বাক্য, (তাহাতে যাহা আছে তাহার অন্যথা হইবে না;) ১৪ এবং তাহা অগ্রাহ্যকরণ যোগ্য কথা নহে; ১৫ তাহারা (অর্থাৎ অবিশ্বাসকারী আরবগণ, ইহতে অবিশ্বাস জন্মাইবার জন্য,) বা পয়গম্বরকে বধ জন্য, কৌশল অবলম্বন করিয়াছে; ১৬ আমিও (তাহা সত্য প্রমাণ জন্য, বা ইসলাম প্রবল করণ জন্য,) কৌশলাবলম্বন করিয়াছি; ১৭ (মক্কাদের

পরেই পুনরুত্থান এবং কর্ম্মফল সম্বন্ধে, এবং যথা সময় ইহ লোকেই, আল্লাহদ্রোহীগণের শাস্তি সম্বন্ধে, আমার কৌশল প্রকাশ হইয়া পড়িবে,) অতএব আল্লাহদ্রোহী অর্থাৎ কাফেরগণকে সাবকাশ দাও, নিনর্তী কতক দিনের জন্ত তাহাদিগকে সাবকাশ দাও; (ইঁহাদের পতন সম্বন্ধে কোর্-আনের ভবিষ্যৎ বাণী যথা সময় সত্য হইবে।) ১।১৭

আ, লা,—মহৎ।

মক্কাবতীর্ণ ৮৭ সংখ্যক রা (৮।) ১।৮৭।৩০

অসীম অনুকম্পাকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১(হে নবী!) তোমার মহা প্রতিপালক আল্লাহর নাম সহ (তাঁহার) পবিত্রতা বাদকর, আল্লাহ পবিত্র, (অর্থাৎ সুবহানা-আল্লাহ্ জপ কর, তিনি সর্ব্ব প্রকার দোষ রহিত;) ২ তিনিই যিনি (সমস্তই) সৃষ্টি করিয়াছেন, তদনন্তর (তাহাতে তাহার) উপযোগিতা প্রদান করিয়াছেন, (যাহা যে জন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তদুপযুক্ত করিয়াছেন;) ৩ পরন্তু তাহাকে পরিমাণ বিশিষ্ট করিয়াছেন, (তাহার সম্বন্ধে তাহার গুণ, স্বভাব, কার্য্য, ভোগ, ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, ইহাই তক্‌দির;) তদনন্তর (তৎ সম্বন্ধে তাহাকে) পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; (তঃহঃ) ৪ যথা তিনি পশু ভক্ষ্য (তৃণাদি) সকলকে বহিস্কৃত করেন, (তাহা সকলকে বর্দ্ধিত হওয়ার যৎপরিমাণ শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, তাহা সকল তৎপরিমাণ, ততকাল বর্দ্ধিত হয়;) ৫ তৎপর (ঐ পরিমাণ পূর্ণ হইলে,) তিনি তাহা সকলকে শুষ্ক করেন, এবং বিবর্ণ করেন; (এই পরিমাণার্পন, এই স্বভাব, এই তক্‌দির সর্ব্বত্র বিদ্যমান।)

৬ (হে রসুল যাহা অবতীর্ণ হইতেছে, তাহা বিস্মৃত হওয়ার আশঙ্কা করিও না,) আমি স্বয়ং তাহা তোমাকে পাঠ করাইব, তৎপর তুমি তাহা বিস্মৃত হইবা না, অথবা, (হে মনুষ্য,) শীঘ্রই (মরণের পরই) আমি তোমাকে (তোমার কর্ম্ম লিপি) পাঠ করিয়া শুনাইব, তৎপর তাহা তুমি আর ভুলিয়া যাইবে না (তঃহঃ); ৭ কিন্তু যাহা আল্লাহ ইচ্ছা করিবেন, তাহাই মাত্র (স্মৃতি হইতে লুপ্ত হইবে,) (অথবা হে মনুষ্য,) তোমার যে কর্ম্ম তিনি তোমাকে বিস্মৃত করিয়া দিবেন, (তোমার কর্ম্ম পত্র হইতে মিশাইয়া দিবেন, তাহা ভোগ করিবা না;) যাহা প্রকাশ্য, এবং যাহা অপ্রকাশ্য তাহা সমস্ত তিনি জানেন। ৮ এবং (হে নবী,) তোমার জন্য সহজ করিয়া দিব সহজ পথ (ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রথাকে,) অথবা, হে মনুষ্য তোমার জন্য সহজ করিয়া দিব যাহা (পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ মত তোমার জন্য) সহজ, (তঃকাঃ), (কেহ সুকর্ম্ম করিতে, তাহার প্রবৃত্তির মত দ্বিধা করিবে না, কেহ আবার শত বাধা বিঘ্ন সত্বেও সুকর্ম্ম করিতে থাকিবে।) ৯ অতএব (হে নবী,) তুমি উপদেশ (কোর্‌আন, প্রচার) করিতে থাক, যদি ঐ উপদেশ (কাহাকেও) লাভবান করে, ১০ যাহারা (আল্লাহর বাণীর অন্যথা করিতে) ভয় করে, নিশ্চয় তাহারা উপদেশ গ্রাহী হইবে, ১১ কিন্তু যাহারা (প্রাপ্ত স্বভাব মত) অতি দুর্ভাগা, তাহারা তাহা পরিহার করিবে, ১২ ইহারাই যাহারা মহা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে; ১৩ তদন্তর (তাহাদের যে অবস্থা হইবে,) তাহা (নিরন্তর কষ্ট ভোগ হেতু) বাঁচিয়া থাকাও নহে, এবং (কষ্ট ভোগের বিরাম নাই জন্য) মরিয়া যাওয়াও নহে। ১৪ যে নিজকে পবিত্র করিয়াছে, ১৫ এবং তাহার প্রতিপালকের নামের জপ করিয়াছে, (সর্ব্ব প্রকার সুকর্ম্মই তাঁহার জপ,) তৎপর নমাজ সম্পন্ন করিয়াছে, ১৬ তাহার কামনা পূর্ণ হইয়াছে।

১৭ (হে মনুষ্যগণ, তোমরা সম্পদপূর্ণ পরকাল তুচ্ছ করিয়া) বরং

পার্থিব জীবনের প্রতি আশক্তি প্রকাশ করিতেছ, ১৭ কিন্তু পারলৌকিক জীবন, ইহজীবন হইতে বহু উত্তম, এবং বহুকাল স্থায়ী ; ১৮ নিশ্চয়ই ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থেও আছে, ১৯ (হে আরবগণ, ইহা তোমাদের আদি পুরুষ) ইব্রাহীমের, এবং (তোমাদের পয়গম্বর মোহাম্মদ (দ) সম্বন্ধে যিনি ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন সেই পয়গম্বর) মূসার গ্রন্থেও আছে।১।১৯

গা, শী, আ,—আচ্ছন্নকারী।

মক্কাবতীর্ণ ৮৮ সংখ্যক সূরা (৬৮।) ১।৮৮।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ (হে নবী,) সর্ব্বব্যাপী (কেয়ামতের) বিবরণ তোমার নিকট কি আগত হইয়াছে ? ২ সে দিবস বহু বদন মণ্ডল দৈন্য, ৩ শ্রান্তি, পরিশ্রম, প্রকাশ করিবে, ৪ (এই অবস্থায়) প্রজ্জলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। * ৫ তাহাদিগকে ফুটিত জলের নদী হইতে পান করান হইবে , ৬ তাহাদের জন্য জ'রী (নামক নরকস্থ) বৃক্ষ ব্যতীত অন্য খাদ্য নাই ; ৭ তাহা শরীর পুষ্ট করে না, এবং ক্ষুধা নিবারণ জন্যও কার্য্যকর নহে। ৮ সে দিবস (আবার) অনেকের বদন মণ্ডলে মহানন্দের চিহ্ন প্রকাশিত হইবে, ৯ তাহাদের (পার্থিব) চেষ্টার জন্য তাহারা পরিতোষ লাভ করিবে। ১০ (পরকালে) তাহারা উন্নত উদ্যানে (বাস করিবে,) ১১ তাহারা তথায়

---

* ১—৪ আএত, এক মহাবিপদ উপস্থিত [illegible]বার আল্লাহদ্রোহিগণের পতন হইবে, এবং পরকালে তাহারা নরক ভোগ করিবে। মোহম্মদ আলী।

কোন বৃথা, (অর্থাৎ যাহা প্রীতিপ্রদ নহে এমত) কথা শুনিবে না ; ১২ তথায় (তাঁহার মহাদানের) নদী সকল প্রবাহিত ; ১৩ তথায়, (নিমন্ত্রণ সভায়,) উচ্চ আসন সকল (স্থাপিত), ১৪ এবং পান পাত্র সকল (যথা স্থানে) সজ্জিত ; ১৫ এবং উপাধান সকল শ্রেণী শ্রেণী (ন্যস্ত,) ১৬ এবং মসনদ সকল বিস্তৃত, (যাহারা তাঁহার আশ্রিত, মেহমান, তাহাদের জন্ত এই মহা উদ্যোগ ।)

১৭ (স্বর্গের বর্ণনা শুনিয়া মরুবাসী, অজ্ঞ, দরিদ্র, আরবগণ সবিস্ময় বলিতেছে ইহা অসম্ভব, কিন্তু) তাহারা (তাহাদের) উষ্ট্রের দিকে দেখেনা কেন ? সে সকলকে কেমন সৃষ্ট করা হইয়াছে ? (উহারা মরুভূমিতে চলন্ত সিংহাসন, উহাদের দুগ্ধাধার যেন দুগ্ধ প্রস্রবণ, উহাদের উদরস্থ জলকোষে সুশীতল জল রক্ষিত ;) ১৮ এবং আকাশের দিকে দেখুক, (চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, শোভিত করিয়া তাহা) কেমন উন্নত করা হইয়াছে ? ১৯ এবং পর্ব্বত সকলের দিকে দৃষ্টি করুক, (সে সকলকে বহু ক্রোশ ব্যাপী উচ্চ শরীর করিয়া) কেমন প্রোথিত করা হইয়াছে ? ২০ এবং পৃথিবীর দিকে নয়নপাত করুক, (তাহার উপরি ভাগকে, ক্ষেত্র, উদ্যান, হ্রদ, নদী শোভিত করিয়া কেমন) বিস্তৃত করা হইয়াছে ; (ইহা সমস্ত বলিয়া দিতেছে তিনি সুন্দর হইতেও সুন্দর বাসস্থান, এবং ভোগস্থান, রচনা করিতে অক্ষম নহেন ।)

২১ (হে নবী,) অতএব তুমি উপদেশ প্রদান করিতে থাক, তুমি উপদেশ দাতা ব্যতীত নহ, ২২ (লোকেরা তাহা বিশ্বাস না করিলেও) তুমি তাহাদের শাস্তি দাতা নহ ; ২৩ কিন্তু যে মুখ ফিরাইয়া লইবে, এবং আল্লাহদ্রোহী কাফের হইবে, ২৬ তৎপর (তাহাদের) হিসাব গ্রহণ নিশ্চয় আমার উপর (রহিয়াছে ।) ১।২৬

ফজর—প্রভাত।

মক্কাবতীর্ণ ৮৯ সংখ্যক সূরা (১০।) ১।৮৯।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ

১ প্রভাতের শপথ, (যখন মনুষ্যগণ মৃত্যুরূপ নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, যে নিত্য ঘটনা মরণান্তর পুনরুত্থানের সদৃশ ;) ২ এবং (জি,ল্ হজ্ মাসের) দশ রাত্রির শপথ, (যখন নানা দেশ হইতে হাজিগণ একত্রিত হয়, যাহা কেয়ামতে পুনরুত্থিত আত্মাগণের স্ব স্ব দলে মিলিত হওয়ার অনুরূপ,) ৩ এবং যুগ্ম সংখ্যার, এবং অযুগ্ম সংখ্যার, (শরীর যুক্ত আত্মার, এবং শরীর বিযুক্ত আত্মার শপথ ;) (নঃ আঃ) ; ৪ এবং নিশাকালের শপথ, যখন তাহা অবসান হইতে থাকে ; (যাহা কেয়ামতে পুনরুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তীকাল স্বরূপ,) জ্ঞানবানের জন্য (ইহার প্রত্যেকটী) কি (গুরুতর) শপথ নহে (যে, কেয়ামত, পুনরুত্থান, কর্ম্মফল, পাপ-পুণ্যানুযায়ী শ্রেণী বিভাগ, সত্য ?)

৬ (আল্লাহদ্রোহী জাতিগণকে, ইহ এবং পরলোকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হে নবি,) তোমার প্রতিপালক আল্লাহ, ৭ ইরমহ্ আদ জাতির জন্য, যথায় স্তম্ভ (সকলের উপরে নির্ম্মিত উচ্চ প্রাসাদ সকল) ছিল, ৬ কিরূপ বিধান করিয়াছিলেন, তাহা কি তুমি (চিন্তা করিয়া) দেখ নাই? ৮ যে সকলের [illegible] কোনও দেশে (এ পর্য্যন্ত) সৃষ্ট হয় নাই ; ৯ এবং সমুদ ([illegible] জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা কি দেখ নাই ?) [illegible]) উপত্যকায়

(ব[illegible], অর্থাৎ পর্বত গর্ভদেশে সুদীর্ঘ স্তম্ভ শোভিত প্রাসাদ নির্মাণ জন্য) প্রস্তর খনন করিত; ১০ এবং ফের্-অ-উন (নামক) কীলক-বহনকারী, (মিসর দেশের প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা কি ভাবিয়া দেখ নাই?) (এই কিব্তী জাতীয় ফের্-অ-উন সৈন্য তাঁহাদের শত্রুগণের বক্ষে কীলক বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিত, অথবা তাঁহাদের অশ্বসকলকে বাঁধিয়া রাখার জন্য অসংখ্য স্বর্ণ কীলক সঙ্গে লইয়া যাইত এবত ঐশ্বর্য্যশালী ছিল।) ১১ ইহারা দেশে উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল, (দেশবাসী অন্য জাতি যথা ইস্রাইল বংশীয়গণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত,) ১২ তদনন্তর দেশ মধ্যে (তাহাদের) উপদ্রব বহুল পরিমাণ বিস্তীর্ণ করিয়াছিল; ১৩ তৎপর তোমার প্রতিপালক আল্লাহ্ তাহাদের উপর শাস্তির কষাঘাত বর্ষণ করিয়াছিলেন; ১৪ ইহা নিশ্চয় যে তোমার প্রতিপালক, (শাস্তি প্রদানের নির্দিষ্ট সময়ের,) সুযোগের অপেক্ষা করেন।

১৫ ফলতঃ তাহার প্রতিপালক যখন কোনও ব্যক্তির পরীক্ষা করেন, তখন তাহাকে সম্মান এবং সম্পদ প্রদান করেন, সে বলে আমার প্রতিপালক আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, (তখন সে উহা সকলের অপব্যবহার করিয়া অসংযত জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে,) ১৬ এবং যখন তাহাকে (অন্য প্রকারে) পরীক্ষা করেন, তখন তাহার আয় সংকীর্ণ করিয়া দেন, (দারিদ্র্য এবং অভাব দ্বারা তাহার পরীক্ষা করেন, তখন) সে বলে আমার প্রতিপালক আমাকে হীনতাগ্রস্ত করিয়াছেন, (সে তখন তাহার প্রতিপালকের উপর দোষারোপ করে,) ১৭ নিশ্চয় এমত নহে (যে, তিনি অকারণ তোমাদিগকে দৈন্যগ্রস্ত করেন,) বরং (ইহার কারণ [illegible] অকৃতজ্ঞতার সময়) তোমরা পিতৃহীন সন্তানগণের সমাদর করনা; ১৮ এবং দরিদ্রগণকে অন্নদান জন্য পরস্পরকে আগ্রহান্বিত

করনা, ১৯ বরং (পিতৃহীনের) উত্তরাধিকার ক্রমে প্রাপ্ত সম্পত্তি শীঘ্র শীঘ্র গ্রাস করিয়া ফেল, ২০ এবং ধনের উপর অত্যন্ত ভালবাসা প্রকাশ কর। ২১ কখনই ইহার অন্যথা হইবে না, যে দিবস পুনঃ পুনঃ আঘাতে পৃথিবী চূর্ণ করা হইবে, ২২ এবং (তৎপর পুনরুত্থানে,) তোমার প্রতিপালক, এবং শ্রেণী শ্রেণী মলায়েকগণ আগমন করিবেন, ২৩ এবং (যখন) সে দিবস নরক প্রকাশিত করা হইবে (তখন) মনুষ্যগণ উপদেশে বিশ্বাসী হইবে, (যে কর্ম্মফল ভোগ সত্য,) কিন্তু তখন উপদেশে বিশ্বাসে কি ফল? ২৪ সে বলিবে হায় পূর্ব্বেই যদি আমি আমার (এই পারলৌকিক) জীবনের জন্য কিছু পাঠাইতাম, (মঙ্গল হইত,) ২৫ ফলতঃ সে দিবস তিনি শাস্তির যে ব্যবস্থা করিবেন, তেমন কেহ করিতে পারে না, ২৬ এবং তিনি যেমন আবদ্ধ করিবেন, তেমন আবদ্ধ কেহ করিতে পারে না। ২৭ (যাহারা তাহাদের প্রাপ্ত মহাদান সকলের সুব্যবহার করে, মরণ-কালে তাহাদিগকে বলা হইবে,) হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা, ২৮ সানন্দে তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া আস, তিনি তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন, ২৯ অতঃপর (কেয়ামত না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বরাজ্যের মঙ্গল-সাধনে নিয়োজিত) আমার আজ্ঞাবহদের দলে ভুক্ত হও, (হজরতুল্লা হে বান্দেগা,) ৩০ এবং তৎপর (যথা সময় পুনরুত্থানে,) আমার স্বর্গতে প্রবেশ কর।১।৩০

বলদ—নগর

মক্কাবতীর্ণ ৯০ সংখ্যক সূরা (ৰু৫।) ১।৯০।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ (হে নবী,) আমি এই (মক্কা) নগরের শপথ করিতেছি ; ২
ফলতঃ তুমি এই নগরে (যুদ্ধ) বৈধ করিবে, (অর্থাৎ মক্কা অধিকারের
দিবস, এবং কাফেরগণ তথায় যুদ্ধ করিলে, তোমারও জন্ম তথায় যুদ্ধ
করা বৈধ হইবে, নঃ আঃ) ; ৩ এবং (মনুষ্য জাতির) জন্মদাতার,
(প্রথম মনুষ্য আদমের,) এবং (আদম) যাহাদিগকে জন্ম দিয়াছে,
(সেই মনুষ্য জাতির) শপথ করিতেছি ; (যে এই মুসলেম প্রপীড়কগণ,
প্রপীড়িত মুসলেমগণের হস্তে এই নগর সমর্পণ করিবে।)
৪ (এই প্রপীড়কগণ, ধন এবং বল দর্পে দর্পিত, তাহারা কল্‌-দা-বিন-
উসয়েদের ন্যায় ব্যক্তি, কিন্তু তাহাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে,)
ইহা নিশ্চয় যে আমি মনুষ্যকে, (এমত করিয়া) সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহাকে
(মরণ পর্য্যন্ত বিবিধপ্রকার) কষ্টভোগ করিতে হয়, (সে শৈশবে, যৌবনে,
বৃদ্ধত্বে, আহার কর্তৃত্বাধীন নহে এমত কারণ সকলের অধীন,) ৫ (সে
কি কল্‌দা-বিন-উসয়েদের ন্যায় মনে করিতেছে,) কেহই তাহার উপর
ক্ষমতা প্রকাশকারী নাই ? (এই কল্‌দা-বিন-উসয়েদ একজন ধনশালী,
মহা বলশালী ব্যক্তি ছিল, সে কোনও বস্তুর উপর দাঁড়াইয়া থাকিলে
মহা বলবান ব্যক্তিগণ তাহা তাহার পায়ের তল হইতে বাহির করিতে
পারিত না। তাহাকে ইস্‌লাম অবলম্বন জন্ম আহ্বান করা হইল।
সে বলিল আমি নরকের ভয় করিনা, , আমার বাম হস্তদ্বারা আমি নরকের

সমস্ত ফেরেশতাগণকে নিরস্ত করিব। আমি কল্পিত অস্ত্রও চাহিনা।
আমি রাশিকৃত ধন ব্যয় করিয়া বহু আমোদ, প্রমোদ সুখ সম্ভোগ
করিয়াছি, নঃ আঃ, সে কি রোগ, শোক, মৃত্যুর অধীন নহে ?) ৬
(তাহাকে সদ্ব্যয় জন্য আমি যে ধন দিয়াছি, তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া
সে সদর্পে) বলিতেছে, (পারলৌকিক সম্পদ কল্পিত মাত্র, আমি ইহ-
লোকেই সুখভোগ জন্য) স্তূপাকার ধন ব্যয় করিয়াছি, ৭ সে কি মনে
করিতেছে যে, (উহা অযথারূপে ব্যয়কালে) কেহই তাহাকে দেখে
নাই ? ৮ (ঐ ধন উপার্জ্জন জন্য) আমি কি তাহাকে চক্ষুর্দ্বয় অর্পণ
করি নাই ? ৯ এবং একটী জিহ্বা, এবং দুইটি ওষ্ঠ (কি প্রদান করি
নাই ?) ১০ এবং (বিবেচনা শক্তি প্রদান করিয়া, লাভের এবং ক্ষতির,
পাপের এবং পুণ্যের) পথদ্বয় তাহাকে কি দেখাই নাই ? (তঃ হঃ),
. ইহা সত্ত্বেও (ধনদ্বারা পুণ্যার্জ্জন জন্য) সে কষ্টকর পথ অবলম্বন
করিল না, ১ (হে মনুষ্য ঐ) দুর্গম পথের অর্থ তুমি কি বুঝিয়াছ ?
১৩ (যাহা বন্দীদিগকে বন্দীত্ব হইতে মুক্তকরণ, ১৫ কিম্বা আত্মীয়বর্গের
পিতৃহীন সন্তানগণকে, ১৬ অথবা (ক্ষুধা কাতর) ধুলি শয্যায় শায়িত
কপর্দ্দকহীন ব্যক্তিগণকে, ১৪ অন্নাভাবের দুর্দ্দিনে অন্নদান করন, ১৭
এতদ্ব্যতীত, (বিপক্ষের পীড়ন, অত্যাচার, ভয় না করিয়া) যাহারা
বিশ্বাস স্থাপনকারী অর্থাৎ মুস্লেম হইয়াছে, তাহাদের দলে ভুক্ত হওয়া,
এবং (স্বআদর্শ দ্বারা) অন্যকেও ধৈর্য্য ধারণ করা, এবং সদয় ব্যবহার
করা শিক্ষা দেওন, (ইহাই কঠিন বা দুর্গম পথ ;) ১৮ ইহারাই
সৌভাগ্যের বা দক্ষিণদিকের অধীশ্বর, ১৯ এবং যাহারা আমার [illegible]
সকলের (কোর্-আনের উপদেশের) বিরুদ্ধাচরণ করে, [illegible]
দুর্ভাগ্যের বা বাম দিকের দল, ২০ ইহাদেরই উপর অগ্নি আবদ্ধ করি
রাখা হইয়াছে। (ধনশালী এবং ক্ষমতাশালী মক্কার প্রপীড়কগণকে এক

...পথ অবলম্বন করা উচিত ছিল, এই মক্কানগর মুসলেমগণের হস্তে ...ত হইবে।) ১।২০

শম্‌স—সূর্য্য।

মক্কাবতীর্ণ ৯১ সংখ্যক সূরা (২৬।) ১।৯১।১০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ সূর্য্য এবং তাহার রৌদ্রের শপথ, ২ এবং চন্দ্রের শপথ, যখন তাহা উহার পর আগমন করে, ৩ এবং দিবসের শপথ, যখন উহা সূর্য্যকে প্রকাশিত করে; ৪ এবং রাত্রির শপথ, যখন উহা সূর্য্যকে আবৃত করিয়া ফেলে, ৫ এবং আকাশের, এবং যিনি তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার শপথ, ৬ এবং পৃথিবীর, এবং যিনি তাহা বিস্তৃত করিয়াছেন, তাঁহার শপথ; ৭ এবং মনুষ্যাত্মার, বা মানুষের, এবং যিনি তাহাকে সংগোপযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার শপথ, ৮ তদনন্তর তাহার পাপকার্য্য কি, এবং তাহার পবিত্রকারী কার্য্য কি, তৎসম্বন্ধে তাহার সংস্কার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। ৯ ইহা সত্য যে, যে ব্যক্তি তাহার আত্মাকে, পাপবর্জ্জন করিয়া, এবং সংযম এবং সাধনা দ্বারা, পবিত্র করিয়াছে, তাহার সাধনা পূর্ণ হইয়াছে; ১০ এবং যে ব্যক্তি তাহার আত্মাকে, (পাপ বিশ্বাস এবং পাপ কার্য্যের কর্দ্দমে) প্রোথিত করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই বিফল মনোরথ হইয়াছে। ১১ সীমাতীত পাপাচারী প্রযুক্ত সমুদগণ, (পয়গম্বর সালেহের কথার) অসত্য হওয়ার দোষারোপ করিয়াছিল, ১২ যখন (ঐ নগরের)

অতি পাপাচারী (দল-নেতা কেদার সালেহ পয়গম্বরের বিরুদ্ধে) দণ্ডায়-
মান হইয়াছিল, ১৩ তখন আল্লাহর রসুল তাহাদিগকে বলিল,
আল্লাহর উষ্ট্রীর (অনিষ্টকরণ,) এবং উহার জলপানের (নিয়ম সম্বন্ধে
সাবধান হও।) ১৪ তৎপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল,
(যে উষ্ট্রীর অনিষ্ট করিলে আললাহর কোপ অবতীর্ণ হইবে, যাহার ভয়
সালেহ দেখাইতেছে তাহা মিথ্যা কথা,) তখন উহার পশ্চাৎপদ ছেদন
করিয়া দিল * তখন তাহাদের প্রতিপালক, তাহাদের পাপের জন্য,
তাহাদের উপরে আপদ পর পর (তিন দিন) অবতীর্ণ করিয়া
তাহাদিগকে এক সমান করিয়া দিলেন। ১৫ (সেই পাপিষ্ঠ নেতা
কেদার) এইরূপ পরিণামের আশঙ্কাও করে নাই, অথবা আললাহ
ইহার পরিণাম গ্রাহ্য করেন না, (তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন,
তঃ হঃ) ১।২৫

লএল,—রাত্রি।

মক্কাবতীর্ণ ৯২ সংখ্যক সুরা (৯।) ১।৯২।৩০

অসীম অনুকম্পাকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ রজনীর শপথ, যখন তাহা (পৃথিবী) আবৃত করিয়া ফেলে, ২
এবং দিবা রাত্রের শপথ, যখন উহা আলোকময় হয় † ৩ এবং যিনি নর,

---

* ৭।৭৩—৭৮ ; ১১।৬৪ , ১৭।৫৯, ২৬।১৪১—৫১ দেখুন।

† ১,২ অথবা অজ্ঞতারূপ রাত্রির পর, জ্ঞানালোক পূর্ণ দিবসের, ইস্লামের আগমনের ভবিষ্যৎ বাণী। মোঃ আঃ

এবং নারী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার শপথ ; ৪ (যেমন অন্ধকার এবং আলোক, যেমন নর এবং নারী বিভিন্ন, তদ্রূপ) ইহা নিশ্চয় যে তোমাদের চেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, (কু এবং সুফল প্রদানকারী।) ৫ এতৎজন্য, যে (তাহার প্রাপ্ত স্বভাবমত সুকার্য্যে ধন) ব্যয় করে, পাপ করিতে ভয় করে, ৬ সু কথাকে, (যথা কোর্-আন, এবং অবতীর্ণ গ্রন্থাবলী, পয়গম্বর বাণী, অথবা লা-এলাহা-ইল্লা-আল্লাহ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নহে, এই কথাকে) সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, (যেমন হঃ আবুবক্র এবং হঃ বিলাল,) ৭ তদন্থলে (কল্যাণলাভের যাহা) সহজ (পথ,) তাহা তাহার জন্য সহজ করিয়া দিব, (উক্তরূপ আল্লাহ পরায়ণব্যক্তিগণের জন্য সুকর্ম্মার্জ্জন করা কঠিন বোধ হইবে না,) ৮ কিন্তু যে ব্যক্তি কৃপণতা করে, (যে সৎকার্য্যে তাহার ধন, শক্তি, জীবন ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত,) এবং (স্ব প্রকৃতি মত কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে) নিশ্চিন্ত, (অগ্রাহ্য কারী ;) ৯ এবং সৎকথায়, (কোর্-আনে, ঐশ গ্রন্থে, পয়গম্বর বাণীতে, এক মাত্র আল্লাহই উপাস্য এই কথায়,) অসত্য হওয়ার দোষারোপ করে, (যেমন উম্মিয়া-বিন-খলফ,) ১০ তদন্থলে কষ্টকে, (জহীম প্রবেশ করাকে,) তাহার পক্ষে সহজ করিয়া দিব ; (সে পাপ বিশ্বাস পোষণ করিতে, এবং পাপ কর্ম্ম করিতে বিরক্ত হইবে না ;) ১১ এবং যখন সে অধোগামী হইবে, (নরক গামী হইবে,) তখন (তাহার বিপুল) ধন কোনও কাজে আসিবে না, (তদ্বারা কোনও সুকার্য্য করিয়া থাকিলেও তাহা পণ্ড।) ১২ পথ প্রদর্শন করা নিশ্চয় আমার উপরে; (আমি ইহাই আমার কর্ত্তব্য করিয়াছি, কি কার্য্যে মঙ্গল, কি কার্য্যে অমঙ্গল, কর্ত্তব্য কি, অকর্ত্তব্য কি, তাহা বলিয়া দিব, তজ্জন্য স্বর্গাবতীর্ণ গ্রন্থ প্রদান, এবং ঐশ বাণী বাহক পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করা হইয়াছে ; মনুষ্যকে তাহার কর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে,

তাহাকে বুদ্ধি এবং বিবেকপ্রদান করা হইয়াছে। কাহাকেও বলপূর্ব্বক সুকর্ম্ম করিতে বাধ্য, এবং কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত, করা আমার কর্ত্তব্য করি নাই, তঃ হঃ হইতে।) ১৩ এবং পরবর্ত্তী কাল অর্থাৎ পরকাল, এবং প্রথম কাল, অর্থাৎ ইহকাল, আমার উপর নির্ভর করে, (যেহেতু কর্ম্মের ফল প্রদান করা আমার কর্ত্তৃত্বাধীন, ইহকালের মঙ্গলাভিলাষীকে ইহকাল, এবং পরকালের মঙ্গলাভিলাষীকে পরকাল প্রদান করি। পথ প্রদর্শন করা আমার কর্ত্তব্য করিয়াছি,) ১৪ এজন্য আমি তোমাদিগকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছি। ১৫ ইহাতে মহা দুর্ভাগা ব্যতীত অন্যে প্রবেশ করিবে না; ১৬ (সে ব্যক্তিই মহা দুর্ভাগা) যে, (অবতারিত গ্রন্থে, পয়গম্বর বাণীতে, যথা পুনরুত্থানে, কর্ম্মফল ভোগে, এই সকল সত্ত্বে) মিথ্যা হওয়ার দোষারোপ করিল, এবং (উহা হইতে) মুখ ফিরাইয়া লইল, (ঐ সকল গ্রন্থে, এবং পয়গম্বরগণ কথিত, আদেশ এবং নিষেধ অগ্রাহ্য করিল।) ১৭ এবং যে অতি ধর্ম্মভীরু তাহাকে উহা হইতে দূরে রাখা হইবে; ১৮ যে নিজেকে পবিত্রকরণ জন্য তাহার ধন ব্যয় করে, ১৯ এবং কোনও ব্যক্তির অনুগ্রহের প্রতিশোধ জন্য যে সে ধন ব্যয় করিতেছে তাহাও নহে, ২০ তাহার মহান প্রতিপালকের প্রসন্নতা লাভ উদ্দেশ্য ব্যতীত (তাহার অন্য উদ্দেশ্য) নাই; ২১ সে নিশ্চয়ই অচিরাৎ (মরণের পরই, বা ইহ জগতেই) সন্তোষলাভ করিবে, অথবা তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। ১।২১

ব্যা (স্ব স্ব প্রকৃতি মত এক এক জন মনুষ্য যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কার্য্য করে, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১ হইতে ১০ আএতে হজরত আবুবকর এবং হজরত বিলালের সুকর্ম্মের, এবং উমিয়া বিন্ খলফের মন্দ কর্ম্মের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হজরত আবুবকর এবং উমিয়া, উভয় মক্কার ক্ষমতাশালী এবং আঢ্য ব্যক্তিগণ মধ্যে গণ্য ছিলেন। উভয়েরই

অনেক গোলাম, তাহারা নানা প্রকার বাণিজ্যে নিযুক্ত, এবং নানা উপায়ে আরও প্রচুর। উম্মিয়াকে যদি কেহ পরকালের মঙ্গলের জন্ম ধন ব্যয় করিতে বলিত, সে উত্তর করিত পরকাল কল্পিত কথা মাত্র, পরকালের অস্তিত্বই নাই। ইতিহাস খ্যাত বিলাল তাহারই কাফ্রিদাস ছিল, তিনি ইসলাম অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া, সে তাঁহাকে উহা অস্বীকার করিতে বলিল, নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন সত্বেও তিনি উহা পরিত্যাগ করিলেন না। তখন তাহার শরীরে কাঁটা এবং সূচ বিদ্ধ করিয়া দেওয়ার জন্ম অন্য গোলামগণকে আদেশ করা হইল। এইরূপ যন্ত্রণাতেও তিনি উহা ত্যাগ করিলেন না। তারপর তাঁহাকে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে, উত্তপ্ত প্রস্তরের উপরে শোয়াইয়া, আর একটা উত্তপ্ত প্রস্তর তাঁহার বুকের উপর চাপাইয়া দিতে লাগিল, এবং রাত্রি কালে এক সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে বন্ধ করিয়া চাবুক মারিতে লাগিল, কিন্তু হজরত বিলাল লা এলাহা ইল্লাল্লাহ ত্যাগ করিলেন না, এই নির্য্যাতনের সময় তিনি "আহদ" "আহদ" এক, এক, এই শব্দ অনবরত উচ্চারণ করিতেন। যখন তাঁহাকে উক্তরূপে যন্ত্রণা দিতে ছিল, তখন একদিন হজরত আবুবকর উম্মিয়ার বাড়ীতে আসিলেন, এবং অনেক চেষ্টার পর একজন সুচতুর কর্ম্মদক্ষ ক্রীতদাসকে পরিবর্ত্তন, এবং নগদ কতক মুদ্রা দিয়া, হঃ বিলালকে ক্রয় করিয়া স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। আরও কতকজন গোলাম এবং বান্দী এসলাম গ্রহণ জন্ম নির্য্যাতন ভোগ করিতেছিল, হজরত আবুবকর যত জনাকে ক্রয় করিতে সক্ষম হইলেন, তাহাদিগকে ক্রয় করিয়া স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। তাঁহার নিকট চল্লিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা সঞ্চিত ছিল, উহার অধিকাংশই তিনি হজরত পয়গম্বর, এবং মুসলেমগণের জন্ম ব্যয় করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা মদিনায় ব্যয়িত হইয়াছিল, এই ব্যয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহের প্রসন্নতা লাভ।)

১৫-২০ আএত, কে জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে, ইত্যাদি ঃ— সুন্নী মতাবলম্বী উলমাগণের মত যে, পাপ কর্ম্মকারী বিশ্বাস বন্ত মুসলমানগণকেও নরক ভোগ করিতে হইবে, পাপ ক্ষয়ের পর তাহারা নরক মুক্ত হইয়া জন্নত প্রাপ্ত হইবে। তাহারা যে নরক ভোগ করিবে, তাহা কাফেরগণের নরক হইতে স্বতন্ত্র, উহার যন্ত্রনা তত কষ্টপ্রদ নহে। মুর্জ্জিয়া সম্প্রদায়ের মত, যে বিশ্বাস বন্ত, ইমানদার, সে পাপ কর্ম্ম করিলেও অগ্নিতে, নরকে প্রবেশ করিবে না। সে পাপের শাস্তি পৃথিবীতেই ভোগ করিবে, বা দয়াময় তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। উহারা বলে, বিশ্বাসবন্ত মরণের পরই জন্নত লাভ করিবে। বিশ্বাসের ফলে নরক হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, সুকর্ম্মের ফলে, পারলৌকিক পদোন্নতি। (তঃ হঃ হইতে।)

দোহা—পূর্ব্বাহ্ন।

মক্কাবতীর্ণ ৯৩ সংখ্যক সূরা (১১।) ১।৯৩।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ (হে নবী, ওহি স্থগিত হেতু ভীত এবং উৎকণ্ঠিত হইও না,) পূর্ব্বাহ্নের শপথ (যখন সূর্য্যালোকে পৃথিবী পূর্ণ হয় ;) ২ এবং রাত্রির শপথ, যখন তাহা (চতুর্দ্দিক অন্ধকারে) আবৃত করিয়া ফেলে, (প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইতেছে না এই অন্ধকার রজনী শীঘ্রই প্রভাত হইবে, প্রত্যাদেশ আলোকে জগত আলোকিত হইবে ;), তোমার

প্রতিপালক (আল্লাহ,) তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, এবং (তোমার প্রতি) অপ্রসন্নও হন নাই ; ৪ এবং (তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ এমত বৃদ্ধি হইবে যে, তোমার) পরবর্ত্তী (প্রত্যেক মুহূর্ত্ত) তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী (প্রত্যেক মুহূর্ত্ত হইতে,) উৎকৃষ্টতর (হইতে থাকিবে ;) ৫ এবং নিশ্চয়ই শীঘ্রই তোমার প্রতিপালক তোমাকে, (ইহ এবং পরকালে যাহা) দান করিবেন, তৎজন্য তুমি সন্তুষ্ট হইবা ; ৬ তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন প্রাপ্ত হন নাই ? (যখন তুমি মাতৃগর্ভে তখনই তোমার পিতৃ বিয়োগ হইয়াছিল, যখন তুমি অতি শিশু, তখন তোমার মাতৃ বিয়োগ হয় ;) তৎপর, (তোমার পিতামহের, এবং পিতৃব্যের গৃহে তোমাকে) কি স্থান প্রদান করেন নাই ? (তাহারা তোমাকে অতি যত্নে এবং অতি স্নেহে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।) ৭ এবং (যখন তুমি যুবক, তখন কি উপায়ে তুমি দেশ মধ্যে সত্য প্রচার করিবে, তৎসম্বন্ধে) তোমাকে কি অন্ধকার মধ্যে প্রাপ্ত হন নাই ? (এক মাত্র আল্লাহই উপাস্য শৈশবেই এই জ্ঞান তোমার মনে অর্পিত হইয়াছিল, পৌত্তলিক পারিপার্শ্বিক মধ্যে এই জ্ঞান অর্থাৎ একত্ববাদ কি প্রকারে বিস্তৃত করিবা, স্থির করিতে পারিতেছিলে না,) তৎপর তিনি (উহা বিস্তারের) পথ (তোমাকে) প্রদর্শন করিলেন, (তজ্জন্য তোমাকে রসুলত্ব, গ্রন্থ, প্রত্যাদেশ, এবং মন বল প্রদান করিলেন।) ৮ এবং তোমাকে তিনি দরিদ্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, (পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ সকলে কি আছে, পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা, ভবিষ্যতে ঘটনার বিষয়, জাতীয় এবং ব্যক্তিগত উন্নতি এবং অবনতির কারণ কি তাহার জ্ঞান, সম্বন্ধে তোমাকে দরিদ্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তুমি অনুবর্ত্তিগণের সংখ্যাতে এবং ধন-দরিদ্র ছিলে,) তৎপর তিনি, (ওহি সহিত প্রেরণা দ্বারা, এবং কোর্‌আনগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং আঢ্য মহিলা বিবি খোদেজার

সহিত তোমাকে উদ্বাহিত করিয়া;) তোমাকে ধনী করিলেন। ৯ অতএব তুমি, (অর্থাৎ তোমরা মুসলেমগণ,) যে পিতৃহীন, তাহার সহিত নির্দ্দয়তা প্রকাশক ব্যবহার করিও না; ১০ এবং যে যাচঞাকারী, তাহাকে ধমক দিও না; ১১ এবং তোমার প্রতিপালক যে সকল অনুগ্রহ করিয়াছেন উহা সকলের উল্লেখ করিতে থাক। (তঃ হঃ অবলম্বনে।) (এই সুরাতে ভূত এবং ভবিষ্যৎ উভয়বিধ ঘটনা বর্ণিত।)

(ব্যা ১—৩, এখন ইস্লাম নির্য্যাতন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কয়েক দিন ওহি অবতীর্ণ হইল না, তখন পিতৃব্য আবুলাহাবের (অগ্নি শিখা বাপের পত্নী উম্ জমীল, সৌন্দর্য্য রাজ্ঞী,) উপহাস করিতে লাগিলেন, মোহম্মদ তোমার শয়তান বুঝি তোমাকে ছাড়িয়া পলাইল। ইনি পয়গম্বরের যাতায়াতের পথে কাঁটা ফেলিয়া রাখিতেন, তাহা যখন তাঁহার কোমল পায়ে ফুটিত, তখন সৌন্দর্য্য রাজ্ঞী বেশ সুখানুভব করিতেন। ওহি সময় সময় স্থগিত হওয়াতে বিপক্ষেরা উপহাস করিতে লাগিল, তোমার আল্লাহ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তোমার উপরে রুষ্ট হইয়াছেন। তখন পয়গম্বরকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য এই একাদশ এবং পরবর্ত্তী দ্বাদশ সূরা অবতীর্ণ হইয়া, পয়গম্বরকে জ্ঞাত করিয়া দিল, এই কঠিন সময়ের পর সহজ সময় আসিবে, ইসলামেরই প্রাধান্য স্থাপিত হইবে, তোমার ব্যথিত হৃদয় ইহ এবং পরকালে আনন্দপূর্ণ হইবে। এই সূরার অবতীর্ণের ক্রম একাদশ, এবং পরবর্ত্তী সূরার অবতীর্ণের ক্রম দ্বাদশ। যখন ইসলাম নগণ্য, প্রপীড়িত, যখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই, ইহা কেমন শক্তিশালী, সম্রাজ্ঞ হইয়া উঠিবে, তখনই ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বরূপ ভবিষ্যৎ বাণী বলা হইয়াছিল।

ব্যা ৪, ৫ আএত, ইহার ভবিষ্যৎ বাণী ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হইয়াছে, অতি অল্পকালমধ্যে পয়গম্বর প্রাধান্য, পয়গম্বর ভক্তি, ইসলাম

প্রভুত্ব, ইসলাম সমাদর; ইসলাম প্রতাপ, এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পুনরুত্থানে ইহাও সত্য হইবে যে, তাঁহার উম্মতের শেষ ব্যক্তি পর্য্যন্ত যাবত নরক মুক্ত না হয়, তাবত পর্য্যন্ত তাহার উদ্ধার চেষ্টা হইতে তিনি নিবৃত্ত হইবেন না; তিনি "শাফীয়ে—মুহশর"—পুনরুত্থিত ব্যক্তিগণের উদ্ধারের অনুরোধ কর্ত্তা।)

(৯ম আএতের লিখিত পিতৃহীন সন্তান, এতিমগণের উপর নানা প্রকার উপদ্রব, অত্যাচার, হইয়া থাকে। হজরত পয়গম্বর বলিয়াছেন, "মুসলমানগণের সেই পরিবারই সর্ব্বোত্তম পরিবার, যাহাতে কোনও পিতৃহীন সন্তান বাস করে, এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ যাহার সহিত সৎ ব্যবহার করে।" (মিশকাত) "যে ব্যক্তি তাহার রক্ষণাধীন পিতৃহীন বালক বালিকার সহিত সুব্যবহার করে, সে জন্নতে আমার নিকটেই স্থান প্রাপ্ত হইবে।" (ঐ) "যে তাহাদের ধন অন্যায় করিয়া খায়, সে অগ্নি উদরস্থ করে, মৃত্যুর পরই নরকে যায়।" (৪।১০)। তাহাদের প্রতি দয়া না করা, তাহাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রাস করা, দরিদ্রতার একটি কারণ।" (৮৯।১৭।১৯।)

(১০ম আএতের লিখিত যাচঞাকারী "সায়েল" কে? "তাহারই আএতের কথিত সায়েল, যাহারা অভাব গ্রস্ত হইয়া ভিক্ষা করে, কিন্তু যাহারা ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, বার মাসই ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, যাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ, যাহারা উপার্জ্জনক্ষম, তাহারা এই আএত মত যাচঞাকারী নহে। উহাদের পক্ষে ভিক্ষা করা হারাম, (তঃ হঃ)।" উপার্জ্জনক্ষম, সুস্থ শরীর, সায়েলকে হজরত উমর চাবুক মারার শাস্তি দিতেন, (তঃ হঃ)।

হজরত নবী বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সঞ্চয় করার উদ্দেশে ভিক্ষা করে,

সে অনন্ত অঙ্গার ভিক্ষা করে"। (মিশ্‌কাত) "ঊর্দ্ধদিকের, অর্থাৎ দাতার হস্ত, অধঃদিকের, অর্থাৎ ভিক্ষার্থীর হস্ত হইতে উত্তম।" (মিশকাত) "বরং পৃষ্ঠে কাষ্ঠ বহন করিয়া জীবিকার্জ্জন করা ভাল, তথাপি ভিক্ষা করার মত ঘৃণ্য কার্য্য করা উচিত নহে।" (মিশ্‌কাত) "যে অভাবগ্রস্ত নহে, যাহার শরীর সুস্থ, তাহার জন্য ভিক্ষা করা পাপ; যে অভাব গ্রস্ত হইয়া অতি হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, যে সাধ্যাতীত ঋণগ্রস্ত, সে ভিক্ষা করিতে পারে। (মিশ্‌কাত।)"

"দান করিতে অক্ষম হইলে নম্র কথা বলিও (১৭।২৮") তোমার হস্ত সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া দিয়া অভাব গ্রস্থ হইও না। ১৭।২৯ দানে সীমাতিক্রম করিও না।) ৬।১৪২."

আলম-নশ্‌রহ্‌—আমি কি উন্মুক্ত করিয়া দেই নাই?

মক্কাবতীর্ণ ৯৪ সংখ্যক সূরা (১২।) ১।৯৪।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ (হে নবী যেন তুমি ওহি, ঐশ প্রেরণা গ্রহণ করিতে সমর্থ হও, এবং দুষ্কর বিষয় সাধনের এবং বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করনের মনোবল লাভ কর, তজ্জন্য আমি কি তোমার বক্ষঃস্থল উন্মুক্ত করিয়া (তোমার মন হইতে প্রতিকূল ভাব সকল ধৌত করিয়া) দেই নাই?, ২ এবং (উক্ত

রূপে) তোমার (কর্ত্তব্যের) ভার যাহা তোমার পৃষ্ঠ দেশকে ভগ্ন করিতেছিল, তাহা কি আমি অপসারিত করি নাই ? ৪ এবং (আজানে, দরুদে, কোর্‌-আনে, আমার সহিত তোমার নাম সংযুক্ত করিয়া,) তোমার জন্য তোমার সম্বন্ধীয় বর্ণনা কি উচ্চ করি নাই ? ৫ নিশ্চয়ই কষ্টের সহিত সুখ সংযুক্ত রহিয়াছে, ৬ নিশ্চয়ই কষ্টের সহিত সুখ সম্মিলিত রহিয়াছে, (কষ্টের পর সুখের আগমন হয় ; এই নির্যাতন, এই প্রতিকূলতাচরণ, এই অভাবের পর, ইসলাম প্রাধান্য, এবং প্রাচুর্য্য আগমন করিবে ;) ৭ অতএব যখন তুমি (কোনও গুরুতর কার্য্য শেষ করার পর) অবসর প্রাপ্ত হও, তখন (তাহা হইতেও আরও গুরুতর কার্য্য সাধন জন্য আরও) কঠিন পরিশ্রম কর, ৮ এবং তোমার প্রতিপালকের দিকে অনুরাগী হও. (সাহিত্য সাধুয্য লাভার্থে কঠিন পরিশ্রম কর ।) ১।৮

(ব্যাঃ প্রথম আএতের কথিত বক্ষ উন্মুক্ত করণ, হজরতের শৈশব কালের একটি বিস্ময়কর সত্য ঘটনা, তখন তিনি তাঁহার ধুধমা হলিমার পালনাধীন বাস করিতেছিলেন । তাঁহার পুত্র মস্‌রুরের সহিত তিনি বনে ছাগ চরাইতেছিলেন, এমন সময় দুই জন সুন্দর পুরুষ আসিয়া হজরতকে মাটিতে শোয়াইলেন, তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ড বাহির করিলেন, তাহাতে যে মন্দ ভাব ছিল তাহা ধুইয়া দিয়া তাহা সুভাবে পূর্ণ করিয়া আবার যথাস্থলে স্থাপন করিলেন । হজরত কোনও বেদনানুভব করিলেন না, এবং রক্তও বাহির হইল না । সঙ্গী বালকগণ এই ঘটনা দেখিল, এবং মাতা হলিমার নিকট সমস্ত বলিল ; মিরাজ রাত্রিতেও, এইরূপ হৃৎপিণ্ড ধৌত করার ঘটনা ঘটিয়াছিল ।)

তীন—তীন নামক পর্ব্বত।

মক্কাবতীর্ণ ৯৫ সংখ্যক সূরা (২৮।) ১।৯৫।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ তীন (পর্ব্বতের,) এবং জয়তুন (পর্ব্বতের) শপথ, (যে পর্ব্বতদ্বয় হজরত ঈসার জন্ম ভূমিতে স্থিত, তাহাদের শপথ ;) ২ এবং তুরসীনা (পর্ব্বতের) শপথ, (যথায় হজরত মুসার উপরে আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহার শপথ ;) ৩ এবং (হে মহানবী, তোমার জন্মভূমি যথায় যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ প্রযুক্ত) এই শান্তিপ্রদ নগর (তাহারও শপথ) ৪ নিশ্চয়ই আমি মনুষ্যকে, (তাহার শরীর এবং মন সম্বন্ধে,) অতি সুন্দর ধরণে সৃষ্টি করিয়াছি, (তাহার বাহ্যিক আকার, এবং মানসিক শক্তি, তাহাকে শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।) ৫ (তথাপি অনেকে আপন আত্মাকে মন্দ কর্ম্ম এবং মন্দ বিশ্বাস দ্বারা এমত কলুষিত করিয়াছে যে,) আমি তৎপর তাহাকে অধঃ হইতে অধঃ (স্থানে) নিক্ষেপ করিয়াছি . ৬ উহারা ব্যতীত, যাহারা (অবতীর্ণ বাণীতে) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং সাধু কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদের জন্য, (ঐহিক এবং পারত্রিক উন্নতির পর উন্নতি রূপ,) অবারিত পুণ্য ফল রাখিয়াছে ; ৭ এমত স্থলেও তাহা কি (যাহা আল্লাহর বাণীর বিরুদ্ধেও) তোমাকে বলিতেছে যে কর্ম্মের বিনিময় প্রাপ্তি সত্য নহে ? ৮ আল্লাহ কি সমস্ত জ্ঞানীগণ হইতেও মহাজ্ঞানী নহেন ? ১।৮

(ঐশ আদেশ, পয়গম্বর উপদেশ বিরুদ্ধ জীবনাতিবাহিত করিলে, ঈসার, এবং মুসার অনুবর্ত্তিগণের ন্যায় মুসলেম গণেরও অধঃপতন হইবে তৎপ্রতি ইঙ্গিত (মাঃ আঃ)

অলক—মাংস পিণ্ড।

মক্কাবতীর্ণ ৯৬ সংখ্যক সূরা (১।) ১।৯৬।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

(এই সূরার প্রথম পঞ্চ আয়ত, কোর্-আনের সর্ব্ব প্রথম অবতীর্ণ
আয়ত। হজরত মোহম্মদ (দ) মহা সাধনার পর পয়গম্বর পদে বরিত
হইতেছেন।):—

১ (হে মহা সাধক, তুমি পয়গম্বর, আল্লাহর বাণী বাহকের
পদে, বরিত হইতেছ,) তুমি তোমার প্রতিপালক (আল্লাহর) নাম
স্মরণ করিয়া (যাহা তোমাকে দেখান হইতেছে তাহা) পাঠ কর, তিনিই
সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন; ২ মনুষ্যকে ঘনীভূত রক্ত (পিণ্ড) হইতে
গঠিত করিয়াছেন; ৩ (তুমি জিব্রাইল আনীত প্রত্যাদেশ) পাঠ
(অর্থাৎ আবৃত্তি) কর; তোমার প্রতিপালক মহাসম্মান দাতা,
(তিনি তোমাকে মহত্ত্ব প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন।) ৪ তিনি
লেখনী দ্বারা শিক্ষা প্রদান করেন, (তিনি লিখিত গ্রন্থ দ্বারা জ্ঞান
বিস্তার করেন;) ৫ মনুষ্যগণ যাহা জানে না, (এমত গুরুতর এবং
গূঢ় বিষয় সকল ওহি, স্বপ্রেরণাদ্বারা) শিক্ষা দেন।

(তার পর যখন আবুজহল প্রভৃতি আরব নেতাগণের প্রতিবন্ধিতা
এবং পীড়ন প্রবল হইয়া উঠিল, তখন অবতীর্ণ হইল,) ৬ (কতক
জন ব্যক্তি) কখনই (উপদেশগ্রাহী হয়) না; নিশ্চয়ই মনুষ্য, (অর্থাৎ
আবুজহল এবং তাহার দল, তঃ কাঃ) নিশ্চয়ই অবাধ্যতা প্রকাশ
করিতেছে, (অবতীর্ণ বাণী ঐশ প্রেরণা স্বীকার করিতেছে না,) ৭ এই

অজ্ঞ যে সে নিজকে, (ধনে, জনে, দলে, বলে,) অভাবহীন দৃষ্টি করিতেছে, ৮ ইহা নিশ্চয়ই যে তোমার প্রতি পালকের নিকট (তাহাকে) ফিরিয়া আসিতে হইবে। ৯ তুমি কি সেই ব্যক্তির (অর্থাৎ আবুজহলের) সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? যে ১০ আমার দাসকে (অর্থাৎ তোমাকে,) সে যখন সিজদা প্রদান করে, অর্থাৎ নমাজ সম্পন্ন করে, (তখন তাহা করিতে তাহাকে) ৯ নিষেধ করে, ১১ তুমি কি ইহা ভাবিয়া দেখিয়াছ, সে কি সৎপথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে? ১২ অথবা সে কি পাপ পরিহার করার আদেশ করিতেছে? তুমি কি দেখিতেছ না, সে সত্যে (অর্থাৎ অবতীর্ণ বাণীতে) মিথ্যা হওয়ার দোষারোপ করিতেছে, এবং (তাহা হইতে) মুখ ফিরাইয়া লইতেছে? (তুমি ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছ।) ১৪ সে কি ইহা জানে না যে, আল্লাহ্ তাহাকে দেখিতেছেন, ১৫ নিশ্চয়ই অরূপ হইবে না, সে যদি নিবৃত্ত না হয়, ১৬ (তাহা হইলে) পাপার্জনশীল, অসত্য বাদী (তাহার, যে ললাট, ১৫ সেই) ললাটের কেশ দ্বারা আমি তাহাকে আকর্ষণ করিব, (তাহাকে তাহার বধ্য ভূমিতে লইয়া যাইব;) ১৭ তৎপর সে আপন পারিষদবর্গকে আহ্বান করুক, (তাহারা তাহাকে রক্ষা করিতে অশক্ত হইবে, বদরের যুদ্ধে, আবুজহল, এই ভবিষ্যৎ বাণীর বার, তের, বৎসর পর হত হইয়াছিল;) ১৮ আমিও আমার দূতগণকে, (নরকের ফেরেশতা গণকে,) আহ্বান করিব, (ইহারা তাহাকে তাহার মরণের স্থানে, তৎপর নরকে লইয়া যাইবে।) ১৯ (হেনবী,) সাবধান হও, কখনও তাহার কথা মত চলিও না, তুমি আল্লাহকে সিজদা প্রদান করিতে থাক, এবং তাঁহার সান্নিধ্য লাভ কর। ১।১৯

ব্যা ২৪৫, (হজরতের আধ্যাত্ম শক্তি ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হইতে

ছিল। প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে, তিনি নিদ্রিত অবস্থায় যাহা দেখিতেন, তাহা সত্য হইত, তৎপর তিনি জাগ্রত অবস্থাতেই অদৃশ্য দর্শন শক্তি লাভ করিলেন, অদৃশ্য জগতের আবরণ তাঁহার চক্ষু হইতে অপসারিত হইল। নির্জ্জন স্থানে ধ্যানে মগ্ন থাকার ইচ্ছা প্রবল হইল। যখন তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর, তখন হইতে তিনি পুনঃ পুনঃ মক্কার অদূরস্থিত হেরা পর্ব্বতের এক গুহায় তাঁহার ধ্যানে অবিচ্ছেদে এক মাস পর্য্যন্ত নিমগ্ন থাকিতে লাগিলেন। এই কঠোর সাধনায় পনর বৎসর গত হইয়া গেল। যখন তিনি চল্লিশ বৎসর পূর্ণ করিয়া এক চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন, সে দিবস রমজান মাসের সপ্ত বিংশতি রজনী। এই মাসের আরম্ভেই তিনি গুহা প্রবেশ করিয়া ছিলেন, সাতাইস দিবস তিনি এই কঠোর ব্রত পালন করিলেন। তখনও রজনী অবসান হয় নাই, তখনও সূর্য্যের কিরণমালা পূর্ব্ব আকাশ প্রান্ত ভেদ করিয়া, পূর্ব্ব আকাশ রক্তাভ করে নাই, কিন্তু অন্ধকার দূর হইয়া গিয়াছে। তিনি গহ্বর মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, ঊষা পলকে পলকে উজ্জলতর হইতেছে, এমত সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, আকাশের প্রান্তভাগ উজ্জল করিয়া এক দিব্য জ্যোতির্ম্মান মূর্ত্তি ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত, মস্তক জ্যোতিচক্রে বেষ্টিত, শরীর হরিৎ হিরায়, শুভ্রবস্ত্রে আবৃত। হজরত চিনিতে পারিলেন দিব্য মূর্ত্তি, দিব্য পুরুষ, হজরত জিব্রাইল। ইতঃ পূর্ব্বে নিদ্রিত অবস্থায় আলমে রুয়াতে, নিদ্রালোকে, অনেকবার তাঁহার সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। দিব্যপুরুষ বলিলেন, হে মোহম্মদ (দ) সুসংবাদ শ্রবণ করুন, আমি জিব্রাইল, আপনি এই উম্মতের রসুল তাহার সুসংবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি লিখিত কিছু দেখাইয়া বলিলেন, "ইক্‌রা" পাঠ

করুন, তিনি বলিলেন "মা-আনা বে-কারীন্' আমি পড়িতে শিখি নাই। জিবরাইল আবার তাঁহাকে পড়িতে বলিলেন, আবার তিনি পূর্ব্বরূপ উত্তর করিলেন। তখন হজরত জিব্রাইল স্ব বক্ষ তাঁহার বক্ষে লাগাইয়া দিয়া তাঁহাকে তিনবার চাপিয়া ধরিলেন। ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্ম শক্তি গতি প্রাপ্ত হইল। জিব্রাইল উক্ত পঞ্চ আএত পাঠ করিলেন, হজরতেরও মুখ হইতেও উক্ত পঞ্চ আএত বিনিস্থত হইল। এই ঐশ বাক্য অর্পণ ওহি। এইরূপে তেইশ বর্ষব্যাপী ওহি ক্রমে সমস্ত কোর্-আন অবতীর্ণ হইল, তঃ হঃ।)

(ব্যা ২৪৬ হজরত মুসা, হজরত এহিয়া, স্বয়ং হজরত ঈসা, একজন মহাপ্রতাপান্বিত পয়গম্বরের আবির্ভাবের, এবং তাঁহার মুখ হইতে কোর্-আন বিনিস্থত হওয়ার ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া গিয়াছেন। বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ১৮ অঃ ১৫, ১৮ শ্লোঃ হজরত মুসা বলিতেছেন, "তাহাদের ভ্রাতাগণ হইতে, তাহাদের জন্য আমি তোমার সদৃশ একজন পয়গম্বর উত্থিত করিব, এবং আমার বাক্য তাঁহার মুখে অর্পণ করিব, এবং যাহা আমি তাঁহাকে বলিতে আদেশ করিব, তদনুসারে তিনি তাহাদিগকে বলিবেন।" যোহনের ১৬ অঃ ১৫ শ্লোঃ হজরত এহিয়া বলিতেছেন "তিনি আপন হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা শুনিবেন, তাহাই বলিবেন।" ঐ ১৬ অঃ ১২ শ্লোঃ হজরত ঈসা বলিতেছেন, "...পরন্তু তিনি সত্যস্বরূপ আত্মা যখন আসিবেন, তিনি তোমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন, কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনিবেন তাহাই বলিবেন, এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাও তোমাদিগকে জ্ঞাত করিবেন। (বাঙ্গালা বাইবেল হইতে উদ্ধৃত।)

(ব্যা ২৪৭, যে রজনী শেষে কোর্-আন প্রথম ধরায় অবতীর্ণ হয়

...নীকে লয়লতুল-কদর, বলে। ইহার পরের সূরাই কদর

...

...সূরা অবতীর্ণের ১৩ বৎসর পর বদরের যুদ্ধে আবুজহল যোল ...নিহত হইলেন। ইহার নাম উমর বিন্‌হাশ্‌শম, উপাধি ... হকম, জ্ঞানের উৎস, কিন্তু তাঁহার দাম্ভিকতা, এবং অবিশ্বাস, ...জন্য তিনি আবু জহল, মূঢ়রাজ উপাধিতেই সুপরিচিত।)

কদর—সম্মানীত।

মক্কাবতীর্ণ ৭৯ সংখ্যক সূরা (২৫।) ১।৯৭।৩০

...অনুগ্রহকারী, সামাতীত দানকর্ত্তা আল্‌লাহর নামে আরম্ভ।

...নিশ্চয় যে, লয়ল-তুল-কদর-সম্মানিত রজনীতে, ইহা, (এই ...) আমি (লওহমহফুজ নামক অদৃশ্য লোক হই-ত প্রথমতঃ ... নামক অন্য এক অদৃশ্য লোকে এক যোগে, তৎপর ...কে উক্ত কদর রজনী হইতে ক্রমশঃ) অবতীর্ণ করিয়াছি। ২ ...রজনী, লয়ল-তুল কদর কি, তাহা কি কেহ তোমাকে ...ত (এই রজনীতে যে পুণ্য লাভ হয়, এবং যে সকল ... হইবে তাহা সম্পন্ন জন্য ফেরেশতাগণ নিয়োজিত ...এই) সম্মানিত রজনী সহস্র মাস হইতেও উত্তম; ৪ ...আল্‌লাহর আদেশ ক্রমে মালাএক ফেরেশতাগণ, এবং রূহ, ... খ্যাত ফেরেশতাবর, ঐ বৎসরে ঘটনীয়) সমস্ত বিষয়

সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। ৫ (এই রজনী) শুভ, (যাবত অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া) প্রভাত উদিত না হয় তাবত পর্য্যন্ত (উহা শুভ প্রদ।) ১।৫

বো ২৪৮, (এই শুভ রজনী প্রত্যেক রমজান মাসের শেষ দশ দিবসের কোনও এক অযুগ্ম রজনীতে আবির্ভূত হয়। এই রজনীতে ঐ বৎসরের শুভাশুভ ঘটনা কার্য্যে পরিণত করণ জন্য মালাএক ফেরেশতাগণ, এবং রূহ নামক শ্রেণীর ফেরেশতাগণ, ভার প্রাপ্ত হয়। এই রজনীকে শক্তি পূর্ণ রজনীও বলে। এইরূপ এক শুভ রজনীতে, যাহা রমজান মাস ছিল না, সমস্ত কোর-আন লওহ-মহফুজ হইতে, যাহাতে সমস্ত বিষয় এবং ঘটনা বিদ্যমান তাহা হইতে, এক যোগে বএতুল-ইজ্জত, সম্মানিত গৃহ নামক লোকে আনীত হয়। এই ঘটনা যে রজনীতে ঘটিয়াছিল তাহা সবেবারাত নামে খ্যাত। রমজান মাসের এক শুভ রজনীতে উক্ত বয়তুল ইজ্জত নামক লোক হইতে, পৃথিবীতে কোর আনের প্রথমাবতরণ আরম্ভ হয়, এই রজনীতে, প্রভাত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে প্রার্থনা করা যায় তাহা সফল হয়, এবং নমাজ, দোয়া দরুদ, কোর-আন পাঠ, খয়রাতাদি যে পুণ্য কাজ করা হয়, তাহা সহস্র মাসের উপার্জ্জিত পুণ্যের সমান গণ্য তঃ হঃ)

বয়্য়না—প্রকাশ্য প্রমাণ।

মক্কাবতীর্ণ ৯৮ সংখ্যক সূরা (১০০।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ (তওরাত, ইঞ্জিল, জব্বুর, প্রভৃতি স্বর্গাবতীর্ণ গ্রন্থে, মহা পয়গম্বর মোহম্মদের (দ) আগমন সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ বাণী সকল বিদ্যমান সেই সকল যে সত্য তাহার) প্রকাশ্য প্রমাণ, ২ আল্লাহর রসুল (মোহম্মদ দঃ) যিনি, ৩ যাহাতে ধর্ম্ম চিরস্থায়ীকারী পুস্তিকা সকল আছে, ২ (এমত) পবিত্রগ্রন্থ (কোর্ আন,) পাঠ করিয়া শুনাইবেন, ১ যে গ্রন্থ বিশ্বাসী (য়িহুদী এবং ঈসায়িগণ) এবং বহু উপাস্যাবলম্বী অর্থাৎ মুশ্রেক (আরবগণ) অবিশ্বাসকারী হইল, তাবত পর্য্যন্ত তাহারা (তাহাকে) পরিত্যাগ করে নাই, যাবত (সেই প্রতিশ্রুত রসুল মোহম্মদ) তাহাদের নিকট আসেন নাই, (এ যাবত সকলে উৎসুক ভাবে তাহার আবির্ভাবের অপেক্ষা করিতে-ছিল।) ৪ ফলতঃ যাহাদিগকে গ্রন্থ দান করা হইয়াছে, (সেই য়িহুদী এবং ঈসায়িগণ,) তাহাদের নিকট যাবত সেই প্রকাশ্য প্রমাণ (রসুল মোহম্মদ, আহ্মদ,) আগমন করে নাই, তাবত পর্য্যন্ত, পরস্পরেরও মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী হয় নাই, (যে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে বর্ণিত মত একজন পয়গম্বর যাহার নাম মোহম্মদ, আহ্মদ তিনি আগমন করিবেন। তাঁহার আবির্ভাবের পর কতকজন য়িহুদী এবং ঈসায়ী তাঁহাকেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বর বলিয়া গ্রহণ করিল, কতকজন তাঁহাকে অগ্রাহ্য

করিল।) ৫ এবং এইরূপ ব্যতীত তাহারা তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হয় নাই যে, পবিত্রচিত্তে আল্লাহরই উপাসনা কর, তাঁহারই (প্রীতিলাভ) জন্য ধর্ম্মাচরণ, (ইব্রহীমের ন্যায়) কেবল তাঁহারই অভিমুখী হও, এবং নমাজ স্থির রাখ, এবং (পুণ্যার্জ্জন জন্য ধন ব্যয় অর্থাৎ) জা,কাত প্রদান কর, * ইহাই সদাস্থায়ী ধর্ম্ম। (পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থেও ইহাই সত্যধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া কথিত আছে।) ৬ (পূর্ব্ববর্ত্তী) গ্রন্থ প্রাপ্ত এবং বহু উপাস্যাবলম্বী অর্থাৎ মুশ্রেকগণ, যাহারা (পয়গম্বর মোহম্মদ এবং কোর্-আনে) অবিশ্বাসকারী হইল, নিশ্চয়ই তাহারা চিরকাল নরকাগ্নিতে বাস করিবে, তাহারা সৃষ্টির অধম; ৭ যাহারা বিশ্বাসস্থাপনকারী হইয়াছে, এবং সাধু কর্ম্মও করিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ; ৮ আল্লাহর নিকট তাহাদের জন্য, (ইহার) বিনিময় স্বরূপ চিরস্থায়ী উদ্যান, তাহার মধ্যে, (আল্লাহর বিবিধ দানের) নদী সকল প্রবাহিত, তাহারা তাহাতে অবিচ্ছেদে চিরকাল বাস করিবে; আল্লাহ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন, এবং তাহারাও তাঁহার কৃপায় প্রসন্নতা ভোগ করিবে; ইহা তাহাদেরই জন্য যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে (অপ্রসন্ন করিতে) ভয় করে। ১।৮

(ব্যা ২৪৯, হজরত মোহম্মদের আবির্ভাবের বহুশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে, য়িহুদী, ঈসায়ী, এবং বহু উপাস্য পূজকগণও, একজন ত্রাণ কর্ত্তার প্রতীক্ষা করিতেছিল। যদিও পুরাতন গ্রন্থ সকল বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহা ঈসায়ী পাদ্রীগণও স্বীকার করেন, তথাপি এখনও বাইবেলে হজরত মোহম্মদ এবং কোর্-আন সম্বন্ধে বহু সত্য সংবাদ রহিয়াছে। ১ তওরাতের ২য় বিবরণ, ১৮ অ: ১৫ শ্লো: হজরত মুসা

* জা, কা, ত অর্থ পবিত্রকারী কার্য্য, দান করিলে পাপ, এবং বিপদ দূর হয়।

বলিতেছেন, "তোমাদের ভ্রাতাগণ হইতে, তোমাদের জন্ম, আমার প্রভু ঈশ্বর, আমার ন্যায় একজন পয়গম্বর উত্থিত করিবেন, তোমরা তাঁহার বাক্য অবধান করিও।" * (২) ঐ অঃ শ্লো ১৮ "তাহাদের ভ্রাতাগণ হইতে তাহাদের জন্ম আমি তোমার সদৃশ একজন পয়গম্বর উত্থিত করিব, এবং আমার বাক্য তাঁহার মুখে অর্পন করিব, এবং যাহা আমি তাঁহাকে বলিতে আদেশ করিব, তৎসমস্ত তিনি তাহাদিগকে বলিবেন।" (৩) ইঞ্জিলের যোহনের লিখিত সুসমাচারের ১ অঃ ১৯-২৫ শ্লোঃ "আর যোহনের দত্ত সাক্ষ্যের বিবরণ এই যে, য়িহুদিগণ যখন একজন যাজক এবং লেভীকে দিয়া যিরুশিলম হইতে তাঁহার নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল আপনি কে? তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না, তিনি স্বীকার করিলেন যে আমি খৃষ্ট নহি। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আপনি কি ইলিয়? তিনি বলিলেন নহি, তবে আপনি কি সেই পয়গম্বর? তিনি উত্তর করিলেন না।" ঐ ২৫ শ্লোঃ "আর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি খ্রীষ্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই পয়গম্বরও নহেন, তবে অবগাহন করাইতেছেন কেন? (৪) তওরাতের ২য় বিবরণ ৩৩ অঃ ২ শোঃ "এবং তিনি কহিলেন ঈশ্বর সীনা হইতে আসিয়াছেন, এবং সয়ীর হইতে তাহাদের উপর উদয় হইয়াছেন, তিনি ফারাণ পর্ব্বত হইতে প্রকাশিত হইবেন, এবং সহস্র সহস্র পবিত্র ব্যক্তিগণ তাঁহার সঙ্গী হইবেন, এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নির ন্যায় পবিত্রকারী ধর্ম্মনীতি থাকিবে।" ফারাণ মক্কার অন্য নাম। (৫) ইঞ্জিল, মথি,

* তোমাদের অর্থাৎ ইস্রাইলগণের ভ্রাতা ইস্মাইলের বংশে তাঁহার জন্ম হইবে। ইস্মাইলের বংশে হজরত মোহাম্মদের জন্ম।

২১ অঃ ৪২-৪৪ শ্লোঃ "যিশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি কখনও শাস্ত্রে পাঠ কর নাই, গাথকেরা যে প্রস্তরখানা অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল, ইহা প্রভু হইতে হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত, অতএব আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইবে, এবং এমত এক জাতিকে, দেওয়া হইবে, যে তাহার ফল দিবে; আর সেই প্রস্তরের উপর যে জাতি পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে, কিন্তু যাহার উপর সে পড়িবে তাহাকে চুরমার করিয়া ফেলিবে।" (৬) যোহন ১৪ অঃ ১৫-১৭ শ্লোঃ হজরত ঈসা বলিতেছেন, "যদি তোমরা আমাকে প্রেম কর তবে আমার আজ্ঞা পালন করিবে, আর আমি পিতার নিকট মিনতি করিব, তাহাতে পিতা আর একজন সহায় (comforter) তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন।" ৭ ঐ ২৬ শ্লোঃ "কিন্তু সেই সহায় পবিত্র আত্মা, যাহাকে পিতা আমার নামে প্রেরণ করিবেন, তিনি সকল বিষয় তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি যাহা যাহা বলিতেছি তাহা স্মরণ করাইয়া দিবেন।" ৮ ঐ ১৪ অঃ ২৯।৩০ শ্লোঃ "আর এখন আমি ঘটিবার পূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিলাম, যেন ঘটিবার পর তোমরা বিশ্বাস কর। আমি আর তোমাদের সহিত বিস্তর কথা বলিব না, কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছেন, আর আমাতে তাঁহার কিছুই নাই, কিন্তু জগৎ যেন জ্ঞাত হয় যে আমি পিতাকে প্রেম করি, এবং পিতা আমাকে যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন, সেরূপ করি।" ৮ ঐ ১৫ অঃ ২৬, ২৭ শ্লোঃ "কিন্তু সেই সহায় যাহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের নিকট পাঠাইব, সেই সত্য স্বরূপ আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে আগমন করিবেন, তখন আমার বিষয় সাক্ষ্য দিবেন, তোমরাও সাক্ষী, কারণ তোমরা আমার নিকটেই আছ।" (৯)

ঐ ১৬ অঃ ৭ শ্লোঃ "আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, যেহেতু আমি না গেলে সে সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন না, কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।" (১০) ঐ ১৬ অঃ ১২ শ্লোঃ "তোমাদিগকে বলিবার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা তাহা এখন সহ্য করিতে পারিবে না। পরন্তু তিনি সত্য স্বরূপ আত্মা যখন আসিবেন তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন, কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনিবেন তাহাই বলিবেন এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাও তোমাদিগকে জ্ঞাত করিবেন।" (বাঙ্গলা বাইবেল হইতে সঙ্কলিত।)

(২৪৯ এইসকল সুসমাচার উচ্চ কণ্ঠে হজরত মোহম্মদের আবির্ভাবের সুসংবাদ ঘোষণা করিতেছিল, এই জন্য য়িহুদী, ঈসায়ী, বহু উপাস্যাবলম্বী মুশরেকগণও উৎসুক মনে, উৎগ্রীব ভাবে, অগ্নির ন্যায় পবিত্রকারী ধর্ম্মনীতি প্রচারক নবীর, যোহনের কথিত সেই খ্যাত পয়গম্বরের, হজরত মুসার কথিত ফারাণ পর্ব্বতে ধ্যানমগ্ন সাধকের, হজরত ঈসার কথিত যিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন, যিনি আপনা হইতে কিছু বলিবে না, কিন্তু যাহা যাহা শুনিবেন তাহাই বলিবেন, সেই শেষ পয়গম্বরের, সেই প্রত্যাদিষ্ট কোরআন আবৃত্তিকারী মহা পুরুষের, অপেক্ষা করিতেছিল। এই তীব্র ঔৎসুক্যের সময়, আরব দেশে, ফারাণে, মক্কা নগরে, হজরত ইস্‌রাইলের ভ্রাতা, হজরত ইসমাইলের বংশে কোরএশ গোত্রে, হাশেমী শাখায়, হজরত আব্দুল্লাহর ঔরষে, হজরত আমিনার গর্ভে, হজরত আদমের ৬৭৫০ বৎসর পর, পবিত্র রবিউল আউয়ল্ মাসের শুক্ল দ্বাদশীর সোমবারের ঊষাকালে হজরত মোহম্মদ আহমদ (কারফিত) প্রশংসীত

* সুরা সফ ৬১ ব্যা ২১৬—২১৭ দেখুন।

জন্মগ্রহণ করিলেন, এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে ফারাণ পর্ব্বতের গুহায়, পঞ্চ দশ বৎসর কঠিন সাধনার পর রসুলত্ব লাভ করিলেন। তাঁহার উপর অগণিত কল্যাণ অবতীর্ণ হইতে থাকুক, আমীন।)

(২৫০ কল্কি পুরাণে ইহার সম্বন্ধে স্পষ্ট বাণী বিদ্যমান। কল্কি অবতার অর্থ পাপ বিনাশী অবতার, ইনিই শেষ অবতার। "কলির শেষে যখন মনুষ্যগণ বিষ্ণুর নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইবে, তখন এই অবতার পৃথিবী হইতে পাপ দূর করিয়া দিবেন, তৎপর সৎধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইবে, এবং সত্যযুগ আবির্ভূত হইবে।" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের কল্কি পুরাণের অনুবাদ।)

"যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলের আধার, যাঁহার জন্ম নাই, যাঁহার বিলোপ নাই তিনি বিষ্ণু।"

সুতরাং যিনি আল্লাহ, আর্য্যদের ভাষায় তিনিই বিষ্ণু। কল্কি পুরাণমতে কল্কি অবতার বিষ্ণু ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, একমাত্র আল্লাহই উপাস্য এই ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন।

কল্কি পুরাণমতে, শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে, বৈশাখ মাসে, সোম বারে কল্কি অবতার জন্মগ্রহণ করিবেন। আরবের নবীও, ঐ তিথি, বারে, মাসে, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রে কল্কির যে জন্ম পত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত আবুল মাশরের লিখিত নবীর জন্ম পত্র সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায়।

কল্কি পুরাণমতে কল্কির জন্ম সম্ভলে। সম্ভল গ্রাম, সম্ভবতঃ, অনুমানতঃ ভারতবর্ষের অঙ্গ বিশেষ এই ভাবে লিখিত (সমাজপতি মহাশয়ের অনুবাদ।) সুতরাং নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে উক্ত সম্ভল ভারতে। পণ্ডিতগণের মতে আরব দেশ সম্মল বা সম্ভল দ্বিপে স্থিত, সুতরাং কল্কি অবতারের জন্ম আরবে।

কল্কি পুরাণে বর্ণিত যে, যখন শাক দ্বিপের রাজা সূর্য্য বংশকে শাখা শূন্য করিবেন, তখন কল্কি আবির্ভূত হইবেন। যেমন আরব সম্বল, বা সম্ভল দ্বীপে স্থিত, তদ্রূপ পারশ্যদেশ শাক দ্বীপে স্থিত। টড সাহেবের রাজস্থানে লিখিত "নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণ হইতেছে, নওশের ওঁহার পুত্র শত্রু বলে বল্লভীপুর অধিকার করিয়াছিলেন, সিলাদিত্যের বংশ ধ্বংশ করিয়াছিলেন।" বল্লভীপুর ধ্বংশ ৫২৪ খৃঃ অঃ, আরবের নবীর জন্ম ৫৭১ খৃঃ অঃ।

সুতরাং কল্কি অবতার হইয়া গিয়াছেন। তিনি শেষ অবতার, শেষ পয়গম্বর, পাপবিনাশী কল্কি, আরবের পয়গম্বর হজরত মোহম্মদ। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সবিস্তার দেখুন।

জিল্-জাল—কম্পন।

মদিনাবতীর্ণ ৯৯ সংখ্যক সূরা ৯৩। ১।৯৯।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ

১ যখন, (প্রথম সুর ফুৎকারে,) তাহার স্ব কম্পনে পৃথিবীকে কম্পিত করা হইবে; ২ এবং (যখন) পৃথিবী উহার (গর্ভস্থ) ভার সকল বাহির করিয়া ফেলিবে; ৩ এবং মনুষ্যগণ বলিবে উহার কি হইয়াছে? । তখন পৃথিবী লয় প্রাপ্ত হইবে, এবং এই নাস্তিত্ব প্রাপ্ত অবস্থার পর দ্বিতীয় ফুৎকারে, বিলীন পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্দ্ধিত এবং উন্নতি প্রাপ্ত আকারে প্রকাশিত হইবে, জড় জগতের

পৃথিবী আত্মা রাজ্যের পৃথিবীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, এবং তৎকালোপযোগী শরীর ধারণ করিয়া মনুষ্যাত্মা সকলও আবির্ভূত হইবে; ইহাই সমুত্থান, পুনরুত্থান সমবেত করণ।) ৪ সে দিবস, (দ্বিতীয় ফুৎকারে প্রকাশিত পৃথিবী) উহার বিবরণ, (অবস্থারূপ বাক্য বা উচ্চারিত কথাদ্বারা,) বর্ণনা করিবে, (যে কোন জাতি, কোন ব্যক্তি, তাহার উপরে কিরূপ কর্ম্ম করিয়াছিল;) ৫ তাহা এইরূপে হইবে যে, তোমার প্রতিপালক (আল্লাহ,) উহাকে প্রত্যাদেশ করিবেন। ৬ সে দিবস মনুষ্যগণ (আপন আপন কর্ম্ম মত ভিন্ন-ভিন্ন দলে) বিভক্ত হইয়া যাইবে, যেন তাহারা তাহাদের (সু, কু, কর্ম্ম) প্রদর্শিত হয়। ৭ তৎপ্রযুক্ত, যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও সুকর্ম্ম করিয়াছে সে তাহা দেখিতে পাইবে; ৮ এবং যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও মন্দ কর্ম্ম করিয়াছে সে ব্যক্তিও তাহা দেখিতে পাইবে। ১।৮

(২৫০ কোনও ব্যক্তির জীবনকালের ছোট বড় সমস্ত সুকর্ম্মের ভার যদি তাহার ছোট বড় সমস্ত কুকর্ম্মের ভার হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে সে আধিক্য ভারানুযায়ী উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে; এবং যাহার, লঘু, গুরু সমস্ত কুকর্ম্মের ভার, তাহার লঘু, গুরু সমস্ত সুকর্ম্মের ভার হইতে অধিক হইবে, সে তাহার পাপের ভারের গুরুত্বানুযায়ী অধঃগামী হইবে।

এই সুরা মহা কোর্-আনের এক চতুর্থাংশের সমান, ইহা শিক্ষা দিতেছে, জড় বিশ্বের বিলয়, অজড় বিশ্বে তাহার পরিবর্ত্তন, কর্ম্ম অবিনশ্বর, সু, কু কর্ম্মের গুরুত্বানুযায়ী পারলৌকিক অবস্থা। সুতরাং অণিক্ষুদ্র সু বা কু কর্ম্ম অগ্রাহ্য যোগ্য নহে।

"হে আয়শে তুমি নিজকে লঘু হইতেও লঘু পাপ হইতে দূরে রাখিও, আল্লাহর নিকট নিশ্চয় লঘু হইতে লঘু পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত

হইবে।" (মিশ্কাত) "হে মনুষ্যগণ, হিংসা করণ সম্বন্ধে সাবধান হও, ইহাই সত্য যে, অগ্নি যেমন কাষ্ঠ নষ্ট করে, হিংসা তদ্রূপ পুণ্য কার্য্য বিনষ্ট করে।" ঐ "তোমার ভ্রাতার সহিত সহাস্য বদনে দেখা করার ন্যায় ভাল কর্ম্মকেও তুচ্ছ মনে করিও না।" ঐ "এক ব্যক্তি মনুষ্যগণের যাতায়াতের পথ হইতে একটা কাঁটার গাছ তুলিয়া ফেলিয়াছিল। হজরত পয়গম্বর তাহাকে স্বর্গবাসীদের মধ্যে দেখিয়াছিলেন।" ঐ "হে মনুষ্যগণ তোমরা পরস্পরকে সালাম সম্ভাষণের প্রথা প্রচলিত রাখিও, পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করিও, আত্মীয় স্বজনের সহিত সাধু ব্যবহার করিও, যখন অন্যে নিদ্রিত তখন নমাজ পড়িও।" ঐ "কাহাকেও গালাগালি করিও না" অতি তুচ্ছ ভাল কার্য্যকেও তুচ্ছ মনে করিও না, যদি কেহ তোমাকে গালাগালি করে, তোমার মন্দ কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া তোমাকে লজ্জিত করে, তুমি তাহাকে গালাগালি করিও না।" ঐ "যখন পাক কর, তখন তাহাতে অধিক করিয়া জল দিও, যেন তাহার ঝোল দিয়া তোমার প্রতিবাসীর সাহায্য করিতে পার।" ঐ "একটী স্ত্রীলোক কোনও স্থানে যাইতেছিল, সে দেখিতে পাইল একটী কুকুর কূপের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তৃষ্ণায় তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পিপাসায় কুকুরটি মুমূর্ষু প্রায়। স্ত্রীলোকটি তাহার পায়ের চামড়ার মোজা খুলিল, তাহার চাদর ছড়ির মত করিয়া মোজা ভরা জল তুলিল, কুকুরটাকে তাহা পান করাইল। এই সু-কার্য্যের জন্য আল্লাহ তাহার পাপধ্বংস করিয়া দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, প্রভো পশুর প্রতি দয়া করিলেও কি পুণ্যার্জ্জন হয়?" তিনি বলিলেন, যাহারই প্রাণ আছে, তাহার প্রতি দয়া করা পুণ্য কার্য্য।" ঐ

আ, দী, আ, ত—ধাবিত অশ্ব।

মক্কাবতীর্ণ ১০০ সংখ্যক সূরা (১৪ ।) ১।১০০।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ ।

(অনেকে আল্লাহতে, পুনরুত্থানে, কর্ম্ম ফলে, বিশ্বাস করে না, ইহারা আদিষ্ট কার্য্য করে না, এবং অসংকোচে নিষিদ্ধ কার্য্য করে। ইহ জগতের সুখভোগই ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এইরূপ পাপিষ্ঠ-গণের সুখ সম্পদ অনেক সময় ইহ জগতেই ধ্বংস হয়, আল্লাহর ফৌজ হঠাৎ ইহাদের উপরে নিপতিত হইয়া ইহাদিগকে অস্তিত্বহীন করিয়া দেয়, এই সূরার প্রথম পাঁচ আএতের মর্ম্ম।)

১ সবেগে ধাবিত, সশব্দ নিশ্বাস গ্রহণকারী, গাজীগণের অশ্ব শ্রেণীর ২ তৎকালে পদাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিক্ষিপ্তকারী (ঐ অশ্বগণের,) ৩ (এইরূপে সমস্ত রাত্রি ধাবিত হইয়া) তদনন্তর রজনী অবসান সময়ে পাপিষ্ঠগণের নগরে হঠাৎ নিপতিত, ৪ তখন উষাকালে, সবল দ্রুত পদাঘাতে শিশির সিক্ত ধূলি উত্থিতকারী, ৫ তৎপর তদ্রূপে শত্রু-ব্যূহ মধ্যে প্রবেশকারী (অশ্ব শ্রেণীর শপথ,) অথবা ১ সশব্দ নিশ্বাস গ্রহণকারী সবেগে ধাবিত অশ্বের ন্যায়, তত্বজ্ঞান লাভাকাঙ্ক্ষী, একাগ্রচিত্ত, কঠোর ব্রত পালনকারী, আল্লাহর দিকে ধাবিত সাধক-দের, ২ দ্রুত এবং ঘন পদাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিক্ষিপ্তকারী যুদ্ধাশ্বের ন্যায়, কঠোর ব্রত সাধন দ্বারা হৃদয়ে ঈশ প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত কারী সাধু পুরুষদের, ৩ উষাকালে কোন গ্রামে সবেগে নিপতিত যুদ্ধাশ্বের ন্যায়, স্বীয় কঠোর ব্রত বলে অজ্ঞতার অন্ধকার "রাত্রি" অতিক্রম করিয়া

জ্ঞানালোকে প্রবেশ লাভান্তে কোনও আধ্যাত্ম বিশেষ পদ লাভকারী সিদ্ধ পুরুষদের; সবল পদাঘাতে উষাকালে ধূলিরাশি উত্থিতকারী, অর্থাৎ সাধনা বলে দৃঢ় প্রতিবন্ধক অতিক্রমকারী সাধকদের, ৫ এবং দ্রুত বেগে প্রবেশকারী অশ্বের ন্যায়, দ্রুত আধ্যাত্ম উন্নতি লাভান্তে, আল্লাহর সহিত সম্মিলন লব্ধ মহা পুরুষদের শপথ (ত হ:); অথবা ভাবার্থ:—দৃঢ় বিশ্বাসী, আল্লাহর প্রসন্নতা অনুসন্ধান কারী, কর্ত্তব্য পরায়ণ, পুণ্যার্জ্জনে অসীম কষ্ট সহকারী, দূর দূর দেশ হইতে আগমণকারী, বিস্তীর্ণ বালুকা প্রান্তর অতিক্রমকারী, উষ্ট্রারোহী হাজীগণের শপথ। ৬ নিশ্চয়ই মনুষ্য তাহার প্রতিপালক (আল্লাহর) নিকট (তাঁহার) অনুগ্রহ অস্বীকারকারী, (কারণ সে আল্লাহর মহা দান ধন, স্বাস্থ্য, ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করে না, ৭ এবং নিশ্চয়ই সে এতৎ সম্বন্ধে স্বয়ং সাক্ষী; ৮ এবং নিশ্চয়ই ধনের প্রতি তাহার ভালবাসা অতি অধিক (অন্য তদ্বারা পুণ্য লাভ করে না,) ৯ সে কি জানে না যে, যখন সমাধিস্থ সকলকে সমুত্থিত করা হইবে, ১০ এবং মনের মধ্যস্থিত সমস্তকে প্রকাশিত করা হইবে, ১১ সে দিবস নিশ্চয়ই তাহাদের প্রতি-পালক তাহাদের তত্ত্ব গ্রহণ করিবেন, (যে তাহারা কিরূপ কর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছে।) ১।১১

আল্-ক্কারি-আ,হ্—আঘাতকারী।

মক্কাবতীর্ণ ১০১ সংখ্যক সূরা (৩০।) ১।১০।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ (বিশ্বচূর্ণ বিচূর্ণ করণার্থে) আঘাতকারী (কেয়ামত), ২ সেই আঘাতকারী (কেয়ামত) কি? ৩ এবং (হে শ্রোতা,) তোমাকে কি কেহ অবগত করিয়াছে, সেই আঘাতকারী (কেয়ামত) কি? ৪ সে দিবস (অর্থাৎ উহার প্রারম্ভে যখন ভূমি ঘন ঘন কম্পিত হইতে থাকিবে,) মনুষ্যগণ বিচ্ছিন্ন পতঙ্গপালের ন্যায় (ভিন্ন ভিন্ন দিকে, দলে দলে ধাবিত) হইবে; ৫ পর্ব্বত সকল (চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বালুকা রাশিতে পরিণত, এবং বিবিধ বর্ণের বালুকা একত্র মিশ্রিত হইয়া বিবিধ বর্ণের) ধুনিত পশমের ন্যায় (লঘু এবং চালিত) হইবে। (মাধ্যাকর্ষণ, আণবিকাকর্ষণ, কেন্দ্রাভিমুখী, এবং কেন্দ্র বিরুদ্ধাভিমুখী শক্তি সকল শিথিল হইয়া যাইবে, (অনুবাদক;) (এই দৃশ্য সৃষ্টি এইরূপে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অদৃশ্য সৃষ্টিও বিলুপ্ত হইবে। তার বহু বহু যুগ যুগান্তর পর, দ্বিতীয় সুরনাদে, এক অজড় নবলোক প্রকাশিত হইবে, তঃ হঃ।) ৬ তখন (সর্ব্বজ্ঞের বিচারের মান যন্ত্রে,) যাহার (সুবর্ণ্মের) পাল্লা ভারি হইবে, ৭ তজ্জন্য সে সন্তোষের জীবন অতিবাহিত করিবে; ৮ এবং যাহার (সুকর্ম্মের) পাল্লা লঘু হইবে, ৯ তজ্জন্য হাবিয়া নরক তাহার (শোষণকারিণী) মাতা হইবে; ১০ (হে শ্রোতা) কেহ কি তোমাকে জ্ঞাত করিয়াছে, উহা (সেই হাবিয়া নরক) কি? ১১ (উহা) প্রজ্জলিত মহা অগ্নি, (ইহ

জীবনের মন্দ ইচ্ছা, ভ্রম বিশ্বাস, মন্দ কর্ম্ম, ঐ ভগিরূপে প্রকাশিত হইবে।) ১।১১

(যাহার পাপের ভার পুণ্যের ভার হইতে অধিক, তাহাকে সন্তাপ ভোগ করিতে হইবে ; যাহার পাপ পুণ্য সমান, সে নিরয়গামী হইবে না। যে ব্যক্তি, লা-ইলাহা-ইল্লা-আল্লাহ, আল্লাহ ব্যতীত অন্ত উপাস্ত নাই মূল সূত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহার পাপ ভার গুরু হইলেও অবশেষে সে মুক্তি লাভ করিবে। (তিরমিজী, ইব্নে মাজা, তঃ হঃ হইতে।)

(হজরত আব্বাস বলিয়াছেন, মনুষ্যের সু, কু কর্ম্ম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইবে, তাহারই ভার নির্ণিত হইবে। বিশ্বাসবন্তগণ পাপ ক্ষয়ের পর অধঃ নরক হইতে ঊর্দ্ধ জগতে যাইবে। যে সকল পাপ ক্ষয় হয় না, যথা নাস্তিকতাদি তজ্জন্য চির নরক, তঃ কাঃ)

("তোমাদের যে কার্য্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহা তোমাদের প্রভু আল্লাহর নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য, যাহা তোমাদের মর্য্যাদা উন্নত করে, যাহা স্বর্ণ, রৌপ্য, দান করা হইতেও মঙ্গলজনক, আমি কি তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিব? তাহা আল্লাহর নাম জপ করণ।" (মিশ্কাত, বাব জিকর।) আনিস বলিতেছেন, "নবী বাহনের উপরে ছিলেন, এবং মা,জ, তাঁহার পৃষ্ঠের দিকে ছিলেন। নবী বলিলেন, হে মা,জ মাজ বলিলেন, হে নবী আমি হাজির, আজ্ঞা করুন। পয়গম্বর ঐরূপ তিন বার বলিলেন, এবং মাজও ঐরূপ তিন বার উত্তর করিলেন। তারপর পয়গম্বর বলিলেন, "এমত কেহই নাই, যাহারা মনের সহিত এবং সরল ভাবে সাক্ষ্য দেয় যে—লা-এলাহা-ইল্লা-আল্লাহ-মোহাম্মদো রসুলাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্ত উপাস্ত নাই, মোহম্মদ (দ) তাঁহার বাণী বাহক, যাহাদের জন্ত আল্লাহ নরকাগ্নি অবৈধ করেন নাই।" মাজ

বলিলেন, হে আল্লাহর রসুল, তাহা হইলে এই সুসংবাদ আমি মনুষ্য-গণকে দেই, ইহা শুনিয়া তাহারা আনন্দিত হউক। নবী বলিলেন, "তাহা হইলে তাহারা কেবল ইহারই উপর নির্ভর করিবে।" (মিশ্কাত, কিতাবুল ইমান। সর্ব্বসম্মত।) তাঁহার যে দাস বলে, 'আল্লাহ ব্যতীত অন্যে উপাস্য নহে, লা-এলাহা-ইল্লা-আল্লা হ,' এবং এই বিশ্বাসে মরে, সে নিশ্চয় জন্নতে প্রবেশ করিবে। "আবিজর্ বলিল, যদি সে ব্যভিচার করে বা চুরি করে? পয়গম্বর বলিলেন, যদি সে ব্যভিচার বা চুরি করে তথাপিও (সে জন্নতে যাইবে।) আবিজর আবার জিজ্ঞাসা করিল, যদি সে ব্যভিচার বা চুরি করে? পয়গম্বর উত্তর করিলেন, তথাপি। আবিজর আবার ঐ প্রশ্ন করিল, এবং পয়গম্বর ঐরূপ উত্তর করিয়া বলিলেন, "এই কথায় বিস্ময় প্রকাশকারী আবিজরের নাসার উপরে ধূলি নিক্ষিপ্ত হউক;" (সর্ব্ব সম্মত মিশ্কাত, কিতাবুল ইমান।) উবাদা বিন্ সমেত বর্ণনা করিয়াছেন, "যে এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যে উপাস্য নহে, তাঁহার সম ক্ষমতাপন্নের বিদ্যমানতা নাই, এবং মোহম্মদ তাঁহার দাস, তাঁহার বাণীবহ, এবং ঈসা তাঁহার দাস এবং বাণীবহ, এবং তাঁহার দাসী মর্-ই-য়মের পুত্র এবং তাঁহার আদেশের মূর্ত্তি, যাহা তিনি মর্-ইয়মের দিকে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং যাহা তাঁহার নিকট হইতে আগত আত্মা; এবং জন্নত এবং জহীম সত্য, তাহার কর্ম্ম যাহাই হউক না কেন তাহাকে তিনি জন্নতে উপনীত করিবেন"; (মিশকাত, কিতাবুল ইমান, সর্ব্বসম্মত।)

(হদিস শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন, উক্তরূপ ব্যক্তিগণ পাপের শাস্তি ভোগের পর জন্নতে যাইবে, অথবা আল্লাহ তাহাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন।)

(রূপক স্বরূপ ১-৫ আএতের অর্থ মক্কাস্থ আল্লাহদ্রোহিগণের

মহা বিপদের, মহা পরাজয়ের দিবস তাহারা পতঙ্গপালের ন্যায় ইতস্ততঃ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, এবং তাহাদের পর্ব্বতবৎ নেতাগণ ধুনিত পশমের ন্যায় লঘু অর্থাৎ তুচ্ছ হইয়া যাইবে। (মাঃ আঃ)

তকাসুর—আধিক্যের আকাঙ্ক্ষা।

মক্কাবতীর্ণ ১০২ সংখ্যক সূরা (১৬।) ১।১০২।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ (হে মানব, ধন, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব ইত্যাদির) আধিক্যের আকাঙ্খা তোমাদিগকে, (কর্ত্তব্য সম্বন্ধে) অসাবধান করিয়া রাখিয়াছে, ২ যাবৎ পর্য্যন্ত কবরে উপস্থিত না হও, (তাবত বৃদ্ধির আকাঙ্খায় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া থাক ;) ৩ (যেমন মনে করিতেছ তেমন) কখনই না, (যে সেই অসাবধানতার কর্মভোগ করিতে হইবে না ;) নিশ্চয়ই, শীঘ্রই, (মরণের পরই ইহার পরিণাম) জানিতে পারিবা ; তদনন্তর কখনই (অন্যরূপ হইবে) না, (শীঘ্রই মরণান্তেই ইহার পরিণাম) জানিতে পারিবা ; ৫ (মরণের পর এবং কেয়ামতে কি হইবে, তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ের) জ্ঞানে যদি দৃঢ় বিশ্বাস হইত, (তাহা হইলে তোমরা) কখনই (এরূপ হইতে) না ; ৬ (কর্ত্তব্য অবহেলা জন্য) নিশ্চয় তোমরা নরক দর্শন করিবা ; ৭ তৎপর (কেয়ামতে) তাহা বিশ্বাসের চক্ষে দৃষ্টি করিবা ; ৮ তৎপর সে দিবস, (ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্পদ, কর্ত্তৃত্বাদি) মহাদান, (অর্থাৎ বাহনীর যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছিলা, তাহার যে কি ব্যবহার

করিয়াছ,) তৎসম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবা; (সে দিবস তোমাদের কর্ত্তব্য অবহেলার এবং অসাবধানতার বিচার হইবে।) ১।৮

("সদুদ্দেশ্যে, পরিবার পালনোদ্দেশে, পরোপকারার্থে, ধনোপার্জ্জনে আল্লাহ প্রীত হন, কেবল নিজের সুখের জন্য, আড়ম্বর প্রকাশ উদ্দেশ্যে, অর্থোর্জ্জন আল্লাহ পছন্দ করেন না" (মিশ্‌কাত) "পুণ্যার্জ্জন বিশ্বাসে আপন পরিবারের জন্য ব্যয়, পরোপকারার্থে দান করার সমান)" ঐ "যে মুদ্রাটি তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করিয়াছ, যে মুদ্রাটি তুমি গোলামগণের মুক্তি জন্য ব্যয় করিয়াছ, যে মুদ্রাটি তুমি অভাবগ্রস্তকে ভিক্ষা দিয়াছ, যে মুদ্রাটি তুমি পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করিয়াছ, তন্মধ্যে শেষোক্ত মুদ্রাটি দ্বারা তুমি সর্ব্বাধিক পুণ্যার্জ্জন করিয়াছ।" ঐ

আ,সূর—সময়।

মক্কাবতীর্ণ ১০৩ সংখ্যক সূরা (১৩।) ১।১০৩।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ সময়ের বা মনুষ্যের জীবনকালের শপথ, (যাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বরফের ন্যায় ক্ষয় হইতেছে তাহার শপথ;) ২ নিশ্চয় মনুষ্য, (অথবা আবুজহলের দল,) ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু যাহারা বিশ্বাসস্থাপনকারী হইয়াছে, (যথা হজরত আবুবকর প্রভৃতি,) এবং পুণ্যজনক কর্ম্মও করিয়াছে, এবং যৎবিষ উচিত তৎবিষয় পরস্পরকে উপদেশ করিয়াছে, এবং (সাধুকার্য্যে, এবং নির্য্যাতনে, বিপদে,) ধৈর্য্যের উপদেশ করিয়াছে, তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত নহে; (যৎ জন্য উচিত তৎজন্য, উক্তরূপ সাধু পুরুষগণ স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, ইহাদেরই জীবন সার্থক।)

হুমাজা,ত—অপবাদকারী।

মক্কাবতীর্ণ ১০৪ সংখ্যক সূরা (৩২।) ১।১০৪।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ মিথ্যাদোষ বাহিরকারীর, অপবাদকারীর, (যথা আস, ওলিদ, আখ্‌নস প্রভৃতির পরিণাম) জন্য আক্ষেপ; ২ যে ব্যক্তিগণ ধন সঞ্চয় করে, এবং (তাহা পুনঃ পুনঃ) গণনা করে; (এই ধনগর্ব্বে দর্পিত ব্যক্তিগণ, এখন দরিদ্র, প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষম, সহায় শক্তিহীন, মুসলমানগণকে উপহাস্য, ঘৃণা, নগণ্য করিবার উদ্দেশে, তাহাদের মিথ্যা দোষ বাহির, এবং মিথ্যা দুর্নাম রটনা করে, ইহাদের ধন, সম্পদ, ইহাদের মনোভাব এমত ভাবে গঠিত করিয়াছে যে, ইহাদের প্রত্যেকে ভাবে,) তাহার ধন তাহার সহিত চিরকাল থাকিবে, (তাহার এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না, এবং যদি উপদলিতব্যক্তিগণ তাহার প্রতিকূলতাচরণ করে, ধনবলে সে তাহাদিগকে দমন করিবে!) ৪ কখনই না, (তাহার দলের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইবে, এবং মরণান্তরেই) সে নিশ্চয় হুতমা নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে; কেহ কি তোমাকে জ্ঞাত করিয়াছে, ঐ হুতমা, (গর্ব্বচূর্ণকারী) নরক কি? ৬ উহা আল্লাহর প্রজ্জলিত (মহা সন্তাপদায়ক) অগ্নি; ৭ উহা হৃদয় সকলের উপরে দাহন বিস্তার করে, (সেই দাহনের বিরাম নাই, যেহেতু,) ৯ বহু উচ্চ স্তম্ভ সকলের আকারে ৮ নিশ্চয় ঐ অগ্নি (শিখা সকলকে,) তাহাদের উপরে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ১।৯

*কোন ব্যক্তির হৃদয়ে যে কথা তাহাকে দুঃখিত করে, তাহা মুক্ত

হইলে নিন্দাবাদ দোষ, রটনা; তাহা মিথ্যা হইলে তাহা অপবাদ; (মিশ্‌কাত।)" "যে ব্যক্তি কাহাকেও তুচ্ছ করার জন্য তাহার দোষের আলোচনা করে, যে ব্যক্তি কাহারও দোষের উল্লেখ করিয়া তাহাকে লজ্জিত করে, যে অশ্লীল ভাষী, যে ব্যক্তি অন্যান্য বিষয় প্রবল করণ জন্য ঝগড়া করে, সে ব্যক্তি মুসলমান বলিয়া গণ্য নহে। "ঐ" যে ব্যক্তি অন্যের নিকট নিন্দা বহন করে, যে ব্যক্তি দুই বন্ধুর মধ্যে শত্রুতা জন্মায়, যে ব্যক্তি সৎব্যক্তিগণকে বিপদগ্রস্ত করে, তাঁহার দাস গণ মধ্যে সে ব্যক্তি অতি অধম।" ঐ "দুই জন রোজা রাখিয়াছিল, উভয় নমাজ সম্পন্ন করিল। হজরত নবী তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা আবার ওজু করিয়া আস, আবার নমাজ পড়, তোমাদের রোজাও পূর্ণ কর, তোমরা অন্যের কুৎসা করিতেছিলা, তজ্জন্য তোমাদের ওজু ভগ্ন, নমাজ এবং রোজা নষ্ট হইয়াছে।" ঐ;

("যে ব্যক্তির প্রতি অন্যায়াচরণ করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনও (ব্যক্তি কর্ত্তৃক, অন্যায়াচরণকারী ব্যক্তির) নিন্দা বাদ প্রকাশ্য রটনা করাকে আল্লাহ্ ভাল বাসেন না; ৪।১৪৮; "যে ব্যক্তি কোনও দোষ বা পাপ করে, তদনন্তর তাহা নির্দ্দোষ ব্যক্তির উপর আরোপ করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই, স্পষ্টতই, দুর্ণাম দেওয়ার এবং পাপ কার্য্য করার ভার বহন করে।" ৪।১১২;)

"পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করিও না, এবং কেহ কাহারও অপবাদ করিও না। অহো তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাহার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করিতে ভালবাসে? অথচ তোমরা তাহা ঘৃণা কর; এবং (এতৎসম্বন্ধে) আল্লাহকে ভয় কর; (এইরূপ কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হও, তওবা কর, তাহা হইলে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন, যেহেতু অনুতাপ কারীর প্রতি) তিনি অনুকূল এবং সদয়।" ৪৯।১২, "যাহারা

বিশুদ্ধ চরিত্রা মুসলমান নারীর অপবাদ রটনা করে, যে নারী আরোপিত দোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নিশ্চয়ই তাহারা পৃথিবীতে এবং পরকালে নিন্দিত, এবং তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে।" ২৪।২৩,২৪।)

(কোনও ব্যক্তির দোষ যদি অনর্থোৎপাদন করে, তাহা প্রকাশ করাতে দোষ হয় না, লোক এবং সমাজ হিতার্থে তাহা কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। কিন্তু কোনও স্থলেই কাহারও অপবাদ করা যাইতে পারে না।)

(মুসলমানদের অপবাদ রটনা কারী, তাহাদিগকে নিন্দিত, উপহসিত, বিপদ গ্রস্তকারী, তাহাদের বিরুদ্ধে শত্রু ভাবাপন্ন, উত্তেজিত, সঙ্ঘ বদ্ধকারী, বৈদেশিক এবং ভারতীয় আস, ওলিদ, আখনস সংগণের অভাব নাই। বঙ্গদেশীয় আখনসগণ তাহাদের মরণের পরেও যে দুর্গন্ধ বিষ তাহাদের স্বজাতীয়গণের ধমনীতে ইনজেক্ট করিতেছেন, এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তিগণ যাহার তীব্রতা হ্রাস হইতে দিতেছেন না. তাহার ফল ধ্বংস করা সম্বন্ধে মিলনকামী দেশনেতাগণ বহুদুঃখ, হতাশ্বাসতা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। মুসলেম নিন্দাবাদের; মুসলেম অপবাদের গল্পিকা মিশ্রিত মদিরা পানে, অনেকের মস্তিষ্ক এমত বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা সত্য মিথ্যা, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য ন্যায়, অন্যায়, মধ্যে বিভেদ করিতে অক্ষম। ইহা জাতীয় পাপ. ইহার পরিণাম হুতমা, দর্প চূর্ণকারী নরক।)

ফীল—হস্তি।

মক্কাবতীর্ণ ১০৫ সংখ্যক সূরা (১৯।) ১।১০৫।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ

১ (হে নবী,) তুমি কি (চিন্তা করিয়া) দেখ নাই, তোমার প্রতিপালক (কাবা আক্রমণকারী) হস্তিস্বামীগণের সম্বন্ধে কেমন কার্য্য করিয়াছিলেন? ২ (আল্লাহর উপাসনার সর্ব্ব প্রথম মসজিদ কাবা ভূমিসাৎ করার, এবং মক্কার গৌরব এবং বানিজ্য বিনষ্ট, এবং কোরএশ বংশ নির্ম্মূল করার,) তাহাদের কৌশল কি তিনি পণ্ড করিয়া দেন নাই? ৩ তৎজন্য তাহাদের, (ঐ আক্রমণকারী হস্তিযূথ স্বামীগণের) উপরে, (যাহা ইতিপূর্ব্বে বা পরে কেহ দর্শন করে নাই এমত) উড্ডয়ীমান দল সকল প্রেরণ করিয়াছিলেন, ৪ যাহা তাহাদিগের উপরে কঙ্করের প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেছিল, ৫ তখন, (এইরূপে সর্ব্বশক্তিমান) তাহাদিগকে পশু ভক্ষিত তৃণের ন্যায় (ধ্বংস) করিয়া দিলেন। ১।৫

(মুসলমান প্রপীড়ক মক্কার আল্লাহদ্রোহী কাফেরগণকে দেখানই হইতেছে যে, সর্ব্বশক্তিমান বুদ্ধির অগম্য উপায়ে প্রপীড়কগণকে দমন করেন। যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে, তাহা হজরত পয়গম্বরের জন্মের এক মাস পচিশ দিন পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। এই সূরার অবতীর্ণের ক্রম উনিশ, হজরত চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন, সুতরাং এই ঘটনার পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল, যাহারা এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছিল, তখন তেমন বহুব্যক্তি জীবিত ছিল।

ঘটনাটির বিবরণ তফসীর হক্কানী হইতে সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হইতেছে। আরব এবং তন্নিকটস্থ দেশবাসিগণের তীর্থস্থান, হজরত ইব্রাহীমের সময় হইতে, মক্কায় কাবা গৃহ ছিল, তজ্জন্য উহার পরিচারক কোরেশগণকে সকলে সম্মান করিত। হঃ ইব্রাহীমের সময় হইতে মক্কায় যুদ্ধ, বিবাদ, হত্যা, নিষিদ্ধ ছিল, এবং ইহা তীর্থ স্থান প্রযুক্ত শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। আব্রহা আবরহ এমন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিল, তখন এমনে হব্শীগণের রাজত্ব, তাহারা ঈসায়ী ধর্ম্মাবলম্বী। কাবার গৌরব খর্ব্ব, এবং মক্কার বাণিজ্য নষ্ট করার উদ্দেশে, আব্রহা এমনের রাজধানী সানাতে মহাড়ম্বর প্রকাশক এক গির্জ্জা স্থাপন করিয়া উহার হজ্জকরণ জন্য কাবা তীর্থযাত্রিগণকে সাদর আহ্বান করিল, কিন্তু কেহই তাহা গ্রাহ্য করিল না, পরন্তু গুপ্তভাবে কতক জন তাহা অপবিত্র করিতে লাগিল। এজন্য আব্রহা কাবা উৎসন্ন করিয়া দেওয়ার উদ্দেশে বহুসৈন্যসহ মক্কার অভিমুখে অভিযান করিল, কাবা ভগ্ন জন্য মহাকায় তেরটি হস্তি লইয়া চলিল। মক্কাবাসিগণকে প্রকাশ প্রদান করিল যে, তাহার উদ্দেশ্য কাবা ভাঙ্গিয়া দেওয়া, তাহারা যেন নগর হইতে পলায়ন না করে, সমস্ত মক্কাবাসিগণকে এই ছলে নির্ম্মূল করার সংকল্প গোপন করিয়া রাখিল। হস্তীযূথ অগ্রভাগে, তৎপশ্চাৎ অন্য সৈন্যশ্রেণী, এইরূপে আব্রহা অগ্রসর হইতে লাগিল। ঐ প্রদেশবাসিগণ আব্রহার কথা বিশ্বাস করিল না, তাহারা পর্ব্বতে গিয়া লুকাইল। এই সৈন্য মজদলার নিকট সফাহাতে সৈন্যাবাস স্থাপন করিল, এবং কাবা চূর্ণ জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে সমুদ্রতীরস্থ জেদ্দার দিক হইতে, যাহা পূর্ব্বেও কেহ দেখে নাই, এবং পরেও কখনও কেহ দেখে নাই, এমত হরিৎ বর্ণ, কাহারও মতে কৃষ্ণবর্ণ, বৃহৎকায় পাখা এবং চঞ্চুযুক্ত প্রাণী দলে দলে উড়িয়া আসিতে লাগিল। ঐ

সকলের থাবাযুক্ত দুই পায়ে দুইটি, এবং চঞ্চুতে আর একটী কঙ্কর ছিল। ঐ কঙ্কর সকল এমত সবলে মনুষ্য এবং পশু সকলের উপরে, নিক্ষিপ্ত হইতেছিল যে, উহা সকল তাহাদের শরীর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, এবং এমত বিষাক্ত ছিল যে, যাহার শরীরে লাগিয়াছিল তাহার শরীর পচিয়া যাইতেছিল। ঐ সময় সমুদ্রের দিক হইতে মহাপ্লাবন আসিয়া মৃত এবং জীবিত পশু এবং মনুষ্যগণকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। আব্রহার কাবা ধ্বংস, এবং কোর্-এশগণকে নির্মূল করার চেষ্টা, এইরূপে সর্ব্বশক্তিমান ব্যর্থ করিয়া দিলেন। অনেকের ধারণা যে ক্ষুদ্র আবাবীল পাখী দলে দলে আবির্ভূত হইয়াছিল, ইহা ভ্রম। আএতের আবাবীল অর্থদল, ঝাঁক, পাল। (তঃ হঃ)

যাহারা ঐ ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছিল, তাহাদের কাহারও মতে এই উড্ডীয়মান প্রাণী সকলের বর্ণ হরিত, কাহারও মতে কৃষ্ণ, কাহারও মতে হরিদ্রাবর্ণ; ইহা সামঞ্জস্য করা দুষ্কর নহে, সম্ভব যে ঐ প্রাণী সকল বিবিধবর্ণের ছিল, অথবা দূরতা, বা সূর্য্যের কিরণের পতনের বিভিন্নতা জন্য তদ্রূপ দৃষ্ট হইতেছিল। উহা শকুনী সকলকে ভুল করার সম্ভাবনা অতি অল্প, দর্শকগণের কেহই বলে না যে শকুনী পাখী সকল সে সময় উড়িতেছিল। আবরহা সৈন্য বসন্তরোগে মরিয়াছিল, এবং শকুনী সকল মৃত ব্যক্তিসকলকে আহার করিতেছিল কল্পনার অন্তর্গত। কতকজন সাহাবীর নিকট ঐ প্রাণী সকলের নিক্ষিপ্ত কঙ্করও ছিল। ঐ কঙ্কর সকল বড় বড় পাথর ছিল না, কঙ্কর বলিলে যত বড় বস্তু বুঝায় তত বড় ছিল, ঐ প্রাণী সকল তাহা এত জোরে ছুড়িতেছিল যত জোরে বন্দুকের গুলি ছুটে। ইহাও একটি অনৈসর্গিক ঘটনা। আল্লাহদ্রোহী মক্কাবাসিগণকে, তাহাদেরই নগরের একটি অসাধারণ ঘটনা, যাহার সত্যতা সহজেই প্রমাণ বা অপ্রমাণ

করা যাইতে পারিত, তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান হইতেছে যে, অন্যায়াচরণকারিগণকে, সর্ব্বশক্তিমান বিচারকর্ত্তা এই পৃথিবীতেও দণ্ড প্রদান করিতে সমর্থ। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা মক্কার প্রপীড়কগণকে বলা হইতেছে যে, তোমরা এই নিরীহ মুসলেমগণকে নির্যাতন করিতেছ, তোমরা তাহার প্রতিফল মর্ত্তলোকেও ভোগ করিতে পার, তোমাদের জন বল, ধন বল, তোমরা যাহা কল্পনাও করিতে পারনা এমত ঘটনা দ্বারা তিনি বিনষ্ট করিতে পারেন, এবং যেরূপ অসাধারণ ঘটনা দ্বারা তিনি কাবা এবং কোর্-এশ বংশ রক্ষা করিয়াছেন, ঐরূপ ঘটনা দ্বারা পয়গম্বর এবং ইস্‌লামকে রক্ষা, এবং আবুজহল প্রভৃতি মক্কার আব্‌রহা-গণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে পারেন। ফলতঃ ইস্‌লামের অভ্যুদয় এক আশ্চর্য্য ঘটনা, ত্রিশবৎসরের মধ্যেই, এই সম্রাট-শক্তিশূন্য নগণ্য, আত্ম সমর্পণকারিগণ, মহা পরাক্রান্ত রোমক এবং পারসিক আব্‌রহাগণের দর্পিত সৈন্য শক্তি বিনষ্ট করিয়া, চিন্তাশীল ঐতিহাসিকগণকে বিস্ময়াম্বিত করিয়াছে। আবশ্যক হইলে ইস্‌লামকে অনৈসর্গিক উপায়ে আল্‌লাহ্ রক্ষা করিবেন ইহা তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী।)

(কোর্-আনে মিথ্যা কথা আছে তাহা প্রমাণ জন্য পৌত্তলিক আরবগণ, এবং গ্রন্থ বিশ্বাসী য়িহুদী, এবং ঈসায়ীগণ অতি সতর্ক ছিল, যদি ঘটনাটি এই স্থুরায় বর্ণনার বিরুদ্ধ মত হইত, তাহা হইলে উহারা চাক্ষুষ সাক্ষ্য দ্বারা কোর্-আন মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দিত।)

কোর্-এশ,—কোর-এশ বংশ।

মক্কাবতীর্ণ ১০৬ সংখ্যক সূরা (২৯।) ১।১০৬।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

(আরবগণের এক বংশকে কোর-এশ বলে। এই বংশে হজরত মোহম্মদের জন্ম। ইহারা বাণিজ্যপ্রিয় জাতি। ইহাদিগকে আল্লাহ অসাধারণ উপায়ে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। যদিও মক্কানগর মরুভূমিতে স্থিত, কিন্তু তথাপি চতুর্দ্দিক হইতে তথায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের দ্রব্য আসিতেছে, যদিও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে কিন্তু তাঁহার কৃপায় মক্কাতে শান্তি বিরাজ করিতেছে, ইহাও মক্কাবাসী কোর্-এশগণকে স্মরণ করিতে বলিতেছেন। তাহাদিগকে বলা হইতেছেঃ)—

১ কোর্-এশগণের (ঐশ দত্ত) অনুরাগ, ২ (অর্থাৎ) শীতকালে (উষ্ণ প্রদেশে) এবং গ্রীষ্মকালে (শীতপ্রধান দেশে ব্যাণিজ্যার্থে) যাতায়াতের আগ্রহ ৩ জন্য তাহাদের উচিত যে, (অপ্রকৃত উপাস্য সকলকে ত্যাগ করিয়া,) এই গৃহের প্রতিপালকের (রক্ষাকর্ত্তার, আল্লাহরই) উপাসনা করুক, ৪ যিনি ক্ষুধার সময় (এই মরু মধ্যেও) তাহাদিগকে অন্নদান করিতেছেন, এবং (তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া, এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ স্থলেও এবং বাণিজ্য পথেও,) তাহাদিগকে আশঙ্কা হইতে নিঃশঙ্ক করিতেছেন।১।৪

মা-উন—সাহায্যোপকরণ।

মক্কাবতীর্ণ ১০৭ সংখ্যক সূরা (১৭।)   ১।১০৭।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

(এই সূরার প্রথম তিন আএত কাফের অর্থাৎ আল্লাহদ্রোহীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ, ইহারা যথা আবু জহল এবং তাহার দল, মরণান্তর জীবনে, পরকালে ইহকালের কর্ম্মফল ভোগে বিশ্বাস করিত না; আবুজহল পিতৃহীন সন্তানগণের সম্পত্তি রক্ষার জন্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তাহা উদরসাৎ করিয়া ফেলিত, অন্ন বস্ত্রহীন ঐ বালকগণ অন্নবস্ত্র প্রার্থী হইলে তাহাদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিত। একবার সে একটা উট জবহ করিল, উহার মাংস তাহার বন্ধুবান্ধবগণ মধ্যে ভাগ করিতেছিল, এমত সময় একটি ক্ষুধার্ত্ত এতিম, পিতৃহীন বালক ক্ষুধা নিবারণের জন্য কিঞ্চিৎ মাংস ভিক্ষা করিল, আবুজহল তাহাকে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিল। অপর চারি আএত মুনাফেক অর্থাৎ আস্থাহীন মুসলমানগণের চিত্র, ইহারা যাহা করে তাহা কেবল দেখাইবার জন্য করে, আল্লাহর প্রীতিলাভ ইহাদের উদ্দেশ্য নহে, ইহাদের উদ্দেশ্য পার্থিব লাভ মাত্র। এই উভয় দলের সম্বন্ধে বলা হইতেছেঃ)—

১ (হে নবী, মরণের পর) কর্ম্মের বিনিময় ভোগ, (এই সত্যকে) যাহারা মিথ্যা বলে, তুমি কি তাহাদিগকে দেখিয়াছ? (তাহাদের সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? কর্ম্মফলে অবিশ্বাস হেতু তাহাদের চরিত্র এমতভাবে গঠিত হইয়াছে যে) ২অ হেতু তাহারা পিতৃহীন সন্তানগণকে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেয়, ৩ এবং (হস্ত, পদ, চক্ষু, বাহু, কপর্দকাদি)

সম্বলহীনগণকে অন্ন দান জন্য কাহাকেও অনুরাগান্বিত করে না। ৪ (আর) যে মুসল্লীগণ, * ৫ (দেখাইবার আবশ্যক না হইলে) তাহাদের নমাজ (সম্পন্ন করিতে) ভুলিয়া যায়, ৬ যাহারা (তাহাদের নমাজ, রোজা, দানাদি সুকর্ম্ম কেবল) দেখায়, ৭ এবং (অতি সামান্য বস্তু দ্বারাও,) সাহায্য (করা, কিছুক্ষণের জন্য ঘটি বাটি দ্বারা সাহায্য করা, এবং কিছু দেওয়া) নিষেধ করে, ৮ তাহাদের (মন্দ পরিণাম) জন্য আক্ষেপ। ১।৭

কওসর,—আধিক্য।

মক্কাবতীর্ণ ১০৮ সংখ্যক সূরা (১৫।) ১।১০৮।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ (হে নবী, তোমাদের সংখ্যা সামান্য, তোমরা দরিদ্র, নগণ্য, কোনও বিষয়ে এখন তোমাদের প্রাধান্য নাই, এজন্য ধর্ম্মদ্রোহিগণ তোমাকে তুচ্ছ মনে করিতেছে, তুমি অপুত্রক, তোমাতেই সমস্ত শেষ এইরূপ ভাবিতেছে, কিন্তু) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে (সর্ব্ববিষয়) আধিক্য প্রদান করিয়াছি, অথবা (সর্ব্ববিষয়ের পিপাসানিবারণকারিণী জলস্রোত) কওসর (নামক অফুরন্ত জ্ঞানবাণী) প্রদান করিয়াছি; (তোমার মতাবলম্বীগণ, তোমার শিষ্যগণ, তোমার ধর্ম্ম প্রচারকগণ, তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ আলেমগণ, তোমার ধর্ম্মের গুরু, তত্ত্ব শিক্ষাদাতা, তসওওফের আচার্য্যগণ, তোমার মতাবলম্বী সিদ্ধ পুরুষগণ, রাজা রাজচক্র

---

* নমাজকারী।

বর্ত্তীগণ, ধর্ম্মবীরগণ, কর্ম্মবীরগণ, তোমার এই সন্তানগণ অসংখ্য হইবে ;)
২ অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের (প্রীতি) জন্য নমাজ সম্পন্ন করিতে থাক, (আস, আবু জহল প্রভৃতির ন্যায়, ক্ষুধার্ত্ত পিতৃহীন সন্তানগণকে, এবং অন্নক্লিষ্ট দরিদ্রদিগকে তাড়াইয়া না দিয়া বরং তাহাদের জন্য) উষ্ট্র কুর্‌বাণী কর, (অর্থাৎ লোক হিতার্থে আপন ধন জীবন উৎসর্গ কর, ৩ হে নবী) নিশ্চয়ই তোমার অনিষ্টকামিগণই পরবর্ত্তী হীন ; (তাহাদের মতাবলম্বী, ইসলাম বিদ্বেষী কোনও দলই আরব ভূমিতে থাকিবে না, বরং কেবল আরব দেশে কেন, বহুদেশে মুসলেমগণ বাস করিবে, এবং মুসলেম রাজা, রাজচক্রবর্ত্তীগণ বহুদেশে রাজত্ব করিবে।) ১।৩

(এই সূরার অবতীর্ণের কাল পরব। ইসলামের প্রারম্ভেই উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ যে বাক্য দান করিয়াছিলেন তাহা ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হইয়াছে।)

কাফেরূণ—অবিশ্বাসকারীগণের দল।

মক্কাবতীর্ণ ১০৯ সংখ্যক সূরা (১৮।) ১।১০৯।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ (হে নবী, আবুজহল, আস, অলিদ প্রভৃতি প্রস্তাব করিয়াছে, যদি তুমি তাহাদের উপাস্যবর্গের পূজা কর, তাহা হইলে তাহারাও আল্লাহর উপাসনা করিবে, এই দলকে) বল, হে আল্লাহ অগ্রাহ্-

কাফিরগণ, ২ তোমরা যাহাদের উপাসনা করিতেছ, আমি [illegible]
উপাসনা করি না, ৩ এবং আমি যাহার উপাসনা করি, তোমরা [illegible]
উপাসনা কর না; ৪ এবং তোমরা যাহার উপাসনা করিতেছ, [illegible]
তাহাদের উপাসনা করিব না, ৫ এবং আমি যাহার উপাসনা করিতেছি,
তোমরা তাহার উপাসনা করিবা না, ৬ তোমাদের কর্ম্মফল বা ধর্ম্ম
তোমাদের জন্য, এবং আমার কর্ম্মফল বা ধর্ম্ম, আমার জন্য। ১৬

নস্‌র—সাহায্য।

মদীনাবতীর্ণ ১১০ সংখ্যক সূরা (১০২।) ১।১১০।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্‌লাহর নামে আরম্ভ।

(ব্যা ২৫২ হিজরতের অষ্টম অব্দে, বিনা যুদ্ধে মহা পয়গম্বর মক্কানগর অধিকার করিলেন, কাবাগৃহের উপরে ইস্‌লাম বৈজয়ন্তী ইস্‌লাম অধিকার ঘোষণা করিতে লাগিল। আম্‌রুবিন্‌সল্‌মা বলিতেছেন, 'মক্কাজয় হইলে আরবেরা ইস্‌লাম গ্রহণ করিবে তাহার অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা বলিত, তিনি যদি তাঁহার বংশীয়গণের অর্থাৎ কোর্‌এশগণের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি পয়গম্বর সত্য। তদনন্তর যখন মক্কা অধিকারে আসিল, তখন সকল বংশের লোকেরা ইস্‌লাম গ্রহণ জন্য সত্বরতা করিতে লাগিল।" (মিশ্‌কাত,) তখন অসির বিনা সাহায্যে, আরবের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ইস্‌লাম বিস্তৃত হইল।

হিজরতের নবম বৎসরে আরবের প্রত্যেক বংশ হইতে, ইস্‌লাম গ্রহণ

[illegible] প্রতিনিধি মদিনায় আসিতে লাগিল যে, হজরত পয়গম্বর সে বৎসর হজ করিতে যাইতে পারিলেন না। হিজরতের দশম বৎসরে হজের সময় উপস্থিত হইলে, হজরত স্বয়ং হজ করিতে যাইবেন ঘোষিত হইল, প্রায় সার্দ্ধ এক লক্ষ আত্মসমর্পণকারিগণ, ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গী হইলেন। যাত্রাকালে হজরত প্রত্যেক উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া আল্‌লাহ্ হো আক্‌বর, আল্‌লাহ অতি মহৎ এই তক্‌বীর ধ্বনি, মহৎ ঘোষণা, ঘোষণা করিতে ছিলেন, তখন সার্দ্ধ এক লক্ষ কণ্ঠ এই মহা কলেমা আবৃত্তি করিতে করিতে, এই মনুষ্য তরঙ্গ, কাবাভিমুখে অগ্রসর হইতে ছিল। সবেগে, সভক্তি, সোৎসাহে, এই মহাব্রত হজ্ সমাপ্ত হইল। ইহা [illegible] মহা বিচারকের সম্মুখে সমবেত হওয়ার পার্থিব চিত্র। এই মহা জন সম্ভতিকে সম্বোধন করিয়া এক স্থলে রসুল বলিলেন, "হে মনুষ্যগণ যাহা আমি বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর, এই বৎসরের পর, এইস্থানে, আবার কখনও তোমাদের সহিত আমার দেখা হইবে, তদ্বিষয় আমি নিশ্চিত নহি।" (মিশকাত,) এই হজে মীনাতে এই মহা জন-সংঘটিত [illegible], এই নস্‌র সূরা অবতীর্ণ হইল; এই সূরার আর এক নাম "তওদী," বিদায় গ্রহণ।:—

১ যখন আল্‌লাহর (বিবিধ প্রকার) সাহায্য আগত হইল, এবং (মক্কা) জয় ও (আগত হইল,) ২ ফলতঃ (তখন) তুমি দেখিতে পাইলা, (আরব ভূমির সর্ব্বস্থানের) মনুষ্যগণ, (দলে দলে) আল্‌লাহর (অনুমোদিত ধর্ম) দীনে ভুক্ত হইতেছে। ৩ (তুমি যে কার্য্যের জন্য প্রেরিত হইয়াছ, তোমার সেই কার্য্য শেষ হইল, সত্য ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে, ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক উন্নতির বীজ অঙ্কুরিত, পল্লব শাখায় শোভিত হইয়াছে; এখন হে রসুল শ্রেষ্ঠ, তোমার কার্য্যক্ষেত্র ধরাতল ত্যাগ করিয়া আমার লোকে আগমন কর, এখন) গুণানুবাদের সহিত তোমার প্রতি

পালকের পবিত্রতার জপ কর, এবং তাঁহার নিকট, (দৈন্য এবং ধর্ম্ম-ভীরুতা প্রকাশার্থে স্বকীয়, এবং তোমার অনুবর্ত্তিগণের) পাপ মার্জ্জনার্থ প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি (দৈন্য প্রকাশকারীর, এবং মার্জ্জনা প্রার্থীর, প্রতি) অতি অনুকূল।১।৩

(২৫২ ইহা শ্রবণ করিয়া চিন্তাশীল ভক্তগণ অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, সর্ব্বসাধারণ শ্রোতাগণও ভাবগ্রস্ত হইলেন। এই মহা জন সম্মিলন বুঝিতে পারিল, এই মহা মনুষ্য, এই মহা পয়গম্বর, এই সংসার নির্লিপ্ত, দারিদ্র্য অবলম্বনকারী, মহা সম্রাট, আত্মসমর্পণকারিগণের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন।)

এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সার্দ্ধ তিন মাস মধ্যে হজরত দ্যুলোকগত হইলেন, এবং দুই বৎসর গত হইতে না হইতে, সমস্ত আরব দ্বীপে এক মাত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের রাজত্ব স্থাপিত হইল, এবং খলিফা চতুষ্টয়ের ত্রিশবৎসর মাত্র ব্যাপী শাসন কাল মধ্যে মিসর হইতে পারস্য পর্য্যন্ত ভূভাগের উপরে স্বর্গীয় রাজ্য বিস্তৃত হইল। তৎপর বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপ, এশিয়া, আফ্‌রিকাতে ইস্‌লাম বৈজয়ন্তী সসম্মানে উড্ডীন থাকিল। এখনও ইস্‌লাম ধীরে ধীরে, কিন্তু স্থির পদে, সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া কওসর প্রভৃতি বহু সূরার এবং আএতের ভবিষ্যৎবাণী সত্য করিতেছে। এখন ইস্‌লাম অসিতে পূর্ব্বতীক্ষ্ণতা নাই, ইস্‌লাম বাহুতে পূর্ব্ববল নাই, তথাপি যথায় ইস্‌লাম রাজত্ব নাই, সেখানেও ইস্‌লাম স্বপ্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বেও ইস্‌লাম অসির বিনা সাহায্যে বিস্তৃত হইয়াছিল, এখনও অসির বিনা সাহায্যে বিস্তৃত হইতেছে। ইস্‌লাম সত্যের তেজে বীলয়ান, সহজ বোধ্য স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আমাদের বঙ্গদেশেই, উচ্চ এবং নিম্ন উভয় শ্রেণীর বহু হিন্দু নরনারী, প্রত্যহ ইহার সংখ্যা পুষ্ট করিতেছে। মোহম্মদী, সুলতান, মুস্‌লেম হিতৈষী, মুস্‌লেম জগৎ,

সত্যাগ্রহীর প্রত্যেক সংখ্যায় আব্রাহ্মণ হিন্দু নরনারীর ইস্লাম গ্রহণের সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। আরিয়া ধর্ম্মাবলম্বীগণের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণও ইস্লাম বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া ইস্লাম ভ্রাতৃত্বে প্রবেশ করিতেছে।

ইউরোপ এবং আমেরিকা সুশিক্ষিত, সুসভ্য, জাপানও তদ্রূপ, ঐ সকল দেশের লোকও ইস্লাম অবলম্বন করিতেছে। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জারমনিতে, জাপানে, আমেরিকায়, সুদৃশ্য মসজিদের উচ্চ মীনার হইতে আজানের গভীর, মধুর, উচ্চধ্বনি দেশবাসিগণকে মস্‌জিদে আকর্ষণ করিতেছে। ইংলণ্ডে কয়েক জন লর্ড প্রকাশ্যতঃ ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছেন।

উক্তরূপ দৃশ্য দেশে দেশে কোর্-আনের ভবিষ্যৎবাণী সত্য করিতেছে:—"তিনিই যিনি তাঁহার রসুলকে পথ প্রদর্শক (অর্থাৎ কোর্-আন,) এবং সত্যধর্ম্ম (অর্থাৎ ইস্লাম,) সহ প্রেরণ করিয়াছেন, উদ্দেশ্য যে, যদিও আল্লাহর সম ক্ষমতাপন্ন বিশ্বাসী (বহু ঈশ্বরবাদী) গণের অপ্রীতিকর হয়, তথাপি তিনি উহাকে, (ইস্লামকে) সমস্ত ধর্ম্মের উপরে প্রাধান্য প্রদান করিবেন।" ৬১।৯

এই দিবস আদেশ এবং নিষেধ সবন্ধী সর্ব্বশেষ আএত অবতীর্ণ হইল, :—"অদ্য আমি তোমাদের দ্বীন (ধর্ম্মকে) সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ করিলাম, এবং তোমাদের জন্য আমার মহা দান সম্পূর্ণ করিলাম, এবং ইস্লামকে, (অর্থাৎ আল্লাহর নিকট নিজকে সমর্পণ করিয়া দেওয়াকে,) তোমাদের দ্বীন অর্থাৎ ধর্ম্মস্বরূপ মনোনীত করিলাম। ৫।৩

তব্বৎ,—ভগ্ন হইল।

মক্কাবতীর্ণ ১১১ সংখ্যক সুরা (৬।) ১।১১১।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

(এই সুরা অবতীর্ণ সম্বন্ধে হজরত ইবনে আব্বাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "যখন অবতীর্ণ হইল, হে নবী, তোমার বংশীয়, নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণকে সতর্ক কর, তখন সফা পর্ব্বতে আরোহন করিয়া তিনি ডাকিতে লাগিলেন, হে ফহর সন্তানগণ, হে কোরএশ সন্তান আদী বংশীয়গণ, তখন সকলে আসিয়া একত্র হইল। তিনি বলিলেন যদি আমি তোমাদিগকে এই সংবাদ দেই তোমাদিগকে আক্রমণ সঙ্কল্পে জঙ্গলের মধ্যে সৈন্য একত্রিত হইয়াছে, তোমরা কি আমার কথা সত্য বিশ্বাস করিবা না?' তাহারা বলিল, 'নিশ্চয়ই তোমাকে বিশ্বাস করিব, আমরা কখনও তোমাকে মিথ্যা বলিতে শুনি নাই।' তিনি বলিলেন, 'তোমাদের উপরে মহাশাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই, আমি উহার সংবাদ দিতেছি, তখন আবুলাহাব বলিল তোমার সর্ব্বনাশ হউক এই জন্য কি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছ? তখন এই সুরা অবতীর্ণ হইল।" (মিশ্‌কাত।):—

১ (পয়গম্বরকে হত্যা করণ জন্য প্রস্তর নিক্ষেপকারী) আবুলাহাবের হস্তদ্বয় ভগ্ন হইল, (অর্থাৎ তাহার ধনবল, এবং জনবল বিনষ্ট হইল,) এবং সে (সর্ব্বতোভাবে) নষ্ট প্রাপ্ত হইল; ২ তাহার ধন, এবং তাহার উপার্জ্জন, বা পুত্রগণ, তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না, ৩ (যেমন তাহার ইহকাল, তদ্রূপ তাহার পরকালও, নষ্ট হইল, সে

অতি শীঘ্রই, (মরণের পরই) অগ্নিতে, যাহা শিখা ধারণ করিয়াছে তাহাতে, (অর্থাৎ নরকে) প্রবেশ করিবে ; ৩ এবং কাষ্ঠভারবাহিনী তাহার স্ত্রীও, (ঐ অগ্নিতে প্রবেশ করিবে ;) ৫ ঐ নারীর গলায় বৃক্ষত্বক নির্ম্মিত রজ্জু (রহিয়াছে।) ১।৫

(২৫৩ আবুলাহাবের নাম আবদুল ওজ্জা, ইনি পয়গম্বরের পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ; ইহার বদনমণ্ডল অগ্নিশিখার ন্যায় রক্তাভ উজ্জ্বল, এজন্য ইহার উপাধি আবুলাহাব, শিখারাজ, ইনি পিতৃব্য হইয়াও পয়গম্বরের সহিত অত্যন্ত শত্রুতাচরণ করিতেন, লোকদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেন, তাঁহাকে বধ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতেন। যে রাত্রি মক্কাবাসী সকল বংশের লোকেরা পয়গম্বরকে বধ করার জন্য তাঁহার গৃহ ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল, হাশেমী বংশের মধ্যে কেবল ইনি তাহাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন। ইঁহার স্ত্রীর নাম উম্ জমীল, সৌন্দর্য্য রাজ্ঞী, ইনি আবুসুফীয়ানের ভগিনী, পয়গম্বরকে নির্য্যাতন করিতে বিশেষ আনন্দানুভব করিতেন। ইনি যখন জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, তখন কাঠের সহিত প্রচুর পরিমাণ কাঁটা লইয়া আসিতেন। ইঁহারা পয়গম্বরের অতি সন্নিকটস্থ প্রতিবাসী ছিলেন, রাত্রিতে সৌন্দর্য্য রাজ্ঞী পয়গম্বরের এবং মুসলমানগণের যাতায়াতের পথে নিত্য কাঁটা ছড়াইয়া রাখিতেন। যখন আবুলাহাব, শিখারাজ, হজরতকে বধ করার উদ্দেশ্যে উভয় হস্তদ্বারা প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন, তখন এই সূরা অবতীর্ণ হইয়া আবুলাহাবের এবং উম্ জমীলের ভবিষ্যৎ চিত্রিত করিয়া দিল। সেই দিবস হইতে আবুলাহাব দরিদ্র হইতে লাগিলেন, তাঁহার একজন পুত্রকে সিংহ খাইয়া ফেলিল, তাঁহার ধন বল, পুত্রবল বিনষ্ট হইল। বদরের যুদ্ধের পর ইনি মরিলেন। উম্ জমীল এমত দরিদ্র হইয়া পড়িলেন যে কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া জীবন

যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এক দিন কাষ্ঠভার হঠাৎ মস্তক হইতে পড়িয়া গেল, এবং কাষ্ঠ বন্ধন রজ্জু এমন ভাবে তাঁহার গলায় আটিয়া গেল যে শ্বাস বন্ধ হইয়া উম জমীলের মানব লীলা শেষ হইল। (তঃ হঃ এই স্থরার ভবিষ্যৎ বাণী অন্ততঃ দশ বৎসর পর আকার ধারণ করিয়াছিল।)

এখ্‌লাস্‌—বিশুদ্ধ করণ।

মক্কাবতীর্ণ ১১২ সংখ্যক সূরা (২২।) ১।১১২।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা, আল্‌লাহর নামে আরম্ভ।

(মনুষ্যগণের কতক জন অবতারিত গ্রন্থে, আললাহতে, পয়গম্বরে বিশ্বাসী, কতক জন যদিও আল্‌লাহর বিদ্যমানতায় বিশ্বাস করে, কিন্তু অন্যকেও বিষয় বিশেষে তাঁহার সম ক্ষমতাপন্ন বিশ্বাস করে, আর কতক জন তাঁহার বিদ্যমানতাতেই বিশ্বাস করে না, স্বভাবকেই সৃষ্টির কারণ মনে করে। য়িহুদি, এবং ঈসায়ীগণ, মুসলেমগণের ন্যায় অবতারিত গ্রন্থে বিশ্বাসী হইলেও, একাধিক আল্‌লাহতে বিশ্বাস করে। নিরীশ্বরবাদিগণ বিশ্বাস করে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, ইত্যাদি অনাদি অনন্ত। ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ, ব্যোম ও তদ্রূপ, উহাদের, সংমিশ্রনে, সংযোগে বিয়োগে, পদার্থ সকলের উৎপত্তি এবং বিলয়, দর্শন, শ্রবণ বুদ্ধি ইত্যাদি শক্তি ঐ সকলের সংমিশ্রনে, রাসায়নিক গুণ ক্রমে প্রকাশ পায়! আল্‌লাহ সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া কেহ নাই। সমস্তই The

Mighty Atom সর্ব্বশক্তিমান অণুর কার্য্য। এই রূপ বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ আরব দেশে মক্কা এবং মদিনা নগরে বাস করিত। ইহারা আল্লাহর স্বরূপ এবং গুণ সম্বন্ধে পয়গম্বরকে জিজ্ঞাসা করিত, তৎসম্বন্ধে অবতীর্ণ হইল,) :—

১ (হে নবী, আল্লাহর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাকারীগণকে, আমার পক্ষ হইতে উত্তরে) বল, তিনিই, (স্রষ্টা, কার্য্য কর্ত্তা, সমস্তের বিদ্যমানতার কারণ, তিনিই আদি, অন্ত, প্রকাশিত, গুপ্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সমস্ত করিতে সমর্থ; তাঁহার স্বরূপ এবং শক্তি প্রকাশক শব্দ আল্লাহ; (তিনি এমত যে তিনি সর্ব্ব বিষয়) অদ্বিতীয়; (তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত, তাঁহার সমকক্ষতাপন্ন কাহারও বিদ্যমানতা নাই) ২ (সেই) আল্লাহ (সমদ,) স্বয়ং সম্পূর্ণ, (কাহারও সাহায্যের তাঁহার আবশ্যকতা নাই, তিনিই সাহায্য করেন, কিন্তু অন্যের সাহায্যের তাঁহার আবশ্যক হয় না, ফেরেশতা, দেবতা, দেবী, ঈসা, প্রভৃতির সাহায্যের উপরে তিনি নির্ভর করেন না) ৩ তিনি (ঈসা, উজ্‌এর এবং ফেরেশতা, দেবতা উপদেবতা, জিন্‌) কাহাকেও জন্ম প্রদান করেন নাই। তিনি কাহারও জাত নহেন, (কাহারও ঔরষে বা গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই,) ৪ এবং কেহই (কোনও বিষয়) তাঁহার সমতুল্য নহে; (তিনি এক, অদ্বিতীয় তুলনারহিত, উপমারহিত।) ১।৪

(স্বভাব, বা প্রকৃতি বা নেচর বাদিগণকে, স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞাত করিতে-ছেন যে, তিনিই সকল কারণের মূল কারণ, পরমাণু, বা অণু, বাহ্য সমস্ত সৃষ্ট তাহার কারণ নহে; পরমাণু, অণু, বা পঞ্চ ভূতের সংযোগ, সংমিশ্রণে চেতনার উৎপত্তি হইতে পারে না, চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বয়ং ইহা বুঝিতে, পারে; যদি উহা চেতনার, বুদ্ধির জ্ঞানের কারণ হইত, তাহা হইলে প্রস্তর, বৃক্ষ, পর্ব্বত সকল কেন মনুষ্যের ন্যায় কথা বলে না? যদি অণু

সমষ্টির রাসায়নিক ক্রিয়া জন্ত সূর্য্যাদি নভচর সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের আকারের উত্তাপের, দূরতার, আকর্ষণের, গতির বিভিন্নতা হইল কেন? স্বভাবের কার্য্যের ব্যতিক্রম হয় না। যত টুকু হাইড্রোজেন, এবং অক্‌সিজেন বিদ্যমান থাকিলে জল উৎপন্ন হয় তাহার ব্যতিক্রম হইবে না, কিন্তু নভচরগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির কেন হইল? ইহারা বেগ কোথায় পাইল? কে ইহাদিগকে একটি মাত্র কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিয়া রহিয়াছে, এই বেগের এখনও ক্ষয় হয় না কেন? ভাষার, ভাবের, স্নেহ, দয়া মায়ার উৎপত্তি কি রাসায়নিক ক্রিয়া? নভশ্চর সকলের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে অবশেষে স্বীকার করিতে হয় যে, ইহা সকল কার্য্য এবং কারণের সম্পর্কে জ্ঞাত এক জন বুদ্ধি চালনাকারী চিন্ময় পুরুষের কার্য্য, অন্ধ স্বভাবের কার্য্য নহে, সেই পুরুষেই সমস্ত কারণের মূল কারণ। যিনি সমস্ত কারণের মূল কারণ তিনি একাধিক হইতে পারেন না, তাঁহার সমান ক্ষমতা পরিচালকও কেহ হইতে পারে না। এক জন মঙ্গলের স্রষ্টা, একজন অমঙ্গলের স্রষ্টা, এক জন স্রষ্টা, অন্য এক জন রক্ষা কর্ত্তা, আর এক জন সংহার কর্ত্তা, এক জন সর্ব্ব স্রষ্টার বিদ্যমানতা স্বীকার করিলে ইহাদের প্রত্যেকের বিদ্যমানতা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সমস্ত বিষয় দান করার ক্ষমতা এক জন পুরুষ ব্যতীত অন্যের নাই, স্বীকার করিয়া লইলে, কেহ ধনদাতা, কেহ স্বাস্থ্যদাতা, কেহ পুত্রদাতা এই রূপ ব্যক্তিগণের বিদ্যমানতাও অসম্ভব হয়, সুতরাং সেই স্বরূপ, প্রার্থনীয় বিষয় দান করার ক্ষমতা কেবল যাঁহার ইচ্ছাধীন, তিনি ব্যতীত কোনও বিষয়ে অন্য কেহ উপাস্য হইতে পারে না। প্রকৃতিবাদ, বহু-উপাস্যবাদ, ভ্রম শূন্য নহে, সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট। যাহারা বলেন, চন্দ্র, সূর্য্য, অনাদি, অনন্ত, চির কাল ছিল, এবং চিরকাল থাকিবে, তাহাদিগের বিবেচনা

করা উচিত যে নভঃ মণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে উল্কা সকলের বিদ্যমানতা একাধিক ভগ্ন পৃথিবীর সংবাদ বহন করিতেছে, ইহা বৈজ্ঞানিকগণ অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করিয়াছে, সুতরাং এক সময় এই পৃথিবীও চুর্ণ, বিচুর্ণ, ধ্বংস হইবে সম্ভব পর, সত্য কথা। বিশ্ব, চেতনা এবং বুদ্ধি শূন্য প্রকৃতির কার্য্য ইহা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না।

সেই স্বরূপের কোনও সাহায্যকারীর আবশ্যকতা আছে কি না? তিনি সমদ, তিনি স্বরূপতই সম্পুর্ণ, তিনি অভাব এবং আবশ্যকতা হীন এই কথা দ্বারা তাঁহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। ফেরেশ্তা, দেবতা প্রভৃতি কাহারও সাহায্যের তাঁহার আবশ্যক নাই, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্যে উপাস্য নহে। ঈসায়ীগণের মতে, এবং এক দল য়িহুদীর মতে, এবং বহু ঈশ্বরবাদী আরবগণের মতে ঈসা উজ্র এর তাঁহার পুত্র, ফেরেশ্তা দেবীগণ তাঁহার কন্যা, জিনগণের কেহ তাঁহার পুত্র, কেহ তাঁহার কন্যা, একারণ উপাস্য, এই বিশ্বাসও কু বিশ্বাস জনকের স্বরূপই আত্মজে বিদ্যমান থাকা উচিত ইহা সাধারণ নিয়ম, মানুষের সন্তান মানুষ, চতুষ্পদের সন্তান চতুষ্পদ, এবং পাখীর ছানা পাখী। কিন্তু ঈসা, উজ্র এর, বা কোনও দেবতা, উপদেবতা, স্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান নহে স্বীকার্য্য কথা, সুতরাং ইহা ভ্রম বিশ্বাস, অজ্ঞতা।

আল্লাহর সম্বন্ধীয় ভ্রম বিশ্বাস দূর করা এই সূরার উদ্দেশ্য, এই জন্য এই সূরার নাম এখ্লাস, বিশুদ্ধ করণ, পবিত্র করণ।

এই সূরায় দ্বৈতবাদ, এবং অদ্বৈতবাদ সংগুপ্ত রহিয়াছে। দ্বৈতবাদ-স্রষ্টা ভিন্ন, সৃষ্টি ভিন্ন, অদ্বৈতবাদ-স্রষ্টা এবং সৃষ্টি অভিন্ন। এই জন্য, তসওফ্ দিগ, আল্লাহ সম্বন্ধীয় গূঢ় তত্ত্বজ্ঞগণ শিক্ষা দিয়া থাকেন। আল্লাহ অদ্বিতীয়, গুণের সম্বন্ধেও তিনি অদ্বিতীয়। যে গুণ তাঁহাতে

আছে তাহা অন্তেতে নাই, সুতরাং অন্ত যে সমস্তের বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়, তাহা উহা সমস্তের বিদ্যমানতা নহে। যাহারা এই সত্যের এই (শ্রেষ্ঠতম) সোপানে, আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের চক্ষে অন্য সমস্তের বিদ্যমানতা বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহার চক্ষে লাল বা সবুজ বর্ণের চসমা, তাহার চক্ষে যেমন অন্য সমস্ত বর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়, কেবল চসমার রং দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ইহাদের চক্ষে সৃষ্টি এবং স্রষ্টা অভিন্ন। যেমন উমর খইয়ুম বলিয়াছেন, "হে উমর খইয়ুম, এই তোমার অস্তিত্ব তোমার অস্তিত্ব নহে, ইহা অন্য এক পুরুষের অস্তিত্ব; তোমার এই প্রমত্ততা, তোমার প্রমত্ততা নহে, ইহা অন্য এক জনার প্রমত্ততা, তোমার এই হস্ত তোমার হস্ত নহে, যে বস্তু কার্য্য করিতেছে, ইহা তাহার বাহাবরণ মাত্র।" যাঁহাদের আত্মার উপর হইতে পার্থক্যের পর্দ্দা সরিয়া গিয়াছে তাঁহারা এই শ্রেণীভুক্ত। ইহাদেরই উচ্চশ্রেণী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "তাঁহার জিহ্বা ইঁহাদের জিহ্বা হইয়া যায়, তাঁহার পদ ইঁহাদের পদ হয়, তাঁহার হস্ত ইঁহাদের হস্ত হইয়া যায়," অর্থাৎ তাঁহারা ঐশ শক্তিতে শক্তিমান হন; যেমন অগ্নিকুণ্ডস্থ লৌহ কর্ষূল, অগ্নি হইয়া যায়, তদ্রূপ তাঁহারাও মনুষ্য হইয়াও অমনুষ্যোচিক অর্থাৎ ঐশ শক্তি লাভ করেন। এইরূপ আল্লাহ শক্তি প্রাপ্ত পুরুষগণকে ওলী, (ঐশবন্ধু,) আওলিয়া (মহাবন্ধু.) কুতুব, কর্দ্দ, গওস, আবদাল বলে। সমস্ত রসুল, নবীগণ আওলিয়াশ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু প্রত্যেক-ওলি, আওলিয়া, পয়গম্বর বা নবী নহেন। ইঁহাদের নিকট সময় এবং দূরতা প্রতিবন্ধকের কার্য্য করে না। ইঁহাদের ইচ্ছা বলে, ইঁহাদের প্রার্থনায়, নির্ম্মল আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়া বৃষ্টি বর্ষণ করে, অন্ন বস্ত্র বহুল হয়, শুষ্ক তরু পত্র, মুকুল, ফুল ধারণ করে। ইঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত। (তঃহং হইতে মর্ম গৃহীত।)

সূরা কোর্‌-আনের এক তৃতীয়াংশের সমান। কোর্‌-আনে

[illegible] রাছে, (১) আল্লাহ, (২) ইৎকাল, ([illegible] কে সম্পূর্ণ সত্য শিক্ষা দিতেছে। [illegible] এবং সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তাহা [illegible]

[illegible] র পর প্রমাণ করিয়াছেন যে [illegible] ধর্ম্ম বিশ্বাস যে, তিনিই [illegible] father, তিনিই [illegible] son, তিনিই পবিত্রাত্মা the ho[illegible]। পল Paul এবং যোহন, Jo[illegible]। John Devonpart's A[illegible] Muhammad.)

ফলক,—প্রাতঃকাল।

মক্কা এবং মদীনাবতীর্ণ ১১৩ সংখ্যক সূরা (২০।) ১।১১৩।৩০

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১ (হে নবী তোমাদের প্রার্থনাতে আমারই শিক্ষা মত এইরূপ) বল, ২ যাহা (সমস্ত) তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অপকার হইতে, ৩ এবং অন্ধকারের অনিষ্ট হইতে, যখন উহা বিস্তৃত হয়, ৪ এবং গ্রন্থি সকলেতে ফুৎকার প্রদানকারীদলের বা রমণীগণের অপকার হইতে, ৫ এবং হিংসাকারীগণ যখন হিংসা করে তাহার অনিষ্ট হইতে, ১ আমি

(অন্ধকার নাশক,) প্রাতঃকালের প্রতিপালক (আল্লাহর) শরণাপন্ন হইলাম।১।৫

(ব্যাঃ—আল্লাহ্ যাহা সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ সকলের অনিষ্ট করার শক্তি আছে, এবং ঐ সকলের সাহায্যে অনিষ্ট করা যাইতে পারে। যে কোনও প্রকার আপদ বিপদ হউক না কেন, তাহা সমস্তই তাঁহার সৃষ্ট, "তিনিই অন্ধকার সকল এবং আলোক সকল সৃষ্টি করিয়াছেন" ৬।১, সমস্ত প্রকার আপদ বিপদ, অমঙ্গল, অনিষ্ট এই সূরার দ্বিতীয় আএতের অন্তর্গত ; কি বাহ্য বস্তু হইতে অনিষ্ট, কি মানসিক কার্য্য বা চিন্তা বা রিপু সকলের উত্তেজনা হইতে উৎপন্ন অমঙ্গল, সমস্তেরই সম্বন্ধে এই আএত। রোগ, শোক, অর্থাভাব, অন্নাভাব, ঝড়, বাত্যা, জল প্লাবন, যুদ্ধ, মহামারী, সমস্ত প্রকার অমঙ্গল ইহার অন্তর্গত। অবিশ্বাস, কুবিশ্বাস, ভ্রম বিশ্বাসাদি মানসিক অনিষ্টকর চিন্তা, ফল কথা কি বহির্জগতস্থ, কি অন্তরজগতস্থ, যত প্রকার অমঙ্গল সম্ভব তাহা সমস্ত সম্বন্ধে এই আএত।

তৃতীয় আএতের কথিত, অন্ধকারের অমঙ্গলও উহার অন্তর্গত ; রাত্রির অন্ধকারে বহু বিপদ ঘটিতে পারে। হত্যাকারী, চোর, ডাকাত, গৃহদাহক, সর্প, ব্যাঘ্র, জিন্, মন্দ আত্মা, প্রভৃতি তখন অনিষ্টসাধনের সুযোগ পায়। মনের কার্য্যদ্বারা যে সকল অপকার হয়, তাহা অন্তর্জগতের অন্ধকার, তাহা অজ্ঞতার অন্ধকার, ঐশবাণী, পয়গম্বরবাণীতে অবিশ্বাসের অন্ধকার ; কাম, ক্রোধ, লোভ, ইহা সকল মনের কার্য্য, মনের ভাব, যখন ইহা সকলকে অযথা ভাবে পরিচালিত করা হয়, তখন ইহা সকল পাপের অন্ধকার যাহা বিস্তৃত হইতে থাকে। তাহা হইলে তৃতীয় আএতের বিস্তৃত অর্থ এই হইতেছে, (রাত্রির অন্ধকারে যে অনিষ্ট, আপদ, বিপদ হইতে পারে, সেই অমঙ্গল, আপদ, বিপদরূপ অন্ধকারের অমঙ্গল হইতে, অথবা অবিশ্বাস, কুবিশ্বাস, মন্দ বিশ্বাস, পাপ বাসনার অন্ধকার,

যখন তাহা বিস্তীর্ণ হইতে থাকে, তাহার অমঙ্গলকর ফল হইতে, আমি আলোকদাতার আশ্রয় লইতেছি।

চতুর্থ আএত, গ্রন্থি সকলেতে ফুৎকার প্রদানকারীদলের বা রমণীগণের অপকার হইতে ইত্যাদি; এই অপকারও দ্বিতীয় আএতের অন্তর্গত, মনের অবস্থা কখন কখন, এমত হয় যে, আমরা তখন কর্ত্তব্য বোধ শূন্য হইয়া যাই, কর্ত্তব্যের বিবেকের বন্ধন তখন আমাদিগকে আর আটকাইয়া রাখিতে পারে না, ঐশ আদেশের এবং নিষেধের বন্ধন তখন ছিন্ন হইয়া যায়। যে কারণ সকলের প্রভাবে মন কর্ত্তব্য বোধ শূন্য হয় তাহা ফুৎকারকারীদলের ফুৎকার, যথা একদল লোক নাস্তিকতার স্বপক্ষে, আর একদল মরণান্তর কর্ম্মফল ভোগ বিরুদ্ধে এমত প্রবন্ধ লিখিল, এমত বক্তৃতা করিল যে তজ্জন্য ঐশ আদেশ এবং নিষেধের বিরুদ্ধেও লোকে তৎ মতাবলম্বী হইল, বিশ্বাসের বন্ধন ফুৎকারে উড়িয়া গেল। বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে এমত কারণ প্রদর্শিত হইল যে, সরার এবং শাস্ত্রের এবং সাধারণ জ্ঞানের বিরুদ্ধেও একদলের ধারণা হইল যে, স্ত্রী লোক মাত্রেই সর্ব্বসাধারণের মাতা, এবং পুরুষমাত্রেই সর্ব্ব-সাধারণের পিতা, বিবাহ প্রথা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। রমণীগণের ফুৎকারে কর্ত্তব্যের বন্ধন পিতৃমাতৃ ভক্তির বন্ধন, ভ্রাতা ভগিনীর স্নেহের বন্ধন, মাকড়সার সূতার ন্যায় ছিড়িয়া গিয়াছে তাহা সামাজিক নিত্য ঘটনা। সে সময়ের স্ত্রীলোকেরা যাদুবিদ্যার চর্চ্চা করিত, গ্রন্থি সকলে ফুৎকার-কারিণী অর্থ যাদুকারিণীও হয়। সূত্রে, বা কেশে, বা বস্ত্রে, মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া গিঁঠ দিয়া ফুৎকার প্রদান করিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। কাম, ক্রোধ, লোভের ফুৎকারও, কর্ত্তব্যের ধৈর্য্যের, বিবেকের বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়। যাহা যাহা বিবেকের বন্ধন, কর্ত্তব্যের বন্ধন, সংক্ষেপতঃ ধর্ম্মের বন্ধন, শিথিল করিয়া দেয়, তৎ সমস্ত সম্বন্ধে এই আএত।

বহু শ্রদ্ধাস্পদ তফসীর কর্ত্তাগণ এইরূপ লিখিয়াছেন, হজরত পয়গম্বরের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল, তাঁহার এমত ভ্রমও হইতে লাগিল যে যাহা তিনি করেন নাই তাহাই যেন তিনি করিয়াছেন। তাঁহার শরীরও অসুস্থ হইল। একরাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, একজন পুরুষ তাঁহার মস্তকের দিকে, আর একজন তাঁহার পদের দিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। একজন বলিলেন, নবীর কি হইয়াছে? অন্যজন বলিলেন, অমুক য়িহুদীর কন্যাগণ ইঁহাকে যাদু করিয়া যাদুর দ্রব্য সকল অমুক শুষ্ক কূপে পাথর চাপা দিয়া রাখিয়াছে। পরদিন কূপে একটা পাথরের নীচে তাঁহার চুল পাওয়া গেল, উহাতে এগারটি গিরা ছিল! তিনি এই সুরা এবং ইহার পরবর্ত্তী সুরা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। এক একটি আএত শেষ হইতেছিল, আর এক একটি গিরা খুলিয়া যাইতেছিল, উভয় সুরার এগার আএত পাঠে এগারটি গিরা খুলিয়া গেল, নবীও সুস্থ হইলেন। এই ঘটনার স্বপক্ষে প্রবল প্রমাণ বিদ্যমান, ইহার স্বপক্ষ মতই গৃহীত হইয়া আসিতেছে। (তঃ হঃ)

পঞ্চম আএত, হিংসাকারী যখন হিংসা করে, তাহার অনিষ্ট হইতে প্রভাতের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমি যে হিংসা করি তাহাতে আমার নিজেরও অনিষ্ট করি; এই আএতের অর্থ এইরূপ উচ্চ ধরণের যে হে প্রভো, আমি যেন কাহাকেও হিংসা করিয়া আমার অনিষ্ট না করি, এবং অন্যে হিংসা করিলে তুমি আমাকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিও। হজরত পয়গম্বর উপদেশ করিয়াছেন, "হে মুসলমানগণ, যে রোগে তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ ধ্বংশ হইয়াছে, তাহা তোমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে, তাহা হিংসা এবং দ্বেষ ইহা ছেদন করিয়া ফেলে, আমি কেশছেদনের কথা বলিতেছি না, ইহা ধর্ম্মজীব ছেদন করে। (মিশকাত।) "হে মনুষ্যগণ, হিংসা সম্বন্ধে সাবধান হও, ইহা

নিশ্চয় যে, যেমন অগ্নি কাষ্ঠ ক্ষয় করে, হিংসা তদ্রূপ পুণ্যফল ধ্বংস করে।" (ঐ)

অন্যের উন্নতি দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হওয়া, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা, ঘৃণনীয়, কিন্তু তাহার মত হওয়ার, ইচ্ছা এবং চেষ্টা করা দূষণীয় নহে। হজরত নবী বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তিকে তিনি বিদ্যা দিয়াছেন, কিন্তু ধন দেন নাই, সে যদি সরল মনে ইচ্ছা করে যে, আল্লাহ যদি আমাকে ধন দিতেন, তাহা হইলে অমুক ধনবান ব্যক্তির ন্যায় সৎকার্য্য করিতাম, তাহা হইলে এই সৎসঙ্কল্পের জন্য উভয়ের পারিশ্রমিক এক সমান। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধনও দেন নাই, বিদ্যাও দেন নাই, সে যদি সরল মনে ইচ্ছা করে যে, আল্লাহ যদি আমাকে ধন দিতেন, তাহা হইলে অমুক (ধনবান) ব্যক্তির ন্যায় সৎকার্য্য করিতাম, তাহা হইলে এই সৎ সঙ্কল্পের জন্য উভয়ের পারিশ্রমিক এক সমান।" (মিশ্কাত, বাব ইস্তিজাবে মাল ও উমর।)

এই সূরা এবং ইহার পরবর্ত্তী সূরা মক্কায় অবতীর্ণ, মদিনায় ইহার ব্যবহার করিয়া হজরত পীড়া মুক্ত হন, এ জন্য ইহার অবতীর্ণ হওয়ার সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। তঃ হঃ

যাদুর বলে হজরতের মস্তিষ্কের বিকার হয় নাই, কিন্তু শরীর অসুস্থ হইয়াছিল। যাদুতে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত করার শক্তি নাই। (তঃ হঃ) আধুনিক তফসিরকারগণ প্রবল প্রমাণ বিদ্যমানেও এই ঘটনা অবিশ্বাস করেন।

নাস,—মনুষ্য।

মক্কা বা মদীনাবতীর্ণ ১১৪ সংখ্যক সূরা ([illegible]

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আ[illegible]।

১ (হে নবী, মনের মধ্যে যে সকল মন্দভাবের, [illegible]ার স্বয়ং সঞ্চার হয়, বা অন্যকারণে উদ্রেক হয়, তাহা[illegible]কল হইতে রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বশক্তিমান রক্ষা [illegible] হইয়া এইরূপ) বল, (অর্থাৎ প্রার্থনা কর,) জিন্ [illegible]বা, ৫ যাহারা মনুষ্যগণের মনে মন্দভাব সঞ্চার করে [illegible] সঞ্চারকারীর, (সাগ্রহে তাঁহার আশ্রয় প্রার্থী হইলে [illegible] সেই) পরিত্যাগকারীর, প্ররোচনার অমঙ্গল হইতে, ১ ([illegible] আশৈশব রক্ষাকর্ত্তার, মঙ্গলকর্ত্তা২,) মনুষ্যগণের প্রতিপালকের [illegible]নি তাহাদিগকে দমন করিতে সক্ষম) মনুষ্যগণের (সেই) শাসন কর্ত্তার, ৩ (যিনি প্রার্থনা পূর্ণ করেন,) মনুষ্যগণের সেই) উপাস্যের, ঃ আমি আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। (হে প্রভো, মনের সর্ব্বপ্রকার কলুষ ভাবের অমঙ্গল হইতে আমাকে রক্ষা কর।

(জিন্ অদৃশ্য প্রাণী বিশেষ, যেমন ক্ষিতি মনুষ্যের শরীরের উপাদান, তদ্রূপ অগ্নি অর্থাৎ তেজঃ ইহাদের শরীরের উপাদান। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা ইহাদিগকে অনুভব করিতে পারি না। তেজঃ অপঃ, পদার্থ বিশেষ, কিন্তু জড় পদার্থের ন্যায় ইহার ভার নাই, সুতরাং অনুভূত হয় না। শয়তান এক শ্রেণীর জিন। ফেরেশ্তাও অদৃশ্য প্রাণী, ইহাদের শরীর আলোক দ্বারা নির্ম্মিত। হজরত নবী বলিয়াছেন, "শয়তান আদম

[illegible]র স্ব প্রভাব বিস্তার করে, এবং ফেরেশ্‌তাগণও [illegible] স্ব প্রভাব বিস্তার করে, শয়তান তাহাদিগকে মন্দ [illegible] মিথ্যার্পণের প্রবৃত্তি প্রদান করে, এবং ফেরেশতা [illegible]কে ভাল কর্ম্ম করায়, এবং সত্যকে সত্য জানায় [illegible] করে। যাহার এই শেষোক্ত ভাব হয় সে [illegible] তাহা আল্লাহর দিক্ হইতে হইয়াছে সে তাঁ[illegible] করুক। যাহার প্রথমোক্ত ভাব হয়, সে শয়ত[illegible] আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুক।" (মিশ্‌কাত) "তো[illegible] এমন কেহ নাই যাহার একজন জিন্ সঙ্গী, এবং একজন[illegible], নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয় নাই।' (ঐ) তোমা[illegible]নও নাই, যাহার সঙ্গে একজন মন্দ সঙ্গী অর্থাৎ [illegible]কে না।" (ঐ) শয়তান শোণিতের স্থায় মনুষ্য ধমনী[illegible]হয়।" (ঐ) "শয়তান মন্দ কর্ম্ম সকলকে সুন্দর করিয়া দেখা[illegible]" ৬।৭৩ "অভিলাষগ্রস্ত করিয়া অস্থির করিয়া রাখে। ৬।৭১ "সে এবং তাহার জাতীয়গণ, সেই স্থান হইতে তোমাদিগকে দেখে, (যেখানে) তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে সমর্থ নহ।" ৭।২৭

যে মনুষ্যগণ, মনুষ্য মনে মন্দভাব অর্পণ করে, তাহারা মনুষ্যরূপী দৃশ্য শয়তান, ইহারা অদৃশ্য শয়তান হইতে কোনও প্রকারে ন্যূন নহে, মনুষ্য মনের উপরে ইহাদেরও প্রভুত্ব অসীম। ইহাদের কেহ আপাততঃ সুযুক্তির পরিচ্ছদ পরাইয়া নাস্তিকতাবাদি আল্লাহদ্রোহীতা শিক্ষা দেয় কেহ মোহিনী ভাষায় পাপের কুৎসিত মূর্ত্তিকে সুন্দর মূর্ত্তিতে পরিবর্তিত করিয়া দেয়, কেহ অতি হিতৈষী বন্ধু সাজিয়া মহা শত্রুর কার্য্য করে। ইহাদের আদর্শ, কার্য্য, পরামর্শ, কাব্য, নভেল, সঙ্গীত, চিত্র, অভিনয়, নৃত্য, প্রবন্ধ, দর্শন গ্রন্থ, মহা বিপ্লব সকার করে। জিন্, শয়তান এবং মনুষ্য শয়তান-

গণের প্রভাব হইতে সর্ব্বশক্তিমান সকলকে রক্ষা করুন। ইহারাই, [illegible] গণ দেশবাসিগণের সাধারণ চাকর এবং সাধারণ জনক, এবং স্ত্রীলোকগণ সকলেরই উপভোগ্যা, সাধারণ ধন, সাধারণ পত্নী, এইরূপ দেশ, সংস্কার অস্ত্রবলে প্রচলিত করার প্রবৃত্তি প্রদান করে। ইহারাই লণ্ডন এবং প্যারীসের গুপ্ত থিয়েটারে দিগম্বর এবং দিগম্বরী বেশে অভিনয় করে, এবং দিগম্বর দিগম্বরী দর্শকগণ তাহাতে উপস্থিত হয়। সমস্ত প্রকার সুবন্ধন সকলের বিরুদ্ধে ইহাদের উত্থান। ইহারা মনে অতি পাপজনক কলুষ ভাব সঞ্চার করে। সৎচরিত্রতার আদর্শ পয়গম্বর ইউসফেরও মন বিচলিত হইয়াছিল তাহা তাঁহার আপন উক্তি "আমি আমাকে দোষ মুক্ত করিতেছি না; মন কু বিষয়ে উত্তেজিত করে; কিন্তু আমার প্রতিপালক যাহার প্রতি সদয়, সে ব্যতীত (অপরে মনের উত্তেজনা দমন করিতে অশক্ত।") ১৩.৫৩।

হজরত পয়গম্বর বলিয়াছেন, "মনুষ্যগণ আল্লাহর সম্বন্ধে এরূপ কু চিন্তা করিতে নিরস্ত হইবে না যে, সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ যদি সত্য, তাহা হইলে, তাঁহার স্রষ্টা কে? যখন মনের এই ভাব হয়, তখন সে মন দৃঢ় করিয়া বলুক, আমি তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, সে এই কু চিন্তা পরিত্যাগ করুক।" (মিশকাত।) "মন যে মন্দ কথা সঞ্চারিত করে, আমার উম্মতগণের যে ব্যক্তি তদনুযায়ী কর্ম্ম করে না, বা তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেনা, আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন।" (ঐ) "রসুলের সাহাবা (সঙ্গী) গণের কয়েকব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের মনে এমন২ কথার উদয় হয় যাহা প্রকাশ করিতে আমাদের ঘৃণা হয়; তিনি বলিলেন আহো, তাহা প্রকাশ করিতে যদি ঘৃণা হয়, তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট ঈমান অর্থাৎ ধর্ম্ম ভাব।" (ঐ) "নবীর নিকট একজন আসিয়া

বলি [illegible]

[illegible] মনে এমতও মন্দ কথার উদয় হ[illegible] তাহা কাহাকেও বলার পূর্বে [illegible] মি জলিয়া অঙ্গার হইয়া যাই, [illegible] ইচ্ছা করি। নবী বলিলেন [illegible] আল্লাহকে ধন্যবাদ দেও, (তোমা[illegible] উক্তরূপ হানির গতার [illegible] তিনি) উক্ত কথার মন্দ ভাবকে [illegible] রিবর্ত্তন করিয়া দিলেন।" ([illegible]

আপনা আপনি, [illegible] ন বা মনুষ্য শয়তানের বা ছয় রিপুর [illegible] রোচনার মনে [illegible] পাপী হওয়ার, বা পাপ করার যে ইচ্ছা হয়, [illegible] পাপ, তাঁ[illegible] আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দেন, তজ্জন্য পাপ হয় না। [illegible] সকল কর্ম [illegible] করে, তাহা সুকার্য্য বলিয়া গণ্য হয় [illegible] যদি উহার প্রতি [illegible] করে, তদনুযায়ী কোনও কর্ম ক[illegible] তাহা পাপ বলিয়া গণ্য [illegible] পের প্রবোচনা হইতে নিজ[illegible] দমন করা মহা জেহাদ অর্থাৎ [illegible] বিরুদ্ধে মহা যুদ্ধ, জেহা[illegible] বেদে আকবর।

সমাপ্ত